সমরেশ মজুমদার

কলিকাতায় নবকুমার

সেরা
প্রকাশক প্রাইভেট লিমিটেড
৮২/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৬৯
"সেরা প্রকাশক প্রাইভেট লিমিটেড" ৮২/১ মহাত্মা গান্ধী
রোড, কলিকাতা-৯ এর পক্ষে থেকে শ্রীশিশির ভট্টাচার্য প্রকাশ করেছেন এবং
এম, এম, টেডার্স, ৩/২, ক্ষুদিরাম বোস রোড, কলিকাতা-৬ থেকে শ্রী অশোক
মিত্র ছেপেছেন। প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ সুরজিৎ অধিকারী।

বুদ্ধদেব গুহ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

পত্র ভারতী প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

স্বপ্নেই এমন হয়

সমরেশের সেরা ১০১

পাঁচটি রহস্য উপন্যাস

অর্জুন হতভম্ব

স্বপ্নের শয়তান

জীবনটাকে চেখে দেখুন

এক

বাবা বলেছিল, 'যেতে চাইলে বাধা দেব না। নিজের পায়ে দাঁড়াবি, গোটা জীবন তোর সামনে পড়ে আছে, সেটা যাতে ভালোভাবে কেটে যায়, তার জন্য চেষ্টা করবি বইকি।'

ওপাশে তখন মায়ের আঁচলচাপা কান্না বাজছে। সেই কান্না যখন থামে, কথা বের হয়। আর প্রতিটি কথায় দুঃখ মাখামাখি, 'বাপ ঠাকুরদা তো এখানেই জীবন কাটাল। জমিতে খাটলে কি ফসল পাওয়া যায় না? জঙ্গলে ঢুকলে কাঠ, ফল তো পাওয়াই যায়। নদীতে কমতে-কমতেও মাছ মেলে জাল ফেললে। তাহলে এই জায়গা ছেড়ে দূরে যাওয়ার কী দরকার? বাপ হয়ে যদি ছেলের সর্বনাশ করে তাহলে আর কে ঠেকাবে? আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে।' কথা কমলো, কান্না শুরু হল, আবার। ওই এককথা।

বাপ গলা চড়াল, 'ও কী গরু না ছাগল যে উঠোনে দড়ি বেঁধে রাখবে! আমাদের সময়ে কিছু ছিল? তিনমাইল দূরে ইস্কুল, দশমাইল দূরে কলেজ। বেশ করেছি ওকে পড়িয়েছি। নিজে সাধ মেটাতে পারিনি, ওকে দিয়ে মিটিয়েছি।'

'পড়িয়ে মাথা কিনে নিয়েছ। ঘরে আগ দিয়ে হাওয়া করেছ!'

বাবা মাথা নাড়ল, 'শোনো, যেতে চাইছ যখন যাও। আমাদের জন্যে চিন্তা কোরো না।'

'এ কী বলছেন!' সে তখন মাথা তুলল।

'যা সত্যি তাই বলছি। শুঁয়ো যখন প্রজাপতি হয় তখন সে উড়তে ভালোবাসে। হ্যাঁ, যেতে চাইছ যখন তখন কামাখ্যা অবধি যেতে পারো। শুনেছি সেখানে কাঁচা বয়সের ছেলে গেলে মন্ত্র পড়ে ছাগল বানিয়ে রাখে। শোনা কথা। কিন্তু সেই ছাগল বলি দেওয়া হয় না। তুমি কামাখ্যায় গেলে ছাগল হয়েও বেঁচে থাকতে পারো, কিন্তু দোহাই, ওই কলিকাতায় যেও না। কলিকাতা তোমাকে আস্ত গিলে ফেলবে। মরে ভূতও হতে পারবে না তাহলে। হ্যাঁ।'

বাবা বলল।

'কলিকাতা তো একটা নগরের নাম। আমাদের পশ্চিমবাংলার রাজধানী। মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রীরা সবাই সেখানে থাকেন।' একটু প্রতিবাদ জানিয়েছিল সে।

'তাঁরা কি পথঘাটে ঘুরে বেড়ান? স্বর্গে যেমন দেবতারা থাকেন তাঁরাও সেখানে আলাদা থাকেন। দেবতারা থাকেন বলে রাক্ষস দৈত্য কি নেই? তাহলে প্রতি বছর দুগ্গা পুজো হত না। কাঁচা বয়সের ছেলে পেলে কলিকাতায় মেয়েমানুষরা হাড্ডি থেকে মাস বের করে গিলে ফেলে। এ গল্প আমি অনেক শুনেছি।' বাবা মাথা নাড়ল।

সঙ্গে-সঙ্গে মায়ের কান্না আরও জোরালো হল।

এতক্ষণে তাদের উঠোনে বেশ ভিড় জমে গিয়েছে। আশপাশের বাড়ির লোকজন গম্ভীর মুখে ওদের দেখছে। হঠাৎ হর্ষবর্ধনকাকাকে ভিড়ের মধ্যে এসে দাঁড়াতে দেখে ঈষৎ বল পেল সে। এগিয়ে গিয়ে বলল, 'কাকা, আপনি তো গ্রামপ্রধান। স্কুলের পড়া শেষ করেছিলেন, অনেক খবর রাখেন, বাবাকে একটু বুঝিয়ে বলুন।'

হর্ষবর্ধন এগিয়ে এল, 'বোঝাবার কিছু নেই। তোমার বাবা তাঁর মতো ঠিক কথা বলেছেন।'

'কথাটা সত্যি বলে মনে হচ্ছে আপনারাও?' অবাক হয় নবকুমার।

'কোনটে সত্যি কোনটে মিথ্যে তা কি এক কথায় বলা যায়? এই যেমন, একজন জিজ্ঞাসা

করল, আচ্ছা, গাছ চিনব কী দিয়ে? একজন জবাব দিল, ফল দিয়ে। আমফল, জামফল, কাঁঠালফল মানে সেইসব গাছ। তাই শুনে আর-একজন বলল, যে গাছে ফল ফলে না তার পরিচয় পাতা দিয়ে। আবার ফল ফলে না কিন্তু ফুল ফোটে সেই গাছের পরিচয় ফুল দিয়ে। বুঝলে হে, কতগুলো সত্যি বেরিয়ে এল। কোনওটাকে অস্বীকার করতে পারবে?' হর্ষবর্ধন মাথা নাড়ল, 'তার পরেও আছে। ফল, পাতা, ফুলের পরেও আছে। সেটা হল শেকড়। মাটি খুঁড়ে আমরা দেখি এটা ওল, কিংবা কচু। কচুর আবার কত রকম, সোনাকচু, মানকচু, মুখিকচু। তাই বলছিলাম, তোমরা বাবা তাঁর মতো ঠিক কথা বলেছেন।'

বাবা বলল, 'এখন যদি মাথায় ঢোকে!'

'এই দ্যাখো, এত বছর বয়স হয়ে গেল, আমি কখনও কলিকাতায় যাইনি। কেন যাইনি? না, প্রয়োজন পড়েনি তাই যাইনি। এই গ্রামের মানুষের সেবা করতেই সময় চলে যাচ্ছে। কিন্তু যারা গিয়েছে তারাই বলেছে, কলিকাতায় পা দিলে মনে নেশা ধরে। যারা নেশা করে তাদের বেশিরভাগ মাটিতে গড়াগড়ি খায়, আমরা বলি মাতাল হয়ে গিয়েছে গো! আবার কেউ-কেউ দেখবে নেশা করে দিব্যি মাথা উঁচু করে ভাটিখানা থেকে বাড়িতে ফিরে যায়, একটুও পা টলে না। এই দ্বিতীয় লোকটির মতো যদি চলতে পারো তাহলে কলিকাতায় গেলে তোমার কোনও ক্ষতি হবে না।' হর্ষবর্ধন হাত নাড়ল, 'এবার আপনারা যে যার কাজে চলে যান, এদের কথা বলতে দিন।'

নবকুমার হর্ষবর্ধনকে বলল, 'আপনি মা-বাবাকে বুঝিয়ে বলুন কাকা!'

হর্ষবর্ধন ততক্ষণে পড়শিদের হাত নেড়ে বিদায় করেছে। কাছে এসে বলল, 'বলছ যখন তখন তো নাক গলাতেই হয়। কী বলো দাদা?'

বাবা বলল, 'দ্যাখো, ওটা আবার ভোঁতা না হয়ে যায়।'

'তুমি দেখছি বিপুল খেপে আছ। তা নব, তুমি কলিকাতায় কেন যেতে চাও?' গুছিয়ে বলল হর্ষবর্ধন।

'আজ্ঞে, রোজগার করতে। এখানে যা পাওয়া যায় তা বাবাই ঘরে আনতে পারেন। তাতে তো কিছুই হয় না। আমি তো একটু-আধটু পড়াশোনা করেছি। কলিকাতায় গেলে কিছু-না-কিছু কাজ পেয়ে যাব।' নবকুমার বলল।

'অ। ভালো। কিন্তু কলিকাতায় যাবে তো ট্রেনে। তার ভাড়া কত জানা আছে?'

'হ্যাঁ। বন্ধুরা বলেছে চাঁদা তুলে টিকিট কেটে দেবে।'

'বন্ধুরা? মানে তোমার সঙ্গে যাদের দেখি? তারা তো কোনও ভালো কাজে এক পয়সা চাঁদা তোলে না! বেশ, কলিকাতায় থাকবে কোথায়? খাওয়াবে কে?' হর্ষবর্ধন হাসল।

'প্রথম-প্রথম কষ্ট হবে। কিন্তু তারপর ঠিক ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

'এবার বলো তো বাবা, তোমার মাথায় এসব ঢোকাল কে?'

'নানান মানুষের কথা শুনে আমার মনে হয়েছে। স্কুলে পড়েছি, বিদ্যাসাগরমশাই বীরসিংহ গ্রাম থেকে হাঁটতে-হাঁটতে কলিকাতায় গিয়েছিলেন। না গেলে তিনি বিদ্যাসাগর হতেন না।' মুখে আলো ফুটল নবকুমারের।

হর্ষবর্ধন মুখ ফেরাল, 'দাদা। যেতে দাও। ঠোকর খাবে। তারপর একসময় সুড়সুড় করে ফিরে আসবে।'

মা এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। এবার আচমকা তার গলা থেকে কান্না ছিটকে বেরোল। অবশ্য সেটাকে চিৎকার বললেও কম বলা হয়।

হর্ষবর্ধন বলল, 'ও বউদি, থামুন! এরকম মরাকান্না কাঁদবেন না।'

'আমার এক ছেলে, কলিকাতার রাক্ষুসিরা আস্ত গিলে খাবে, আমি কাঁদব না ঠাকুরপো? বুক আমার শুকিয়ে যাচ্ছে। বেশ, যাবে যখন তখন যাক, কিন্তু যাওয়ার আগে ওকে বিয়ে করে

বউ রেখে যেতে হবে। এই বলে দিলাম।' মা বলল।

বাবার চোখ বড় হয়ে গেল, 'মাথাটা গেছে, একদম গেছে। ও হর্ষ, এবার আমিই যে পাগল হয়ে যাব।'

'তাতো বলবেই। ঠাকুরপো, পিছুটান থাকলে ও ঘরে ফিরবেই।' মা বলল।

বাবা বলল, 'দ্যাখো হর্ষবর্ধন, কাদের সঙ্গে ঘর করছি। রোজগার নেই যার, বাপের ঘাড়ে বসে খাচ্ছে তার বিয়ে দিয়ে বউ আনতে হবে ঘরে। আজকালকার কোনও মেয়ে এমন ছেলেকে বিয়ে করতে রাজি হবে? আর যদি হয় তাহলে তাকে আমি খাওয়াব কেন? অসম্ভব।'

আলোচনাটা সেখানেই থেমে থাকবে না তা নবকুমার জানে। সে কলিকাতায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর থেকেই এটা শুরু হয়েছে। আর কথা না বাড়িয়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল নবকুমার।

স্টেশনের সামনে একটাই চায়ের দোকান। সারাদিনে ট্রেন থামে ছয়বার। তখন চা-বিস্কুট বিক্রি হয়। দোকানটা ছিল হরিজ্যেঠুর। সন্ন্যাস রোগে মারা যাওয়ার পর ওর ছেলে রতন দোকান চালাচ্ছে। ছেলেবেলায় তার সঙ্গে রতন কিছুদিন স্কুলে গিয়েছিল, সেই সুবাদে বন্ধুত্ব।

কাঁচা পয়সা হাতে আসার পর থেকে রতনের চালচলন বদলেছে। এই বয়সেই প্রকাশ্যে চারমিনার খায় সে। তাকে দেখে রতন সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল, 'আয়। শুনলাম তোকে তোর মা যেতে দেবে না!'

'হুঁ।' বেদিতে বসল নবকুমার।

'চা খাবি।'

'না।'

'শালা লোকে বিনি পয়সায় বিষ পেলেও খেয়ে নেয়, তোর কী হল?'

'ভালো লাগছে না। মাস্টারদা এসেছিল?' জিজ্ঞাসা করল নবকুমার।

'আজ ট্রেনের চাকা খোঁড়া হয়ে গেছে। এসে পড়ল বলে।' রতন তার সহকারীকে ইশারায় চা বানাতে বলল।

তারপর সিগারেটের শেষটা ছুড়ে ফেলে জিজ্ঞাসা করল, 'কলিকাতায় গিয়ে কী করবি?'

'জানি না।'

'জানিস না যখন তখন যাচ্ছিস কেন?'

'ওখানে গেলে ঠিক কাজ পেয়ে যাব। চেষ্টা করলে টাকা রোজগার করা যায়। এখানে থেকে কী হবে? হাজার চেষ্টা করলেও কোনও রোজগার হবে না। বাপ ঠাকুরদার মতো জমি চাষ করে কোনও মতে বেঁচে থাকতে হবে।' ওর কথার মধ্যেই দূরে ট্রেনের হুইসল বেজে উঠল। রতন এবার ব্যস্ত হল। তার সহকারীকে ধমকে চা রেডি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

ট্রেনটা ঢোঁড়া সাপের মতো হেলেদুলে এসে দাঁড়াল স্টেশনে। কিছু লোক নামছে। ভ্যান রিকশাওয়ালা চেঁচিয়ে এক-একটা জায়গার নাম বলছে। একজন-একজন করে খদ্দের জুটে গেল রতনের। হাতে-হাতে চায়ের গ্লাস আর লেড়ো বিস্কুট ধরিয়ে দিল রতন।

এইসময় একটা সিড়িঙ্গে লোক এসে রতনকে জিজ্ঞাসা করল, 'ভাইটি, দক্ষিণপাড়া চেনো?'

'জন্মেছি এখানে, না চিনে পারি? চা?'

'না-না। অ্যাসিড হয়। কীভাবে যাব?'

'ডানদিক দিয়ে চলে যান। কার বাড়িতে যাবেন?'

'হলধর রায়।'

নবকুমারের দিকে একবার তাকাল রতন। তারপর বিনীতভাবে বলল, 'উদ্দেশ্যটা কী যদি বলেন তাহলে আপনাকে সাহায্য করতে পারি।'

'আর বলো না। আমার এক শ্যালিকাকে কেউ বলেছে হলধরবাবুর একটি বিবাহযোগ্য পুত্র আছে। হলধরবাবুর স্ত্রী তার বিয়ে দিয়ে ঘরে গৌরী আনতে চান। শ্যালিকার চাপে বাধ্য হয়ে খবর নিতে আসতে হল। আচ্ছা, চলি।' লোকটা ঘুরে দাঁড়াল।

সঙ্গে-সঙ্গে রতন বলল, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান। আপনার শ্যালিকার মেয়ে কি কানা বোবা অথবা খোঁড়া? মানে, বিয়ে দিতে পারছেন না?'

'অ্যাঁ! তার তো বয়স মাত্র চৌদ্দ। কোনও খুঁত নেই।' লোকটার চোখ ছোট হল।

'তাহলে না যাওয়াই ভালো।' রতন আর-একবার নবকুমারের দিকে তাকাল।

'কেন?'

'রক্তের দোষ আছে ছেলেটার। দু-বছর আগে মনসামেলার সময় যে খারাপ মেয়েরা এসে হোগলার ছাউনিতে ব্যাবসা করতে আসে তাদের কাছে গিয়েছিল তো। গঞ্জের ডাক্তারের ওষুধে রোগ কমেছে। ওর মায়ের ধারণা, ছেলের বিয়ে দিলে সেটা একদম সেরে যাবে।' মাথা দুলিয়ে-দুলিয়ে বলল রতন। তারপর অন্য খদ্দেরদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

লোকটা হতভম্বের মতো কিছুটা সময় দাঁড়িয়ে থেকে হনহন করে স্টেশনে ফিরে গেল। উলটোদিক থেকে আর-একটা ট্রেন আসছে। এই স্টেশনে সান্টিং হবে। দুটো ট্রেন দু-দিকে চলে যাবে। এত-তাড়াতাড়ি ফেরার ট্রেন পেয়ে লোকটা যেন বেঁচে গেল।

দোকানের ভিড় কমে গেলে রতন চিৎকার করল, 'তোকে বাঁচিয়ে দিলাম।'

'কিন্তু তাই বলে ওই দুর্নাম দিলি তুই। এই লোকটা তিন ভুবনের মানুষকে বলে বেড়াবে কথাটা। আমি কি কোনওদিন ওইসব মেয়েমানুষের কাছে গিয়েছি?' সোজা হয়ে দাঁড়াল নবকুমার। অনেকক্ষণ নিজেকে সামলে রেখেছে তা বোঝা যাচ্ছিল।

'আহা, চটছিস কেন? এছাড়া লোকটাকে আটকানো যেত না। ব্যাটা চৌদ্দ বছরের শালির মেয়েকে তোর কাঁধে চাপিয়ে দিত। এই জন্যে বলে যেচে তোদের উপকার করতে নেই।' দ্বিতীয় ট্রেনটি স্টেশনে পৌঁছে যেতে রতন কথা বন্ধ করল। এখন তার বিক্রির সময়। সে হাঁকতে লাগল, 'চা, চা, গরম চা। চাগ্রম!'

দ্বিতীয় ট্রেন থেকে নেমে যে লোকটা এগিয়ে এল বয়স বছর তিরিশেক। পরনে পাজামা শার্ট। চুল খুলির সঙ্গে সাঁটা। একটু বাবরি রেখেছে। হাঁটাচলা কথা বলা, এমনকি হাসিতেও মেয়েলি ছাপ স্পষ্ট।

'এই যে কলির কেষ্ট, মুখে মেঘ কেন?' লোকটা বেঞ্চিতে বসল।

'আর বলবেন না মাস্টারদা। বাড়ির সবাই আমাকে পাগল করে দিচ্ছে।'

'ওমা। কেন গো?'

'আমি কলিকাতায় রোজগারের জন্যে যাব বলতেই—!' কথা শেষ করল না নবকুমার।

'অ। এই কথা। বড়-বড় সাধুদের সাধনা নষ্ট করতে দেবতারাই কত বাধা তৈরি করত। তুমি তো মানুষ। অর্জুনের মতো হও। সামনে মাছের চোখ ছাড়া আর কিছু নেই। আমি বলি কী, আজ বিকেলেই চলো।' মাস্টারদা হাত নেড়ে বলল।

'আজ বিকেলেই? মানে, এত তাড়াতাড়ি?'

'ওই তো মুশকিল। মনটাকে পাখির মতো করে নাও হে। যেই ইচ্ছে হল অমনি ডানা মেলে আকাশ ধরলে। এ কি বিয়ে করতে যাচ্ছ? দিন ঠিক করে লগ্ন কখন জেনে তবে বেরুবে!' মাস্টারদা হাঁকল, 'ও রতনা, চা খাওয়াবে না?'

'একটু দাঁড়াও!' রতন ভিড়ের ভেতর থেকে উত্তর দিল।

মাস্টারদা বলল, 'উটের মতো দাঁড়িয়ে কেন বন্ধু? বসো। হ্যাঁ, আজ সকালেই খবর পাঠিয়েছেন ম্যানেজারমশাই। নতুন পালার রিহার্সাল শুরু হচ্ছে। আমার কথা ভেবে একটা ফাটাফাটি পার্ট

লেখা হয়েছে। খবর পাওয়ামাত্র যেন চলে আসি। শোনামাত্রই বুকের ভেতর কাতলা মাছ ঘাই মারতে শুরু করল। তা তুমি যখন মনস্থ করেছ তখন চলো আমার সঙ্গে আজই। দুই বন্ধুতে যাই রাজধানীতে।'

'বেশ। তাই যাব। কিন্তু এখনও বেশি টাকা জোগাড় করতে পারিনি।'

'কত পেরেছ?'

'দুশো।'

খিলখিলিয়ে হাসল মাস্টারদা, 'আমার পকেটে তো শুধু টিকিটের দাম। ওটা না থাকলে শ্রীঘরে পচতে হবে।'

'খাওয়া থাকা—।'

'ঠিক হয়ে যাবে। নিজেকে স্রোতে ভাসা কুটো ভেবে নাও। ঠেকবে, আবার এগোবেও। মাথার ওপরে চিন্তামণি থাকতে তুমি চিন্তা করবে কেন? দেখবে, তিনিই ঠিক চিনি জুগিয়ে যাবেন। কাউকে বলার দরকার নেই যে তুমি আজই যাচ্ছ।' রতনের সহকারীর হাত থেকে চায়ের গ্লাস নিয়ে লম্বা চুমুক দিয়ে মাস্টারদা বলল, 'তাহলে গোপন কথাটি রবে না গোপনে।'

মাস্টারদার কথা বলার ধরন খুব ভালো লাগে নবকুমারের। বেশ নতুন-নতুন কথা শোনা যায়। কী মিষ্টি।

ভিড় চলে গেলে রতন এসে বসল ওদের পাশে। 'বুঝলে মাস্টারদা, তুমি যখন ওকে কলিকাতায় নিয়ে যাচ্ছ তখন যাত্রাপার্টিতে লাগিয়ে দাও।'

গ্লাস সহকারীর দিকে এগিয়ে মাস্টারদা বলল, 'ছাগলকে দিয়ে লাঙল টানাতে পারবে? পারলে জমিতে লাঙলের ফলা বসবে?'

'তুমি ওকে ছাগল বলছ?' হেসে ফেলল রতন।

'নিজেকে বলদ বললে ওকে ছাগল বলতেই পারি। যে সাঁতার জানে না তাকে জলে ফেলে যদি বলি কাটো সাঁতার, পারবে? অভিনয়, গান হল সাধনার বস্তু। অনেক অনুশীলন, অনেক পরিশ্রম করতে এক কণা পাওয়া যায়।'

'এক কণা? বাকিটা?'

'জন্মাবার সময় তিনি দিয়ে দেন। যাও হে বাবু, তৈরি হয়ে এসো। বিকেল-বিকেল ট্রেন ধরতে হবে।' মাস্টারদা বলল।

হঠাৎ রতন খিকখিক করে হাসল।

'কী হল চা-বাবু?' মাস্টারদা জিজ্ঞাসা করল।

'জ্ঞান হওয়ার পর গ্রামের কেউ কলিকাতায় গিয়েছে বলে শুনিনি। নব যাচ্ছে, কিন্তু ওর কপাল খুব খারাপ।'

'কী করে বুঝলে চাঁদ যে ওর কপাল খারাপ?'

'কিছুক্ষণ আগে একজন এসেছিল দোকানে। ওর বাবার সঙ্গে দেখা করতে চায়। তার শালির চৌদ্দবছরের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে চায়।'

'তো?'

'আমি কাটিয়ে দিলাম। বললাম, ওর রক্তে দোষ হয়েছে। মনসামেলায় গিয়ে হোগলার ছাউনির মেয়েদের কাছে গিয়েছিল। ব্যস, সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা ফিরতি ট্রেন ধরল। হি-হি-হি।' রতন মন খুলে হাসল।

মাস্টারদা মাথা নাড়ল, 'চা-বিক্রি করে তোর বুদ্ধিতে আর কত ধার হবে। অন্য কিছু বলে কাটাতে পারলি না। আর কাটাবার দরকারই বা কী ছিল। যেত ওর বাড়িতে। বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলে খুশি হয়ে ফিরে যেত। আজই তো বরযাত্রী নিয়ে ওকে বিয়ে করতে যেতে হত না।

এখন লোকটা কথা ছড়াবে। পাঁচটা মানুষ...পচা খবর শুনতে ভালোবাসে। হয়তো কথাটা ভাসতে-ভাসতে ওর মা-বাবার কানে চলে আসবে। তখন মানুষ দুটোর কী হাল হবে, বল?'

রতন শরীরটাকে ত্রিভঙ্গ মুরারী করে দাঁড়িয়ে রইল।

দুই

স্নান খাওয়া শেষ করে নবকুমার ঘোষণা করল। শোনামাত্র মা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে সরে গেল সামনে থেকে। চিৎকার দূরের কথা, একচিলতে কান্নাও তাঁর গলা থেকে বের হল না। কিন্তু বাবা এসে দাঁড়াল সামনে, 'যাচ্ছ যাও, কিন্তু কাল যদি তোমার মা মারা যায় তাহলে খবর পাঠাব কোন ঠিকানায়? সেটা দিয়ে যাবে।'

হকচকিয়ে গেল নবকুমার। মাস্টারদার সঙ্গে সে কলিকাতায় যাবে রোজগার করতে। এর বাইরে সে কিছুই জানে না। সেখানে যাওয়ার পরে যেখানে থাকবে সেটাই তার ঠিকানা হবে। মাস্টারদাও কিছু বলেনি। একবার বলেছিল, 'মনে রেখো এখন তুমি একটা পাতা। গাছ থেকে খসে নদীর স্রোতে পড়েছ। নদী তোমাকে কোথায় নিয়ে গিয়ে তুলবে তা তুমি জানবে কী করে? নদী নিজেই জানে না। এই নদীর নাম কী জানো?' হেসেছিল মাস্টারদা, 'জীবন।'

এসব কথা শুনতে খুব ভালো লেগেছিল। এখন বাবার সামনে দাঁড়িয়ে সে বুঝতে পারল মনে যা দাগ কাটে মুখে তা বলা যায় না। নবকুমার নীচু গলায় বলেছিল, 'কলিকাতায় যাওয়ার পর ঠিকানা জানতে পারব।'

'ও।' বাবা একটু ভাবল, 'দিনসাতেকের মধ্যে যদি ঠিকানা না জানাতে পার তাহলে দয়া করে ফিরে এসো দশ দিনের মাথায়।'

বেরুবার সময় মা-বাবাকে প্রণাম করতেই বাবার প্রশ্ন, 'সঙ্গে টাকা আছে?'

'হ্যাঁ।'

'কত?'

'দুশো।'

'সর্বনাশ। এত টাকা তুমি কোথায় পেলে?'

'অনেকদিন ধরে জমিয়েছি।'

'চমৎকার।'

'মা!'

মা অন্যদিকে মুখ ঘোরানো। 'কলিকাতা থেকে কোনও শাখচুন্নিকে বউ করে নিয়ে এলে আমি গলায় দড়ি দেব।'

হাতে একটা টিনের স্যুটকেস। স্যুটকেসের ওপর একটা লাল গোলাপ আঁকা। স্টেশনের পথে আসার সময় অন্তত তেরোজন হাজার প্রশ্ন করল। এই গ্রামের কেউ রোজগার করতে কলিকাতায় যায়নি। নবকুমার যখন যাচ্ছে, তখন নিশ্চয়ই অনেক বড়লোক হয়ে ফিরবে। কেউ-কেউ আবদার করল, নবকুমার ওখানে গিয়ে থিতু হলে ভরসা পেয়ে সে-ও যাবে।

রতনের দোকানে মাস্টারদা বসে পা দোলাচ্ছে। তাকে দেখে বলল, 'ভালো করেছিস। শার্ট পাজামা পরলে চালাক-চালাক বলে মনে হয় না। তাই যে দেখবে, সে-ই তোকে ভালোমানুষ বলে মনে করবে। চল।'

সেকেন্ড ক্লাস ট্রেনে কলিকাতায় পৌঁছতে অনেক টাকার টিকিট কাটতে হল। ট্রেন এল। মাস্টারদা তাকে নিয়ে যে কামরায় উঠল সেটা যাত্রীঠাসা। কোনওমতে বেঞ্চির এক চিলতে জায়গা

আবিষ্কার করে মাস্টারদা বলল, 'দয়া করে বসে পড়। আমার জন্য চিন্তা কোরো না। আমি ঠিক জায়গা তৈরি করে নেব।'

কামরা দুলে উঠল, ট্রেন চলল। আধখানা জানলা দিয়ে শেষ বিকেলের আলোয় নবকুমার দেখতে পেল গ্রামে যাওয়ার রাস্তা, ভ্যানরিকশা, মুখার্জিদের পোড়ো শিবমন্দির পেছনে-পেছনে যাচ্ছে। তারপরেই মাঠঘাট, জঙ্গলের ছবি। বুকের ভেতরটা কীরকম শিরশির করে উঠল তার। চোখ বন্ধ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। স্কুলে পড়ার সময় একজন প্রবীণ শিক্ষক কিছুদিনের জন্যে তাদের স্কুলে এসেছিলেন। তিনি বলতেন, 'যখনই মন অনিশ্চিত হবে, সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না, ভয় পাবে তখনই চোখ বন্ধ করে বিবেকানন্দের কথা ভাববে। দু-হাত বুকের ওপর ভাঁজ করা সেই তেজোদীপ্ত মানুষটিকে বন্ধ চোখের পাতায় দেখতে চাইবে। দেখবে মনে বল এসে যাবে।' সমস্যায় পড়লেই সে চোখ বন্ধ করে বিবেকানন্দকে স্মরণ করত। আজ এই সন্ধে নামা সময়ে ছুটন্ত ট্রেনের কামরায় বসে চোখ বন্ধ করে বিবেকানন্দকে দেখার পর ধীরে-ধীরে মন ধাতস্থ হল।

ইতিমধ্যে তিনটি স্টেশন ছুঁয়ে ট্রেন চলেছে অন্ধকার দিয়ে। মাস্টারদা ইতিমধ্যে জায়গা পেয়ে গেছে। আশেপাশের লোকদের এগিয়ে দেওয়া বিড়ি টানতে-টানতে তাদের গল্প শোনাচ্ছে। ও-পাশে কিছু লোক ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ খেয়াল হল মাস্টারদার, 'আরে, তুমি এখনও উচ্চিংড়ের মতো বসে আছো? কত লোক নামল, জায়গা করে নিলে না। শোনো নবকুমার, বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের উপকার করতে তোমাকে কাঠ কাটতে পাঠিয়ে নৌকো ছেড়ে দিয়েছিল। তা থেকে তোমার শিক্ষা নেওয়া উচিত। ওই, ওইখানে গিয়ে আরাম করে বোসো।'

দূর থেকে চেঁচিয়ে কথাগুলি বলে আঙুল দিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দিল মাস্টারদা। জায়গাটা দেখে সিঁটিয়ে গেল নবকুমার। কামরার কোণের দিকে যে পরিবারটি চলেছে তাদের পাঁচজনের মধ্যে চারজনই মহিলা। একজন বৃদ্ধ ওদের সঙ্গে। স্টেশনে-স্টেশনে কিছু লোক নেমে যাওয়ায় ওরা হাত-পা ছড়িয়ে বসেছে। ওখানে গেলে ওরা নিশ্চয়ই খুশি হবে না।

'আরে! ভাবার কী আছে?' মাস্টারদা চেঁচল, 'এই পৃথিবীর নিয়ম হল কেউ তোমাকে জায়গা করে দেবে না, তোমাকে নিজেই জায়গা আদায় করতে হবে। যাও।' মাস্টারদা এর মধ্যেই যাদের সঙ্গী করে ফেলেছে, তারা দাঁত বের করে হাসছে দেখে নবকুমার উঠে দাঁড়াল। স্যুটকেস নিয়ে ভিড় সামলে কোণের দিকে গিয়ে দাঁড়াল সে। সবচেয়ে বয়স্কার বয়স অন্তত সত্তর। তারপর পঞ্চাশ, পঁয়ত্রিশ, পনেরো। ওরা তাকে দেখেও দেখল না। প্রায় ঘাড়ের কাছে স্যুটকেস হাতে দাঁড়িয়ে আছে একজন দেখে দলের ছুটকি চাপা গলায় বলল, 'একটু কাত হয়ে শুয়ে পড়ি।'

বয়স্ক ব্যাপারটা না বুঝে বলল, 'এই ভর সন্ধেবেলায় শুবি কীরে? হ্যাঁ! একটু পরে খাবার খেয়ে তারপর ঘুমাস!'

পঞ্চাশ বলল, 'মা, বোতলে জল কম আছে।'

'থাকবেই তো। ইস্টিশনে এসেই ঢোক-ঢোক করে এক পেট জল খেয়ে নিলেন ইনি। পইপই করে বললাম, যাও আবার জল ভরে নিয়ে এসো, কানেই তুলল না।' বয়স্কা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন।

একপাশে বসে বৃদ্ধ চোখ বন্ধ করে থেকেই বললেন, 'কী করব! ট্রেন এসে গিয়েছিল যে। জল আনতে গেলে টেরেনে উঠতে পারতাম না।'

'তাহলে খাবার খেয়ে জল চেয়ো না।'

ছুটকি বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। পরের স্টেশনে নেমে জল নিয়ে আসব।'

বয়স্কা চোখ কপালে তুলল, 'সর্বনাশ! এই রাত্তিরে অজানা জায়গায় তুই যাবি জল আনতে? ঘাটে কি আর মড়া নেই যে তুই যাবি ভিড় বাড়াতে?'

ধমক খেয়ে ছুটকি চুপ। বৃদ্ধ বললেন, 'কাউকে যেতে হবে না। আমিই যাব।'

পঞ্চাশ বলল, 'না বাবা। যদি ট্রেন ছেড়ে দেয় আর তুমি উঠতে না পারো।'

'তাহলে তোর মা দু-হাত তুলে নাচবে, তোরা নৃত্য দেখবি।' বৃদ্ধ বললেন।

পঁয়ত্রিশ বয়স্কাকে ইশারা করল চুপ করতে। তারপর বলল, 'তার চেয়ে কাউকে একটু ভালো করে বললেই হয়, এনে দেবে। মানুষের মনে তো এখনও দয়ামায়া আছে।'

বয়স্কা, 'তাই নাকি? দেখি!' মুখ ফিরিয়ে নবকুমারের দিকে তাকিয়ে একটু হাসার চেষ্টা করল। 'ও ভালোমানুষের ছেলে, বলি যাওয়া হচ্ছে কোথায়?'

এতক্ষণ নবকুমারের মনে হচ্ছিল রেডিওর নাটক শুনছে। বলল, 'কলিকাতায়।'

সঙ্গে-সঙ্গে পঁয়ত্রিশ আর পনেরো খিলখিল করে হেসে উঠল।

বয়স্কা ধমক দিল, 'অ্যাই, থাম।'

বৃদ্ধও ধমক দিলেন, 'হাসছিস কেন? হ্যাঁ, ছেলেবেলায় শুনেছি, আসল নাম ছিল কলিকাতা। সাহেবরা বলত ক্যালকাটা। তা থেকে কোলকাতা। তা বাবা, তুমি কি কোলকাতায় থাকো।'

'না।' নবকুমার বুঝতে পারছিল না এরা এইভাবে হাসল কেন? সে বইতে পড়েছে, কলিকাতা, সুতানুটি এবং গোবিন্দপুর নামে তিনটি গ্রাম ছিল। পরে তারা একত্রিত হলে নাম রাখা হয় কলিকাতা। তা হলে ভুল কী বলল?

'এই প্রথম যাচ্ছ নাকি?' বৃদ্ধের কৌতূহল কমছিল না।

'হ্যাঁ।'

'তা বলছিলাম কী, আমাদের একটু জল দরকার। আমি তো বুড়োমানুষ আর সঙ্গে, দেখতেই পাচ্ছ, সব মেয়েছেলে।'

এই সময় ট্রেনের গতি কমে এল। অন্ধকার পেরিয়ে একটু আলোকিত স্টেশনে গাড়ি থামতেই পঁয়ত্রিশ দু-দুটো জলের বোতল নবকুমারের দিকে এগিয়ে ধরল। হাতের স্যুটকেস কোথায় রাখবে বুঝতে পারছিল না সে। পঁয়ত্রিশ বলল, 'এই, স্যুটকেসটা ধর।'

পনেরো ছোঁয়া বাঁচিয়ে স্যুটকেস ধরল।

বোতল দুটো নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়িয়ে মাস্টারদার দিকে তাকাল নবকুমার। মাস্টারদা তখন তার পাশের লোকটিকে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে কিছু বোঝাচ্ছে।

কামরা থেকে নামল নবকুমার। আধা আলোছায়ায় মোড়া প্ল্যাটফর্মে জলের কল নজরে এল না। একজনকে জিজ্ঞাসা করতে সে দূরের দিকে হাত তুলল। নবকুমার দ্রুত পা চালাল। অনেকটা যাওয়ার পরে টিউবওয়েল চোখে পড়ল। তাকে ঘিরে একটা জটলা। শেষপর্যন্ত সুযোগ পেতেই সে হাতল নাড়তে-নাড়তে বোতলে জল ভরতে লাগল। এবং তখনই হুইসল দিয়ে ট্রেন চলতে শুরু করল।

একটা বোতলের গলা পর্যন্ত জল ভরে এসেছে, দ্বিতীয়টি ফাঁকা। সেই অবস্থায় দৌড়তে লাগল নবকুমার। ইতিমধ্যে ট্রেনের গতি বাড়ছে। যে কামরায় ওরা ছিল সেখানে পৌঁছনো অসম্ভব বুঝতে পেরে কোনওমতে সামনের কামরায় উঠে পড়ল সে। উঠে দেখল কামরাটা প্রায় ফাঁকা। দুজন লোক গম্ভীর হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

'নেক্সট স্টেশনে নেমে যাবে।' একজন গম্ভীর গলায় বলল।

দ্রুত মাথা নাড়ল নবকুমার। তখনও তার বুকের ভেতরটা ধকধক করছিল। আর একটু হলেই ট্রেনটাকে ধরতে পারত না। মাস্টারদা নিশ্চয়ই খুব রেগে যাবে। অন্যের উপকার করতে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনার জন্যে ধমকাবে। এবং এটা মনে হতেই হেসে ফেলল সে। নবকুমার সহযাত্রীদের উপকার করতে কাঠ কাটতে জঙ্গলে গিয়ে পথ হারিয়েছিল। তাকে ফেলেই সহযাত্রীরা নৌকো নিয়ে চলে গিয়েছিল। তারও অবস্থা আর-একটু হলে ওইরকম হচ্ছিল।

হঠাৎ কানে এল, 'পাগল নাকি? একা-একা হাসছে!' শোনামাত্র নবকুমার গম্ভীর হয়ে গেল। সে বুঝতে পারল না এত বড় কামরায় মাত্র দুজন লোক বসে আছে কেন? যেখানে অন্য কামরায়

যাত্রীরা ঠাসাঠাসি সেখানে একটা পুরো কামরা খালি যাচ্ছে?

পরের স্টেশনে ট্রেন থামতেই সে প্ল্যাটফর্মে নেমে দাঁড়াল। সঙ্গে-সঙ্গে দুজনের একজন দরজায় চলে এসে গম্ভীর গলায় বলল, 'এটা মিলিটারির অফিসারদের জন্য। এর পরের বার না দেখে উঠলে বিপদে পড়বে। গেট আউট।'

দ্রুত পা চালাল নবকুমার। হঠাৎ কানে এল, 'ওই যে, ওই যে।'

মুখ তুলে সে দেখতে পেল পনেরো বছরকে। কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে হাত তুলে তাকে দেখাচ্ছে পঁয়ত্রিশকে। নবকুমার দরজার কাছে পৌঁছতে পঁয়ত্রিশ বলল, 'উঃ কী ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আমরা। আপনি যদি জলের জন্যে ট্রেনে না উঠতে পারতেন তাহলে আমরাই দায়ী হতাম।'

পনেরো বলল, 'আগে ওকে ওপরে উঠে আসতে বলো তারপর এসব শোনাও।' নবকুমার লক্ষ করল দূর থেকে তাকে দেখে পনেরোর মুখে যে উচ্ছ্বাস ঠিকরে উঠেছিল এখন তা উধাও। সে ওপরে উঠে এসে এক বোতল জল পঁয়ত্রিশের দিকে এগিয়ে ধরল। 'কোনওমতে একটাই ভরতে পেরেছিলাম।'

'তাতেই হবে। অনেক ধন্যবাদ।' ওরা ফিরে গেল নিজের-নিজের জায়গায়।

মুখ ফেরাতেই চোখাচোখি হল মাস্টারদার সঙ্গে। বিড়ি টানতে-টানতে উঠে এল মাস্টারদা, সামনে দাঁড়িয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল।

'তুমি কার সঙ্গে কলিকাতায় যাচ্ছ?'

'আপনার সঙ্গে।'

'অতএব আমার কিছু দায়িত্ব থেকেই যাচ্ছে তোমার সম্পর্কে।'

মুখ তুলল না নবকুমার।

'পরোপকার করার ধান্দায় যদি অজানা স্টেশনে জল আনতে ছুটে যাও এবং ফিরে না আস তাহলে বঙ্কিমবাবু যাই বলে থাকুন আমি তোমাকে গর্দভ ছাড়া আর কিছু বলব না। দ্বিতীয়বার এই কর্মটি কোরো না।' বিড়ির বাকিটা বাইরে ছুড়ে ফেলে খিকখিক শব্দে হাসল মাস্টারদা।

বকুনির পরেই হাসিতে অবাক হল নবকুমার, 'হাসছেন কেন?'

'হাসব না? তুমি তো দেখছি জব্বর মেয়ে-কপালে ছোকরা। ট্রেনে উঠতে-না-উঠতেই মেয়ে জুটিয়ে ফেললে। তা-ও একটা নয়, এক জোড়া?'

'কী যা তা বলছেন?'

'যা-তা? বোনঝি বলে আমার দোষ, মাসি বলে আমার!'

'আপনি কী করে এদের সম্পর্ক জানলেন?'

'এটা জানতে না পারলে চিৎপুরে করে খাচ্ছি কী করে? তোমাকে জল আনতে পাঠাল কেন বলে ধমকাতেই সব বেরিয়ে পড়ল। তবে একটা কথা শোনো, মেয়ে-কপালে হও অথবা পরোপকারে ঝাঁপাও, সবসময় মনে রাখবে তুমি একটা ঘোড়া, তোমাকে রাশ টেনে নিজেকে থামাতে হবে।' মাস্টারদা চলে গেল তার জায়গায়।

নবকুমার ভেবেছিল, সে ফিরে এসে সবার কাছে সহানুভূতির কথা শুনতে পাবে। মানুষের উপকার করতে যাওয়াটা এখন অপরাধ বলে মনে হল।

স্যুটকেসটা নেওয়ার জন্য সে মহিলাদের কাছে যেতেই বয়স্কা বলল, 'খুব চিন্তায় পড়েছিলাম বাবা। কোনও সমস্যা হয়নি তো?'

'না।'

'বেশ সাহসী মনে হচ্ছে!' পঁয়ত্রিশ কথাটা বলে ঠোঁট মোচড়াল।

'আমার স্যুটকেসটা।'

'ওমা, তুমি তো কোলকাতায় যাবে, এখনই স্যুটকেস নিয়ে কী করবে! এসো! ওখানে বসো।

বাড়ি থেকে কি খাবার এনেছ? বয়স্কা জিজ্ঞাসা করল।

'না।'

'তা হলে তো তোমাকে বসতেই হবে। ও ছুটকি, একটু জায়গা করে দে না।' যাকে বলা হল তার মুখ গম্ভীর, 'আবার?'

'ওহো! আর ভুল হবে না।' বয়স্কা হাসল।

পনেরো বছর খানিকটা শরীর সরালে বসার জায়গা পেল নবকুমার। সন্তর্পণে সে বসল সেখানে। বসেই মাস্টারদার দিকে তাকাল। মাস্টারদার মুখ দেখা যাচ্ছে না ওখান থেকে।

এইবার বয়স্কা ব্যাগ থেকে অনেকগুলো কৌটো বের করে খাওয়ার ভাগ করতে শুরু করল। পঞ্চাশ তাকে সাহায্য করছিল। গোটা চারেক রুটি, তরকারি আর একটা মিষ্টি শালপাতায় সাজিয়ে বয়স্কা এগিয়ে ধরতে পঁয়ত্রিশ সেটা নিয়ে নবকুমারকে দিল। নবকুমার অপেক্ষা করল। আজ দুপুরে বাড়ির খাবার সে তৃপ্তি করে খেতে পারেনি। এখন খাবার দেখার পর খিদে বেশ চাগিয়ে উঠল। কিন্তু আগেই খেতে শুরু করলে অভদ্রতা হবে বলে সে চুপচাপ বসে রইল।

খাওয়া শুরু করার পর বয়স্কা জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন লাগছে রান্না?'

বৃদ্ধ এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। এবার বললেন, 'এটা আবার রান্না নাকি? একটা যাহোক তরকারি বুঝলে হে, নামটা কী যেন—?'

'আজ্ঞে, নবকুমার।'

পাশে বসা পনেরো বছর ফিক করে হেসে উঠল।

নবকুমার বুঝল, এই মেয়েটার অকারণে হাসির অভ্যেস আছে।

'হ্যাঁ, বুঝলে হে নবকুমার, আমার মায়ের হাতের রান্না খেলে ভুলতে পারবে না।' বৃদ্ধ চোখ বন্ধ করে বললেন, 'অমৃত হার মানে?'

'কান ঝালাপালা হয়ে গেল। যেন অমৃত কত খেয়েছে!' বয়স্কা বলল। সঙ্গে-সঙ্গে বৃদ্ধ চুপ। খেতে একটু অসুবিধে হচ্ছিল নবকুমারের। আলু-পটলের তরকারিতে যেন চিনি ঢেলে দিয়েছে রান্নার সময়। তাদের বাড়িতে রান্না হয় একটু ঝাল-ঝাল। শুকনো লঙ্কা নয়, কাঁচা লঙ্কার ঝাল থাকলেও স্বাদ হয় ভালো। তরকারিতে মিষ্টি খাওয়ার কথা ওরা ভাবতেই পারে না। তবু খেতে হল।

'যে এনেছে সে এক ঢোঁক জল প্রথমে খাক।' পঁয়ত্রিশ বোতল এগিয়ে ধরল। ঠিক এক ঢোঁক জল গলায় ঢেলে শালপাতা বাইরে ফেলে দিল নবকুমার জানলা গলিয়ে। হঠাৎ তার খারাপ লাগা শুরু হল। একসঙ্গে এসে সে একা-একা খেয়ে নিল আর মাস্টারদা না খেয়ে রয়েছে। নবকুমার উঠল। মাস্টারদার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'খাওয়াদাওয়া করবেন না?'

'সামনের স্টেশনে পাঁচ মিনিট থামবে। তখন পুরি আর তরকারি খাব।'

'আমাকে ওরা জোর করল! অবশ্য খেতে একটুও ভালো লাগেনি। কী মিষ্টি!'

'পেটে তো গেছে। আরে এতে সঙ্কোচের কারণ নেই। একজনের খাওয়া খরচ তো বেঁচে গেল। পরে ওটা কাজে লাগবে। মেয়েছেলেগুলোকে শুধু ঘাড়ে চড়তে দিও না।'

তিন

রাত গভীর। ট্রেনটা এখন ঠিক খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে চলছে। কামরার আলোর তেজ কমে গিয়ে একটা হলদেটে চেহারা নিয়েছে। যাত্রীদের বেশিরভাগের চোখ বন্ধ। এর মাথা ওর কাঁধে প্রায় ঢলে পড়েছে। বৃদ্ধকে বয়স্কা একইসঙ্গে খানিকটা জায়গা দেওয়ায় তিনি ঈষৎ কাত হতে পেরেছেন। বৃদ্ধার চোখ বন্ধ। নাক ফুলছে। ঠোঁট সামান্য ফাঁক। এপাশে পঞ্চাশ এবং পঁয়ত্রিশ ঘুমে কাদা। নবকুমারের ডানদিকে

বসা পনেরো মাঝেমধ্যেই শরীর বাঁকাচ্ছে, বোধহয় অচেনা লোক পাশে বসে থাকায় তার ঘুম আসছে না।

নবকুমার কামরার অন্য প্রান্তে তাকাল। সেখানেও ঘুম। কিন্তু বেঞ্চির একটুখানি খালি হয়েছে। ওখানে বসলে স্বচ্ছন্দে জানলায় মাথা রাখা যায়। নবকুমার সন্তর্পণে ওঠার চেষ্টা করতেই উঃ শব্দটি উচ্চারণ করতে বাধ্য হল। তার ডান পায়ের জুতোর ওপর প্রচণ্ড জোরে পায়ের চাপ রেখেছে পনেরো, রেখেই পা সরিয়ে নিয়েছে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হল নবকুমার। চোখ বন্ধ, যেন গভীর ঘুমে তলিয়ে গিয়েছে।

নবকুমার অনুমান করল ব্যাপারটা নেহাতই দুর্ঘটনা। হঠাৎ হয়ে গিয়েছে। জেনেবুঝে কেন পনেরো তার পায়ের ওপর এত জোরে চাপ দেবে? কিন্তু মেয়েটা একটু আগেও ঘুমোয়নি বলে তার মনে হচ্ছিল। নবকুমার আবার ওঠার চেষ্টা করতেই গোড়ালির কাছে লাথি খেল। সে অবাক হয়ে পনেরো বছরের দিকে তাকাল। চোখ বন্ধ, মাথা এখন তার পঁয়ত্রিশ কাঁধে ঘুমে এলিয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় কী করে লাথি মারছে? হঠাৎ খেয়াল হল নবকুমারের, কেউ-কেউ ঘুমাবার সময় পা ছোঁড়ে। এর বোধহয় সেইরকম অভ্যাস আছে। খুব খারাপ অভ্যাস। শুয়ে যারা পা ছোঁড়ে তারা বসেও নিশ্চয় শান্ত থাকে না। অন্তত এই পনেরো বছরের মেয়ে তো নয়ই সেটা বোঝা যাচ্ছে।

নবকুমার আর উঠতে সাহস পেল না। দু-দুবারের লাথির আঘাত তার পায়ে বেশ টনটনানি তৈরি করেছে। সে ঘুমোবার চেষ্টা করল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে যখন তার চোখে জব্বর ঘুম তখনই কথাগুলো কানে যাওয়ায় সে সম্বিত ফিরে পেল। পনেরো পঁয়ত্রিশকে কিছু বলছে কিন্তু পঁয়ত্রিশ সেটা কানে তুলছে না। পনেরো বলল, 'চল না, আমার একা যেতে ভয় করছে।'

'আমার ঘুম পেয়েছে। এই ঘুম ভেঙে গেলে সারারাত জেগে কাটাতে হবে।' পঁয়ত্রিশ ঘুম জড়ানো গলায় বলল।

'তাহলে আমি কী করব?' কাঁদো-কাঁদো গলা পনেরোর।

'অন্য কাউকে বল।'

তারপর মিনিট খানেক চুপচাপ। নবকুমার চোখ খুলে দেখল পুরো পরিবার ঘুমে কাদা হয়ে আছে একমাত্র পনেরো ব্যতিক্রম। চোখাচোখি হতেই পনেরো বলল, 'আমার সঙ্গে যেতে হবে।'

'কোথায়?' নবকুমার ঘাবড়ে গেল।

'আমি বাথরুমে যাব। ওঠা হোক।' পনেরো উঠে দাঁড়াল।

'আমার বাথরুম পায়নি।' অসহায় গলায় বলল নবকুমার।

'আঃ। আমি বলছি আমার কথা আর ইনি নিজের কথা ভাবছেন। এই রাত্রে একা একজন মেয়ে দামড়া-দামড়া পুরুষদের সামনে দিয়ে বাথরুমে যেতে পারে? আমার পেছন-পেছন আসা হোক।'

পনেরো আসনগুলোর ফাঁক দিয়ে এগোতে নবকুমার বাধ্য হল অনুসরণ করতে। একেবারে শেষ প্রান্তের দুপাশে দুটো টয়লেট। টয়লেটের দরজা বন্ধ। পনেরো বলল, 'আচ্ছা হাঁদা তো। খুলে দেখা হোক ভেতরে কেউ আছে কি না?'

নবকুমার দরজা ঠেলল। উঁকি মেরে দেখল, সেখানে কেউ নেই। সে মাথা নেড়ে বলল, 'না নেই। তাহলে আমি যাই।'

দ্রুত মাথা নাড়ল পনেরো, 'না। একদম না।' বলে ভালো করে নবকুমারকে দেখতে লাগল। নবকুমার অস্বস্তিতে মুখ ঘোরাল, এত বাথরুম পেয়েছে যার সে কী করে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করে। দেখা শেষ করে পনেরো চারপাশে তাকাল। কিছু দেহাতি মানুষ খানিকটা দূরে ট্রেনের দুলুনিতে অচেতন। সে ফিক করে হাসল।

নবকুমার অবাক হয়ে বলল, 'ভিতরে যাওয়া হবে না?'

'ভ্যাট!' ঠোঁট মোচড়ালো পনেরো।

'এই যে এখানে আসা হল—' নবকুমার কথা শেষ করতে পারল না।

'একটা কথা জিজ্ঞাসা করব বলে সঙ্গে নিয়ে এখানে এলাম। ওখানে মাসির পাশে বসে তো জিজ্ঞাসা করা যেত না। বাথরুমে একা যেতে ভয় করছে বললে কেউ কিছু মনে করবে না। হ্যাঁ।' পনেরো হাসল।

'কী কথা?' নবকুমারের কেমন শীত-শীত করছিল এবার।

'কত বয়েস?'

'কুড়ি।'

'হুঁ। লাভার আছে?'

'অ্যাঁ?'

'নেকু। লাভার আছে নিশ্চয়ই। আসবার আগে কেউ খুব কান্নাকাটি করেছে?'

'মা করেছে।'

'ধ্যাৎ! মায়ের কথা কে বলছে? লাভার জানা নেই?'

'না-না! আমার ওরকম কেউ নেই।'

'সত্যি?'

'আমি মিথ্যে বলছি না।'

'তাহলে আমার এই আঙুলটা ধরে তিনবার বলা হোক, সত্যি, সত্যি, সত্যি।'

'কেন?'

'তাহলে বুঝব সত্যি-সত্যি কেউ নেই।'

অতএব বাধ্য হল নবকুমার। পনেরোর আঙুলটা কী নরম!

হাসি ফুটল পনেরোর মুখে। লজ্জা-লজ্জা ভাব করে বলল, 'এর পরে যেন আর কোনও মেয়ে জীবনে না আসে। আমাদের আজ ইয়ে হয়ে গেল।'

'কী হল?'

'নেকু! মানুষ করতে আমার মাথাখারাপ হয়ে যাবে বুঝতে পারছি। আমাদের লভ হয়ে গেল। এল ও ভি ই। ঠিক আছে? এখন দয়া করে এখানে আর একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা হোক। আমি আগে যাই, তারপরে যেন আসা হয়।' পনেরো পাখির মতো ডানা মেলে চলে গেল তার জায়গায়।

মাথা ভোঁভোঁ করছিল নবকুমারের। বলল কী মেয়েটা? তাদের লভ হয়ে গেল? গাঁয়ের কোনও মেয়ে, কলেজে পড়ার সময়েও কোনও মেয়ে তাকে এমন কথা বলেনি। একটা বইতে সে পড়েছে, প্রথম দর্শনেই প্রেম। এটা সেরকম নাকি? কিন্তু ওর মনে প্রেম আসতেই পারে, তার মনে তো সেরকম কিছু হচ্ছে না। এখন পর্যন্ত ওর ডাকনামটা সে শুনেছে, ছুটকি। ভালো নাম কী তা জানা নেই। কারও নাম ছুটকি হলে মনে প্রেম আসে? তা ছাড়া সে যাচ্ছে রোজগারের আশায়, প্রেম করতে নয়। নবকুমার ঠিক করল কথাটা পনেরোকে বুঝিয়ে বলে দেবে।

নিজের জায়গায় ফেরার সময় সে মাস্টারদার দিকে তাকাল। হাঁ করে ঘুমোচ্ছে। তাহলে যাওয়ার সময় দ্যাখেনি। ঘুমোলে মানুষের মুখ কীরকম কুৎসিৎ হয়ে যায়!

নিজের জায়গায় বসে কিছুক্ষণ উদ্বিগ্ন হয়ে ছিল নবকুমার। কিন্তু পনেরো বছর এখন তার মাসির দিকে পাশ ফিরে বসে ঘুমোচ্ছে। এত তাড়াতাড়ি কোনও মানুষ যে ঘুমোতে পারে তা জানত না নবকুমার। একটু আগে পনেরো যেসব কথা বলেছে তার বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া এখন ওর মধ্যে নেই। অনেক মানুষ ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে কথা বলে, ঘুমের ঘোরে হাঁটে। ওদের গ্রামের একটি লোক ঘুমের

ঘোরে হাঁটতে-হাঁটতে পুকুরে নেমে পড়েছিল। সাঁতার জানত বলে বেঁচে গিয়েছিল। নবকুমারের মনে হল, পনেরো কি সেইরকম কিছু করল? যদি তাই হয় তাহলে কাল সকালে সব ভুলে যাবে, ওকে আর কিছু বোঝাবার দরকার হবে না।

ভোরবেলায় ট্রেনটা যেখানে থমকে দাঁড়াল সেখানে ঘরবাড়ি বা স্টেশন নেই। দুপাশে শুধু চাষের মাঠ। ইতিমধ্যে ঘুম উধাও, সবাই ব্যস্ত হয়ে জানতে চাইছে, ট্রেন দাঁড়িয়ে কেন? নবকুমার দরজায় এসে দাঁড়িয়ে দেখল কিছু যাত্রী নেমে পড়েছে। কেউ-কেউ সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। মাস্টারদা পাশে এসে দাঁড়াল, 'ঘুম হল?'

'নাঃ। আপনার?'

'দিব্যি ঘুমালাম। বাথরুমের দরকার থাকলে এইবেলা সেরে ফেল। পরে ওখানে ঢুকতে পারবে না। এসো।' প্রায় হুকুমের ভঙ্গিতে কথাগুলো বলে এগিয়ে গেল মাস্টারদা। বাধ্য হয়ে অনুসরণ করল নবকুমার। দু-দুটো বাথরুমে তখন জল প্রায় শেষ হওয়ার মুখে। অভিজ্ঞতা মানুষকে কত বিপদ থেকে বাঁচায়। পরে, যখন বাথরুম জলশূন্য, কিছু লোক মরিয়া হয়ে ধানখেতে নেমে গিয়েছে, তখন এই কথাটা বারংবার মনে পড়ছিল।

সামনের একটা সাঁকো নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে। যতক্ষণ না রেল কোম্পানির লোক সেটাকে সারাচ্ছে ততক্ষণ ট্রেন নড়বে না। কথা চাউর হতেই লোকজন ট্রেন থেকে নেমে পড়ল। শিশু আর মেয়েরা এসে দাঁড়াল ট্রেনের দরজাগুলোতে।

নবকুমার নামেনি। সে ধানখেত ছাড়িয়ে দূরের দিকে তাকিয়েছিল। এই জায়গাটার কাছাকাছি ঘর-বাড়ি যদিও থাকে সেগুলো গাছগাছালির জন্যে দেখা যাচ্ছে না। মাস্টারদা পাশে এসে দাঁড়াল, 'হাঁটতে পারবে?'

'হাঁটব? কোথায়?'

এই ট্রেন কখন ছাড়বে তা ঈশ্বরও বলতে পারবেন না। সারাদিন এখানে বসে শুকিয়ে না থেকে, চলো, বাস ধরি।' মাস্টারদা বলল।

'এখানে তো বাসের রাস্তা আছে বলে মনে হচ্ছে না।' নবকুমার বলল।

'থাকতেই হবে। ট্রেন লাইন থাকলে বাস থাকেই। আর ঘণ্টাআড়াই চললে আমরা কলিকাতায় পৌঁছে যেতাম। বাস ধরলে না হয় ঘণ্টাচারেক লাগবে।'

মাস্টারদা হাতল ধরে নীচে নামতে নবকুমার পেছনে তাকাল। পঁয়ত্রিশ এবং পনেরো ওদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। পঁয়ত্রিশ জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা বাসে করে কোলকাতায় যাবে?'

নবকুমার কুণ্ঠিত হল, 'আমি তো প্রথম যাচ্ছি। উনি যেমন বলবেন তেমনই করতে হবে।'

পঁয়ত্রিশ জিগ্যেস করল, 'বাস রাস্তা কত দূরে?'

'আমি জানি না।'

'তাহলে যাওয়ার চেষ্টা করা কেন? আমরা সবাই আছি যখন তখন থাকলেই হয়।' পঁয়ত্রিশ গম্ভীর মুখে বলল।

পনেরো বলল, 'মাসি, উনি যখন ওকে নিয়ে যাচ্ছেন তখন নিশ্চয়ই রাস্তা আছে। সত্যি তো, এই ট্রেন কখন ছাড়বে কেউ জানে না। চলো না, আমরাও ওদের সঙ্গে যাই।'

'তোর কি মাথাখারাপ হয়ে গিয়েছে। মা-বাবা হাঁটতে পারবে ওই ধানখেত দিয়ে? তা ছাড়া, হেঁটে কোথায় পৌঁছবে তা এরাই জানে না।' পঁয়ত্রিশ মাথা নাড়ল।

নীচ থেকে মাস্টারদা চেঁচিয়ে উঠল, 'কী হল কী?'

নবকুমার বলল, 'আসি।'

'আসি মানে?' পঁয়ত্রিশ ধমকাল, 'আলাপ পরিচয় হল আর উধাও হয়ে যাওয়া হচ্ছে? যেতে চাও যাও। শোনো, কোলকাতায় বেলগাছিয়া বলে একটা জায়গা আছে। তার ট্রামডিপোর পেছনে তিন নম্বর মা দুর্গা লেনে আমরা থাকি। এসে দেখা করবে।'

'ঠিক আছে।'

এবার পনেরো বলল, 'ঠিক থাকবে না। একটু পরেই রাস্তার নামটা ভুলে যাওয়া হবে।'

হেসে ফেলল নবকুমার, 'না। মা দুর্গাকে কী করে ভুলব?' মাথা নেড়ে সে নীচে নেমে এল স্যুটকেস নিয়ে। স্টেশনের বাইরে যাওয়ার সময় খুব ইচ্ছে হচ্ছিল পেছন ফিরে তাকাতে। কিন্তু পাশে মাস্টারদা থাকায় সে সাহস পেল না।

চার

স্টেশনের বাইরে বুনো গাছ আর চারপাশে ধানের খেত। এখন মাঠে ধান নেই। কয়েকদিনের বৃষ্টি এখন কাদা তৈরি করে রেখেছে। কোনও রিকশা নেই, নেই চায়ের দোকান। একটা মাটির রাস্তা চলে গিয়েছে এঁকেবেঁকে। কিছু যাত্রী স্টেশনের কর্মচারীদের জিজ্ঞাসা করছিল কতদূর গেলে বাসের দেখা পাওয়া যেতে পারে। আড়াই ক্রোশ শুনে তারা দোনামনা করছিল। মাস্টারদা হাঁটতে শুরু করায় সঙ্গী হতে হল নবকুমারকে।

'আড়াই ক্রোশ পথ এমন কিছু বেশি নয়, বলো?' মাস্টারদা জিজ্ঞাসা করল।

'স্যুটকেসটা না থাকলে বেশি লাগত না।'

'তাই বলে ওটাকে তো ফেলে রেখে যেতে পারো না।'

নবকুমার কথা বলল না। সে যখন এসব রাস্তার কিছুই জানে না তখন মাস্টারদা যা বলছে তাই শোনাই ভালো।

'তোমাকে একটা কথা বলি নবকুমার। মনুষ্যজীবন হল নদীর মতো। যে নদীতে স্রোত নেই সেই নদী মজে যায়। তাকে আর শেষপর্যন্ত নদী বলা যায় না। নদীর উৎপত্তি পাহাড়ে। প্রথমে ঝরনা, তারপর সমতলে এসে তীব্র স্রোতে বয়ে চলে সমুদ্রের দিকে। পাহাড়ে জন্মানো নদীর সমুদ্রে না মেশা পর্যন্ত শান্তি নেই। মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুর দেখা পাওয়া পর্যন্ত যে জীবন সেটাও নদীর মতো। শুধু ছুটে চলা। দেখা শোনা। আর, আর তাতেই পৃথিবীর স্বাদ উপভোগ করার মধ্যেই পূর্ণতা। আমার কথা বুঝতে পারছ?' মাস্টারদা পথ চলতে-চলতে জিজ্ঞাসা করল।

'পারছি।'

'পাহাড় থেকে সমুদ্রে যাওয়ার পথে নদীকে দুপাশের কতশত ঘাট ছুঁয়ে যেতে হয়। আবার প্রকৃতির এমনই নিয়ম, নদী ফেলে আসা ঘাটগুলোর কাছে আর ফিরে যেতে পারে না। এ ব্যাপারে তাকে নির্লিপ্ত হতেই হয়। মানছ?'

'হুঁ।'

'এইসব কথা তোমাকে মনে করিয়ে দিলাম, কেন জানো?'

'না।'

'জীবনের পথে চলতে গিয়ে দেখবে কত মানুষের সঙ্গে আলাপ হচ্ছে। তাদের কাছ থেকে অভিজ্ঞতাটুকু নেবে, কিন্তু কখনই নিজেকে জড়িয়ে ফেলবে না। এতে করে যদি নিজেকে জড়িয়ে ফেল তাহলেই সর্বনাশ হয়ে যাবে। ওই বন্ধন তোমাকে আর এগোতে দেবে না। এই বিশাল পৃথিবীর বেশিরভাগটাই তোমার অজানা থেকে যাবে। তোমার জীবন হয়ে যাবে ওই মজা নদীর মতো।' মাস্টারদা বলল, 'পথের আলাপ পথেই রেখে যাবে। বুঝতে পারছ?'

নবকুমার এতক্ষণে ধরতে পারল। পঁয়ত্রিশ-পনেরোর কথা ভেবে মাস্টারদা এইসব বলছে। তাহলে কি কাল রাতে ছুটকির পাগলামির খবর মাস্টারদা জেনে ফেলেছে? নরম মাটির রাস্তায় স্যুটকেস হাতে নিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে কেবলই ছুটকির মুখ মনে পড়ছিল নবকুমারের। কাল রাত্রে ছুটকি যেসব কথা বলেছে, আজ অবধি তার সঙ্গে কেউ ওরকম কথা বলেনি।

ক্রমশ দু-একজন লোককে দেখা গেল। তারা গরু চরাচ্ছে। মাস্টারদার প্রশ্নের উত্তরে একজন বলল, 'তা এখনও আধ ক্রোশ পথ। তবে বাস বন্ধ আছে আজ।'

'সে কী? কেন?' মাস্টারদা হতভম্ব।

'মাওবাদীরা বনধ ডেকেছে।'

'কেন? হঠাৎ বনধ ডাকল কেন?'

'পুলিশ ওদের তিনজনকে ধরে নিয়ে গিয়েছে গ্রামের মুখ থেকে। আপনারা কোথা থেকে আসছেন? কোথায় যাবেন?'

মাস্টারদা সংক্ষেপে ঘটনাটা জানাল।

'আমার মনে হয় আর না যাওয়াই ভালো। মাওবাদীরা আপনাদের পুলিশের লোক ভাববে আবার পুলিশ ভাববে মাওবাদী। নতুন মুখ তো। তা ছাড়া বাসও পাবেন না।' লোকটি গম্ভীর মুখে উপদেশ দিয়ে একটা গরুর পেছনে ছুটল।

মাস্টারদা হতাশ গলায় নবকুমারকে বলল, 'কী গ্যাঁড়াকলে পড়লাম। এখন কী করা?'

'বোধহয় ফিরে যাওয়াই ভালো।'

'তা ছাড়া উপায় তো দেখছি না।'

'হুঁ। আচ্ছা, এমন তো হতে পারে, উটকো লোক দেখে ও মিথ্যে কথা বলল!'

'মিথ্যে বলে ওর কী লাভ?'

'অবোধের গোবধেও আনন্দ হয়। নাঃ। আর-একজনকে জিজ্ঞাসা করতে হচ্ছে।'

দ্বিতীয়জনকে পাওয়া গেল। সাইকেলে আসছে লোকটা। পেছনে একটা বস্তা বাঁধা। মাস্টারদা হাত তুলে তাকে থামাতেই সে সাইকেল থেকে নেমে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা কি ওই ইস্টেশন থেকে আসছেন?'

'হ্যাঁ।'

'অনেক লোক আটকে আছে ওখানে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে খবরটা ঠিক পেয়েছি। চলি।' লোকটা আবার সাইকেলে উঠল।

'দাঁড়ান, দাঁড়ান। আজ কি মাওবাদীদের স্ট্রাইকের জন্যে বাস বন্ধ?' মাস্টারদা বেশ গলা তুলেই প্রশ্ন ছুঁড়ল।

লোকটা এমনভাবে মাথা নেড়ে চলে গেল যে তার অর্থ হ্যাঁ কিংবা না বোঝা মুশকিল হল। মাস্টারদা বলল, 'আচ্ছা বেকুফ। ট্রেন বন্ধ, লোক আটকে আছে বলে এত আনন্দ হল যে কথা বলতেও চাইল না।...চলো, ফেরাই যাক।'

শেষ অবধি আর পা চলছিল না। নবকুমার যখন স্যুটকেসটা বয়ে স্টেশনের সামনে পৌঁছল তখন মাস্টারদা নির্বিকার। চার ক্রোশ পথ ওর কাছে যেন পায়চারি করা। কিন্তু ওকী। এত লোক কোত্থেকে এল? প্ল্যাটফর্মে মেলা বসে গিয়েছে যেন। যে যার মতো খাবারের জিনিস বিক্রি করছে। সেই লোকটাকেও দেখা গেল। বস্তা থেকে মুড়ি বের করে দোকান সাজিয়েছে। যাত্রীরাও চিঁড়ে মুড়ি গুড় কিনে ফেলছে চটপট। ট্রেন কখন ছাড়বে কেউ জানে না, খিদেটাকে তো সামাল দিতে হবে। নবকুমার বলল, 'কিছু কিনবেন মাস্টারদা? খিদে পেয়েছে।'

মাস্টারদা বলল, 'দাঁড়াও।' তারপর সেই মুড়িওয়ালার সামনে গিয়ে বলল, 'এই যে ভাই, এই দুটো মুখকে মনে পড়ছে?'

'হেঁ-হেঁ কী যে বলেন। একটু আগেই তো দেখা হল।' লোকটা একগাল হাসল।

'আমি যদি বলতাম ট্রেন চলে গিয়েছে, কোনও প্যাসেঞ্জার নেই, তাহলে তো ফিরে যেতে।'

'তা অবশ্যই। তবে কি না মিথ্যে কেন বলবেন!'

'বেশ। দুজনের মুড়ি চাই। একটু বেশি করে দাও। নবকুমার, ওকে চার টাকা দিয়ে দাও।' লোকটা একটা বড় ঠোঙায় মুড়ি ঢেলে দিলে নবকুমার চার টাকা দিয়ে দিল।

'লঙ্কা চাই?' লোকটা জিজ্ঞাসা করল।

'আছে নাকি? বাঃ। তুমি লোকটা বেশ। কত দিতে হবে লঙ্কার জন্য?'

দুটো লঙ্কা ঠোঙায় ফেলে লোকটা বলল, 'এটা ফাউ।'

সামনের কামরা ফাঁকা। ওরা তাতেই উঠে বসে মুড়ি খেতে শুরু করল। শুকনো মুড়ি, গলা দিয়ে নামতেই চায় না। লঙ্কার ঝাল বেশি হওয়ায় জিভে জল আসছে বলে কিছুটা রক্ষে। মাস্টারদা বলল, 'একটু সরষের তেল আর পেঁয়াজ পেলে খুব জমত।'

'সেইসঙ্গে আলুর চপ।' নবকুমার ঝাল সামলাতে জিভ টানল।

'এই ধ্যাড়ধ্যেড়ে গোবিন্দপুরে আলুর চপ। একটু তেল হলে...নাঃ, বেশি খাওয়া যাচ্ছে না। গলায় আটকে যাচ্ছে। তুমি খেয়ে নাও।' মাস্টারদা বলল।

'একটু তেলের চেষ্টা করব?'

'কোথায় পাবে?'

'এত যাত্রী, কারও কাছে কি সরষের তেল পাব না?'

'চেষ্টা করে দ্যাখো। পাবে বলে মনে হয় না।'

শোনামাত্র তড়াক করে নীচে নেমে এল নবকুমার। ইতিমধ্যে হঠাৎ গজানো দোকানদারদের সব মাল বিক্রি হয়ে যাওয়ায় বাজার ভেঙে গিয়েছে। হঠাৎ নিজের নাম কানে এল, 'নবকুমার। ও নবকুমার।'

লোকজনের মাথার ফাঁক দিয়ে শেষপর্যন্ত পঁয়ত্রিশকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেল নবকুমার। কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ডাকছেন।'

'একী? তুমি চলে যাওনি?'

'না।'

'খুব ভালো করেছ। তা আমাদের ওখানে ওঠোনি কেন?'

'সামনে খালি পেলাম তাই। আপনি এখানে?'

'আর বোলো না, এতক্ষণে মায়ের খেয়াল হল সঙ্গে যা খাবার আছে তা দুপুরের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। আমি চিড়ে মুড়ি কিনতে নীচে নেমে দেখি সব বিক্রি হয়ে গিয়েছে।' পঁয়ত্রিশ হাসল।

'আপনি একাই নেমেছেন?'

'আর কে সঙ্গে নামবে? ও ছুটকির কথা বলছ? তার মন খারাপ, সে ঘুমাচ্ছে। আহ্লাদি। তুমি কী করছিলে?'

'তেল খুঁজছি। সরষের তেল। শুকনো মুড়ি খাওয়া যাচ্ছে না।'

পঁয়ত্রিশ চোখ ঘোরাল, 'তেল না দিলে তেল মেলে না।'

'আমার কাছে তেল কোথায় যে দেব।'

'আহা। ওই তেলের কথা কে বলছে? তুমি দেখছি নিতান্তই ভালো ছেলে।'

'আপনাদের কাছে তেল আছে?'

'হুঁ!'

'একটু দেবেন?'

'দিতে পারি। কিন্তু ওই যে বললাম, তেল আমাকেও তুমি দিলে, তবে দেব।'

'কীভাবে?'

'প্রথম কথা, আমাকে আপনি বলা চলবে না। আজকাল ছোটরাও বড়দের তুই বলে। আর দু-নম্বর হল, দ্যাখো না, কারও কাছে মুড়ি চিঁড়ে পাও কি না। পঁয়ত্রিশ নবকুমারের হাত ধরল।

সঙ্গে-সঙ্গে নবকুমারের মনে পড়ল মুড়িওয়ালার কথা। দ্রুত ছুটে গেল সে তার কাছে। লোকটা তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'মুড়ি ভালো ছিল তো?'

'ভালো। কিন্তু আরও চাই।'

'সব শেষ। সব বিক্রি হয়ে গিয়েছে।' লোকটা হাসল।

'আমি জানি না। আপনি এখানকার লোক, জোগাড় করে দিন।'

লোকটা চোখ বন্ধ করে একটু ভাবল। তারপর বলল, 'ঠিক আছে। আধ ঘণ্টাটাক অপেক্ষা করতে হবে। গ্রামে ফিরে গিয়ে আর-এক বস্তা নিয়ে আসছি। কিন্তু মুশকিল হল তার মধ্যে যদি ট্রেন ছেড়ে দেয় তাহলে মুশকিলে পড়ব।'

'কেন? মুশকিল কীসের। ঘরের মুড়ি ঘরে থাকবে।'

মাথা নাড়ল লোকটা। 'এত মুড়ি কি ঘরে থাকে? মুদির দোকান থেকে কিনে এনেছিলাম। আবার কিনতে হবে। বিক্রি না হলে মুদিওয়ালা ফেরত নেবে না।' বলতে-বলতেই ওর মুখের চেহারা বদলাল, 'আর একটা পথ আছে। দিন দশ টাকা। বরাতে থাকলে নিয়ে আসছি।'

'দশ টাকা কেন? পাঁচ টাকার মুড়ি হলেই হবে।' নবকুমার বলল।

'ডবল না দিলে ও মুঠো খুলবে না।'

'কে?'

স্টেশন মাস্টারের লোক এসে দু-কেজি কিনে নিয়ে গিয়েছে ব্ল্যাক করবে বলে।'

পঁয়ত্রিশ ফস করে একটা দশ টাকার নোট বাড়িয়ে ধরল। লোকটা সেটা নিয়ে তার বস্তা দেখতে বলে ছুটল। পঁয়ত্রিশ নবকুমারের মুখ দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল তোমার?'

'ব্ল্যাকে জিনিস কেনা অন্যায়।' নবকুমার ম্লানমুখে বলল।

'কেন?'

'তাতে অসৎ লোককে প্রশ্রয় দেওয়া হয়।'

'ঠিক কথা। কিন্তু পেট তো কালা। এইসব নীতিকথা শুনতে পায় না।' হাসল পঁয়ত্রিশ, 'তোর গার্জেন কোথায় গেল?'

'গার্জেন? ও, মাস্টারদা। ওই দিকের কামরায় বসে আছে।'

'ওর বাড়িতেই গিয়ে উঠবে?'

'আমি জানি না।'

'ও যাবে কোথায়?'

'চিৎপুর নামের একটা জায়গায়। কলিকাতার মধ্যেই।' নবকুমার এবার গর্বিত গলায় বলল, 'মাস্টারদা যাত্রা করে।'

'ওকে দেখেই সেটা মনে হচ্ছিল। তা তোমারও যাত্রা করার শখ আছে নাকি?'

'আমি কি পারব? মাস্টারদা বলে, না শিখলে যেমন সাঁতার কাটা যায় না, তেমনি অভিনয় আগে শিখতে হয়।' নবকুমারের কথা শেষ হতেই মুড়িওয়ালা একটা মাঝারি ঠোঙা নিয়ে ফিরে এল, 'নিন। দু-টাকা কম দিয়েছি।' মুড়ি আর টাকা দুটো সে নবকুমারের হাতে তুলে দিল।

নবকুমার বলল, নিন। মনে হয় এতে চারজনের হয়ে যাবে।'
মাথা নাড়ল পঁয়ত্রিশ, 'না। নেব না।'
'সেকী? নেবেন না কেন?' নবকুমার অবাক।

পাঁচ

'কথা দিয়ে যে কথা রাখে না তার কাছ থেকে কেন নেব?' হাসল পঁয়ত্রিশ।

ধন্দে পড়ল নবকুমার। তার মাথায় এল না কোন কথা দিয়ে সে রাখেনি। সেটা বুঝতে পেরে পঁয়ত্রিশ বলল, 'আমাকে আপনি বলতে নিষেধ করেছিলাম।'

'ও।' নবকুমার লজ্জা পেল, 'আপনি আমার থেকে অনেক বড়।'

'বড়? তোমার থেকে এমন কেউ বড় নেই যাকে তুমি বলো?'

সঙ্গে-সঙ্গে মায়ের মুখ মনে পড়ে যাওয়ায় মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল নবকুমার।

'তাহলে?' পঁয়ত্রিশ হাসল, 'আর এমন কী আর বড়!'

'বেশ। নাও।'

মুড়ির ঠোঙা নিল পঁয়ত্রিশ। 'এই তো, লক্ষ্মী ছেলে।'

'টাকা দুটো!'

'ওটাও নিতে হবে? বেশ দাও।'

কয়েক পা হেঁটেই দাঁড়িয়ে গেল পঁয়ত্রিশ, 'আচ্ছা, তুমি কী?'

'কেন?'

'এই যে আমার সঙ্গে কথা বলছ, মুড়ির ব্যবস্থা করে দিলে, কেউ যদি এসে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে ওর নাম কী, জবাব দিতে পারবে?' ঠোঁট কামড়ালো পঁয়ত্রিশ।

'তাই তো!'

'আমার নাম মন্দিরা।'

মাথা নাড়ল নবকুমার। মন্দিরা বলল, 'চলো, এবার তোমার দাবি মেটাই।' প্রথমে ঠাওর করতে পারিনি। কামরায় ওঠার পর মন্দিরা বলল, 'দ্যাখো, কাকে ধরে নিয়ে এসেছি। ওর জন্যেই মুড়ি কিনতে পারলাম।'

বৃদ্ধা বললেন, 'তাই? আমি ভাবলাম বলা নেই, কওয়া নেই, ছেলে হুট করে বাস ধরতে চলে গেল। বসো-বসো।'

পঞ্চাশের কাঁধে মুখ গুঁজে বসেছিল পনেরো। কথাগুলো কানে গিয়েছে, ধীরে-ধীরে সোজা হল। তার চোখে বিস্ময়, মুখে হাসি ফুটল। পঞ্চাশকে এই প্রথম কথা বলতে শুনল নবকুমার, 'বাব্বা। এতক্ষণে যেন এর ধড়ে প্রাণ এল।'

কথাটা উপেক্ষা করে মন্দিরা বলল, 'ওকে একটু সরষের তেল দিতে হবে, কীসে দেওয়া যায়? প্ল্যাটফর্মে সরষের তেল খুঁজে বেড়াচ্ছিল।'

এবার মনে পড়ল নবকুমারের। সঙ্কুচিত হল।

বৃদ্ধা তার ঝুলি থেকে একটা ছোট্ট শিশি বের করে, বড় বোতল থেকে সামান্য তেল তাতে ঢেলে এগিয়ে দিলেন, 'নাও। এতে হবে তো?'

'হ্যাঁ। হ্যাঁ। বেশি হয়ে যাবে।'

'হোক।'

নবকুমার বলল, 'তাহলে চলি।'

বৃদ্ধা বললেন, 'ওমা! কোথায় যাবে? এখানেই তো অনেক জায়গা।'

মন্দিরা, 'না। বারণ করো না। ওদিকের এক কামরায় ওর গুরুদেব বসে আছেন। তাকে ছেড়ে ও এখানে থাকে কী করে? এক কাজ করো, মুড়ি খেয়ে গুরুদেবকে নিয়ে এখানেই চলে এসো।'

বৃদ্ধা বললেন, 'মুড়ি খাবে বলে তেল নিলে? তাহলে একটা পেঁয়াজ আর দুটো লঙ্কা নিয়ে যাও। স্বাদ বাড়বে।'

অম্লান বদনে সেগুলো নিয়ে নবকুমার ফিরে এল মাস্টারদার কামরায়। মাস্টারদা তখন চোখ বন্ধ করে বিড়ি খাচ্ছিল। চোখ খুলে চমকে উঠল, 'আরে, তুমি ম্যাজিক জানো?'

ট্রেন ছাড়ল বিকেল চারটের একটু আগে। প্রথম দিকে তার চাকা খুব দ্রুত ঘুরতে লাগল। সেই দুপুরবেলা মুড়ি তেল পেঁয়াজ লঙ্কা দিয়ে খেয়ে মাস্টারদা চোখ বন্ধ করেছিল এখনও খাবার ইচ্ছে নেই। নবকুমারের সাহস হয়নি কামরা পালটানোর। নদী যে ঘাট ছুঁয়ে বয়ে যায় সেখানে আর ফিরে যায় না শোনার পরে আর কোন মুখে বলবে। কিন্তু মাস্টারদাও জানতে চায়নি কোত্থেকে সে তেল পেঁয়াজ লঙ্কা জোগাড় করল।

সন্ধের মুখে মাস্টারদার ঘুম ভাঙল, 'কোথায় এলাম?'

'ডানকুনি ছেড়ে গিয়েছে।'

'ও বাব্বা। এসেই গেছি। তুমি ঘুমাওনি?'

'না। দেখতে ভালো লাগছিল।'

'অ। দেখা ভালো। যা দেখবে তা মনে রেখে দেবে।' দু-হাত ওপরে তুলে শরীর মোচরালো মাস্টারদা, 'আবার খিদে পেয়ে গেছে।'

'মুড়ি তো শেষ।'

'ধ্যাৎ, এখন মুড়ি খেতে কে চাইছে।' মাস্টারদা বলল, 'ওদের কাছে খাবার নেই?'

'কাদের কাছে?'

'আহ্। ন্যাকামো করো না। যাদের কাছ থেকে নিয়ে এলে!'

'ও।' ট্রেনটা একটা ছোট্ট স্টেশনে দাঁড়াতেই নবকুমার দ্রুত নেমে পড়ল। কয়েকটা কামরা পেরিয়ে যেই সে ওপরে উঠেছে তখনি ট্রেন ছেড়ে দিল। তার মুখ থেকে 'যা' শব্দটি বেশ জোরে বেরিয়ে আসতেই সামনের লোকটি জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে?'

'আমার স্যুটকেস ওখানে ফেলে এসেছি।'

'হয়ে গেল। এ জিন্দেগীতে আর ওর দেখা পাবে না।'

সেটা মনে হতেই মাস্টারদার কথা ভেবে একটু স্বস্তি পেল নবকুমার। মাস্টারদা নিশ্চয়ই বেশ খেয়াল রাখবে তার স্যুটকেসটাকে।

'একী। তুমি?'

চমকে মুখ ফেরাতে ছুটকিকে দেখতে পেল নবকুমার। দরজার পাশের বাথরুম থেকে বেরিয়েছে। কামরায় যথেষ্ট ভিড় থাকায় মন্দিরাদের দল আড়ালে পড়েছে।

'সেই তেল নিয়ে চলে গেলে তো গেলেই।'

'কী করব। মাস্টারদাকে ফেলে আসব কী করে?'

'হুম। তোমাকে একটা কথা বলি।' ছুটকি আগে পাশের লোকজনের দিকে দ্রুত দৃষ্টি বুলিয়ে বলল, 'এদিকে সরে এসো।'

নবকুমার কোণের দিকে সরে গেল। ভিখিরি গোছের কয়েকজন সেখানে মেঝের ওপর বসে ঢুলছে। চাপা গলায় ছুটকি বলল, 'আমি চাই না তুমি মাসির সঙ্গে বেশি কথা বলো। মনে থাকবে?'

'মাসি?'

'আঃ! যে তোমাকে নিয়ে এসে তেল দিল।'

'কেন?'

'ওর স্বভাব ভালো নয়। বিয়ের আগে ছেলে দেখলেই গলে যেত।'

'বিয়ে হয়ে গিয়েছে?'

'হয়েছিল। লোকটা ছিল আরও খারাপ। বিয়ে টেঁকেনি।'

'ইস!'

'ইস মানে? দরদ উথলে উঠলে যে! খবরদার, আমি তাহলে আত্মহত্যা করব।'

'আশ্চর্য। তুমি খামোকা আত্মহত্যা করবে কেন?' নবকুমার অবাক হল।

'খামোকা? তুমি খামোকা বলছ? কাল রাত্রে পাকা কথা হয়ে যায়নি?'

'ও।'

'তারপরে কী করে খামোকা বলছ?'

'আশ্চর্য! উনি আমার থেকে বয়সে অনেক বড়।'

'বড়! হাসালে। কত লোকের বউ তাদের থেকে বয়সে বড় হয়। আমি তো শুনেছি মহাত্মা গান্ধীর বউয়ের বয়স বেশি ছিল।'

'আমি শুনিনি।'

'তুমি তো হাঁদা গঙ্গারাম। শোনো, সামনের রবিবার বিকেল পাঁচটার সময় সোজা বেলগাছিয়া চলে আসবে। না। আমাদের বাড়িতে নয়। আমাদের পাড়ায় পরেশনাথের মন্দির আছে। সেখানে ঢুকে দেখবে সুন্দর বাগান। সেখানে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব। মনে থাকবে?' ছুটকি আড়চোখে তাকাল।

'পরেশনাথের মন্দির! আমি তো চিনি না।'

'লোকজনদের জিজ্ঞাসা করলেই বলে দেবে।'

'তোমাদের বাড়িতে যাব না?'

'কী দরকার। ওদের সঙ্গে পথে আলাপ, পথেই রেখে দাও।'

নবকুমার হেসে ফেলল। মাস্টারদার সঙ্গে ছুটকির কথার কিছু মিল আছে। কিন্তু ছুটকির সঙ্গেও তো পথেই আলাপ।'

'হাসছ যে।'

'তোমার ভয় দেখে।'

'অ। ভয় তো পাবই। মেয়েদের বড় শত্রু মেয়েরাই। সে মাসিই হোক আর দিদিই হোক।' ছুটকি তার দলের দিকে এগিয়ে যেতে নবকুমার অনুসরণ করল। তাকে দেখে হইচই করে উঠলেন বৃদ্ধা, মন্দিরাও। এতক্ষণ কেন সে অন্য কামরায় ছিল তাই নিয়ে প্রশ্নের জবাবদিহি দিতে হল।

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিছু পেটে পড়েছে তো?'

হঠাৎই মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল নবকুমার।

বৃদ্ধা বললেন, 'আমাদের বাড়ির খাবার যা বেঁচে ছিল তা টকে যাচ্ছে দেখে ভিখিরিদের দিয়ে দিলাম।'

'না-না। আমি পেট ভরে খেয়েছি।' নবকুমার স্বচ্ছন্দে মিথ্যা কথা বলল। মিথ্যা বলতে এত সুখ সে আগে জানত না।

বৃদ্ধ বললেন, 'এবার বাড়ি গিয়ে গরম ভাতে ভাত খাব। আজ ওদের বেশি রান্না করতে বারণ করলাম।'

বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার থাকার জায়গা চিৎপুরে, খাওয়ার জায়গা ঠিক আছে তো বাবা?'

'ঠিক না থাকলেও হয়ে যাবে।'

'কী বলব। বেলগাছিয়ায় যদি যেতে তাহলে বলতাম দুটো খেয়ে যেও।'

হঠাৎ খুব ভালো লাগল নবকুমারের।

অল্প কিছুদিনের মধ্যে দেখা করবে কথা দিয়ে পরের স্টেশনে গাড়ি থামতেই সে নীচে নেমে এল। এই বৃদ্ধ-বৃদ্ধার তো কোনও স্বার্থ নেই। অথচ ওঁদের মনে কী অপরিসীম স্নেহ! এইসব মানুষের কথা সে গ্রামে বসে থাকলে কখনই জানতে পারত না। ছুটকিটা পাগল। কিন্তু এই পাগলামির কথাও অজানা থেকে যেত গ্রাম ছেড়ে না এলে। ঈশ্বর জানেন, তার জন্যে এখন কত বিস্ময় অপেক্ষা করে রয়েছে।

ছয়

অন্ধকার নেমেছিল আগেই। ঝুপঝুপ করে মাঠঘাট, চাষের খেত ঢেকে ফেলেছিল। তারপর হঠাৎ যেন বড়-বড় কয়েকটা জোনাকিকে জ্বলতে দেখল নবকুমার। কিন্তু এত বড় জোনাকি কী করে হবে? ট্রেনের জানলা দিয়ে সে আচমকা অজস্র আলো জ্বলতে দেখল। সেই আলোয় আলোকিত দোতলা, তিনতলা বাড়িঘর। ঠাসাঠাসি। চলন্ত ট্রেন থেকে রাস্তা দেখা যাচ্ছে। সেই রাস্তায় লোকজন, গাড়ি। আর এতক্ষণ যে ট্রেনটা খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে আসছিল সে হঠাৎ পক্ষীরাজ ঘোড়ার মতো বিপুল বিক্রমে ছুটতে শুরু করেছে।

ঘাড় ঘুরিয়ে নবকুমার মাস্টারদাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা কলিকাতায় এসে গিয়েছি, না?'

মাস্টারদা মাথা নাড়ল, 'উলটোডিঙি পেরোচ্ছে। যদি এখানে থামে তাহলে আমরা টুক করে নেবে পড়ব। এখান থেকে চিৎপুর কাছে।'

ঝাঁ-চকচকে আলোজ্বলা প্ল্যাটফর্মে ট্রেন ঢুকল। প্রথমে মনে হল এখানে ট্রেন দাঁড়াবে না। কিন্তু গতি কমতে লাগল। শেষপর্যন্ত আলো না থাকা প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে গিয়ে হাটি-হাটি পা-পা করতে লাগল। মাস্টারদা দ্রুত তার ঝোলা নিয়ে দরজা থেকে পা বাড়াল প্ল্যাটফর্মে। নেমেই চেঁচিয়ে বলল, 'ইঞ্জিনের দিকে মুখ করে নামো, নইলে পড়ে যাবে।'

স্যুটকেস সামলে হোঁচট খেতে-খেতে সামলে উঠে নবকুমার দেখল ট্রেনটা আবার গতি বাড়াচ্ছে। কামরাগুলোর জানলায় মানুষের মুখ। এক সেকেন্ডের কম সময়ের জন্যে মন্দিরার মুখ দেখতে পেল সে। তারপর চারপাশ অন্ধকার।

নবকুমার জিজ্ঞাসা করল, 'মাস্টারদা, ট্রেনটা তো কলিকাতায় যাবে। আমরা এখানে কেন নেমে পড়লাম? আমাদের তো কলিকাতায় যাওয়ার কথা।'

'আচ্ছা পাগল। এটাও কলিকাতা। তোমাদের গ্রামে যেমন উত্তরপাড়া, বামুনপাড়া, দক্ষিণপাড়া, বাগদিপাড়া থাকে তেমনি কলিকাতাতেও অনেক পাড়া আছে। এই যেমন উলটোডিঙি, এখান থেকে আমরা যাব আর-এক পাড়াতে, যার.নাম চিৎপুর। এসব কলিকাতার পাড়া।' মাস্টারদা হাঁটতে-হাঁটতে বোঝাচ্ছিল।

বেরোবার রাস্তা অদ্ভুত। দু-দুটো ট্রেন লাইন পেরিয়ে সরু পাথরে পা ফেলে উলটোদিকের প্ল্যাটফর্মে চলে এল মাস্টারদা। সেখান থেকে নীচে নেমে আসতেই পৃথিবীর সব শব্দ যেন একসঙ্গে কানের সুড়ঙ্গে হুড়মুড়িয়ে ঢুকতে লাগল। অটোর হর্ন, গাড়ির আওয়াজ এবং মানুষের চিৎকারের সঙ্গে মাথার ওপর ব্রিজ দিয়ে ছুটে যাওয়া ট্রেনের চাকার আওয়াজ মিলেমিশে ভয়ঙ্কর অবস্থা তৈরি করেছে। নবকুমার এক হাতে স্যুটকেস অন্য হাতে কান চাপা দিল। ততক্ষণে হাত নেড়ে একটা অটোরিকশা থামিয়েছে মাস্টারদা, 'চিৎপুর?'

'বি কে পাল।'

'বেশ তাই চল, উঠে এসো নবকুমার।'

শিল্পীবন্দনা
বসুন্ধরা যাত্রা সংস্থা
ডি.এম.প্রোডাকসন
অফিস
রবীন্দ্র সরণী, কোলকাতা
আদালতে রাজলক্ষ্মী
Airtel

নবকুমার উঠতেই অটো ছাড়ল। পেছনে আর-একজন ভদ্রলোক বসে আছেন। একটু পরে ড্রাইভারের দুপাশে আরও দুজন করে কোনওমতে শরীর একচিলতে জায়গায় ঠেকিয়ে বসল। দুপাশে আলো ঝলমলে দোকান, বড়-বড় বাস, অগুনতি মানুষ। নবকুমার বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছিল। এই শহরের নাম কলিকাতা।

সামনে একটা ব্রিজ আসছে। পাশে বসা লোকটি জিজ্ঞাসা করল, 'কোত্থেকে আসা হচ্ছে ভাই? কটক না ভুবনেশ্বর?'

মাস্টারদা খিঁচিয়ে উঠল, 'হঠাৎ ওই নামগুলো মনে পড়ল কেন আপনার?'

ভদ্রলোক হাসলেন, 'নামটা শুনে তাই ভাবলাম। আজকাল ওড়িশাতেই নবকুমার নামটা শুনতে পাওয়া যায়। আমাদের পাড়ার পানের দোকানদারের বাড়ি কটকে। ওর নাম নবকুমার। আমরা নব বলে ডাকি।'

মাস্টারদা নবকুমারের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'যত্ত সব।'

অটোয় যেতে-যেতে মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল নবকুমারের। রাস্তায় আরও মানুষ, অটো, হাতটানা রিকশা, গাড়ি বাসের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। কখনও মনে হচ্ছে তাদের অটোকে পাশের বাসটা যে-কোনও মুহূর্তেই ধাক্কা দেবে। আবার সামনের রাস্তা দেখাই যাচ্ছে না মাঝে-মাঝে। কলিকাতার মানুষগুলোর এতে কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। গাড়ির জটলার মধ্যেই তারা সুড়ুৎ-সুড়ুৎ করে রাস্তা পারাপার করছে।

শেষপর্যন্ত যেখানে অটোরিকশা থেকে নামতে হল সেখানে পায়ের নীচে ট্রাম লাইন। ট্রামের কথা নবকুমার জানে। এই পথটুকুতে সে একটিও ট্রাম দেখেনি।

'দশটা টাকা দিয়ে দাও।' মাস্টারদা বলল।

সযত্নে রাখা টাকা থেকে দশটা টাকা বের করে নবকুমার মাস্টারদার হাতে দিতে সে ভাড়া মিটিয়ে দিল। মাস্টারদা বলল, 'তোমাকে পয়সা খরচ করাচ্ছি। দলে না গেলে তো অগ্রিম পাব না। পেলে শোধ করে দেব।'

ততক্ষণে দোকানপাট বন্ধ হতে চলেছে। আলো নিভছে। মাস্টারদার সঙ্গে হাঁটতে গিয়ে কেবলই হোঁচট খাচ্ছিল নবকুমার। পথ ভাঙাচোরা। কোথাও-কোথাও কাদা পড়ে আছে। সে বলল, 'মাস্টারদা, কলিকাতার পথ এত খারাপ কেন?'

'পাঁচ ভূতের ব্যাপার। তার ওপর খোট্টা পাড়া। আজ সারালে কালই এই অবস্থা হবে। চোখ মেলে হাঁটো।' মাস্টারদা উপদেশ দিল।

শেষপর্যন্ত এক চৌমাথায় এসে মাস্টারদা বলল, 'একটু দেরি হয়ে গেল হে।'

'মানে?'

'এই হল চিৎপুর। তাকিয়ে দ্যাখো ঘরে-ঘরে যাত্রার বিজ্ঞাপন ঝুলছে। কিন্তু ন'টা বেজে যাওয়ায় সব দোকান বন্ধ করে চলে গিয়েছে।' মাস্টারদার গলা বিষণ্ণ।

নবকুমার দেখল। রঙিন-রঙিন পোস্টার। বধূ এল ঘরে। ডাইনির নাম শাশুড়ি। দজ্জাল বউ-এর ভেরুয়া স্বামী। কমলেকামিনী। ফাটাফাটি হান্টারওয়ালি। এরকম কত নাম। নবকুমার জিজ্ঞাসা করল, 'এসব যাত্রার নাম?'

'হ্যাঁ।'

'ঐতিহাসিক যাত্রা এখানে হয় না?'

'আর কী বলব ভাই। আমার তো বঙ্গে বর্গী, শাজাহান, সিরাজ—সব পার্ট মুখস্থ। কিন্তু পাবলিক ওসব আর দেখতে চায় না।'

'ঠিক। আমাদের গ্রামে গেল শীতে যাত্রা এসেছিল কলিকাতা থেকে, শাশুড়ি বনাম বউমা।' নবকুমার হাসল, 'মেয়েরা ঝেঁটিয়ে গিয়েছিল।'

'তা তো হল। এখন কী উপায়?' মাস্টারদাকে চিন্তিত দেখাল। একটু ভেবে বলল, 'আচ্ছা, চল।' হাঁটতে-হাঁটতে বলল, 'মন দিয়ে শোন। নিজেকে এখন থেকে হাঁস বলে ভাবতে শুরু কর। জলে নামবে কিন্তু শরীর ভেজাবে না।'

'সেটা কী করে করব?'

'দেখবে শুনবে কিন্তু জড়াবে না, কোনও কিছু ভালো বা খারাপ লাগলেও আগ বাড়িয়ে প্রকাশ করবে না। তিন বাঁদরের ছবি দেখেছ?' মাস্টারদা হাঁটতে-হাঁটতে তাকাল।

'কোন তিন বাঁদর?'

'একজন চোখ ঢেকেছে, দ্বিতীয়জন কান, তৃতীয়জন মুখ।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কলেজে দেখেছি।' নবকুমার মজা পেল।

'ঠিক ওইরকম হয়ে থাকবে। তুমি কিছু বলছ না, শুনছ না, দেখছ না।'

'ঠিক আছে।' নবকুমার মাথা নাড়ল।

বড় রাস্তা ছেড়ে একটা আধো আলোর গলিতে ঢুকল মাস্টারদা। গলির মুখেই যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের মুখে রং মাখা বলে মনে হল নবকুমারের। ওদের দেখে খিকখিক করে হেসে একজন হিন্দি গান গাইতে লাগল। আর-একজন 'আ যা আ যা' বলে দু-হাত দু-দিকে মেলে নিতম্ব দোলাতে থাকল। চাপা গলায় কিছু একটা বলে মাস্টারদা একটা সরু সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল। সিঁড়ির মুখেও মেয়েদের জটলা। হারমোনিয়ামে গলা মেলাচ্ছে কোনও মেয়ে কাছাকাছি ঘরে।

একটা ঘরের ভেজানো দরজায় টোকা মারল মাস্টারদা, 'শেফালি-মা, শেফালি-মা!'

'কে? কে ডাকে। চেনা গলা বলে মনে হচ্ছে। মুক্তো, দ্যাখ দিকিনি।' ভেতর থেকে গলা ভেসে এল। তারপর যে দরজা খুলল তাকে দেখে চোখ কপালে উঠল নবকুমারের। প্রায় ছয় ফুট লম্বা, তেমনি চওড়া, আবলুশ কাঠের মতো কালো, চুড়ো করে চুল বাঁধা বলে আরও লম্বা দেখাচ্ছে। মাস্টারদার দিকে তাকিয়ে গজদন্ত বের করল, 'ও, ম্যাস্টর এসেছে মা। ওপাড়ার ম্যাস্টর। সঙ্গে যে তাকে চিনি না।'

ততক্ষণে ভেতরে ঢুকে ঝুঁকে নমস্কার করেছে মাস্টারদা, 'জানি বিরক্ত করছি।'

যিনি আধশুয়ে ছিলেন খাটে তাঁর পরনে গরদ, সেই রঙের ব্লাউজ। ফরসা, বেশ মোটাসোটা, মুখে বোধহয় জোড়া পান। মুক্তোকে ইশারা করলেন তিনি। মুক্তো দ্রুত পিক ফেলার পাত্র তুলে নিয়ে পাশে ধরল। ধীরেসুস্থে তাতে পানের পিক ফেলে উঠে বসলেন শেফালি-মা। আস্তে-আস্তে তাঁর মুখে হাসি ফুটল, 'জানো যখন, তখন বিরক্ত করছ কেন? এ তো জ্ঞানপাপী!'

মাস্টারদা মুখ নামাল, 'না করে পারলাম না। সোজা দেশ থেকে আসছি। সঙ্গে এ এসেছে। এর নাম নবকুমার। প্রথম গ্রামের বাইরে এল। পথে ট্রেন দাঁড়িয়েছিল অনেক ঘণ্টা। ফলে যখন পৌঁছলাম তখন যাত্রার গদি বন্ধ হয়ে গিয়েছে।'

শেফালি-মা এবার নবকুমারের দিকে তাকালেন, 'পুরো নাম কী?'

'নবকুমার রায়।'

'বামুন নয় তো?'

'না।'

'কখনও গ্রামের বাইরে যাওনি?'

চট করে মাস্টারদাকে দেখে নিল নবকুমার। শেষপর্যন্ত সত্যি কথা বলল, 'গিয়েছি। গঞ্জে। সেখানকার কলেজে পড়েছি।'

'শহরে যাওনি?'

'আজ্ঞে না।'

'কদ্দুর পড়েছ?'

'বিএ পাশ করেছি।'

'বাব্বা। এ তো লেখাপড়া জানা ছেলে! কী উদ্দেশে এখানে এলে?'

'রোজগার করতে। চাকরির চেষ্টা করব।'

'থাকবে কোথায়?'

'মাস্টারদা বলেছে ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

শেফালি-মা এবার মাস্টারদার দিকে তাকালেন। 'একেবারে হরিণশিশুকে শহরে নিয়ে এলে মাস্টার। এ তো কসাইদের খপ্পরে পড়ল বলে। থাকো এখানে আজ রাত্রে। কাল ওকে নিয়ে যাত্রার গদিতে চলে যেও। মুক্তো, ও-পাশের ঘরে নিয়ে যা ওদের।'

মাস্টারদা বললেন, 'নব, শেফালি-মাকে নমস্কার কর।'

নবকুমার ঝুঁকে নমস্কার করতে শেফালি-মা বলল, 'শোনো ছেলে। মাস্টার তোমাকে কোন পাড়ায় নিয়ে এসেছে তা বুঝেছ তো?'

মাথা নেড়ে না বলল নবকুমার।

'বোঝোনি? অ্যাঁ! বলে কী? এতগুলো মেয়েমানুষ ডিঙিয়ে এই ঘরে ঢুকলে আর বুঝতে পারলে না বাবা! এটা হল বেবুশ্যেদের পাড়া। ভদ্দরলোকেরা টাকা দিয়ে মজা লুঠতে আসে এখানে। তুমি আমাদের দুজনের বাইরে আর কারও সঙ্গে কথা বলবে না। নিজের মা কি আজও বেঁচে আছেন?' শেফালি-মা জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ।'

'যখনই এদের দেখবে তাঁকে স্মরণ করবে। কোনও ফাঁদে পা দেবে না। যাও।'

মুক্তো তাদের যে-ঘরে নিয়ে এল সেখানে একটা বড় খাট পাতা আছে। মুক্তো বলল, 'পাশেই কল-পায়খানা। সব সেরে নাও। একটু পরে খাবার দিয়ে যাচ্ছি। কপাল ভালো।'

'কীরকম?' মাস্টারদা হাসল।

'এই ছোঁড়া সঙ্গে আছে বলে মা থাকার জায়গা দিল।'

খাওয়া শেষ করে ওরা পাশাপাশি শুয়ে পড়ল আলো নিভিয়ে।

অনেকক্ষণ থেকে যে প্রশ্ন মনে ফুটছিল সেটা উগরে দিল নবকুমার, 'মাস্টারদা, শেফালি-মা এখানে থাকেন কেন?'

'বাঃ। থাকবে না? এই বাড়ির বাড়িওয়ালি তো উনিই।'

'বেবুশ্যেদের বাড়িওয়ালি?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু ওকে দেখে তো মনেই হয় না।'

'কেন?'

'উনি কত্ত ভালো।'

অন্ধকারে মাস্টারদার হাসি শোনা গেল, 'এককালে শেফালি-মায়ের নামে চিৎপুর কাঁপত। খুব বড় অভিনেত্রী ছিলেন। উনি যে-দলের নায়িকা হতেন তাদের কাছে ভিড় জমাত নায়করা। প্রতিদিন শো। কী ডিমান্ড! এক সোনাই দিঘি বোধহয় হয়েছে পাঁচ হাজার রাত। তারপর বয়স বাড়তেই মায়ের চরিত্রে চলে গেলেন। কিন্তু সেই চরিত্রটি হত পালার প্রধান চরিত্র। সেই সময় প্রেমে পড়লেন শেফালি-মা। পড়ে যাত্রা ছাড়লেন প্রেমিকের চাপে। কিন্তু প্রেমিকের হল ক্যান্সার। তাকে সারাতে নিজের জমানো টাকা জলের মতো খরচ করে গেলেন তিনি। সেই প্রেমিকের পরিবার ছিল। অবস্থাও ভালো। তারা এক পয়সাও খরচ করতে চায়নি ওই প্রেমের জন্যে। মারা যাওয়ার আগে এই বাড়িটা শেফালি-মায়ের নামে কিনে গিয়েছিলেন ওঁর প্রেমিক। তখন থেকে উনি চলে এলেন এখানে।' মাস্টারদা বলল, 'আর নয়। এবার ঘুমিয়ে পড়। সারাদিন অনেক ধকল গেছে।'

মাস্টারদা ঘুমিয়ে পড়ল কিন্তু নবকুমারের ঘুম আসছিল না। কেবলই মনে হচ্ছিল কলিকাতায় আজ তার প্রথম রাত। শেফালি-মায়ের দয়ায় এই ঘরে শোবে, এখানে অন্ন জুটবে তা কিছুক্ষণ আগেও তার জানা ছিল না। ছুটকি, মন্দিরা, ওদের মা-বাবাকে কি চিনতে পারত ট্রেনে না উঠলে।

রাত বাড়ছিল। ওপাশের ঘরগুলোতে গান বাজনা থেমে গিয়েছে। মাঝে-মাঝে জড়ানো গলায় কোনও মাতাল চিৎকার করে উঠছে। নবকুমারের মনে হল শেফালি-মা যতই ভালো হোন এই পরিবেশে থাকা ঠিক নয়। যাত্রার গদিতে যদি থাকার ব্যবস্থা হয় তাহলে নিশ্চয়ই সেই জায়গা এখান থেকে অনেক ভালো হবে। হঠাৎ কানে চিৎকার, চেঁচামেচি কান্না ভেসে এল। তড়াক করে উঠে জানলার খড়খড়ি সরাতেই সে দেখতে পেল কালো ভ্যানে কিছু লোককে টেনে তুলছে পুলিশ। কয়েকটা মেয়ে পাগলের মতো দৌড়ে গেল। তারপর ভ্যানটা চলে গেলে সব শান্ত। কোনও একটা লোক চিৎকার করে উঠল, 'জয় মা কালী কোলকাত্তাওয়ালী। ঘুমা, এবার ঘুমিয়ে পড়।'

নবকুমার প্রথম রাত্রেই কলিকাতা-দর্শন শুরু করল।

সাত

মাস্টারদা বললেই ঘুম আসবে দুই চোখে, এমন অবস্থা নবকুমারের ছিল না। বিছানায় শুয়ে সে কেবলই ভাবছিল একটু আগে দেখা দৃশ্যটির কথা। এরকম দৃশ্য সে কখনও গ্রাম বা গঞ্জে দেখেনি। ওই পুলিশগুলো কারা? এরা সত্যি-সত্যি পুলিশ তো? খবরের কাগজে পড়েছে পুলিশের পোশাক পরে গুন্ডারা নাকি অত্যাচার চালাতে খুব পছন্দ করে। নবকুমারের মনে হল এরা বোধহয় সেই গুন্ডার দল যারা একটা পুলিশের গাড়ি চুরি করে নিয়ে এসেছিল। এই কারণেই গ্রামের লোকেরা বলে কলিকাতা একটা ভয়ঙ্কর জায়গা। হঠাৎ তার খেয়াল হল, তাকে এখনও একটা মশা কামড়ায়নি। রাতে মশা, দিনে মাছি, এই নিয়ে কলিকাতায় আছি। পাঠ্যপুস্তকে পড়া কবিতার লাইনগুলোর সঙ্গে বাস্তবের কোনও মিল নেই, তা তো বোঝাই যাচ্ছে।

এই সময় একটা গাড়ির আওয়াজ কানে এল। গাড়িটা ঠিক এই বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। এখন নিশ্চয়ই অনেক রাত। এত রাতে কে এল? কৌতূহল নবকুমারকে জানলায় টেনে নিয়ে এল। মাস্টারদা এখন গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে।

একটা কালো রঙের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির পেছনের দরজা খুলে নীল শাড়ির আঁচলে মুখমাথা ঢাকা একজন মহিলা বেরিয়ে দ্রুত সামনের বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। ঠিক তখনই ড্রাইভারের পাশ থেকে লাঠি হাতে যে লোকটা নেমে এল তার শরীরের শক্তি সম্পর্কে কোনও মূর্খ সন্দেহ করবে না। বিশাল চেহারা, পরনে একটা ফতুয়া আর ফুলপ্যান্ট, বিশাল গোঁফ নিয়ে লোকটা চারপাশে সতর্ক চোখ ঘোরাচ্ছিল।

এখন এখানে কোনও শব্দ নেই। এমনকি রিকশাও চলছে না পথ দিয়ে। হঠাৎ সামনের বাড়ির দোতলা থেকে চিৎকার ভেসে এল, 'নো। আমি যাব না। গেট আউট, গেট আউট ফ্রম হিয়ার!' কিন্তু ক্রমশ কণ্ঠস্বর শক্তি হারাচ্ছিল। তারপর দুজন চাকরশ্রেণির লোকের কাঁধে দু-হাতের ভর রেখে পাঞ্জাবি-পাজামা পরা একটি লোককে বেরিয়ে আসতে দেখল নবকুমার, পেছন-পেছন ফিরে এলেন সেই নীল শাড়ির মহিলা।

লোকটিকে গাড়িতে তুলে দিয়ে নীল শাড়ির দিকে তাকিয়ে সেলাম করল লোকদুটো। তিনি দুটো বড় নোট বের করে ধরে রেখেছিলেন বাঁ-হাতে। সে-দুটো এখন ওদের দিকে ছুড়ে দিতে তারা লুফে নিল।

নীল শাড়ি গাড়িতে উঠলে লাঠিয়াল তার দরজা বন্ধ করে সামনে উঠে বসতেই গাড়ি ছেড়ে

দিল। ধীরে-ধীরে চোখের সামনে থেকে সেটা বেরিয়ে গেল।

আবার মাথায় চিন্তাগুলো ছোবল মারতে লাগল। এই ভদ্রমহিলা লোকটার কে হন? স্ত্রী? বোন? বোন বলে মনে হয়নি তার। এই বাড়ি ওই ভদ্রমহিলার বেশ পরিচিত। না হলে গাড়ি থেকে স্বচ্ছন্দে নেমে যাতায়াত করতে পারতেন না। উনি কি রোজ রাত্রে লোকটাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এখানে আসেন? এটা যে লোকটার বাড়ি নয় তাতে সন্দেহ নেই। তাহলে চিৎকার করে বলত না, আমি যাব না।

আধঘণ্টা পরে দুই দলের গুলি ছোঁড়াছুড়ি দেখল নবকুমার। তারপর যখন রাত শেষ হয়ে আসছে তখন সে অবাক হয়ে দেখল দশ-বারোটা বুড়োবুড়ি হরেরাম হরেকৃষ্ণ গাইতে-গাইতে পথ দিয়ে যাচ্ছে। বড় মধুর লাগল দৃশ্যটি। আর তখনই তার ঘুম-ঘুম পেতে লাগল। বিছানায় ফিরে এল নবকুমার। বালিশে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করতে ধীরে-ধীরে সে তলিয়ে গেল ঘুমের অতলে।

কলিকাতায় নবকুমারের প্রথম ঘুম এল সূর্যোদয়ের ঠিক আগে।

সোনাগাছিতে কোনও ঘর খালি পড়ে থাকে না। শেফালি-মায়ের বাড়িতে প্রচুর মেয়ে। খদ্দের চলে যাওয়ার পর একটা ছোট ঘরেই তিন-চারজন কোনওরকমে ঘুমোতে পারে। কিন্তু শেফালি-মা একটি ছোটঘর কখনও ভাড়া দেননি। কেন দেবেন না, সেই কৈফিয়তও দিতে চাননি। বাড়ির মেয়েরা শেফালি-মা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। মুক্তোই তাদের সামলায়। মুক্তোর মুখকে ভয় করে না এমন মেয়েকে এ-বাড়িতে রাখা হয় না।

মাস্টারদার ঘুম ভেঙেছিল সকালেই। নবকুমার তখন গভীর ঘুমে। ঘরের গায়েই কল-পায়খানা। স্নান সেরে সে নবকুমারকে ডাকল। নবকুমারের সাড়া নেই। সারা দিন-রাতের ট্রেনযাত্রার ধকল, সারারাত জেগে থাকার কষ্ট সইয়ে নিতে শরীর এখন ঘুম চাইছে। মাস্টারদা ঘরের বাইরে পা দিতেই মুক্তোকে দেখতে পেল। সম্ভবত কোনও মন্দিরে পুজো দিয়ে ফুলপ্রসাদ নিয়ে ফিরছে।

মাস্টারদা বলল, 'শেফালি-মা—!'

'দেখছি। একটু দাঁড়াতে হবে।' মুক্তো ঢুকে গেল পাশের দরজা দিয়ে।

মিনিটখানেক বাদে মুক্তো ফিরে এল, 'এখন পেপার পড়ছে। পেপার পড়ার সময় কথা বলতে পছন্দ করে না। দরকারটা খুব জরুরি?'

'না, মানে আমি বেরুচ্ছি। আমার সঙ্গে যে ছেলেটি এসেছে তার বোধহয় শরীর খারাপ হয়েছে। ঘুমোচ্ছে। আমি দুপুরে ফিরে এসে নিয়ে যাব।' মাস্টারদা বলল।

'ওমা! চিনি না, জানি না, একটা উটকো ব্যাটাছেলেকে ঘাড়ের ওপর বইতে হবে? না-না, দাঁড়াতে হবে আর একটু।' মুক্তো ভেতরে চলে গেল।

ফিরেও এল দ্রুত, 'ডাকছে।'

মাস্টারদার বেশ মজা লাগছিল। মুক্তো তার সঙ্গে কথা বলার সময় 'তুমি' বা 'আপনি' উহ্য রাখছে। এরকমভাবে কথা বলা খুব শক্ত ব্যাপার। সে ঘরে ঢুকল।

শেফালি-মা বিছানায় বসে নাকের ডগায় চশমা বসিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। মাস্টারদা ঢুকতে কাগজ নামালেন।

মাস্টারদা বললেন, 'আমি একটু গদি থেকে—।'

'সেটা তো এগারোটার আগে খোলে না।' শেফালি-মা বললেন, 'যে চুলোয় যাচ্ছ শিষ্যকে নিয়ে যাও।'

'ওর শরীর খারাপ হয়েছে। অন্তত এগারোটা অবধি থাকতে দিন। তখন আমি এসে ওকে নিয়ে যাব।' মাস্টারদা অনুরোধের গলায় বলল।

তার দিকে খানিকটা সময় তাকিয়ে থেকে শেফালি-মা বললেন, 'ঠিক আছে।'

মাস্টারদা আর সময় নষ্ট করল না।

কিছুক্ষণ বাদে শেফালি-মা ডাকলেন, 'মুক্তো!'

ওপাশের ঘর থেকে মুক্তো জানান দিল, 'যাচ্ছি।'

মিনিটখানেক বাদে এক কাপ চা আর বিস্কুট নিয়ে এসে বিছানার পাশের টুলের ওপর রাখল মুক্তো, 'বলো।'

'মহিলা দুর্বার সমিতিতে কখন নিয়ে যেতে বলেছে মেয়েটাকে?'

'সাড়ে বারোটার সময়।'

'তোর কি মনে হয় ওর আঠারো হয়নি?'

'মেয়েমানুষের শরীরের ষোলো আর কুড়ির মধ্যে ফারাক কতটুকু বলো?'

'যা বলছি তার জবাব দে!'

'মনে হয় হয়নি।'

'বীণাকে ডাক। এখনই।'

মুক্তো বেরিয়ে যাচ্ছিল, শেফালি-মা আবার বললেন, 'মাস্টার বলে গেল ছেলেটার শরীর খারাপ হয়েছে। একবার গিয়ে দেখিস তো! কী কষ্ট হচ্ছে জিজ্ঞাসা করে আয়। আর যদি ওর চা খাওয়ার অভ্যেস থাকে তাহলে এক কাপ চা দিস।'

মুক্তো বেরিয়ে গেল।

নবকুমার ঘুমোচ্ছিল। তার হাঁটুদুটো প্রায় কোমরের কাছে। মুক্তো দৃশ্যটা দেখল। তারপর এগিয়ে এসে কপালে আঙুল ছুঁইয়ে ঠোঁট মুচড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বীণার বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে অনেকদিন। কিন্তু আশেপাশের মেয়েরা ওর মুখে ওই পঞ্চাশই শুনে আসছে। গায়ের রং শ্যামলা। শরীর বেঁটেখাটো। সবসময় পান দুই গালে টোপর হয়ে আছে।

মুক্তো খবরটা দিতেই বীণা চোখ বড় করেছিল, 'বাড়িওয়ালি ডাকলেই ছুটতে হবে! বলো হাতের কাজ শেষ করে সময় হলে যাব।'

'বলব। কিন্তু এখন গেলেই ভালো করতে।' বীণা পেছন ফিরল।

'বাড়িওয়ালি না থানার দারোগা তা বুঝতে পারি না। ঠিক আছে, চল।'

যেতে-যেতে জিজ্ঞাসা করল, 'ডাকছে কেন?'

'গিয়ে শুনবে।'

মুক্তোর পেছনে থাকায় তাকে ভ্যাংচাতে বীণার সুবিধে হল।

ঘরে ঢুকে একগাল হেসে বীণা বলল, 'মা আমাকে ডেকেছ?'

'আজ সাড়ে বারোটায় মেয়েটাকে নিয়ে দুর্বারে যাবে।'

'যেতে হবেই?'

শেফালি-মা অবাক চোখে বীণাকে দেখলেন, 'মহিলা দুর্বার সমিতির সঙ্গে তুমি লড়াই করতে চাও নাকি? করতে পারো। তাহলে আমার বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে।'

বীণা বলল, 'না-না, তা বলছি না। তবে বলছি, এটা কিন্তু জোরজুলুম। আগে মেয়েদের তেরো-চৌদ্দতে বাচ্চা হত। সেই বাচ্চা বড়ও হত। আমার দিদিমার শুনেছি তেরো থেকে আঠারোর মধ্যে চার-চারটে বাচ্চা হয়ে গিয়েছিল। এখন এই মেয়ের যদি ষোলো বছর বয়স হয় তাহলে ব্যাবসা করতে পারবে না? দিব্যি পারবে।'

'এখন আঠারোর নীচে বিয়ে দেওয়া যখন আইনবিরুদ্ধ তখন দুর্বার যে নিয়ম করেছে তা মানতে হবে।' শেফালি-মা বললেন।

বীণা দু-পা এগিয়ে এল, 'কিন্তু মা, তোমাকে সত্যি বলছি, নগদ বারো হাজার দিয়ে কিনেছি।

ওর প্রেমিক ওকে দিয়ে টাকা গুণে নিয়ে গিয়েছে। দু-দিন কেঁদেছিল, কাল থেকে চুপ মেরে আছে। যদি ওরা বলে আঠারো হয়নি তাহলে আমার টাকাটা যে জলে পড়ে যাবে।'

'আমি কোনও কথা শুনতে চাই না বীণা। তুমি আমার কাছ থেকে দুটো ঘর ভাড়া নিয়েছ। এর আগে দু-দুবার কেলেঙ্কারি হয়েছে তোমার ওখানে, আমি কিছু বলিনি। তখন দুর্বার সমিতি তৈরি হয়নি। ওরা এলাকায় মেয়েদের নিয়ে সমিতি গড়ছে মেয়েদের উপকার করতে। আমার বাড়িতে থাকতে হলে ওদের কথা তোমাকে শুনতে হবে।' শেফালি-মা সরাসরি বলে দিলেন। বীণা আর কথা না বাড়িয়ে মুখ কালো করে চলে গেল।

সকাল সাড়ে দশটায় মুক্তো এসে শেফালি-মাকে খবর দুটো দিল। বীণা নাকি খুব চেঁচামেচি করছে। কারণ তার ঘর থেকে নতুন মেয়েটা পালিয়ে গিয়েছে। টাকা যায় যাক, এখন দুর্বার সমিতিতে গিয়ে সে কাকে পরীক্ষা করাবে?

দ্বিতীয় খবরটি হল, নবকুমারের ঘুম ভেঙেছে।.তাকে চা দেওয়া হয়েছে।

শেফালি-মা খবরটা শুনে গম্ভীর হলেন।

তারপর বললেন, 'বংশীকে বল আমার সঙ্গে দেখা করতে। এখনই।'

'ওই ছেলেটাকে কী বলব?' মুক্তো জিজ্ঞাসা করল।

'কোন ছেলে?'

'যাকে চা দিয়ে এলাম।'

'ওঃ। ওকে নিয়ে ভাবার তো কোনও কারণ হয়নি। বীণার যে এত বাড় বেড়েছে তা আমার জানা ছিল না। এত সাহস তো ও একদিনে পায়নি। এখানকার কোনও খবর দেখছি তুই আমাকে ঠিকঠাক দিস না। যা বললাম তাই কর।' গম্ভীর মুখে বললেন শেফালি-মা।

ঘুম ভাঙার পর চা খাওয়ার অভ্যেস নেই নবকুমারের। স্টেশনের দিকে গেলে রতনের দোকানে মাঝে-মাঝে এক গ্লাস কখনও খেয়ে থাকে। কিন্তু এখন চায়ে বিস্কুট ভিজিয়ে খেতে বেশ ভালো লাগল।

সেই ভয়ংকর চেহারার মেয়েমানুষ চায়ের কাপডিশ সামনে রেখে চলে গিয়েছিল কোনও কথা না বলে। মাস্টারদার কথা ওকে জিজ্ঞাসা করার সুযোগ হয়নি। ঘুম ভাঙার পর মাস্টারদাকে দেখতে না পেয়ে বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল। কিন্তু চা পাওয়ার পর সেটা কেটে গেল।

এখন এ-বাড়িতে কোনও শব্দ নেই। গান দূরের কথা, কোথাও হারমোনিয়াম বাজছে না। মেয়েদের চিৎকার হাসি শোনা যাচ্ছে না। অদ্ভুত শান্ত চারধার। সে জানলার পাশে এসে দাঁড়াল। গতরাতের রাস্তাটা যেন ঝিমোচ্ছে। একটা খালি রিকশা অলসভাবে চলে গেল। এরকম রিকশা তাদের গ্রামে কেউ দেখেনি। ওখানে ভ্যানরিকশায় আটজন যাওয়া আসা করে। নবকুমারের মনে হল, এটা বাবুদের রিকশা।

চা শেষ করতেই চিৎকার কানে এল। একজন মহিলা তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। গ্রামের মেয়েদের ঝগড়া সে দেখেছে, চেঁচামেচি শুনেছে। তাদের কণ্ঠস্বর এর কাছে কিছু নয়। জানলা থেকে সরে এল সে। এখান থেকে আজই চলে যেতে বলেছেন শেফালি-মা। কিন্তু কোথায় যাবে তা একমাত্র মাস্টারদাই জানে। তার ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। খাটের একপাশে বসল নবকুমার। মেলার পাশে হোগলার ছাউনিতে রং মেখে যারা দাঁড়িয়ে থাকে তাদের শহরের বাড়ি এটা। কলিকাতায় এসে সে এমন একটা বাড়িতে রাত কাটিয়েছে জানলে বাবা-মায়ের কী অবস্থা হবে? হাসল নবকুমার।

ওরা ভাবতেই পারবে না সে নিশ্চিন্তে এরকম বাড়িতে ঘুমিয়েছে।

যাত্রা করতে গিয়ে শেফালি-মায়ের সঙ্গে মাস্টারদার পরিচয় হয়েছিল। সেই সুবাদে ওকে নিয়ে চলে এসেছেন রাত্রের আশ্রয়ের জন্যে। কলিকাতায় নিশ্চয়ই অনেক হোটেল আছে। সেখানে গিয়ে উঠল না কেন? পয়সা খরচ হওয়ার ভয়ে?

এই সময় দরজায় শব্দ হল। মুক্তো ঘরে ঢুকে ঘোষণা করল, 'মা ডাকছে।'

শেফালি-মায়ের সামনে পানের ডিবে। এক খিলি পান মুখে দিয়ে বললেন, 'রাত দুপুরে মাস্টার তোমাকে নিয়ে হাজির হয়েছিল বলে না বলতে পারিনি। বলেছিলাম সকালে চলে যেতে। অথচ দুপুর পর্যন্ত পড়ে-পড়ে ঘুমাচ্ছ!'

মাথা নীচু করল নবকুমার, 'মাস্টারদা এলেই চলে যাব।'

'সে যদি আর এ-মুখো না হয়?'

'মানে?' অবাক হল নবকুমার।

'মাথার বোঝা এখানে ফেলে যদি গা-ঢাকা দেয় তাহলে কী করবে?'

'মা-মা, মাস্টারদা ঠিক ফিরে আসবে!' মাথা নাড়ল নবকুমার।

'তোমাকে বলে গিয়েছে?' শেফালি-মা পান চিবোলেন। চোখ নবকুমারের ওপর।

আট

'ওই চেয়ারে গিয়ে বসো।' শেফালি-মা হুকুম করলেন ঘরের উলটোকোণে জানলার গায়ে একটি টেবিল এবং চেয়ার। বিনা বাক্যব্যয়ে নবকুমার চেয়ার টেনে বসল। শেফালি-মায়ের গলা ভেসে এল, 'বাঁ-দিকের ড্রয়ার টেনে খোলো। ওখানে কাগজ আর কলম পাবে। বের করো।'

সুন্দর সাদা কাগজ আর ফাউন্টেন কলম বের করল নবকুমার। ছেলেবেলায় পেনসিলে লেখা শুরু করার পর ডট পেনে লেখালেখি করেছে সে। ফাউন্টেন কলম একটাও ছিল না।

'এদিকে তাকাও। পড়াশুনা তো করেছ বলছ। একটা চিঠি লেখো তো।'

'চিঠি?'

'হ্যাঁ। লেখো, সভাপতি, মহিলা দুর্বার সমিতি, কলকাতা। লিখেছ?'

'হ্যাঁ।'

'কী লিখেছ?'

'সভাপতি, মহিলা দুর্বার সমিতি, কলিকাতা।' লেখাটা পড়ল নবকুমার।

'কলিকাতা কেন? আমি কি কলিকাতা বলেছি?'

'আজ্ঞে, ভূগোলের স্যার বলতেন, কলিকাতা হল শুদ্ধ, কলকাতা অশুদ্ধ। জব চার্নক সাহেবের সময় এই অঞ্চল তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। গোবিন্দপুর, সুতানুটি এবং কলিকাতা। কোনও স্থানের নাম বিকৃত করা অনুচিত। ইংরেজরা বিকৃত করে বলত ক্যালকাটা।' বোঝানোর ভঙ্গিতে বলল নবকুমার।

অবাক হয়ে ব্যাখ্যা শুনলেন শেফালি-মা। তারপর বললেন, 'চিঠিতে কী লিখতে হবে শোনো। আমি সভাপতিকে জানাচ্ছি যে আমার বাড়িতে বীণারানি নামের একটি মেয়েমানুষ আমার অজান্তে যে মেয়েটিকে কিনে রেখেছিল যাকে দুর্বার সমিতির সামনে আজ নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, তাকে নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বীণারানি এই কথা জানিয়েছে। আমি এই ব্যাপারে আর

কিছু জানি না। বুঝলে?'

মাথা নাড়ল নবকুমার।

'এবার চটপট লিখে ফেলো।' শেফালি-মা মুখ ফেরালেন।

একটু ভেবে চিঠিটা লিখল। তারপর নবকুমার জিজ্ঞাসা করল, 'মেয়েটার নাম—?'

'জানি না। এখানে যেসব মেয়ে আসে তাদের আসল নাম কেউ জানে না। দু-দিন পরপর নাম পালটায়। নামের দরকার নেই।' শেফালি-মা মাথা নাড়লেন।

চিঠি শেষ করে চেয়ার ছেড়ে সামনে এল নবকুমার, 'হয়ে গিয়েছে।'

'দেখি।' হাত বাড়িয়ে খাপ থেকে চশমা বের করে নাকে চাপিয়ে কাগজটা নিলেন শেফালি-মা।

'ওমা! হাতের লেখা দেখছি মুক্তোর মতো সুন্দর। হুঁ! সভাপতি, মহিলা দুর্বার সমিতি, কলিকাতা। সবিনয় নিবেদন। আমার অবিনাশ কবিরাজ স্ট্রিটস্থ বাড়িতে শ্রীমতী বীণারানি ভাড়ায় থাকে। বীণারানি একটি নবাগতাকে তাহার আশ্রয়ে রাখিয়াছিল। এই ব্যাপারে সে আমার মতামত গ্রহণ করে নাই। আপনারা এই তথ্য অবগত হইয়া নির্দেশ দিয়াছিলেন সেই নবাগতাকে আপনাদের সামনে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আজ উপস্থিত করিতে হইবে। কিন্তু এইমাত্র অবগত হইলাম সেই নবাগতাকে নাকি খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। সত্যমিথ্যা জানি না কিন্তু শ্রীমতী বীণারানি বলিতেছে মেয়েটি নাকি তাকে না জানাইয়া উধাও হইয়া গিয়াছে। এমত অবস্থায় সমস্ত ঘটনা আমি দুর্বার সমিতির কাছে নিবেদন করিলাম। ইতি-।'

'আমার নামটা লেখো।'

'আমি আপনার পুরো নাম জানি না।' নবকুমার বলল।

'মাস্টার বলেনি?'

'আজ্ঞে, প্রথম নামটা বলেছিল।'

'অ। তার সঙ্গে দেবী জুড়ে দাও। ঠিকানা, বাইশের এ অবিনাশ কবিরাজ স্ট্রিট।'

নবকুমার সেগুলো লিখে এগিয়ে ধরল কাগজটা, 'সই দেবেন।'

'সই? তুমি আমার নাম লেখোনি?'

'লিখেছি। তার ওপরে সই করা নিয়ম।'

'অ। দাও।' হাত বাড়িয়ে কাগজকলম নিয়ে চিঠিতে চোখ নামিয়ে নিজের নামের ওপর সই করলেন শেফালি-মা। তারপর বললেন, 'তোমার পেটে দেখছি বিদ্যে ঢুকেছিল। কত বিএ পাশ ছেলেকে দেখেছি এক লাইন লিখতে বললে কলম ভেঙে ফেলে। চিঠিটা মন্দ লেখোনি। তা তুমি মাস্টারের সঙ্গে জুটলে কী করে?'

'রতনের দোকানে আলাপ হয়েছিল।'

'রতনটা কে?'

'আমার সঙ্গে পড়ত। পড়া ছেড়ে স্টেশনের সামনে চায়ের দোকান করেছে। আমাদের স্টেশন থেকে কয়েকটা স্টেশন দূরে মাস্টারদার গ্রাম। কলিকাতায় কাজ না থাকলে গ্রামে চলে যেতেন। তখন মাঝে-মাঝে রতনের দোকানে আসতেন।'

'সে তোমাকে এখানে নিয়ে এল চাকরি দেবে বলে।'

'না। আমি ওঁকে অনুরোধ করেছিলাম।'

'কী চাকরি দেবে বলেছে?'

'কিছু বলেননি। চেষ্টা করে দেখবেন।'

'হুঁ। এক কাজ করো। এই চিঠিটা তুমি মহিলা দুর্বার সমিতির অফিসে গিয়ে দিয়ে এসো। এর আগে মহিলা দুর্বার সমিতির নাম শুনেছ?'

'আজ্ঞে না।'

শেফালি-মা হাসলেন, 'এই পাড়াটায় কারা থাকে বুঝতে পেরেছ?'

নীরবে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল নবকুমার।

'কাল রাত্রে যখন মাস্টারের সঙ্গে এখানে ঢুকলে তখন যাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছ তাদের কি আগে কোথাও দেখেছ?'

'হুঁ।'

'কোথায়?'

'আমাদের পাশের গ্রামের মাঠে মেলা হয়। সেখানে একদিকে হোগলার ঘরে ওরা আসে। দূর থেকে দেখেছি।'

'তোমার বয়সে ওদের কাছে না যাওয়াই ভালো। তবে একটা কথা শুনে রাখো। এইসব মেয়েরা দেহ বিক্রি করে বেঁচে থাকে। কেন দেহ বিক্রি করে? কারণ, ওদের সামনে অন্য পথ খোলা নেই। সমাজে যখন ছিল তখন ওদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে ব্যবহার করত পুরুষেরা। এখানে আসার পরেও স্বস্তি নেই। পুলিশ, মাস্তান ওদের রোজগারে ভাগ বসায়। ওরা খারাপ মেয়ে। কিন্তু ওদের রোজগারের টাকায় ভাগ নিতে লোভের সীমা নেই। কোনও-কোনও বাড়িওয়ালিও একই অত্যাচার করে। আমার এই বাড়িতে সেসব ঝামেলা নেই। কিন্তু পুলিশ বা মাস্তানদের হাত থেকে তো আমি বাঁচাতে পারি না। সেটা করতে এগিয়ে এসেছে মহিলা দুর্বার সমিতি। এটা এই মেয়েদের নিয়ে তৈরি সমিতি। সমিতি তৈরি হওয়ার পর অত্যাচার অনেক কমেছে। এই মেয়েরা সমাজের বিষ গেলে বলেই সমাজ এখনও টিকে আছে। দাঁড়াও, একটা খামে চিঠিটাকে ভরে দিই তোমাকে।' শেফালি-মা খাট থেকে নামলেন।

গতরাত্রে এই বাড়ির দেখা চেহারাটা যেন উধাও। সেইসব রং মেখে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েগুলোর বদলে দু-তিনজন সাধারণ চেহারার মেয়ে চাতালে বসে গল্প করছে। ওদের পোশাক, ভঙ্গিতে একদম আটপৌরে ছাপ। চিৎকার, হাসি, গান, এখন শোনা যাচ্ছে না। নবকুমার সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামতেই ওই মেয়েদের একজন মন্তব্য করল, 'কার ঘরের নাগর? এই অসময়ে?'

সঙ্গে-সঙ্গে আর একজন বলে উঠল, 'অ্যাই চুপ। শেফালি-মায়ের লোক।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। কাল রাতে এসেছে।'

নবকুমার বেরিয়ে এল। যে রাস্তায় কাল রাত্রে নাটক হতে দেখেছিল সেখানে সবাই চুপচাপ। কয়েকটা দোকান খোলা আছে, খদ্দের নেই। রিকশা যাচ্ছে ঠুনঠুন করে। একটা বছর তেরো-চোদ্দোর মেয়ে সংক্ষিপ্ত পোশাক পরে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ছিল, নবকুমারকে দেখে হেসে চোখ মারল। নবকুমার দেখে চোখ সরিয়ে নিল।

কিন্তু মহিলা দুর্বার সমিতির অফিসটা কোথায়? শেফালি-মা যেভাবে বললেন তাতে মনে হল ওটা এই পাড়াতেই। সে একটা মুদির দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সেখানে একটি মাঝবয়সি মহিলা জিনিস নিয়ে টাকা দিচ্ছে। নবকুমার দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, মহিলা দুর্বার সমিতি কোথায়?'

লোকটি নবকুমারকে দেখল, 'তোমার কী দরকার?

'দরকার আছে।' নবকুমার জবাব দিল।

'এই এক হয়েছে। ঠিকানা দেখিয়ে দিতে-দিতে—, আমি যেন পোস্ট অফিস হয়ে বসে আছি।' লোকটি মাথা ঝাঁকাল।

মহিলা তাকাল নবকুমারের দিকে, 'আমি ওইদিকে থাকি। এসো।'

নবকুমার অনুসরণ করল। এবার রাস্তাটা বেশ চওড়া। দু-ধারের বাড়ির দরজায় অল্পবয়সি মেয়েরা ছোট স্কার্ট পরে কায়দা করে দাঁড়িয়ে আছে। মহিলা মিনিটচারেক হাঁটার পর বলল, 'এই

রাস্তা দিয়ে খানিকটা গেলে ডানহাতে যে গলি পাবে তার শেষ দিকের বাড়ি।'

নবকুমার মাথা নাড়ল।

মহিলা চলে গেলে নবকুমার এগোল। বাড়িটার সামনে এক ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে ঘড়ি দেখছিলেন। এঁর পোশাক, চেহারা একদম আলাদা। দেখেই মনে হয় বেশ শিক্ষিত। নবকুমার তাঁর সামনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, এটা কি মহিলা দুর্বার সমিতির বাড়ি?'

'হ্যাঁ ভাই। কী চাই?'

'আমি ওদের সভাপতির সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'কবিতা তো এখন নেই। ও অধ্যাপক নরনারায়ণ রায়কে আনতে গিয়েছে। যে-কোনও মুহূর্তেই এসে পড়বে। অবশ্য তুমি আমাকে প্রয়োজনটা বলতে পারো।'

'আপনি?'

'আমি এখানে চাকরি করি।'

নবকুমার একটু ভাবল। এখানে এইরকম চেহারার মহিলা কী চাকরি করতে পারেন সে বুঝতে পারল না। এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে বলল, 'আমি তাহলে অপেক্ষা করি। উনি এলে ওঁর সঙ্গে কথা বলব।'

'ও। তাহলে তুমি ভেতরে গিয়ে ভিজিটার্স রুমে গিয়ে বসতে পারো।'

'না-না। আমি এখানে ঠিক আছি।'

এই সময় সাধারণ চেহারার একটি বয়স্কা মহিলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'দিদি, আপনার ফোন এসেছে। ডাক্তারবাবু ফোন করছেন।'

'ও। তুমি এখানে দাঁড়াও। ওরা এখনই এসে পড়বে।' ভদ্রমহিলা ভেতরে চলে গেলেন।

মহিলা নবকুমারকে দেখলেন, 'কী চাই?'

'কবিতা—।'

'ও। এখনই আসবে।'

'আচ্ছা, উনি কে?'

প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সুযোগ পেল না মহিলা। একটা গাড়ি তখন গলির ভেতর ঢুকছে। মহিলা দরজার দিকে দু-পা এগিয়ে চিৎকার করল, 'দিদি, ওরা এসে গেছে। তাড়াতাড়ি।' বলে এগিয়ে গেল গাড়ির দিকে।

গাড়ি থামলে ড্রাইভার নেমে পেছনের দরজা খুলে দিতে নবকুমার ধবধবে পাঞ্জাবি, পাজামা পরা একটি শীর্ণ চেহারার বৃদ্ধকে নামতে দেখল। ওপাশ থেকে নেমে এল শ্যামলা চেহারার খাটো এক যুবতী। এই মহিলা এগিয়ে গিয়ে নমস্কার করে বলল, 'আসুন, আসুন।'

এই সময় বাড়ির ভেতর থেকে সেই ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এসে দু-হাত জড়ো করে বললেন, 'নমস্কার। আসুন। আমি চন্দ্রিমা দত্ত।'

বৃদ্ধ হাসলেন, 'ডক্টর চন্দ্রিমা দত্ত?'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'ওটা বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না। আসুন।'

বৃদ্ধ এগিয়ে যেতে-যেতে নবকুমারের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দাঁড়ালেন, 'এটি কে? এলাকার ছেলে নিশ্চয়ই। এসো, তোমার সঙ্গেও গল্প করব।'

নবকুমার ঘাবড়ে গেল। ভদ্রমহিলা, যাঁর নাম চন্দ্রিমা, বললেন, 'এসো ভাই। উনি আমাদের এখানে পায়ের ধুলো দিয়েছেন। আমাদের খুব গর্বের দিন। এসো।'

ভিজিটার্স রুমে তখন জনাদশেক মেয়ে দাঁড়িয়ে। ডক্টর নরনারায়ণ রায়কে ওদের সামনে উঁচু চেয়ারে বসানো হল। চন্দ্রিমা মেয়েদের বসতে বললেন। নবকুমার ঘরে ঢোকেনি। বাইরে দাঁড়িয়ে চেষ্টা করছিল কবিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। চন্দ্রিমা তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'ওঁর কোনও

অসুবিধে হয়নি তো?'

কবিতা বলল, 'না। উনি তৈরি হয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।'

চন্দ্রিমা ভেতরে যেতেই নবকুমার কবিতাকে বলল, 'আপনার সঙ্গে কথা আছে।'

কবিতা বলল, 'পরে শুনব। তুমি ভেতরে এসো। উনি যা জানতে চাইবেন পরিষ্কার করে বলবে। হ্যাঁ, তোমার মা কোন বাড়িতে থাকে?'

নয়

মাথা নাড়ল নবকুমার, 'আমি এখানে থাকি না।'

'থাকো না! কোথায় থাকো?' কবিতা অবাক হল।

'গ্রামে।'

'আশ্চর্য! সেখান থেকে এ-পাড়ায় ভরদুপুরে এসেছ ফূর্তি করতে?' কবিতায় গলায় ঝাঁঝ মিশোনো। সেটা কানে যেতে চন্দ্রিমা বেরিয়ে এলেন।

'না-না। আমি চাকরির খোঁজে এসেছি!' খুব খারাপ লাগছিল নবকুমারের।

কবিতা চন্দ্রিমাকে বলল, 'শুনলে। এ ছেলে এই পাড়ায় চাকরির খোঁজে এসেছে? এত বছরে এই প্রথম এমন কথা শুনলাম।'

চন্দ্রিমা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি যে তখন বললে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দরকার আছে। ও তোমাকে চাকরি দেবে একথা কে বলেছে?'

'না-না। ওনার কাছে আমি একটা চিঠি দিতে এসেছি। এই নিন।' কবিতার হাতে খাম দিল নবকুমার।

কবিতা খাম খুলে চিঠি বের করে বলল, 'বাঃ! কী সুন্দর হাতের লেখা। ওমা! এটা শেফালি-মায়ের চিঠি!' ধীরে-ধীরে গোটা-গোটা করে পুরো চিঠি জোরে-জোরে পড়ল কবিতা। তারপর বলল, 'দেখলে দিদি, ঠিক পাচার করে দিয়েছে। বয়স কম ছিল এই খবরটা তাহলে সত্যি। এখন কী করা যাবে?'

চন্দ্রিমা বললেন, 'এ-পাড়ায় না থাকলে আমাদের কিছু করার নেই। তুমি বরং অন্য এলাকায় খবর পাঠিয়ে দাও। যদি সেখানে গিয়ে তোলে তাহলে যেন ব্যবস্থা নেয়।'

হঠাৎ মনে পড়তে কবিতা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি বললে গ্রাম থেকে এসেছ? তাহলে শেফালি-মাকে চিনলে কী করে?'

'মাস্টারদা কাল রাত্রে ওঁর বাড়িতে আমাকে নিয়ে এসেছিল।'

'মাস্টারদা কে?'

'আমার চেনা। যাত্রা করে এখানে।'

চন্দ্রিমা চিঠিটা দেখলেন, 'এটা শেফালি-মায়ের লেখা নয়। ওর সই-এর সঙ্গে চিঠির লেখা মিলছে না।'

আমাকে লিখতে বলেছিলেন উনি।'

'ও। কদ্দুর পড়েছ?'

'বিএ পাশ করেছি।'

'গ্রামে বা মফস্বলে চাকরি খুঁজলে না কেন?'

'ওখানে চাকরি নেই। অনার্স না থাকলে কেউ কথাই বলে না। আমি সাধারণ গ্র্যাজুয়েট। কলিকাতায় তো অনেক মানুষ, অনেকরকমের কাজ আছে। তাই—। আচ্ছা, চলি।' নবকুমার মাথা নাড়ল।

'দাঁড়াও। তুমি আমার সঙ্গে ভেতরে এসো।' চন্দ্রিমা শক্ত গলায় বলে ঘরের ভেতরে চলে গেলেন। নবকুমার বাধ্য হল অনুসরণ করতে।

সে দেখল বসে থাকা মেয়েরা একের-পর-এক উঠে নিজের পরিচয় জানাচ্ছে অতিথিকে। যৌনকর্মী শব্দটি এর আগে কখনও শোনেনি নবকুমার। মানে বুঝতে একটু সময় লাগল, কিন্তু—। ভেতরে-ভেতরে টালমাটাল হল। মানুষ যে কাজটা করে, তা পেট ভরাবার জন্যে হোক অথবা মনের টানে হোক সে সেই বিষয়ের কর্মী। যেমন জমাদারকে বলা হয় সাফাইকর্মী, আবার নার্সকে বলা হয় সেবাকর্মী।

যৌনকর্ম যিনি করেন তিনি যৌনকর্মী? এ কাজে তো পুরুষদের প্রয়োজন হয়। তাহলে পুরুষরাও কি যৌনকর্মী? এই যে এখানে এতগুলো মেয়ে নিজেকে যৌনকর্মী বলে যখন পরিচয় দিচ্ছে তখন সঙ্কোচ তো বোধ করছেই না বরং পরিচয় দিতে পেরে গর্বিত বলে মনে হচ্ছে।

সবাই নিজেকে পরিচিত করার পর নরনারায়ণ রায় বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কে-কে এইডসে আক্রান্ত?'

সঙ্গে-সঙ্গে তিনটি মেয়ে হাত তুলল।

চন্দ্রিমা বললেন, 'নিয়মিত চিকিৎসা হচ্ছে ওদের। উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিয়ে কেউ কাস্টমার অ্যাটেন্ড করে না।'

ছোটখাটো কিন্তু খুব মিষ্টি দেখতে একটি মেয়েকে নরনারায়ণ রায় প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি জানো কীভাবে আক্রান্ত হলে?'

মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। 'আমি মেদিনীপুরের গ্রামে থাকতাম। সেখানে শ্বশুরবাড়ি। আমার স্বামী বোম্বাইতে সোনার কাজ করত। বিয়ের ছয়মাস পরে যখন ফিরে এল তখন দেখতাম ওর শরীর খারাপ। পাতলা পায়খানা আর মাঝে-মাঝে বমি করছে। ও চলে যাওয়ার পর আমার শরীর খারাপ হল। গাঁয়ের ডাক্তারবাবুর ওষুধে কাজ হল না। উনি রক্ত পরীক্ষা করাতে বললেন। সেটা করতেও দেরি হল। গ্রাম থেকে অনেক দূরে যেতে হয়। সেই রক্ত পরীক্ষার পর ওরা বলল, আমার এইডস হয়েছে।'

'তারপর?' নরনারায়ণ শুনতে চাইলেন।

'আমাকে শ্বশুরবাড়ির সবাই আলাদা করে দিল। কিছুদিন পরে খবর এল আমার স্বামী মরে গিয়েছে। তখন সবাই মিলে আমাকে বাপের বাড়িতে পাঠাতে চাইল। আমি জোর করে থেকে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার শরীর খারাপ হচ্ছিল। এই সময় ঘাটালে এইডসের বিরুদ্ধে প্রচার করতে গিয়েছিলেন দুর্বার সমিতির কয়েকজন দিদি। খবর পেয়ে তাঁদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলাম। তাঁরাই আমাকে এখানে নিয়ে এলেন চিকিৎসার জন্যে। আমি জানি বেশিদিন বাঁচব না। তা মানুষকে তো একদিন মরতেই হয়। কিন্তু এখানে ওষুধ খেয়ে আমি আগের থেকে ভালো আছি।' মেয়েটি হাসল।

'তুমি নিজের পরিচয় দিয়েছ যৌনকর্মী বলে। তুমি কি এখানে আসার পর যৌনকর্মী হয়েছ?' নরনারায়ণের প্রশ্নটা শুনে অন্য মেয়েরা শব্দ করে হেসে উঠতেই মেয়েটি লজ্জা পেল। হাসি থামলে সে বলল, 'না। আমি দুর্বারের অফিসে পিওনের কাজ করি। অফিসের মধ্যেই। কিন্তু দুর্বার তো যৌনকর্মীদের জন্যে তাই নিজেকে যৌনকর্মী বলতে ভালো লাগে।'

'বলো।' নরনারায়ণ রায় এবার নবকুমারের দিকে তাকালেন। নবকুমার দরজার এপাশে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাকে হাত নেড়ে কাছে ডেকে নরনারায়ণ রায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি এখানকার ছেলে?'

মাথা নাড়ল নবকুমার। চন্দ্রিমা তখন সংক্ষেপে নবকুমারের পরিচয় দিলেন।

'ও। কী নাম তোমার?'

'নবকুমার।'

চন্দ্রিমা শেফালি-মায়ের চিঠি নরনারায়ণ রায়ের হাতে দিলেন। তাতে চোখ বুলিয়ে বললেন, 'বাঃ। এ তো মুক্তাক্ষর। দ্রুত লিখতে হলে এরকম স্ট্যান্ডার্ড রাখতে পারবে?'

'চেষ্টা করব।'

'তুমি এখানে চাকরির সন্ধানে এসেছ কোনও সোর্স ছাড়াই?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'কলিকাতায় চাকরির সুযোগ বেশি তাই।'

'কী চাকরি খুঁজছ তুমি?'

'যে-কোনও চাকরি।'

'তুমি কলিকাতা শব্দটি ব্যবহার করলে কেন?'

'বইতে পড়েছি এটাই এখানকার আসল নাম। ইংরেজরা এসে নামটাকে বিকৃত করেছিল। সেই বিকৃত নাম মানুষ ভুলভাবে উচ্চারণ করে থাকে।'

'বাঃ। চন্দ্রিমা, দ্যাখো, তোমাদের এখানে একে রেখে দিতে পার কি না। আমিও ওর কথা খেয়ালে রাখব। নবকুমার, তুমি এখন যেতে পার। হ্যাঁ। আপনাদের দিদিরা আমাকে যেজন্যে এখানে আমন্ত্রণ করে এনেছে তাই নিয়ে কথা বলা যাক—।' নবকুমার নরনারায়ণ রায়ের বক্তৃতার শুরুর মুখে বাইরে বেরিয়ে এলেও তার ওখানে থাকতে ইচ্ছে করছিল। বৃদ্ধ মানুষটির বক্তৃতা শুনতে ভালো লাগছিল তার।

অফিসে ঢোকার মুখে একটি প্রৌঢ়া জোরে-জোরে কথা বলছে একজন মহিলার সঙ্গে, 'আমার মধ্যে কুমতলব থাকলে কি এখানে আসতাম? তোরা কি পুলিশ না এটা থানা?'

মহিলাটি সম্ভবত দুর্বারের কর্মী। বলল, 'এখন দিদিরা মিটিং করছে। বাইরে থেকে মানীগুণী মানুষ এসেছে। তুমি বরং পরে এসো।'

'আমি বারবার আসতে পারব না। তুমি তোমার দিদিকে বলে দিও, আমি এসেছিলাম। যে মেয়েটাকে আনতে হুকুম হয়েছিল সে দু-দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছিল। গতর বিক্রি করার মেয়েমানুষ নয়। তোমরা ডেকেছ শুনে লজ্জায় আমাকে না বলেই তার দেশে চলে গিয়েছে। আমার আর কিছু করার নেই।' মহিলা কথা বলছিল হাত নাড়তে-নাড়তে।

'আমি কিছু বলতে পারব না, বীণা। যা বলার তুমি এসে বলো। লোকে বলছে দুর্বার জানতে পেরেছে শুনে তুমিই মেয়েটাকে হাওয়া করে দিয়েছ।'

'কে বলেছে? কে বলেছে এই কথা? নিশ্চয়ই ওই বাড়িওয়ালি আমার নামে বদনাম দিয়েছে। ওই হারামজাদী ছাড়া আর কারও বুকের পাটা নেই একথা বলার। সে আমার কাছে ঠিকঠাক ভাড়া পাচ্ছে। এখন আমি আমার ঘরে তিন-চারজনকে যদি ব্যাবসা করতে দিই তাহলে ওর বুক টাটাবে কেন?' বীণা চেঁচাল।

মহিলা বলল, 'তাই বলে তুমি বাচ্চা মেয়েকে ঘরে বসাতে পারো না। দুর্বার নিয়ম করে দিয়েছে আঠারো বছরের নীচে যেমন মেয়েদের বিয়ে দেওয়া বেআইনি তেমনি আঠারোর নীচে কোনও মেয়েকে আর ব্যাবসা করতে দেবে না।'

'আঠারো? চৌদ্দ-পনেরো বছরে আমাদের মা-ঠাম্মারা মা হয়নি? কোনও অসুবিধে হয়েছিল তাদের? নিজের খুশি মতো নিয়ম করে দিলেই হল? যাকগে, যতই মিটিং করুক, একটু বাইরে আসতে বলো তোমাদের পেসিডেনকে, এসেছি যখন দেখা করেই যাব।' বীণা বলল।

মহিলা নবকুমারের পাশ কাটিয়ে ভেতরে চলে গেল। নবকুমার বাইরে এসে বীণাকে দেখল। এই মহিলার কথাই শেফালি-মা তাকে দিয়ে লিখিয়ে দুর্বার সমিতিকে জানিয়েছে।

বীণাও তাকে দেখছিল। কিন্তু কিছু বলল না।

ফিরে এল নবকুমার। পাড়াটা এখনও একইরকম। নিস্তরঙ্গ।

তাকে দেখতে পেয়ে মুক্তো গম্ভীর গলায় বলল, 'ও ঘরে যাও। মাস্টার এসেছে। তাকে বসিয়ে রাখা হয়েছে।'

পরদা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে মাস্টারদাকে দেখতে পেল নবকুমার। একটা টুলের ওপর বসে আছে। শেফালি-মা তাঁর খাটের ওপর বাবু হয়ে বসে আছেন। তাকে দেখতে পেয়ে বললেন, 'দিয়েছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কিছু বলল?'

নবকুমার খুব সংক্ষেপে যা হয়েছিল তা জানাল। শেফালি-মা বললেন, 'তোমার ভাগ্য ভালো। প্রথম দিনেই ওঁর মতো মানুষের দর্শন পেলে।'

'আপনি ওঁকে জানেন?'

শেফালি-মা বললেন, 'সে অনেক বছর আগের কথা। বিডন স্কোয়ারে যাত্রা উৎসব হচ্ছিল। আমরা করছিলাম ঝাঁসির রানি পালা। খুব নাম হয়েছিল তখন। তো কমিটি আমাকে সংবর্ধনা দিয়েছিল। সেই আসরে প্রধান অতিথি হিসেবে নরনারায়ণ রায় এসেছিলেন। আমার হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই বলেছিলেন, মা তুমি মানুষকে সচেতন করছ। দেশকে ভালোবাসতে শেখাচ্ছ। রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন লোকশিক্ষা। আমরা হাজার বক্তৃতা দিয়েও যা পারি না তোমরা অভিনয়ের মাধ্যমে তা কত সহজে পেরে যাও।' শেফালি-মায়ের মুখ বিষণ্ণ হয়ে গেল, 'তখন কি জানতাম আমার শেষজীবন এমন নরকের পাঁক ঘেঁটে কাটবে।'

মাস্টারদা কথা বলল, 'ওঃ। সেসব দিন আমারও মনে আছে। আপনি আছেন জানলেই রথের দিনেই কত বায়না হয়ে যেত।'

'ওসব কথা থাক। মাস্টার, এই ছেলেটিকে তুমি তাহলে নিয়ে যাবে?'

'হ্যাঁ। মালিকের সঙ্গে কথা বলেছি। আমাদের প্রম্পটার ছিলেন বিশুবাবু। ওর বুকের ব্যামো হয়েছে। রিহার্সালের সময় নবকুমার যদি কাজটা চালিয়ে যেতে পারে তাহলে খাওয়া থাকা ছাড়া একটা হাতখরচ দেবেন।' মাস্টারদা বলল।

'সেটা কত?' শেফালি-মা তাকালেন।

'আমি জিজ্ঞাসা করিনি। কাজটা ভালোভাবে করুক, সবাই যদি খুশি হয় তাহলে—। আসলে তো থাকা-খাওয়াই সমস্যা। যেটা হয়ে গেলে আর দুশ্চিন্তা থাকে না। রিহার্সাল শুরু হয় দুপুর থেকে। তার আগে সারা সকাল পড়ে থাকবে। তখন ও অন্য কাজ করে নিতে পারে।' মাস্টারদা বলল।

'হুঁ। কিন্তু ভবিষ্যৎ?'

'আপাতত তো একটা ঠেকা দেওয়া গেল। চেহারাপত্র ভালো আছে, গলা থাকলে আর দেখতে-দেখতে অভিনয়টা শিখে নিলে, মানে সেই সুযোগটা তো থাকছেই। আমি ওকে কথা দিয়েছিলাম তোমাকে সুযোগ করে দেব তারপর তুমি চরে খাও। সেটা করে দিচ্ছি।'

মাস্টারদা উঠে দাঁড়াল।

'ও রাত্রে থাকবে কোথায়?'

'রিহার্সালের পর ওখানেই ঘুমাবে।'

'দল যখন বাইরে যাবে?'

'ঢাকে কাঠি পড়তে এখনও অনেক দেরি। তখন চিন্তা করা যাবে।'

'না।' মাথা নাড়লেন শেফালি-মা।

অবাক চোখে তাকাল মাস্টার।

'তোমার মালিককে বলো খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করতে হবে না। ও যে ঘরে কাল ছিল

সেখানেই থাকবে, এখানেই খাবে। দুপুরে পৌঁছে যাবে রিহার্সালে। তোমার মালিককে বোলো ওর পেছনে যে খরচ হত সেটাই মাস গেলে ওকে ধরে দিতে।' শেফালি-মা কথাগুলো বলে তাকালেন নবকুমারের দিকে, 'কী, তোমার আপত্তি আছে?'

দশ

নবকুমার মাস্টারদার দিকে তাকাল। কী জবাব দেওয়া উচিত? মাস্টারদা যেখানে যাওয়ার কথা বলছে সেই জায়গাটা সে দেখেনি। শেফালি-মা যা বলছেন সেটা শুনলে তার ভালোই হবে। কিন্তু শেফালি-মা তার দিকে তাকিয়ে আছেন। অতএব কথা বলতে হল, 'আপনারা আমার চেয়ে অনেক বেশি এখানকার কথা জানেন। যা করলে ভালো হয় তাই করুন।'

মাস্টারদা বলল, 'আপনার এখানে থাকাটা ওর পক্ষে সৌভাগ্য। কিন্তু মুশকিল হল, এই পাড়াটা যে খারাপ তা সবাই জানে। ওর উঠতি বয়স। বিভ্রম হলে আর কিছু করা যাবে না। তা ছাড়া, গ্রাম থেকে ওর বাবা বা আত্মীয়রা এলে তো তাদের এই বাড়িতে নিয়ে আসা যাবে না।'

'তাঁরা কি এখনই আসবেন?' শেফালি-মা জিজ্ঞাসা করলেন।

'তা অবশ্য নয়—।'

'মাস্টার। তুমি যখন নবকুমারকে রাত্রে আমার বাড়িতে নিয়ে এসেছিলে তখন এসব চিন্তা করনি কেন? আর নিয়ে আসার পর অবশ্য অনেক ঘণ্টা কেটে গেছে, এর মধ্যে ওর কোন ক্ষতিটা হয়েছে? ওকে আমি চিনি না জানি না। ওর ভালোমন্দের দায়িত্ব আমি নেওয়ার কে? কিন্তু ছেলেটা, সরল, সহজ। এই কলকাতার নোংরা জল যতদিন ওর মনে না চাপছে ততদিন ও ভালো থাকবে। সেটা তোমার যাত্রার ওদিকে থাকলে হবে না।' শেফালি-মা কথাগুলো বলে হাত নাড়লেন। যার অর্থ এবার তোমরা এখান থেকে চলে যাও।

মাস্টারদা বলল, 'শেফালি-মা, আমি মিনিটদশেকের মধ্যে আপনাকে জানাচ্ছি।...'চলো, নবকুমার। ওই ঘরে গিয়ে একটু বসি।'

ঘরটা কাল রাতের মতোই রয়েছে। শুধু ব্যবহৃত বিছানা আবার ঠিকঠাক করে রাখা হয়েছে। মাস্টারদা বলল, 'কী করা যায় বলো তো?'

'তুমি যা বলবে।' নবকুমার বলল।

'ধ্যাৎ। সেটাই তো হয়েছে মুশকিল। শেফালি-মা যা বলল সেটা করলে তোমার লাভ। সারা সকাল এই ঘরে আরামসে কাটিয়ে স্নান সেরে ভালোমন্দ খেয়ে গদিতে যেতে পারবে। দশটার মধ্যে রিহার্সাল শেষ হয়ে যায়। তখন বাড়ি এসে ঘুম। এই যে ঘরটা, ভদ্রপাড়ায় যাও, তিনহাজার টাকা মাসে ভাড়া চাইবে। এই পাড়ায় অন্তত দু-হাজার। কিন্তু বাড়ির এই দিকটায় শেফালি-মা নিজে থাকে বলেই ঘরটা মেয়েমানুষদের ভাড়া দিচ্ছে না।' মাস্টারদা বলল।

'আমাকে অত টাকা দিতে হবে নাকি?'

'ধ্যাৎ। তুমি শেফালি-মায়ের সুনজরে পড়ে গেছ চাঁদু, তোমার কাছে ভাড়া চাইবে না। জানে চাইলে দিতে পারবে না।' মাস্টারদা হাসল, 'গদিতে শুতে-শুতে বারোটা বেজে যাবে রোজ। আবার কোনও বাইরে যাত্রা থাকলে ঘুমের বারোটা বেজে যাবে সে রাতে, এটাও ঠিক।'

'তাহলে আমি কী করব?'

'দ্যাখো বাবা নবকুমার, পঙ্কেই পদ্ম ফোটে। সেই পদ্মে পঙ্কের দাগ লাগে না। তুমি যদি জলে নেমে বেণী না ভিজিয়ে থাকতে পারো তাহলে শেফালি-মা যা বলছেন সেটা স্বর্গের সমান। কিন্তু ভাই, তুমি কি এখানকার মেয়েমানুষদের থেকে দূরে থাকতে পারবে?'

'কেন পারব না? তাদের সঙ্গে কথা না বললেই হল।'

মাস্টারদা হাসল, 'কাছে যাওয়ার জন্যে কথার কোন দরকার হে! ওরা এমন সম্মোহন শক্তি প্রয়োগ করবে যে তুমি কামাখ্যার মন্দিরের পাঁঠা হয়ে যাবে।'

'না। অসম্ভব। ওসব আমি হব না।' বেশ জোরে কথাগুলো বলল নবকুমার।

ঠিক তখনই মুক্তো এসে দাঁড়াল দরজায়, 'অনেক বেলা হয়েছে। এবার স্নান করে নাও। ভাত দিয়ে যাব।'

'বাঃ। ভাত হয়ে গেছে বুঝি?' মাস্টারদা উৎসাহিত।'

'তোমার এত আহ্লাদের কী আছে? ভাত এর জন্যে হয়েছে।' মুক্তো বলে গেল।

'যাচ্চলে। আমি তোমাকে এখানে নিয়ে এলাম, আর আমিই পর হয়ে গেলাম। সকাল থেকে দুটো বিস্কুট আর চা ছাড়া কিছু খাইনি।' মাস্টারদা বলল।

নবকুমারের খুব খারাপ লাগল। সে বলল, 'তুমি ভেবো না। আমাকে যা দেবে তা দুজনে ভাগ করে খেয়ে নেব।'

'তোমার কম পড়ে যাবে না?' চোখ মিটমিট করল মাস্টারদা।

হাসল নবকুমার, 'না।'

স্নান করতে গিয়ে নবকুমার আবিষ্কার করল কলে জল নেই। পাশে একটা বাঁধানো গর্তে জল ধরা রয়েছে। জলের নীচে কালো শ্যাওলা ভাসছে। চোখ বন্ধ করে মগে জল তুলে স্নান সেরে নিল নবকুমার। চৌবাচ্চার বাকি জল এখন ঘোলা হয়ে গেছে। একেবারে তলায় জল বেরিয়ে যাওয়ার নলটার মুখে ন্যাকড়া গোঁজা দেখে সেটা টেনে খুলে দিতেই হুড়হুড় করে জল বেরিয়ে বাথরুম ভাসিয়ে দিল। জল নেমে যাচ্ছে ঝাঁঝরি দিয়ে কিন্তু চৌবাচ্চা পরিষ্কার হয়ে গেল। আবার ন্যাকড়া গুঁজে পরিষ্কার হয়ে বেরিয়ে এল নবকুমার।

মাস্টারদা বলল, 'তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। মালিকের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব।'

ঘরের কোণে টেবিলের ওপর থাকা বাটির ওপর আর-একটা থালা চাপা দিয়ে ইতিমধ্যে মুক্তো চলে গেছে। নবকুমার হেসে বলল, 'বাঃ, দুটো থালা দিয়েছে।'

'ওটা আমার জন্যে নয়, খাবার ঢাকা দেওয়ার জন্যে। চলো।'

ভাত, ডাল, তরকারি আর ছোট মাছের ঝাল। ছোট মাছ বলেই চারটে দিয়েছে।

খেতে-খেতে মাস্টারদা বলল, 'তুমি গাঁয়ের ছেলে বলে বেশি ভাত দিয়েছে। পাইস হোটেলে খেলে এক্সট্রা তিন বাটির দাম দিতে হত।'

'সেখানে এই খাবারের দাম কত লাগবে?' নবকুমার খেতে-খেতে জিজ্ঞাসা করল।

'তা ধরো, পঁচিশ-ছাব্বিশ। তবে এমন রান্না পাবে না।'

খাওয়া শেষ হওয়ার পর দেখা গেল এক গ্লাস জল রয়েছে। মাস্টারদা বলল, 'তুমি জলটা খেয়ে নাও। আমি পরে খাব। যাই হাত-মুখ ধুয়ে আসি।'

বাথরুমে চলে গেল মাস্টারদা। তার পরেই বেরিয়ে এল, 'কলে জল নেই। চৌবাচ্চাও খালি, হাত-মুখ ধোব কী করে?'

নবকুমার ঘরের কোণের দিকে আঙুল তুলল, 'ওই কুঁজোতে জল আছে।'

'বাঁচালে।' কুঁজো নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল মাস্টারদা।

এই সময় মুক্তো এল দরজায়, 'খাওয়া হল? রান্না কীরকম?'

'ভালো।' মাথা নাড়ল নবকুমার।

'ভালো তো লাগবেই। গাঁয়ে নিশ্চয়ই এমন রান্না হয় না। যাকগে, আজ ঘাড়ের ওপর এসে

পড়েছে বলে দুজনের খাবার দিয়েছি। এই শেষ!'

'নিশ্চয়ই। আচ্ছা কলে জল পড়ে কখন?'

'তিনবার জল দেয়। কেন? চৌবাচ্চায় জল নেই?'

'ছিল। খুব কাদা, মুখে দেওয়া যায় না।'

'বাব্বা! গাঁয়ের পুকুর বুঝি সোনাবাঁধানো।' মুখ বাড়িয়ে কুঁজো খুঁজল মুক্তো। দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞাসা করল। 'কুঁজোটা কোথায় গেল?'

'এই যে এখানে।' কুঁজো হাতে নিয়ে মাস্টারদা বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল।

'লোকে বলে এমনিতে হয় না অমনি জড়িয়ে। ওটা খালি করে ফেলেছ নাকি?'

'না-না আছে। অল্প আছে।' মাস্টারদা বলল।

'ওতেই কাজ চালিয়ে নাও। আমি পরে ভরে দেব।' মুক্তো চলে যাচ্ছিল, মনে পড়ে যেতে ঘুরে দাঁড়াল, 'এই যে ছেলে, মা বলেছে সন্ধের পরে দেখা করতে।'

মিনিটদেড়েক হাঁটলেই খারাপ পাড়া শেষ। খারাপ পাড়া মানে যে-পাড়ার বাড়িগুলোর দরজায়-দরজায় মেয়েরা সেজেগুজে দাঁড়িয়ে থাকে। এখন যে-রাস্তা দিয়ে ওরা হাঁটছে, সেটা মানুষ, গাড়ি রিকশায় গিজগিজ করছে। গোটা চারেক অল্পবয়সি মেয়ে শব্দ করে হাসতে-হাসতে চলে গেল, এদের মুখে রং নেই বটে কিন্তু খুব চপল বলে মনে হল। নবকুমার জিজ্ঞাসা করল, 'এরা কি ওরাই?'

'ওরাই মানে?'

'বাড়ির দরজায় রং মেখে যারা দাঁড়ায় তারা বাইরে এলে রং মুছে ফেলে?'

'ভ্যাট।' চিৎকার করে উঠল মাস্টারদা, 'তোমার কি চোখ খারাপ? এরা সব ভদ্রঘরের মেয়ে। রবি ঠাকুরের কলেজে পড়ে। এই আর একটু গেলেই জোড়াসাঁকো।'

'জোড়াসাঁকো?' চমকে উঠল নবকুমার, 'রবীন্দ্রনাথ যেখানে থাকতেন?'

'হ্যাঁ।'

'এই খারাপ পাড়ার পাশে উনি থাকতেন?'

'হ্যাঁ রে বাবা, তাই।'

স্কুলের বাংলা মাস্টার রবীন্দ্রনাথের গল্প বলতেন। একটা কবিতা এখনও মুখস্থ আছে নবকুমারের। 'আজি এ প্রভাতে রবির কর, কেমনে পশিল প্রাণের পর।' সেই রবীন্দ্রনাথ যখন এখানে থাকতেন তখন তার থাকায় দোষ কোথায়।

'আমরা এসে গেছি।' মাস্টারদার কথায় চোখ তুলল নবকুমার। রাস্তার দুপাশে বড়-বড় হোর্ডিং, সত্য অপেরার নিবেদন 'শূন্য মায়ের বুক', অম্বর যাত্রা পার্টির সাহসী প্রযোজনা, 'নবীনা হান্টারওয়ালি' নামভূমিকায় মিস কাকলি। একটার-পর-একটা যাত্রার হোর্ডিং। চেনা নাম দেখতে পেল সে, 'বউমা বনাম শাশুড়ি।' এই যাত্রাপালাটি গতবার মেলায় গিয়েছিল। আশেপাশের সব গ্রামের বউ মেয়ে শাশুড়িরা দেখতে গিয়েছিল ঝেঁটিয়ে।

মাস্টারদা বলল, 'এসো। শোনো, মালিককে দেখা হওয়া মাত্র প্রণাম করবে। খুব রাশভারী মানুষ। পান থেকে চুন খসলেই ছাঁটাই।'

নবকুমার মাথা নাড়ল।

এখন দুপুর। মাস্টারদা যে ঘরে তাকে নিয়ে ঢুকল সেখানে আট-দশজন লোক গুলতানি মারছে। তাদের মধ্যে তিনজন মহিলাও আছেন। তাদের কেউ সুন্দরী তো ননই, বয়সও চল্লিশের বেশি। মাস্টারদা একজনকে জিজ্ঞাসা করল, 'মালিক আসেনি?'

'তিনটে থেকে রিহার্সাল। এইমাত্র এসে ঘরে ঢুকেছে।' লোকটা জবাব দিল।

'অ।' মাস্টারদা বলল, 'একটু বলো না, একজনকে নিয়ে এসেছি, দেখা করব।'

'এখন যেও-না। মেজাজ খারাপ আছে। হিরোইন আজ রিহার্সাল দিতে পারবে না শুনে গুম হয়ে গেছে। বরং বাকিদের নিয়ে রিহার্সাল হয়ে যাওয়ার পর দেখা করো।'

'অ। তাই হবে। ভালো বলেছ।' মাস্টারদা মাথা নাড়তেই একজন মহিলা উঠে এসে সামনে দাঁড়ালেন, 'এই যে বিবেকবাবু, আমাকে ল্যাং মারার চেষ্টা করলে লাভ হবে না।'

'এ কী কথা! ছি-ছি-ছি। আমি একটা সামান্য মানুষ! আপনাকে ল্যাং মারার মতো ঔদ্ধত্য হবে আমার? তার চেয়ে থুতু ফেলে ডুবে মরাও ভালো।' মাস্টারদা বলল।

'ইস! বিনয়ের আমলকি। চুষে-চুষে খাব! গতবার আমার ডায়ালগ শেষ হওয়ার আগেই তুমি চিৎকার করে গান ধরতে। আমি আর হাততালি পেতাম না। ওটা ল্যাং মারা নয়? আর এবারও আমার সিনের শেষে তোমার গান। গান তো নয়, মেশিন গান। কানের পরদা ফেটে যায়। এটি কে?' মহিলা নবকুমারের দিকে তাকাল।

'প্রম্পটার। নতুন।'

'এ তো বাচ্চা ছেলে! নাম কী?' মহিলা এগিয়ে এলেন।

'নবকুমার।'

হেসে শরীরে অনেক ঢেউ তুললেন মহিলা, 'কোত্থেকে এসেছ?'

মাস্টারদা জবাব দিলেন, 'আমার পাশের গ্রামে বাড়ি।'

'অ।' হাসি থামছিল না, 'তা এসে কোন কপালকুণ্ডলার দেখা পেলে?'

'না।' মাথা নাড়ল নবকুমার। মহিলা এত হাসছেন কেন সে বুঝতে পারছিল না।

'আগে প্রম্পট করেছ?'

'কত করেছে। গ্রামের যাত্রায় ও একচেটিয়া প্রম্পট করত।' মাস্টারদা বলল।

'ইস। মাস্টার! এ কাকে নিয়ে এলে গো! এ তো কচি মুরগি। যাত্রায় নিয়ে এলে ওকে, সবাই তো চিবিয়ে খাবে।' মুখে চুকচুক শব্দ করলেন মহিলা।

মাস্টারদা বলল, 'নবকুমার, ইনি নিরুপমাদি। আমাদের সব পালায় মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করেন। ফাটাফাটি অভিনয়।'

'ফাটাফাটি!' হা-হা করে হেসে উঠলেন নিরুপমা, 'ফাটা এবং ফাটি দুটোই। মাস্টার, নেহাত তুমি নেংটির মতো দেখতে নইলে তোমাকেই নিয়ে করতাম।'

এই সময় একজন দৌড়ে এল, 'বড়বাবু আসছেন।'

সঙ্গে-সঙ্গে পরিবেশটার চেহারা পালটে গেল। নিরুপমাও গম্ভীর হয়ে ঘরে ঢুকে তাঁর জায়গায় বসলেন। বাকিরা খাতায় চোখ রাখল। নবকুমার দেখল একজন বয়স্ক ভারী চেহারার মানুষ, পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি, গলায় সোনার চেন, পাম্প শু-তে মচমচ শব্দ করতে-করতে এদিকে এগিয়ে আসছেন।

এগারো

ঘরের একপাশে আধা-আরামচেয়ারে বসে যাত্রাপার্টির মালিক বললেন, 'শুরু হোক। কমলা কোথায়?' ভদ্রলোক চারপাশে তাকাতেই রোগা ফরসা একটি মেয়ে এগিয়ে এল।

'কমলা, তুমি বর্ণালীর প্রক্সি দাও আজ। মন দিয়ে দেবে।'

'বড়বাবু!' কমলা নীচু স্বরে বলল।

বড়বাবু মুখ তুললেন। কোনও প্রশ্ন করলেন না।

'গত বছর আমি শুধু প্রক্সি দিয়ে গেছি।'

'তো?' বড়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'তার জন্যে তুমি টাকা পাওনি?'

মাথা নাড়ল কমলা, 'ঠিক আছে।'

বড়বাবু হাঁকলেন, 'সুধাকান্তবাবু, এবার শুরু করান। আপনি ডিরেক্টর, আপনি উদ্যোগী না হলে তো ষষ্ঠীর আগে পালা তৈরিই হবে না।'

'সবাইকে একসঙ্গে না পেলে রিহার্সালে বড় মুশকিল হয় বড়বাবু।' লম্বাচুল এক প্রবীণ কথাগুলো বললেন।

'হিরোইন যদি খবর পাঠান, তিনি অসুস্থ বলে আসতে পারছেন না তাহলে আমি কী করতে পারি? আর কে আসেনি?' বড়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

'হিরো এখনও এসে পৌঁছয়নি। ফোন করেছিল। জ্যামে আটকে আছে।'

'হুম্। আর?'

'প্রম্পটার। একজন ভালো প্রম্পটার দরকার।'

বড়বাবু চোখ তুলে মানুষগুলোর ভিড়ে কাউকে খুঁজে না পেয়ে বললেন, 'মাস্টার আসেনি?'

সঙ্গে-সঙ্গে একটা হাত ওপরে তুলে মাস্টারদা একটু ঝুঁকে এগিয়ে গেল ভিড় ঠেলে, 'আমি অনেকক্ষণ আগে এসেছি বড়বাবু।'

'তুমি যেন কী বলেছিলে! কাকে নিয়ে এসেছ প্রম্পটের জন্যে?'

'হ্যাঁ, বড়বাবু।'

'কোথায় সে?'

মাস্টারদা হাত নেড়ে নবকুমারকে কাছে আসতে বলল। এত মানুষ যাদের সবাই যাত্রাদলের শিল্পী, তার ওপর বাঘের মতো আচরণ বড়বাবুর, নবকুমারের পা ঝিমঝিম করছিল। সে কোনওরকমে মাস্টারের পাশে এসে দাঁড়াল।

'এ তো বাচ্ছা ছেলে! এ কী করে পারবে? যত্তসব।'

'আপনি একটু কথা বলে দেখুন বড়বাবু।' মাস্টার মিনমিন করে বলল।

'পড়াশুনা করেছ?' বড়বাবু হুঙ্কার দিলেন।

নিঃশব্দে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল নবকুমার।

'কোন ক্লাস পর্যন্ত?'

'বিএ পাশ করেছি।' নবকুমার মেঝের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল।

'অ্যাঁ? আচ্ছা! নাম কী?'

'নবকুমার।'

সঙ্গে-সঙ্গে একটু অস্ফুট হাসির আওয়াজ উঠেই মিলিয়ে গেল। বড়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কখনও প্রম্পট করেছ?'

'করেছি। স্কুলে, কলেজে।'

'কোথাকার।'

'গ্রামের।'

বড়বাবু হাঁকলেন, 'সুধাকান্তবাবু, ওকে খাতাটা দিন। হিরো-হিরোইন ছাড়া যে-কোনও একটা সিন ধরুন।'

সুধাকান্তবাবু বললেন, 'এসো। এই সিনটা তুমি প্রম্পট করবে। তার আগে আমি সিনটা পড়ে শোনাচ্ছি। অনিল, শ্যামল আর নিরুপমা, তোমরা আছ এই সিনে।' সুধাকান্ত দৃশ্যটি পড়ে শোনালেন। আবেগে তাঁর কণ্ঠস্বর উঠছিল নামছিল। এক ছেলে অসহায় মাকে ত্যাগ করে ঘরজামাই

হতে যাচ্ছে, শ্বশুর তাকে এ-ব্যাপারে উৎসাহ দিচ্ছে। মিনিটতিনেকের দৃশ্য। পড়া হয়ে গেলে সুধাকান্তবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের কারও কোনও প্রশ্ন আছে?' তিনজনেই মাথা নেড়ে না বলল।

সুধাকান্তবাবু খাতাটা নবকুমারের হাতে দিয়ে বললেন, 'বসো। সংলাপ মুখস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমরা বসে-বসে বলি। শুরু করো।'

নবকুমার পড়ল, 'স্নেহ সর্বদা নিম্নগামী। কী আছে আপনার? ওই স্নেহ ছাড়া? তাই দিয়ে আপনার ছেলের উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে অন্ধকারময় করে দিতে চান?'

অনিলবাবু বয়স্ক মানুষ, শ্বশুরের ভূমিকায় অভিনয় করছেন। বললেন, 'একটু ধীরে বল ভাই। এই প্রথম সংলাপগুলো শুনছি। কানে বসাতে হবে।'

নবকুমার পড়ল, 'স্নেহ সর্বদা নিম্নগামী। কী আছে আপনার?'

অনিলবাবু হাসলেন শব্দ করে, 'স্নেহ? স্নেহ সর্বদাই নিম্নগামী? কী আছে আপনার? ওই স্নেহ ছাড়া?'

নবকুমার তাড়াতাড়ি পড়ল, 'তাই দিয়ে আপনার ছেলের উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে—।'

সঙ্গে-সঙ্গে অনিলবাবু বললেন, 'তা-ই দিয়ে আপনার ছেলের উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে অন্ধকারময় করে দিতে চান?' বলে তাকালেন নবকুমারের দিকে, 'কী হে, ঠিক আছে?'

নবকুমার ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলে নিরুপমার সংলাপে গেল।

গোটাতিনেক সংলাপ বলার পর নিরুপমা সুধাকান্তবাবুকে বললেন, 'বাঃ! এই ছেলে দেখছি বেশ মেপে-মেপে প্রম্পট করে তো!'

সুধাকান্তবাবু মাথা নাড়লেন, 'একবার পড়েই ও স্ক্যান করতে পারছে। খুব ভালো!'

বিকেল চারটে পর্যন্ত পড়া হল। নবকুমারের খুব ভালো লাগছিল পড়তে। চারটের সময় বড়বাবু বললেন, 'ঠিক আছে, আজ এই পর্যন্ত। কাল দুপুর একটা থেকে ন'টা পর্যন্ত টানা রিহার্সাল। মনে রাখবেন, এখন কামাই করলে নিজেরই ক্ষতি করবেন, নাটক ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।' বড়বাবু উঠলেন, 'মাস্টার, পাঁচ মিনিট পরে ছেলেটিকে আমার ঘরে নিয়ে এসো।' জুতোয় শব্দ করে চলে গেলেন বড়বাবু।

সুধাকান্তবাবু বললেন, 'শোনো নবকুমার, তোমার গলার স্বর মন্দ নয়। পড়েছ ঠিকই। কিন্তু একটা ব্যাপারে তোমাকে সতর্ক থাকতে হবে।'

নবকুমার তাকাল। সুধাকান্তবাবু বললেন, 'তুমি প্রম্পটার। অভিনেতা নও। অভিনেতাকে সংলাপ ধরিয়ে দেওয়াই তোমার কাজ, যাতে নাটক আটকে না যায়! তাই প্রম্পট করার সময় কখনই অভিনয় করবে না। তুমি অভিনয় করলে অভিনেতা নিজের প্যাটার্ন ভুলে তোমার গলায় সংলাপ বলে ফেলতে পারেন। তা ছাড়া, তোমার অভিনয়ের ধরন তাঁকে বিভ্রান্ত করতে পারে। তুমি সংলাপ বলবে একেবারে গোটা-গোটা। একটু সড়গড় হলে মুখটা ধরিয়ে দেবে এবং লক্ষ রাখবে অভিনেতার কখন সংলাপ শোনা প্রয়োজন। বুঝলে?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল নবকুমার।

অভিনেতা-অভিনেত্রীরা চলে গেলেন। নবকুমারকে মাস্টারদা বলল, 'মনে হচ্ছে তুমি পাশ করে গেছ। কিন্তু আসল রায় দেবেন বড়বাবু। কিন্তু বলো তো চাঁদু, ওইরকম ঠিকঠাক পড়লে কী করে? বাড়িতে প্র্যাকটিস করেছ?'

'দূর।' হাসল নবকুমার, 'স্কুলে নাটক করেছি কয়েকবার। আপনিও বলে দেননি আমাকে এখানে এসে কী করতে হবে। তাহলে প্র্যাকটিস করে আসার চেষ্টা করতাম। পড়তে হয় পড়েছি, ব্যস!' নবকুমার বলল।

'কী করে বলব? বড়বাবু যে সত্যি-সত্যি তোমাকে সবার সামনে পড়তে বলবেন তা ঘুণাক্ষরে আন্দাজ করতে পারিনি। চলো। পাঁচ মিনিট হয়ে গিয়েছে।'

বড়বাবু বসেছিলেন তাঁর বড় চেয়ারে। মুখে চুরুট। ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'শোনো হে ছোকরা, তোমার প্রম্পট খারাপ লাগেনি। তবে সুধাকান্তবাবুর কাছে অনেক কিছু শিখতে হবে। তুমি কবে এসেছ কলকাতায়?'

'গতরাত্রে।'

'হুঁ। তুমি এক রাত্রেই যদি এই ফর্মা দেখাও তাহলে বলব তুমি প্রম্পটার হয়ে জীবন কাটাতে আসনি। তাই যদ্দিন অন্য কাজ না পাচ্ছ তদ্দিন করো। দু-বেলা এখানে খাবে, রিহার্সালের সময় চা পাবে। রাত্রে রিহার্সালের ঘরেই শুয়ে পড়বে। কলকাতায় খাওয়া থাকার খরচ অনেক। সেসব তোমার লাগছে না। তাই মাস গেলে হাতে তিনশো টাকা পাবে। আবার ষষ্ঠী থেকে জষ্টী যখন দল প্যান্ডেলে-প্যান্ডেলে ঘুরবে তখন তুমিও, অন্যেরা যা-যা পায় তাই পাবে। ঠিক আছে?' বড়বাবু চুরুট মুখে দিলেন।

নবকুমার মাস্টারদার দিকে তাকাল। মাস্টারদা মিনমিন করল, 'একটা নিবেদন আছে বড়বাবু। যদি অনুমতি দেন তাহলে বলতে পারি।'

'আবার কী হল?'

'না, মানে, ও যদি এখানে না থাকে, না খায় তাহলে—!'

'অ। তুমিই সকালে বললে ওর খাওয়া থাকার জায়গা নেই। তা এর মধ্যেই সেটা জুটিয়ে ফেলেছ। ভালো। ঠিক আছে। তেরোশো টাকা মাসে পাবে। কামাই করা চলবে না। মাসে একদিন কামাই করলে মাইনে কাটব। একদিনের বেশি হলে এ-মুখো হয়ো না।' ধোঁয়া ছাড়লেন বড়বাবু, 'কাল সাড়ে বারোটায় চলে আসবে তুমি।'

'যদি আরও দুশো টাকা বাড়িয়ে দেন। বাড়িতে পাঠাতে হবে তো ওকে!'

'নো! একেবারে গ্রাম্য ছেলে, নো পাস্ট এক্সপেরিয়েন্স। দেড়হাজার টাকা কি মুখের কথা? দেশে টাকা পাঠাবে? যেখানে থাকবে খাবে সেখানে টাকা দিতে হবে না?'

নবকুমার মাথা নাড়ল, 'না।'

'ও বাব্বা। আত্মীয়ের বাড়ি নাকি? এই বাজারে আত্মীয়রা তো এত উদার হয় না।' মাস্টারদা কিছু বলতে যাচ্ছিল, আঙুল নেড়ে তাকে থামিয়ে দিলেন বড়বাবু, 'তুমি কেন কথা বলছ? যার সমস্যা সে-ই কথা বলুক।'

'না, উনি আমার আত্মীয় নন। টাকাপয়সার কথা বলেননি।'

'কোথায় থাকেন তিনি?'

'আজ্ঞে, সোনাগাছিতে।'

চোখ ছোট হয়ে গেল বড়বাবুর, 'একরাত্তিরেই তুমি সোনাগাছি চিনে ফেললে? না-না? তাহলে তোমাকে রাখা যাবে না। ওখানে থেকে যত বদ স্বভাব রপ্ত করবে আর সেগুলো দলে ছড়াবে, ও চলবে না।'

নবকুমার বেশ জোরে বলল, 'আমার জ্ঞান থাকা পর্যন্ত কেউ আমাকে দিয়ে কোনও বদ কাজ করাতে পারবে না।'

'তাই নাকি? কে তোমাকে ওখানে নিয়ে গেল? মাস্টার নিশ্চয়ই?'

মাস্টারদা বলল, 'গদি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। থাকার জায়গা নেই, হোটেলে ওঠার পয়সা নেই, হঠাৎ শেফালি-মায়ের কথা মনে পড়ল। উনি তো একসময় যাত্রার রানি ছিলেন। বাড়িওয়ালি হয়ে সোনাগাছিতে আছেন বটে, কিন্তু কখনই নিজেকে ওই পাপ ব্যাবসায় জড়াননি। তাই ওঁর

কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম।'

কথাগুলো শুনে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন বড়বাবু। তারপর বললেন, 'শুনেছি এখন একাই থাকেন। কারও সঙ্গে দেখা করেন না। কোথাও যান না।'

'ঠিক।' বলল মাস্টারদা, 'আমাদের সঙ্গে হঠাৎই দেখা করে ফেলেছেন।'

'শরীর কেমন আছে? হাঁটা-চলা করতে পারেন? গলার স্বর?'

'কী বলব বড়বাবু, দেখলে আগের থেকে তফাত করাই যায় না। একটু মোটা হয়েছেন কিন্তু বাকিটা আগের মতন। তবে আর তো যাত্রার লাইনে ফিরবেন না উনি।'

'সেটা সবাই জানে। তুমি নতুন কী বলছ!' বড়বাবু বললেন, 'শোনো নবকুমার, তুমি দেড় হাজারই পাবে। এক কথায় বাড়িয়ে দিলাম দুশো। কিন্তু আর-একটা কাজ যদি করতে পারো তাহলে তোমার মাইনে ডবল করে দেব। তিন হাজার।'

'পারবে, পারবে, নিশ্চয়ই পারবে। আপনি আদেশ করুন বড়বাবু।' মাস্টারদা বলল।

'আঃ। তুমি থামো তো! হ্যাঁ, সময় নাও, একটু-একটু করে বলে যদি ওঁকে যাত্রায় অভিনয় করতে রাজি করাতে পারো তাহলে কেল্লা ফতে হয়ে যাবে। এখনও গাঁ-গঞ্জে শেফালিদেবীর নাম পোস্টারে পড়লে পাবলিক পাগল হয়ে যাবে। কিন্তু খবরদার, এখনই তাঁকে আমার কথা বলতে যেও না। বুঝলে?'

'ঠিক আছে।'

বাইরে বেরিয়ে এসে মাস্টারদা বলল, 'তোমার কপাল দেখছি সোনা দিয়ে বাঁধানো। এক কথায় দেড়হাজার মাইনে হয়ে গেল। খাওয়াতে হবে।'

'খাওয়াব।' মাথা নাড়ল নবকুমার।

'তুমি চলে যেতে পারবে তো? আমার অন্য কাজ আছে।' মাস্টারদা বলল।

'পারব। কিন্তু মাস্টারদা, বেলগাছিয়ায় কী করে যাব বলে দাও।'

'বেলগাছিয়া? কোনখানে যাবে?' মাস্টারদা নবকুমারের দিকে অবাক হয়ে তাকাল।

'তিন মা দুর্গা লেন।' নবকুমার বলল।

বারো

নবকুমারের মনে হল কলিকাতার মানুষেরা বেশ ভালো।

মাস্টারদার নির্দেশমতো ট্রামে চেপে বেলগাছিয়ার ট্রাম যেখানে ডিপোতে ঢুকছে সেখানে নেমে একজন বয়স্ক মানুষকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন, 'তিন নম্বর মা দুর্গা লেন? ঠিক কোন বাড়ি তা বলতে পারব না, তবে তুমি সোজা এগিয়ে যাও। প্রথম ডানদিকের গলি ছেড়ে দ্বিতীয়টায় ঢুকে কাউকে জিজ্ঞাসা করলেই বাড়ি চিনতে পারবে।'

সেইমতো এগিয়েছিল নবকুমার। এখন বিকেল। ছায়া ঘন হয়েছে। তিনটে ছেলে গলির মুখে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল। নবকুমার তাদের সামনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতেই ছেলেগুলো অবাক হয়ে তাকে দেখল। একজন জিজ্ঞাসা করল, 'তিন নম্বরে কার কাছে যাবেন? মানে দুটো ফ্যামিলি আছে ও-বাড়িতে।'

নবকুমার ফাঁপড়ে পড়ল। ছুটকির বাবা-মায়ের নাম তার জানা নেই। ছুটকির নাম বলাটা কি ঠিক হবে? সঙ্গে-সঙ্গে মন্দিরার মুখ মনে আসতেই সে বলল, 'মন্দিরাদি।'

'অ। চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসছি।' ছেলেটি হাঁটতে শুরু করল। আর তখনই নবকুমারের মনে হল কলিকাতার মানুষেরা বেশ ভালো।

'আপনি ওদের আত্মীয়?' হাঁটতে-হাঁটতে ছেলেটি জানতে চাইল।

'না-না। আমাকে আসতে বলেছিলেন ওঁরা।'

'এতদিন বাইরে ছিল, কাল ফিরেছে। কাল এলে দেখা পেতেন না।'

'আমি জানি।'

'ও। অনেক আগে থেকেই আলাপ বুঝি।'

'না। ট্রেনে আলাপ হয়েছে।'

ছেলেটা তাকাল। তারপর বলল, 'ওই বাড়ি। বাঁ-দিকের দরজার কড়া নাড়লেই সাড়া পাবেন। ঠিক আছে, চলি। আমার নাম লালু। আবার দেখা হবে।' ছেলেটা হেসে চলে গেল তার বন্ধুদের কাছে।

নবকুমার দরজায় কড়া নাড়ল। প্রথমবারে কোনও সাড়া পেল না। দ্বিতীয়বার শব্দ করার পর একটি মহিলা কণ্ঠ জানতে চাইল, 'কে?'

নবকুমার ইতস্তত করে জবাব দিল, 'আমি!'

এই সময় পাশের জানলাটা খুলে গেল। নবকুমার শুনতে পেল, 'ওমা, তুমি!'

গলাটা যে মন্দিরার তা বুঝে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে দরজা খুলে এক গাল হাসল মন্দিরা, 'এসো-এসো। কী সৌভাগ্য! ভেতরে এসো।'

নবকুমার ঘরে ঢুকলে দরজা বন্ধ করল মন্দিরা, 'এত তাড়াতাড়ি তোমার দেখা পাব ভাবতে পারিনি। এখানে বসো।'

বেশ পুরোনো, লম্বা সোফা দেখিয়ে দিল মন্দিরা। নবকুমার সঙ্কোচে বসল সেখানে। মন্দিরা বলল, 'দাঁড়াও। আসছি।'

সে বেরিয়ে গেলে ঘরটাকে দেখল নবকুমার। পরিষ্কার, কিন্তু ঘরে যা আছে তা বেশ পুরোনো। কিন্তু ভেতরে কারও গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না কেন? ছুটকি তো বটেই, ওদের মা-বাবার তো এর মধ্যে চলে আসা উচিত। কিন্তু মন্দিরাই ফিরে এল এক গ্লাস জল নিয়ে, 'নাও প্রথমে এটা খেয়ে নাও। মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। খুব ঘুরেছ বুঝি?'

জল খেয়ে তৃপ্তি পেল নবকুমার। মনে হল, মন্দিরা খুব ভালো মানুষ। আজ পর্যন্ত কারও বাড়িতে গেলে কেউ জল এগিয়ে দেয়নি তাকে।

নবকুমার জিজ্ঞাসা করল, 'আর সবাই কোথায়?'

'আর সবাই মানে। ও, তুমি ছুটকির খোঁজ করছ?' মন্দিরার চোখ ছোট হল।

'না-না। আপনার মা-বাবা।'

'আবার আমাকে আপনি বলছ? আপনি শুনতে আমার একদম ভালো লাগে না। তুমি বলবে। আপনি-টাপনি দূরের মানুষকে বলে। ওরা সবাই দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছে। বসো না, এসে যাবে একটু পরে। বাড়ি খালি থাকবে, তাই আমি পাহারায় আছি।' মন্দিরা হেসে সোফার অন্য পাশে বসল।

'আপনারা...'

'আবার?'

'ও। তোমরা যখন বাইরে গিয়েছিলে তখন এই বাড়িতে অন্য কেউ ছিল?'

'হ্যাঁ। মায়ের খুড়তুতো ভাই। বিয়ে করেনি। বুড়োকে লোকে তাই এইরকম কাজে লাগায়। আমি আজ যে যাইনি তার আর-একটা কারণ আছে।' মন্দিরার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। ঠোঁট কামড়াল সে।

'কী?' নবকুমার তাকাল।

'আমার জীবনের সব থেকে বড় ভুল আজকের দিনে করেছিলাম।' মন্দিরা শব্দ করে শ্বাস ফেলল, 'কী বোকা ছিলাম তখন।'

নবকুমার অস্বস্তিতে পড়ল। দু-হাতে মুখ ঢেকে ফেলেছে মন্দিরা। এবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

মন্দিরার কী ভুল হয়েছিল আজকের দিনে তা সে জানে না। ছুটকি বলেছিল মন্দিরা প্রেম করে বিয়ে করেছিল। ছেলেটা খারাপ ছিল। অত্যাচার করত। সেই বিয়ে ভেঙে গেছে! তাহলে আজ কি সেই বিয়ের দিন?

নবকুমার চুপ করে বসে রইল। মন্দিরা তার থেকে বয়সে অনেক বড়। ও যদি ছোট হত তাহলে অনেক সান্ত্বনার কথা শোনাতে পারত। মন্দিরা কেঁদেই চলেছে, ওর পিঠ উঠছে নামছে। নবকুমার মনে-মনে বলল, কেঁদো না মন্দিরা। যা হওয়ার তা তো হয়ে গেছে। তুমি খুব ভালো মেয়ে। খুব সুন্দর দেখতে। তুমি আবার কাউকে বিয়ে করে সুখী হতেই পারো। বিদ্যাসাগরমশাই যদি বিধবাদের বিয়ে চালু করতে পারেন তা হলে বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পরেও মেয়েরা আবার বিয়ে করতে পারে। তুমি তাই করো মন্দিরা।

মন্দিরা চোখ মুছল। একটু-একটু করে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে হঠাৎ উঠে ভেতরে চলে গেল। নবকুমার ভাবল এবার তার চলে যাওয়া উচিত। হোক বয়সে বড় কিন্তু মন্দিরা একজন যুবতী মহিলা, খালি বাড়িতে তাই তার বেশিক্ষণ থাকা উচিত নয়।

মন্দিরা ফিরে এল চোখেমুখে জল দিয়ে। এসে বলল, 'তোমাকে অযথা কষ্ট দিলাম।'

'না-না। তা কেন?'

'বাঃ। আমার কান্না দেখে তুমি কষ্ট পাওনি?' মন্দিরা পাশে এসে বসল।

'খারাপ লেগেছে। তোমার খুব দুঃখ, না?' নবকুমার কোমল গলায় জিজ্ঞাসা করল। মাথা নেড়ে হুঁ বলল মন্দিরা। তারপর বড় শ্বাস ফেলে বলল, 'আমার কথা থাক। আমি রব চিরকাল নিস্ফলের হতাশার দলে। আজই সেইদিন যেদিন ওর হাসি, ওর কথা শুনে প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। আর প্রেমে পড়তেই আমি এত সিরিয়াস হয়ে গিয়েছিলাম লায়লা, ক্লিওপেট্রা কিংবা রাধা হতে পারিনি। বিয়ে করলাম। ব্যস, তার পরেই একটু-একটু করে ভুল ভাঙতে লাগল। আমার বুক থেকে সব প্রেম নিষ্ঠুরভাবে তুলে নিয়ে ও খেলা করতে লাগল। শেষপর্যন্ত ছাড়াছাড়ি করতে বাধ্য হলাম। কিন্তু ও যদি ভেবে থাকে আমার হৃদয় প্রেমশূন্য করে চলে যেতে পেরেছে তাহলে ওর মতো মূর্খ কেউ নেই। যাক গে, তোমার কথা বলো নব। তুমি কোথায় উঠেছ?'

'আমি?' ধ্বক করে বুকে কাঁপুনি এল। সে যে সোনাগাছিতে উঠেছে একথা মন্দিরা কীভাবে নেবে? কিন্তু না বললে মিথ্যে কথা বলতে হবে। চোখ বন্ধ করে বলল, 'মাস্টারদা আমাকে একজন বয়স্কা মহিলার বাড়িতে জায়গা করে দিয়েছে। ভদ্রমহিলা এককালে যাত্রা করতেন। চিৎপুরের কাছে।'

'বয়স্কা? কত বয়স?' চোখ ছোট করল মন্দিরা।

'কী জানি? সত্তরের কাছে বলে মনে হয়।'

যেন স্বস্তি পেল মন্দিরা, 'তাই বলো। কাজকর্মের চেষ্টা করছ?'

'হুঁ। আজই একটা কাজ পেয়েছি।'

'তাই?' মন্দিরার মুখ হাসিতে ঝকঝকে, 'কোথায়?'

'মাস্টারদা যে যাত্রাদলে অভিনয় করেন সেখানে। প্রম্পটার। মাস্টারদা বলেছে খুব শিগগির উন্নতি হবে।' নবকুমার হাসল।

'যাত্রাদল। সেখানে নিশ্চয়ই অনেক মেয়ে আছে?'

'আমি জানি না।'

'যাত্রা যখন, তখন থাকবেই। খবরদার, তাদের সঙ্গে কাজের বাইরে কথা বলবে না। কথা দাও।' বাঁ-হাত বাড়িয়ে দিল মন্দিরা।'

'আশ্চর্য! কাজের বাইরে আমি কেন কথা বলব?'

'ওরা বলাবে। মেয়েমানুষকে তুমি চেনো না। কথা দাও।'

'ঠিক আছে, দিলাম।'

'উঁহু! আমার হাত ছুঁয়ে বলো।'

টুক করে হাত ছুঁয়ে নবকুমার বলল, 'ঠিক আছে। কিন্তু ওরা তো এখনও এলো না? বোধহয় দেরি হবে।'

'তোমার কি আমার পাশে বসতে খারাপ লাগছে?'

'না-না।'

'তোমাকে একটা কথা বলি। ছুটকি সম্পর্কে সাবধান।'

'কেন?'

'আর বলো না। কী গণ্ডগোল। ওর যে বেশ কয়েকটা লাভার আছে তা জানতাম। কিন্তু তাদের সংখ্যা যে সাতজন তা কী করে জানব?'

'সাতজন লাভার?'

'বলছি কী! আমরা যখন ছিলাম না তখন পাড়ায় ওকে নিয়ে ওদের মধ্যে খুব মারপিট হয়ে গেছে। কাল রাত্রে বাড়ি ফিরে পাশের বাড়ির বউদির কাছে সব শুনে বাবা-মা ঠিক করল ওকে আর এখানে রাখবে না। তাই ওরা সবাই ছুটকিকে নিয়ে রানাঘাটে গিয়েছে।' মন্দিরা বলল।

'রানাঘাটে কেন?'

'মামার বাড়িতে রেখে আসবে।'

'তার মানে দক্ষিণেশ্বরে যায়নি?'

'না। তখন তোমাকে মিছিমিছি বলেছিলাম। চট করে বাড়ির কেচ্ছা বলতে কি ইচ্ছে করে? তুমি রাগ কোরো না।' মন্দিরা নবকুমারের হাত ধরল।

'তাহলে ছুটকির এখন কী হবে?'

'কী আর হবে? ওখানে থাকবে। স্কুলে ভরতি হবে। পাস করলেই ওর বিয়ে দেওয়া হবে।' মন্দিরা বলল।

নবকুমার হাত ছাড়াতে চেষ্ট করল, 'আজ তাহলে উঠি। বেশি রাত হয়ে গেলে রাস্তা গুলিয়ে ফেলব।'

'আরও একটু থাকো প্লিজ।' ঘনিষ্ঠ হল মন্দিরা।

'তুমি, তুমি বুঝতে পারছ না!' ছটফটিয়ে উঠল নবকুমার।

'কী বুঝতে পারছি না?' দু-হাত ডানার মতো মেলে নবকুমারের কাঁধ ধরল মন্দিরা, 'আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড় বলে সঙ্কোচ হচ্ছে?'

'কথাটা মিথ্যে নয়। তা ছাড়া—!'

বাধা দিল মন্দিরা, 'তাহলে রাধাকৃষ্ণের প্রেম মিথ্যে! তাই তো?'

'মানে?'

'রাধা তো কৃষ্ণের চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন। সম্পর্কে তিনি কৃষ্ণের মামিমা হতেন। কই, তার জন্যে তো ওদের প্রেম আটকায়নি। অবশ্য তুমি যদি বল আমার একবার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে বলে আমাকে পছন্দ হচ্ছে না তাহলে আলাদা কথা!' মন্দিরা সরাসরি তাকাল। তার পরেই হেসে ফেলল সে, 'ঠিক আছে, আজ নয়। একটু ভেবে আমাকে বলো। কেমন?' হাত সরিয়ে নিল সে।

নবকুমার স্বস্তি পেল, 'তাহলে আমি চলি।'

'কবে আসবে?'

'আসব।'

'রবিবারে নিশ্চয়ই তোমার ছুটি। তাহলে মিনার সিনেমার সামনে ইভনিং শোয়ের আগে এসো। আমি টিকিট কেটে রাখব। দুজনে সিনেমা দেখব। আর যদি ছুটি না থাকে তাহলে

এর মধ্যে জানিয়ে যেও। কেমন?'

'ঠিক আছে।'

বাইরে বেরিয়ে হনহনিয়ে হাঁটছিল নবকুমার। গলির মোড়ে আসতেই সেই ছেলেদের একজন ডাকল, 'এই যে, এত তাড়া কীসের। এদিকে এসো।'

তেরো

নবকুমার দেখল ছেলেগুলো অদ্ভুত চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে কাছে এগোল, 'বলুন।'

'কোথায় থাকা হয়?' প্রথমজন জিজ্ঞাসা করল।

'এখানে চিৎপুরের একটা বাড়িতে।'

'কলকাতায় নতুন?' যে ছেলেটি তাকে পৌঁছে দিয়েছিল সে বাঁকা হাসল।

'হ্যাঁ।'

'এদের সঙ্গে আলাপ ট্রেনে?' দ্বিতীয়জন প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ।'

'ওরা কাল ফিরেছে। তার মানে কাল আলাপ হয়েছে। ব্যস, পরেরদিনই লাইন মারতে ছুটে এসেছ এখানে?' প্রথমজন জিজ্ঞাসা করল।

'এসব কী বলছেন?' নবকুমার প্রতিবাদ করল।

'চেনা নেই জানা নেই, ট্রেনে আলাপ হয়েছে, ট্রেনেই শেষ। এখানে কোন ধান্দায় এসেছ? জবাব দাও।' দ্বিতীয়জন একটা অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করল।

'ওঁরা আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছিল, বাড়িতে আসতে বলেছিল, তাই এসেছি। আমার আর কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে?' নবকুমার খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছিল।

'কে আসতে বলেছিল? ছুটকি?' দ্বিতীয়জন জানতে চাইল।

'না। বড়রা?'

'তার মানে মন্দিরা? বাপন। এ তো বোয়াল মাছ। মায়ের বয়সি মেয়ের সঙ্গে লুডো খেলছে। তা বুলাদি কী বলল?'

'বুলাদি?' অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল নবকুমার।

'আচ্ছা, এ শালা দেখছি একদম খরগোশের বাচ্চা। বুলাদির নাম শোনেনি? সবার সঙ্গে বুলাদি!' হাসল ছেলেটা।

প্রথমটা বলল, 'এই, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোল। শোনো ভাই, মন্দিরাকে আমরা বুলাদি বলি। শালি দেখা হলেই জ্ঞান দেয়। তোমার সঙ্গে তো অনেকক্ষণ কথা বলল, ছুটকিকে কোথায় নিয়ে গেছে জানো?'

'না।' জেনেশুনে মিথ্যে বলল নবকুমার। ছুটকিকে যে রানাঘাটের মামার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে একথা না বললে কী ক্ষতি হবে?

'তার মানে তোমাকেও বিশ্বাস করেনি।'

'সবাই কোথায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উনি বললেন দক্ষিণেশ্বরে গেছে।'

'ঢপ। সেই ভোরবেলায় মেয়েটাকে নিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে ওরা।'

নবকুমার বলল, 'এবার আমি যেতে পারি?'

'দাঁড়াও।' দ্বিতীয় ছেলেটা বলল, 'দ্যাখো, তোমার সঙ্গে আমরা কোনও খারাপ ব্যবহার করিনি। আমি ছুটকিকে লভ করি। ছুটকি কোথায় আছে, তা জানতে তুমি আমাকে হেল্প করো।'

'আমি কী করে জানব?'

'তুমি কালই ওই বাড়িতে যাবে। বুলাদি খুব ঘোড়েল। কিন্তু ওই বুড়োবুড়ি দুটো একটু সরল। ওদের কাছ থেকে জেনে নিতে পারবে একটু চাপ দিলেই।'

প্রথমজন বলল, 'তোমাকে বলবে। কারণ তুমি পাড়ার ছেলে নও।'

'ঠিক আছে। আসব।'

'কবে?'

'কাল অথবা পরশু।'

'গুড।' তৃতীয়জন জিজ্ঞাসা করল, 'কী যেন নাম তোমার?'

'নবকুমার।'

'তোমার বাড়ি কি উড়িষ্যায়?'

'না-না। আমি বাঙালি।'

'যাচ্চলে! আমি দুটো নবকুমারকে চিনি। দুজনেরই কটকে বাড়ি। যাও।'

মাস্টারদা যেখান থেকে ট্রামে তুলে দিয়েছিল সেখানে পৌঁছতে অনেকটা সময় লাগল। লাইনের ওপর দিয়ে ট্রেনের মতো চলছে কিন্তু ট্রেনকে সবাই আগে যেতে দেয়, ট্রামকে দেয় না। একটা বড় মোড়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল ট্রাম। জানলায় বসে নবকুমার ইলেকট্রিকের আলোয় অবাক হয়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে ঘোড়ার পিঠে বসে থাকতে দেখল। দেখে খুব ভালো লাগল। এই সেই কলিকাতা যেখানে একসময় সুভাষচন্দ্র বসু বাস করতেন, রবীন্দ্রনাথ থাকতেন। শেষপর্যন্ত সে এই শহরে আসতে পেরেছে শুধু মাস্টারদার জন্যে। এইসব ভেবে সে যখন পুলকিত হচ্ছিল তখন একটি মেয়ে আর ছেলে তার সামনের খালি আসনে এসে বসল। মেয়েটার পরনে শার্ট প্যান্ট, চুল ছোট। এরকম সাজে ওর গ্রামের কোনও মেয়েকে দেখা যায় না। হঠাৎ মেয়েটা বলল, 'এই, কী হচ্ছে! এটা ট্রাম!'

'সরি।' ছেলেটা বলল।

'পাকা কথা এখনও দাওনি। দুই-এর নীচে হবে না।'

'এক করো গুরু।' ছেলেটা অনুরোধ করল।

'ভাঁড় মে যাও। আমি নেমে যাচ্ছি।' মেয়েটা ওঠার ভান করতেই ট্রাম এগোনো শুরু করল। ছেলেটা সাততাড়াতাড়ি বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওয়ান ফিফটি। ব্যস, পাকা হয়ে গেল।'

মেয়েটা মাথা নাড়ল, 'অসম্ভব। আমি তিনশোর নীচে কাজ করি না। তুমি ইয়ং বলে দু-শোয় রাজি হয়েছিলাম। এখন যদি ঢপলি মারো তাহলে দয়া করে কেটে পড়ো। ফালতু টাইম নষ্ট কোরো না।'

'বাপস। ঠিক আছে, দুশো পাবে।'

'ওখানে গিয়ে যদি বিলা করো তাহলে নিজের পায়ে ফিরতে পারবে না।' মেয়েটা এবার হাসতে-হাসতে বলল।

কান খাড়া করে সংলাপ শুনছিল নবকুমার। সে বুঝতে পারছিল না, মেয়েটা ঠিক কী চাইছে? যা চাইছিল তার অর্ধেক নিতে কিছুতেই রাজি হল না। ওরা নিশ্চয়ই প্রেমিক-প্রেমিকা। কলিকাতা এত বড় নগর যে পরিচিত মানুষের চোখ এড়িয়ে এরা ঘোরাফেরা করতে পারছে। কিন্তু এত রাত পর্যন্ত বাড়ির বাইরে আছে বলে মেয়েটা একটুও চিন্তিত নয় কেন? ওকে বাড়িতে বকাবকি করে না?

মাস্টারদা জায়গাটাকে চিনিয়ে দিয়েছিল একটা পার্ক দেখিয়ে। সেখানে ট্রাম থামামাত্র নবকুমার নেমে পড়তে-পড়তে দেখল ওই ছেলেমেয়েরাও তার পেছনে নেমে এল।

ছেলেটা জিজ্ঞাসা করল, 'কতদূরে?'

'কাছেই।' মেয়েটা এগিয়ে এল, ছেলেটা তার পাশে।

দুপুরে যে পথে এসেছিল সেই পথে হাঁটছিল নবকুমার। ট্রাম লাইন ছেড়ে বাঁ-দিকের গলিতে ওদের ঢুকতে দেখে তার মাথা পরিষ্কার হল। এরা প্রেমিক-প্রেমিকা নয়। তাই মেয়েটা বলেছিল, আমি তিনশো টাকার নীচে কাজ করি না। কথাটা তখন মনে আসেনি। ও এই পাড়ায় থাকে। নেতাজি সুভাষ বসুর মূর্তির কাছে গিয়েছিল খদ্দের জোগাড় করতে। খুব খারাপ লাগছিল নবকুমারের। মেয়েটার খুব টাকার দরকার? এখানে অপেক্ষা করে ও কি খদ্দের পায় না? কিন্তু ট্রামে ছেলেটার সঙ্গে যেভাবে কথা বলছিল তাতে সেরকম কিছু মনে হয়নি।

এই সময় সামনের রাস্তায় চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হল। দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েগুলো দুদ্দাড় করে ভেতরে ঢুকে পড়ল। রাস্তার লোকজন ছুটছে যে যেদিকে পারে। সামনে হাঁটা ছেলেটা হঠাৎ মেয়েটির সঙ্গ ত্যাগ করে নবকুমারের পাশ দিয়ে দৌড়ে পেছনে চলে গেল। নবকুমার বুঝতে পারছিল না এত আতঙ্ক কীসের জন্যে!

ঠিক তখনই পুলিশের ভ্যানটা সামনে চলে এল। তিনটে সেপাই একটা লোককে ধরে টানতে-টানতে সেই ভ্যানে তুলল। এই লোকটা নিশ্চয়ই কোনও অন্যায় করেছে কিন্তু ভাবনাটা মনে আসামাত্র একজন সেপাই খপ করে তার হাত ধরল, 'এই শালা আয়, ওঠ।'

লোকটা তাকে ভ্যানের দিকে টানতে লাগল। হাত ছাড়াবার চেষ্টা করল নবকুমার, 'আরে! আমাকে টানছেন কেন? আমি কোনও অন্যায় করিনি। ছাড়ুন, ছাড়ুন হাত।'

'অন্যায় করিনি!' লোকটা ভ্যাঙচাল, 'সন্ধের পর খানকি পাড়ায় এসে বলে অন্যায় করিনি। ওঠ ভ্যানে।'

টানাহ্যাঁচড়া যখন চলছে, তখন সেই মেয়েটা এগিয়ে এল পাশের বাড়ির দরজা দিয়ে, 'ও সীতারামজি, ওকে ছেড়ে দাও। আমার লোক।'

'তুমার লোক?' সীতারাম নামক সেপাই একটু দ্বিধায় পড়ল।

'হ্যাঁগো। আমার ইয়েতুতো আত্মীয়। ধরো!'

একটা কিছু বাঁ-হাত বদল হওয়া মাত্র সেপাই নবকুমারের হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, 'যাঃ শালা, আজ বেঁচে গেলি।'

সঙ্গে-সঙ্গে চিলের মতো ছোঁ মেরে মেয়েটা নবকুমারকে নিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ল। সেখানে দাঁড়িয়ে আরও মেয়েরা নাটক দেখছিল। এবার একজন ঠ্যা-ঠ্যা করে হেসে বলল, 'কেউ মাছ ধরে ছিপে কেউ জালে, তুই শালা চিলের মতো ছোঁ মেরে।'

ততক্ষণে একটা ছয় ফুট বাই সাত ফুট ঘরে নবকুমারকে নিয়ে ঢুকে পড়ে মেয়েটি বলল, 'আর কোনও চিন্তা নেই। এখানে পুলিশ আসবে না।'

নবকুমার মাথা নাড়ল, 'আমি কোনও অন্যায় করিনি। তবু পুলিশ আমাকে ধরল কেন?'

'না ধরলে ওদের পকেট ভারী হবে কী করে? বসো এখন। আমার নাম রানি। রানি মুখার্জি।' মেয়েটা খুব কায়দা করে হাসল।

এই ছোট্ট ঘরে তক্তাপোষই বেশি জায়গা দখল করে রেখেছে। নবকুমার বলল, 'আমি যাই এখন।'

'যাবে মানে? আবার পুলিশের ভ্যানে উঠতে চাও? এক ঘণ্টার মধ্যে রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। কী নাম তোমার?'

'নবকুমার।'

'বাব্বা। উত্তরকুমার, অশোককুমার, দিলিপকুমার। কুমার এখন পচে গেছে। এখন খান। সলমন খান, আমির খান, শাহরুখ খান। তুমি আজ থেকে আমার কাছে নবখান।' মেয়েটা খিলখিল করে হাসল।

'আমি মুসলমান নই।'

'এন্মা! শিল্পীদের যেমন কোনও জাত নেই তেমনি এখানে যারা মধু খেতে আসে তাদের কোনও জাত থাকে না।' রানি কাছে চলে এল।

'আমি ওসব করতে আসিনি!' জোর দিয়ে বলল নবকুমার।

'ভ্যাট। তোমার জন্যে একটা দয়লা হাতছাড়া করলাম ইয়ার্কি মারতে? সেই শ্যামবাজার থেকে ট্রামে তোমাকে দেখেছি। ফলো করে একই স্টপে নামলে। পেছন-পেছন আসছিলে। এসব আমি লক্ষ করিনি ভেবেছ?'

'সত্যি কথা না। আমি ওই ট্রামে বেলগাছিয়া থেকে বসে এসেছি। আর আমি এখানেই কাল থেকে থাকছি।' নবকুমার বলল।

'তুমি এখানে থাকছ?' অবাক হল মেয়েটা, 'কোন বাড়িতে?'

'শেফালি-মায়ের বাড়িতে?'

'শেফালি-মা কেউ হয়?'

'না। উনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন।'

'কোথায় বাড়ি তোমার?'

গ্রামে। অনেক দূরে। কলিকাতায় এসেছি চাকরির জন্যে।'

'কলিকাতা?' খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়েটা, 'দাও।'

'কী?'

'দয়লা। সেপাইকে ওটা না দিলে ছাড়ত না তোমাকে।'

'দয়লা মানে কী?'

'হাঁদা। দশটা টাকা।'

সন্তর্পণে পকেট থেকে দশটা টাকা বের করে মেয়েটার হাতে দিতে সে মুখ বেঁকাল, 'আজ কার মুখ দেখে উঠেছি! শোনো, আমার নাম রানি মুখার্জি না। আজ রানি, কাল কাজল, পরশু ঐশ্বরিয়া হই আমি! চলো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।' নবকুমারকে নিয়ে মেয়েটি বেরুতেই দরজায় দাঁড়ানো একটা মেয়ে খিলখিল করে হাসল, 'এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল!'

ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটা, 'না। কারণ কাক কাকের মাংস খায় না।'

চোদ্দো

এখন চারধারে যেন মেলা বসে গেছে। গান বাজছে তারস্বরে, গলি উপচে পড়ছে বিচিত্র পোশাকের সুন্দরীদের ভিড়ে। মাথা নীচু করে মেয়েটার পাশে হাঁটছিল নবকুমার। এফএমে তারস্বরে গান বাজছে। একটা লোক চিৎকার করে বেলফুল বিক্রি করতে চাইছে। তাদের গ্রামের মেলায় গেলে এরকম আওয়াজ শোনা যায়। কিন্তু ওই মেয়েগুলো থাকে না।

হাঁটতে-হাঁটতে মেয়েটা জিজ্ঞাসা করল, 'রাস্তা চিনতে পারছ?'

'এখন কীরকম অচেনা লাগছে। আমি যখন বেরিয়েছি তখন একদম ফাঁকা ছিল।'

'যাব্বাবা।'

একটা মোড় পার হতেই দুটো সেপাই সামনে চলে এল। একজন বলল, 'কীরে? আমাদের সামনেই কাস্টমার পাকড়ে ঘরে নিয়ে যাচ্ছিস? পঞ্চাশ টাকা দিতে বল।'

মেয়েটা হাসল, দুলে-দুলে বলল, 'ও আমার কাস্টমার নয়।'

'ভ্যাট! উলটো বোল দিলে ভ্যানে তুলে নেব।'

মেয়েটা হাসল, 'ওসব দিন চলে গেছে। অন্যায় না দেখলে পুলিশ নাক গলাবে না, তোমাদের

বড়বাবু দুর্বারকে কথা দিয়েছে।'

'যাঃ শালা! এর মধ্যে দুর্বার আসছে কোত্থেকে?'

'একে চেনো?'

'না।'

'চিনলে প্যান্ট হলুদ হয়ে যাবে। চলো।'

সেপাইদুটোর সামনে দিয়ে নবকুমারকে নিয়ে চলে এসে মেয়েটা বলল, 'কলকাতায় যে মিনমিন করে তাকে সবাই পায়ের তলায় রাখে। যে গলা তোলে তাকে এড়িয়ে যায়। বুঝলে? এবার চিনতে পারছ তোমার শেফালি-মায়ের বাড়ি?'

বাড়ির দরজায় গোটা পাঁচেক মেয়ে সেজেগুজে দাঁড়িয়ে। চিনতে অসুবিধে হল না। নবকুমার মাথা নাড়তে মেয়েটা বলল, 'আমি চলি। একটা কথা শোনো, রাতবিরেতে এ-পাড়ায় একা বেরিও না। শকুনের বাচ্চাগুলো ওত পেতে থাকে।'

মেয়েটা ফিরে যাওয়ার জন্যে ঘুরতেই নবকুমার জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার সত্যিকারের নাম কী?'

মেয়েটা নবকুমারের দিকে তাকিয়ে হাসল, 'কী দরকার তোমার?'

নবকুমার জবাব দিতে পারল না। মাটির দিকে তাকাল।

মেয়েটা বলল, 'সত্যিকারের নামটা এখন আর কাউকে বলি না। হয়তো একসময় নিজেই ভুলে যাব। আচ্ছা, তোমাকেই বলে রাখি। পাঁচ-পাঁচটা মেয়ে হওয়ার পর হাল ছেড়ে দিয়ে বাবা নাম রেখেছিল, ইতি। মা ডাকত ইতু বলে। চললাম।'

কাদাগোলা ঢেউয়ের মধ্যে রাজহাঁসের মতো সাঁতরে ইতি চোখের আড়ালে চলে গেল। হঠাৎ নবকুমারের মাথায় প্রশ্ন এল। ইতির আর চার বোন এখন কোথায়? তাদের সঙ্গে কি ইতির সম্পর্ক আছে? আর মা-বাবা? তারা যদি বেঁচে থাকে তাহলে ইতি এখানে কেন থাকবে?

'এই যে ছেলে? এখানে দাঁড়িয়ে আছ? যে-কোনও সময় পুলিশ ভ্যানে তুলবে। চলো, ভেতরে চলো।' নাকের ডগায় এসে মুক্তো ঝাঁঝিয়ে উঠতেই নবকুমারের হুঁশ ফিরল।

সে দেখল মুক্তোর এক হাতে বাজারের ব্যাগ, অন্যহাতে কাগজে মোড়া মাটির ভাঁড়। দরজার সামনে পৌঁছে মুক্তো চেঁচাল, 'এই, সর, সর। দরজা জুড়ে দোকান দিয়েছে সব। অ্যাই ছোঁড়া, পেছন-পেছন এসো।'

নবকুমার মুক্তোকে অনুসরণ করল। ভেতরের চাতাল পেরিয়ে সিঁড়িতে পা রাখতেই রেলিং ধরে দাঁড়ানো মেয়েদের একজন ফুট কাটল, 'এ যে শেয়াল আর মুনিয়ার ছানা।'

সঙ্গে-সঙ্গে হুই-হুই করে হেসে উঠল মেয়েগুলো। মুক্তো রণমূর্তি ধরল, 'কে? কে? কার এত হিম্মত? কোন মাগি? জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব আমি। আমি মুক্তোমালা। এখানেই কামাচ্ছি কিন্তু বাবু ধরিনি, হ্যাঁ!'

কেউ কথা বলল না। মুক্তো মুখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে সবাইকে দেখল। তারপর বিড়বিড় করতে-করতে ওপরে উঠল। সে যখন চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে, তখন আর-একজন বলল, 'ধরবে কী করে? পোড়া গাছে কোনও পাখি বসে?'

কথাটা স্পষ্ট শুনতে পেল নবকুমার। সে মুখ নীচু করে মুক্তোকে অনুসরণ করে শেফালি-মায়ের এলাকায় চলে আসতেই মুক্তো বলল, 'এখানে একটু দাঁড়াও।'

পাশের দরজা দিয়ে মুক্তো ভেতরে ঢুকে গেল। নবকুমার ধন্দে পড়ল। বাড়ির সামনের রাস্তায় এসময় দাঁড়িয়ে থাকা কি অন্যায় হয়েছে? মুক্তোর মুখে সেটা শুনে শেফালি-মা যদি রেগে যান তাহলে নিশ্চয়ই এই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলবেন তাকে। শেফালি-মা বেশ ভালো। কিন্তু ওঁর মধ্যে একটা কঠিন ব্যাপারও আছে। এ-বাড়ি ছেড়ে তখন যাত্রার গদিতে গিয়ে থাকতে হবে। সে থাকা কেমন হবে কে জানে!

'অ্যাই, এসো।' মুক্তো পরদা সরিয়ে ডাকল।

শেফালি-মায়ের গলা ভেসে এল, 'ও কী রকমের ডাকা মুক্তো। কোনও ভদ্রছেলেকে কেউ অ্যাই বলে ডাকে?'

মুক্তো ঘাড় শক্ত করে বলল, 'মাথায় আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে ওরা। তুমি একে জিজ্ঞাসা করে দ্যাখো।'

'আমি কি অবিশ্বাস করেছি?' শেফালি-মা বিছানার ওপর বাবু হয়ে বসে বললেন। তাঁর সামনে একটা বই খোলা।

'তাহলে একটা বিহিত করতেই হবে।' মুক্তোর গলায় জেদ।

'কে বলেছে কথাটা?'

'ধরতে পারলে তো তখনই টুঁটি চেপে ধরতাম। মুখ দেখে তো বোঝা যায় না। সবক'টা মেয়ে হেলেসাপের বাচ্চা।'

'এত সাপ থাকতে হেলে কেন?' বলে শেফালি-মা নবকুমারের দিকে তাকালেন, 'ও ছেলে, তুমি তো গ্রামের মানুষ, হেলে সাপ দেখেছ?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল নবকুমার।

'খুব বিষধর সাপ?' শেফালি-মা জিজ্ঞাসা করলেন।

'না। হেলে সাপের বিষ থাকে না। কামড়ালে একটু ঘা হয়।'

নবকুমারের কথা শেষ হতেই মুক্তো বলল, 'তবে আর বলছি কী। বিষ নেই তার মেজাজ কী। এই মেয়েগুলো সেইরকম।'

'তা যদি বলো, ওদের পাত্তা দেওয়ার দরকার কী? মুখের সামনে দাঁড়িয়ে তো বলে না।'

মুক্তো মুখ ঘোরাল, 'তুমি যদি এই কথা বলো তাহলে তো আর আমার এখানে থাকা চলে না। হ্যাঁ, বুঝতাম কালনাগিনী, ছোবল মারছে, তা-ও একটা সম্মান ছিল! কিন্তু কেঁচোগুলো ফণা তুললে যদি মুখ বুজে সইতে হয় তাহলে আমার দেশে চলে যাওয়াই ভালো।'

শেফালি-মা সোজা হয়ে বসলেন, 'বেশ তো। আমি কাউকে জোর করে এখানে আটকে রাখিনি। নোংরা জলে হাঁটতে গেলে পায়ে নোংরা লাগবেই। সেটা ভালো জলে ধুয়ে নিলেই তো হয়। কিন্তু যে পায়ে লাগা নোংরা জল যেচে মুখে মাখে তার এখানে থাকা উচিত নয়।'

মুক্তোর গলার স্বর বদলে গেল, 'আমি যেচে মুখে মেখেছি?'

'তা নয় তো কী। কে কী বলল আর তিড়িং-বিড়িং নাচ শুরু হয়ে গেল। তার ওপরে এই ছেলেটাকে পেছন-পেছন সাক্ষী দিতে নিয়ে এলি?'

'ওমা! আমি না নিয়ে এলে তো থানায় ধরে নিয়ে যেত!' মুক্তো গালে হাত রাখল।

অবাক হয়ে তাকালেন শেফালি-মা।

'মুদির দোকানে গিয়েছিলাম। জিনিস কিনে ফিরছি, হঠাৎ দেখি এটি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। চারপাশের দরজায়-দরজায় মেয়েমানুষের ভিড়, দালালগুলো চক্কর মারছে। ভ্যান এলেই খপ করে তুলে নিত। আমিই তো ডেকে বাড়িতে ঢোকালাম।' মুক্তো গড়গড় করে বলে গেল।

'তুমি এই সময়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কী করেছিলে?' শেফালি-মা প্রশ্ন করলেন।

'বাড়িতে কী করে ঢুকব বুঝতে পারছিলাম না।'

'কেন?'

'দরজাজুড়ে সবাই দাঁড়িয়েছিল।'

'হুঁ।' একটু ভেবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা আজ কি রিহার্সাল হয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি প্রম্পট করেছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'সেটা শেষ হল এখন?'

'না। বিকেলেই হয়ে গেছে। মালিক বলেছেন কাল দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত হবে।'

'বিকেলে যখন শেষ হয়েই গেল তখন ফেরোনি কেন? সেসময় বাড়ির দরজায় এত ভিড় হয় না। কোথায় ছিলে এতক্ষণ?' শেফালি-মা তাকালেন, 'গদিতেই?'

'না। পাইকপাড়ায় গিয়েছিলাম ট্রামে চড়ে।'

'সে কী? তুমি সেখানে চিনে গেলে? কে থাকে সেখানে?'

'আসার সময় ট্রেনে আলাপ হয়েছিল। আমাকে বারবার যেতে বলেছিল। ভাবলাম, কাল থেকে তো আর সময় পাব না, তাই—।'

'তা তারা জিজ্ঞাসা করেনি কোথায় উঠেছ?'

'হ্যাঁ। বলেছি, যাত্রার গদির কাছেই।'

'তোমার মালিককে কি বলেছ এখানে থাকার কথা?'

'মাস্টারদা বলেছে। ওঁর আপত্তি নেই।'

'বেশি টাকা দেবে?'

'হ্যাঁ।'

'শোনো বাবা, রিহার্সাল শেষ হতে যদি রাত হয় তাহলে ওই পথে আর আসবে না। তুমি গাঁয়ের ছেলে, পুলিশ ধরে নিয়ে গেলে বিপদে পড়বে। আর সঙ্গে পাঁচ টাকার বেশি রাখবে না। কাল যখন বেরুবে, তখন মুক্তো তোমাকে খিড়কিপথটা দেখিয়ে দেবে। ওটা সোজা গিয়ে পড়েছে সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যুতে। ওটা ময়লা ফেলার রাস্তা বলে ভদ্রলোকেরা ব্যবহার করে না, তাই পুলিশও ওদিকে মাড়ায় না। বুঝলে?'

মাথা নাড়ল নবকুমার।

'বিকেলে কিছু খেয়েছ?'

মিথ্যে কথা বলতে পারল না নবকুমার। শেফালি-মা বললেন, 'মুক্তো, তাড়াতাড়ি নবকুমারকে ভাত দিয়ে দে। খেয়ে শুয়ে পড়ুক।'

মুক্তো বেরিয়ে যাচ্ছিল। শেফালি-মা আবার তাকে ডাকলেন, 'শোন মুক্তো। যে মেয়ে তোকে পিনিক দিয়েছে সে কোন ঘরে থাকে তা জানতে পারলে আমাকে বলিস। আমি বেয়াদপি সহ্য করি না।'

এতক্ষণে মুক্তোর মুখ সহজ হল। মাথা নেড়ে বেরিয়ে গেল সে।

নবকুমার বলল, 'আমি যাই?'

'হ্যাঁ। যাও। ঘরে গিয়ে এখন কী করবে?'

'বসে থাকব।'

'আচ্ছা, তোমার মনে কৌতূহল হচ্ছে না এই পাড়ার মেয়েদের দেখে?'

'কষ্ট হচ্ছে। কেন যে ওরা—?' নবকুমার থেমে গেল।

'দুর্বার সমিতিতে গিয়ে কেমন লাগল?'

নবকুমার তাকাল, 'খুব ভালো। ওখানে যারা ছিল তাদের সঙ্গে এই দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েদের কোনও মিল নেই।'

'এখানে ওরা পেশার খাতিরে ফস্টিনস্টি করে, গান গায়, চেঁচায়। লোক যেমন কলকারখানায় গিয়ে কাজ করে, যাত্রা দলে অভিনয় করে, তেমনই। কিন্তু বাড়ি ফিরে তো অভিনেতা যাত্রার সংলাপ বলে না। তখন তাদের আসল চেহারা দেখা যায়। দুর্বারে এলাকার যেসব মেয়েকে দেখেছ সেটা ওদের আসল চেহারা। দরজায় এদের দেখে কখনও ভেব না, এরা খুব আনন্দে আছে। পুলিশ, মাস্তান,

আর বেশিরভাগ বাড়িওয়ালির দাবি মিটিয়ে শরীর বিক্রি করে ওদের যা থাকে তা এত সামান্য যে, ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে ছিল এতকাল। দুর্বার হওয়ার পরে ওরা বাঁচার স্বপ্ন দেখছে। এদের জন্যে তুমি কষ্ট পাচ্ছ, ঠিক আছে, কিন্তু কখনও এদের ঘেন্না কোরো না। যাও, হাত-মুখ ধুয়ে এই বইটা পড়ো। মুক্তো খাবার দিলে খেয়ে শুয়ে পড়বে।' শেফালি-মা একটা মলাট দেওয়া বই দিলেন।

ঘরে ঢুকে আলো জ্বেলে বিছানায় বসল নবকুমার। হঠাৎ গ্রামের কথা মনে এল। মা-বাবা নিশ্চয়ই খুব ভাবছে! কালই একটা চিঠি দিতে হবে। বইটা খুলল সে।

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। লেখকের নাম অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

পনেরো

আচমকা ঘুম ভেঙে গেল নবকুমারের। কেউ চিৎকার করে কাঁদছে। মাঝে-মাঝে সেটা গোঙানিতে বদলে যাচ্ছে। তার পরেই, 'ওরে মা-রে, ওরে বাবারে, মরে গেলাম, উঃ।'

বিছানায় উঠে বসল সে। এখন নিশ্চয়ই গভীর রাত। জানলার পাশে এসে সে দেখল, সামনের রাস্তাটা শুনশান। আলো নিভে গেছে। কীরকম ঘুমঘুম ভাব চারপাশ। অথচ কান্নাটা হয়েই চলেছে। এই সময় আর-একটি বয়স্কা গলা কানে এল। কথাগুলো স্পষ্ট নয়। কিন্তু যে কাঁদছে তাকে ধমকাচ্ছে। নবকুমার বুঝতে পারল, কান্নাটা এই বাড়ির ভেতর থেকেই ভেসে আসছে। খুব যন্ত্রণা না পেলে কেউ এভাবে কাঁদে না।

নবকুমার আর সহ্য করতে পারছিল না। ক্রমাগত কান্না কানে এলে ঘুম হবে না। সে দরজা খুলল। প্যাসেজে আলো জ্বলছে। ধীরে-ধীরে শেফালি-মায়ের দরজা পেরিয়ে সে শেষপর্যন্ত সিঁড়ির কাছে চলে এল। কান্নার শব্দ এবার জোরাল হয়েছে। সে বুঝতে পারল নীচের কোনও ঘর থেকে আওয়াজটা আসছে। এবার বয়স্কার গলা শুনতে পেল, 'এখন চিৎকার করে পাড়া জানিয়ে কী হবে? দাঁতে দাঁত চাপ। পইপই করে বলি খদ্দের চাইলেই বিপদ ডেকে আনবি না। শুনিসনি কথা, এখন মর।'

'ও মাসি, যন্ত্রণা হচ্ছে গো, জ্বলে যাচ্ছে, ওঃ, আমি কী করব?'

'এখন কিছু করার নেই। সকাল হোক, তারপর ডাক্তারের কাছে যাস। তোর কাছে কত টাকা আছে? ডাক্তারকে টাকা দিতে পারবি তো?'

'আমি জানি না। কিছু জানি না।'

নবকুমার বুঝল, তার পেছনে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। সে মুখ ফেরাতেই মুক্তো বলল, 'এখানে কী করছ? তোমার তো এখানে আসার কথা নয়। শেফালি-মা শুনলে খুব রাগ করবে। যাও, ঘরে যাও।'

নবকুমার বাধ্য হল ঘরের দিকে ফিরতে, 'চিৎকার কানে এল। তাই—।'

'এসব এখানে প্রায়ই হয়। যেচে রোগ নেয় মেয়েগুলো। খদ্দের যেই একটু বেশি দিল অমনি নোলা বাড়ল, নিজের যে বিপদ হতে পারে তা ভুলে গেল। কালই শেফালি-মাকে বলব ওটাকে দূর করে দিতে।' মুক্তো বলল।

'ওর কি কোনও যাওয়ার জায়গা আছে?'

'না থাক। হাসপাতালে যাক, রাস্তায় মরুক। ওর জন্যে রাত্রের ঘুম চলে যাবে আমাদের? মনে হচ্ছে তোমার মনে দয়া জেগেছে?'

নবকুমার কোনও কথা না বলে ঘরে ঢুকে গেল।

একটু পরেই মুক্তোর চিৎকার শুনতে পেল, 'মতির মা, ওকে বল চুপ করতে। শেফালি-

মায়ের ঘুম ভেঙে গেলে এই রাত্রেই বেরিয়ে যেতে হবে।'

সঙ্গে-সঙ্গে চিৎকারটা নীচুতে নেমে গেল।

ঘুম আসছিল না নবকুমারের। শেফালি-মা ঠিকই বলেছেন, এরা কেউ সুখে নেই। যতই ফস্টিনস্টি করুক, গান গাক, প্রতিটি দিন এরা শরীরে বিষ নিচ্ছে কয়েকটা টাকার বিনিময়ে। যারা বিষ দিয়ে যাচ্ছে, তারা তো ভদ্রপাড়ায় থাকে। সেখানকার প্রতিবেশীরা জানেই না লোকটার শরীরে বিষ আছে। একে তাড়িয়ে দেওয়ার আগে সেই লোকটাকে খুঁজে বের করে শাস্তি দেওয়া উচিত।

একটু বেলায় ঘুম ভাঙল নবকুমারের। ঘুম ভাঙাল মাস্টারদা। বেশ জোরেই বলল, 'কাল বিকেলে বেলগাছিয়ায় যাব বলে হাওয়া হয়ে গেলে, রাতে ফিরতে পারলে কি না তার খবর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করলে না। চব্বিশ ঘণ্টায় এখানকার জল পেটে পড়ে গেল? শুনলাম রাত হওয়ার পর বাড়ি ফিরেছ?'

'তেমন রাত নয়। এখানে যে সন্ধের পরেই চেহারা বদলে যায় আমি জানতাম না। তা ছাড়া, তখন যাত্রাদলের দরজা বন্ধ ছিল।' নবকুমার বলল।

'দুশ্চিন্তা হয়, বুঝলে? তোমার বাবা মা নিশ্চয়ই এতদিনে রতনের কাছ থেকে জেনে গেছে যে তুমি আমার সঙ্গে এসেছ। কিছু হলে তারা আমাকেই ধরবে। বাড়িতে চিঠি দিয়েছ?'

'না।'

'বাঃ। চমৎকার!' পকেট থেকে একটা পোস্টকার্ড বের করে সামনে রাখলেন মাস্টারদা, 'এখনই লেখো, যাওয়ার সময় পোস্ট করে দেব।'

তখনও মুখ ধোওয়া হয়নি। মাস্টারদার এগিয়ে ধরা কলম নিয়ে নবকুমার লিখল, 'শ্রীচরণেকমলেষু বাবা, আমি ভালোভাবে কলিকাতায় পৌঁছাইয়াছি। মাস্টারদার চেষ্টায় একটি চাকুরিও হইয়াছে। মাহিনা পাইলে টাকা পাঠাইতে পারিব। তুমি ও মা আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিও। ইতি সেবক, নবকুমার।'

লিখে জিজ্ঞাসা করল, 'কী ঠিকানা দেব?'

'যাত্রার গদির ঠিকানা দাও। একশো আট বাই ওয়ান বাই বি চিৎপুর রোড।'

চিঠি লিখে বাথরুমে গিয়ে মুখে জল দিল নবকুমার। আর তখনই নীচ থেকে চিৎকার চেঁচামেচি ভেসে এল। মনে হল কাল রাতের ঘটনাটা আবার ঘটছে।

নবকুমার মাস্টারদাকে বসতে বলে প্যাসেজ দিয়ে শেফালি-মায়ের দরজার সামনে পৌঁছতে ঘরের ভেতর থেকে মহিলার গলা ভেসে এল, 'আমার দরকার নেই অমন মেয়েছেলের। সারারাত কেঁদে ককিয়ে জাগিয়ে রেখেছে। এখন বলছি যে-দিকে ইচ্ছে চলে যাও, কিন্তু হতচ্ছাড়ি যেতে চাইছে না। আপনি একটা বিহিত করুন।'

শেফালি-মায়ের গলা শুনতে পেল নবকুমার, 'যাওয়ার কোনও জায়গা আছে?'

'ছিল। কিন্তু যে স্বামী হাত ধরে এখানে ঢুকিয়ে দিয়ে মাসে-মাসে টাকা নিয়ে যায় সে তো আবার বিয়ে করেছে। সেই সংসারে সতীন ঢুকতে দেবে ওকে?' মহিলা একনিশ্বাসে বলে গেল।

'ওর স্বামীকে ডেকে পাঠাও, এলে নিয়ে যেতে বোলো।'

'ও বাব্বা। সে তো ক্যানিং-এ। অসুখ হয়েছে শুনলে এদিকে পা বাড়াবেই না।'

এবার মুক্তোর গলা শোনা গেল, 'কিন্তু আর আমরা রাত জাগতে পারব না। ওকে হাসপাতালে যেতে বলো।'

'সে তো বলেছি। কিন্তু এই রোগে তো হাসপাতাল জায়গা দেবে না। তা ছাড়া, ওই রুগি ঘরে থাকলে তো ব্যাবসার বারোটা বেজে যাবে। অন্য মেয়েরাও আপত্তি করছে।'

'মেয়েটার বয়স কত?' শেফালি-মা জিজ্ঞাসা করলেন।

'মুক্তো, একবার নবকুমারকে ডাক তো।'

'সে আবার কী করবে?'

'তোকে যা বললাম তাই কর। আজকাল বড্ড প্রশ্ন করিস!'

নবকুমার সরল মনে পরদা সরিয়ে ঘরে ঢুকতেই মুক্তোর মুখোমুখি হল, 'আরে! তুমি এখানে কেন? মাস্টার এসে তো ঘুম ভাঙাল?'

'উনি আমাকে ডাকছিলেন।'

'ডাকছিলেন? তুমি শুনতে পেলে কী করে? ও, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিলে? দেখে তো মনে হয় ভাজা মাছ উলটে খেতে জানো না, এ তো মিচকে শয়তান।'

'আঃ মুক্তো! অন্য কেউ হলে ঝটপট নিজের ঘরে চলে যেত। বুঝতেও দিত না ওখানে দাঁড়িয়ে কথা শুনেছে। ও সরল বলে চলে এল। নবকুমার, এদিকে এসো।' শেফালি-মা বললেন।

নবকুমার সামনে চলে এল। শেফালি-মা তাকালেন, 'তোমার সঙ্গে তো কবিতার আলাপ হয়েছে। মহিলা দুর্বার সমিতির সভাপতি—।'

'হ্যাঁ।' মাথা নাড়ল নবকুমার।

'তুমি কবিতার কাছে এদের নিয়ে যাও। পারবে?'

'কখন?'

'সকাল সাড়ে দশটায় শুনেছি ওদের কাজ শুরু হয়ে যায়। তখনই যেও।'

'ঠিক আছে। কিন্তু গিয়ে কী বলব?'

'বলবে আমি তোমাকে পাঠিয়েছি। যে অসুস্থ, সে আমার বাড়িতেই থাকে। তার থাকার জায়গা আর নেই। ওর একটা ব্যবস্থা করা দরকার।'

শেফালি-মায়ের কথা শেষ হতেই প্রৌঢ়া মহিলা দ্রুত মাথা নাড়লেন, 'নেবে না। ওরা মেম্বার না হলে কোনও সাহায্য করবে না।'

'মেম্বার হওনি কেন তোমরা?'

'দালালরা ভয় দেখিয়েছিল। দুর্বারের মেম্বার হলে ওরা খদ্দের নিয়ে ঘরে বসাবে না। পাঁচজনে পাঁচরকম কথাও বলেছিল।'

'তবু একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী? তোমার রিহার্সাল কখন?'

'দুপুরবেলায়।'

'যাও। চানটান করে তৈরি হও। মুক্তো খবর দিলে ঘুরে এসে খেয়েদেয়ে কাজে যাবে। চা খেয়েছ?'

না বলতে সঙ্কোচবোধ করল নবকুমার। অথচ মিথ্যেও বলা যায় না।

সে কিছু বলার আগেই মুক্তো বলল, 'খাবেটা কী করে? ওইটুকু ছেলে যদি ভরদুপুর পর্যন্ত ঘুমায় তাহলে ঘুমন্ত অবস্থায় ঝিনুকে করে খাইয়ে দিতে হয়।'

শেফালি-মা ঝট করে কড়া চোখে মুক্তোর দিকে তাকাল। মুক্তো বলল, 'ঠিক আছে বাবা! ঘাট মানছি। যাও, ঘরে যাও, চা পৌঁছে দিচ্ছি।'

ঘরে যেতেই মাস্টারদা জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁগো, তুমি কি এ-বাড়ির সর্বত্র ঘুরে বেড়াও? কেউ কিছু বলে না?'

'আমি এই ঘরে থাকি আর ডাকলে শেফালি-মায়ের ঘর ছাড়া কোথাও যাই না। শেফালি-মা ডেকেছিলেন বলে গিয়েছিলাম।'

'ডাকল কেন?' মাস্টারদা উন্মুখ হল।

'এখানকার একটা মেয়ে খুব অসুস্থ। ওকে দুর্বার সমিতিতে নিয়ে যেতে হবে।'

'সর্বনাশ, তোমাকে দিয়ে এসব করাচ্ছে নাকি? উঁহু, ব্যাড। ভেরি ব্যাড। দুর্বার সমিতি কি তা জানো? এখানে যেসব মেয়ে শরীর বিক্রি করে তাদের এক করে দাবি করছে শ্রমিকের মর্যাদা দিতে হবে। বোঝো! কারখানায় যারা কাজ করে, মাঠে যারা চাষ করে, তাদের সঙ্গে নিজেদের এক করতে চাইছে। আসলে কিছু বাইরের লোক এদের ব্যবহার করে ফায়দা তুলতে চাইছে।' মুখ ভ্যাটকাল মাস্টারদা।

'কে কী করছে জানি না। কিন্তু তাতে যদি এখানকার মানুষের উপকার হয় তার চেয়ে ভালো কাজ আর কী হতে পারে?' নবকুমার জিজ্ঞাসা করল, 'দুর্বারের কাউকে চেনা আছে?'

'নাঃ।'

'তাহলে মাস্টারদা, কিছু না দেখেশুনে মন্তব্য করা কি ঠিক?'

মাস্টারদা মাথা নাড়ল, 'এসব আমার কথা নাকি?' পাঁচজনে যা বলছে, তাই বললাম। কিন্তু নব, তোমার তো এখানে থাকা ঠিক হচ্ছে না।'

'কেন?'

'এইসব খারাপ মেয়েছেলেদের সঙ্গে জড়িয়ে গেলে বদনামের চূড়ান্ত হবে।'

'জড়িয়ে যাচ্ছি কে বলল?'

'গুড। জড়াবে না। জলে সাঁতার কাটবে কিন্তু ডানা ভেজাবে না। তোমার সঙ্গে শেফালি-মা কীরকম ব্যবহার করেন?'

'ভালো।'

'তা তো করবেনই। অতি ভদ্রবাড়ির মেয়ে। যাত্রায় নেমেছিলেন যখন, তখন অভিনয়ের নেশা ধরেছিল। চরিত্র ছিল হিরের মতো। ওই প্রেমে পড়েই তো সর্বনাশ হল। বয়সকালে এই বাড়ির বাড়িওয়ালি হয়েছেন বটে, কিন্তু উনি গোবরে পদ্মফুল। তা ভাই, তোমাকে একটা কাজ করে দিতে হবে।' মাস্টারদা কাছে এল।

'কী কাজ?'

মাস্টারদা মুখ খোলার আগেই মুক্তো এল একটা থালায় চায়ের কাপ আর একটা টিফিন কেক নিয়ে। এসেই চেঁচাল, 'ওম্মা! তুমি এখনও চান না করে গপ্পো মারছ? শেফালি-মা কী বলেছে খেয়ালে নেই?'

'যাচ্ছি!' নবকুমার বলল।

'ফিরে এলে এটা তো জল হয়ে যাবে। আমি আবার গরম করে দিতে পারব না বাপু। কোথায় ভাবলাম চান সেরে চা-জলখাবার খাবে। এগুলো গিলেই চান করতে যাও।' মুক্তো বলে গেল থালা রেখে।

'দেখলে? কী অপমান। আমি আর কোনওদিন এ-বাড়ির জলস্পর্শ করব না।' চিৎকার করে বলল মাস্টারদা।

নবকুমার খানিকটা চা প্লেটে ঢেলে কেক আধটুকরো করে নিজের জন্যে নিয়ে বলল, 'ওর ওপর রাগ করবেন না। ও ওইরকম। যা বলছিলেন তা বলুন।'

ষোলো

মাস্টারদা হাঁ হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'তুমি এর মধ্যেই বুঝে গেছ কে কীরকম? এই মুক্তোর ভয়ে সবাই কাঁটা হয়ে থাকে আর তুমি বলছ, ও ওইরকম?'

নবকুমার বলল, 'আমার মনে হয় যারা মুখে কড়া-কড়া কথা বলে তাদের মন নরম হয়।'

কেক দিয়ে চা খেতে-খেতে মাস্টারদা বলল, 'শোনো নবকুমার। এটা তোমার গ্রাম নয়। এই নগর ভয়ঙ্কর জায়গা। মন দুর্বল হলে তোমাকে চিবিয়ে খাবে।' মাস্টারদা তাকাল, 'এই যে ঘর, এই ঘরটা ভাড়া নিতে গেলে ভদ্রপাড়ায় তিন-চার হাজার টাকা চাইবে। শেফালি-মা তার থাকার এলাকায় অন্য মেয়েকে ঢোকাবেন না বলে খালি রেখেছেন। তোমায় থাকতে দিয়েছেন। কিন্তু দেখবে, ঠিক তোমাকে দিয়ে নিজের কাজ করিয়ে নেবেন।'

চা শেষ করে উঠল নবকুমার।

'যে কথাটা বলছিলাম, তোমাকে একটা কাজ করে দিতে হবে।' মাস্টারদার গলায় এবার অনুরোধের সুর।

নবকুমার তাকাল, কিছু জিজ্ঞাসা করল না।

'আমাদের মালিক চাইছেন শেফালি-মা আবার অভিনয় করুন। একটা দারুণ নাটক তাঁর ধরা আছে কিন্তু উপযুক্ত অভিনেত্রী না পাওয়ায় উনি নামাতে চাইছেন না। কিন্তু শেফালি-মা যদি রাজি হন তাহলে ওঁর সম্মানদক্ষিণা নিয়ে কোনও কার্পণ্য করবেন না। এর আগে অনেকবার প্রস্তাব দিয়েছেন লোক মারফত, কিন্তু শেফালি-মা সেসব কানে তোলেননি। তোমাকে উনি পছন্দ করেন। তুমি যদি ওঁর মত বদলাতে পারো তাহলে আমাদের দুজনের মাইনে বাড়িয়ে দেবেন মালিক। তোমাকে রাজি করাতেই হবে নবকুমার।' মাস্টারদা উঠে এলেন পাশে।

'আমার কথা উনি শুনবেন কেন?' নবকুমার ফাঁপরে পড়ল।

'শুনতেও তো পারেন। চেষ্টা করে দ্যাখো না ভাই। যদি রাজি করাতে পারো তাহলে আমরা মালিকের কাছের লোক হয়ে যাব। বুঝতে পারছ?'

'উনি এই বয়সে কি পারবেন?'

'কী এমন বয়স? ওঁর চেয়ে অনেক বেশি বয়সের অভিনেতা-অভিনেত্রী এখনও অভিনয় করে যাচ্ছেন। আরে, অসুখ-বিসুখ তো নেই।'

'আমি জানি না। আমি ওঁকে যখনই দেখেছি তখনই উনি বিছানায় বসে আছেন। হাঁটাচলা করতেও দেখিনি।' নবকুমার বলল।

'ওই শুয়ে বসে থাকলে গাঁটে-গাঁটে বাত হয়ে যাবে। এসব বলে বোঝাও। বলবে বাংলার দর্শকরা ওঁকে চাইছে।'

'যদি রেগে যান?'

'চান্স নিয়ে দেখো না।' মাস্টারদা বলল, 'আমি এখন চলি। দুপুরে গদিতে যাওয়ার আগে কথা বলে নিও।'

মুক্তো তাকে নীচে নিয়ে এল। সেখানে তখন এ-বাড়ির যত মেয়ে ভিড় করে দাঁড়িয়ে দেখছে। সেই প্রৌঢ়াকে মুক্তো জিজ্ঞাসা করল, 'সে কোথায়?'

'ঘরে বসে আছে। যেতে চাইছে না।' প্রৌঢ়া বলল।

মুক্তো বলল, 'ঝাড়ু মারো মুখে। অসুখটা বাধাবার সময় খেয়াল ছিল না? হাত না পুড়িয়ে যখন রাঁধতে শেখেনি তখন মলম লাগাতে তো হবেই।...এই মেয়ে, এদিকে আয়। এই ভদ্দরলোকের ছেলেকে শেফালি-মা বলেছে, তোকে দুর্বারে নিয়ে যেতে। বাঁচতে চাস তো এর সঙ্গে যা।'

খানিকটা কথা কাটাকাটির পর মেয়েটি বেরোল। রোগা, অল্পবয়সি, ময়লা গায়ের রং। চুল উসকোখুসকো।

মুক্তো প্রৌঢ়াকে বলল, 'তুমিও সঙ্গে যাও।'

'আমার এখন অনেক কাজ দিদি। এক দঙ্গল লোক গিয়ে কী হবে?'

'আশ্চর্য! তোমার ঘরের মেয়ে, ওর পয়সায় মজা মেরেছ আর এখন ঝেড়ে ফেলতে পারলে বেঁচে যাবে বলে ভেবেছ? যাও ওর সঙ্গে।'

রাস্তায় নামল নবকুমার। পেছনে মেয়েটি, তার পেছনে প্রৌঢ়া।

দুর্বারের অফিসে পৌঁছতে আজ অসুবিধে হল না।

দরজাতেই দেখা হয়ে গেল কবিতার সঙ্গে। কবিতা বলল, 'কী ব্যাপার?'

'শেফালি-মা এই মেয়েটিকে আপনাদের কাছে পাঠালেন।' নবকুমার বলল। কবিতা মেয়েটাকে দেখল। মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। পাশে প্রৌঢ়া।

'তোমার মেয়ে?'

'প্রৌঢ়া মাথা নাড়ল, 'না-না। আমার ঘরে থাকতে দিয়েছিলাম।'

'কী হয়েছে তোমার?'

মেয়েটি জবাব দিল না। শেফালি-মায়ের বলা কথাগুলো উগরে দিল নবকুমার। 'কাল সারারাত যন্ত্রণায় চিৎকার করেছে। শেফালি-মা সন্দেহ করছেন, খারাপ অসুখ হয়েছে। কিন্তু ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পয়সা নেই।'

কবিতা ডাকল, 'কাছে এসো। কী নাম?'

'দুর্গা।'

'হুম্। কনডোম ব্যবহার করো না?'

মাথা নেড়ে নিঃশব্দে না বলল দুর্গা।

'সর্বনাশ! কেন? তুমি জানো না কনডোম ব্যবহার না করলে অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়? তোমাকে কেউ বলেনি?'

প্রৌঢ়া বলল, 'বলিনি? কত বলেছি। কানেই তোলেনি।'

দুর্গা নীচু গলায় বলল, 'রাজি না হলে কী করব? অন্য ঘরে চলে যাবে বলে শাসায়। তখন মাসি মারে!'

'তুমি আমার সঙ্গে এসো। আচ্ছা ভাই, অনেক ধন্যবাদ। এই মেয়েরা জেনেশুনেও বিষ খেতে বাধ্য হচ্ছে। শেফালি-মাকে বোলো আমরা যা করার তা করার চেষ্টা করব। ডাক্তারবাবু আসুক।' কবিতা বলল।

'ওকে কি আজ আবার ফিরে যেতে হবে।'

'বুঝতে পারলাম না।' কবিতা বলল।

'ও যেখানে ছিল সেখানে বোধহয় থাকতে দেওয়া হবে না।'

'কেন?'

নবকুমার প্রৌঢ়ার দিকে তাকাল। প্রৌঢ়া বলল, 'সাধ করে কি কেউ লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলে? কিন্তু লক্ষ্মী যদি অলক্ষ্মী হয়ে যায় তাহলে?'

'কী বলছ পরিষ্কার করে বলো।' কবিতা রেগে গেল।

'সারারাত ধরে চেঁচিয়ে পাড়ার লোকদের ঘুমোতে দেয়নি, রোগ হয়েছে জানাজানি হলে খদ্দের পা বাড়াবে না! আমরা কি না খেয়ে মরব?' প্রৌঢ়া বলল।

'তা আমরা জানি না। এতদিন ওর রোজগারে ভাগ বসিয়েছ, এখন ও বিপদে পড়েছে বলে তাড়িয়ে দেবে, তা চলবে না। এই দুর্গা, তুমি কি দুর্বারের মেম্বার?'

'মাসি হতে দেয়নি।' দুর্গা বলল।

'ও মা! কী মিথ্যে কথা! আমি আবার কখন হতে দিলাম না? দিনদুপুরে এমন মিথ্যে বললি দুর্গগি? এত বড় জিভ তোর?' প্রৌঢ়া চেঁচাল।

'বুঝতে পেরেছি। আমার সঙ্গে চলো। ডাক্তারদিদি তোমাকে পরীক্ষা করবেন। তেমন বুঝলে

আমাদের ডে সেন্টারে দু-দিন থাকতে পারো, অবশ্য যদি ডাক্তারদিদি বলেন। এই যে মাসি, তুমি ঘণ্টাখানেক বাদে ঘুরে এসো।' কবিতা বলল।

'না বাপু। সত্যি বলছি, পারব না। হাজারটা কাজ হাঁ করে বসে আছে। আমি বিকেলবেলায় খোঁজ নিয়ে যাব।' বলেই আর দাঁড়াল না প্রৌঢ়া।

নবকুমারের কৌতূহল হচ্ছিল, 'আপনাদের সমিতিতে ডাক্তার আসেন?'

'হ্যাঁ। আপনি দুর্বার সম্পর্কে কিছু জানেন না?'

মাথা নেড়ে না বলল নবকুমার।

'আসুন। এই, তুমিও এসো।'

যে ঘরে আগেরবার নরনারায়ণ রায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেই ঘরটি এখন ফাঁকা। সেখানে ঢুকে পাশের টেবিল থেকে কিছু ছাপা কাগজ এনে কবিতা নবকুমারকে দিয়ে বলল, 'এগুলো পড়ে ফেলুন। আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি।'

নবকুমার কাগজগুলো নিয়ে বলল, 'আমাকে এখনই কাজে যেতে হবে। আমি এগুলো সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি?'

'বেশ তো।' কবিতা মাথা নাড়ল।

বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছিল। মুক্তোর দেওয়া ভাত মাছ খেয়ে বেরোতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল নবকুমার। পেছনে দাঁড়িয়েছিল মুক্তো, জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল?'

'শেফালি-মা কি—।'

'কলঘরে। একঘণ্টা লাগে।'

'ও।'

গদিতে ঢোকামাত্র সুধাকান্তবাবু ডাকলেন, 'এই যে নবকুমার। কাল থেকে আর একটু আগে আসবে। এখানে এসো।'

বয়স্ক অভিনেতা অনিলবাবু হাসলেন, 'কলকাতায় নতুন, পথঘাট চেনে না। তা কোনও কপালকুণ্ডলার দেখা পেলে?'

সঙ্গে-সঙ্গে সবাই হেসে উঠল।

সুধাকান্তবাবু একটা খাতা এগিয়ে দিলেন, 'ঝটপট প্রথম পাঁচটা সিন পড়ে ফেলো। নিজে স্বচ্ছন্দ না হলে প্রম্পট করবে কী করে?'

নবকুমার খাতা নিয়ে একটু দূরে গিয়ে বসল। হাতের লেখা বেশ ভালো, পড়তে অসুবিধে হচ্ছিল না। দৃশ্যগুলো প্রথমবার পড়া হয়ে গেলে দ্বিতীয়বার পড়া শুরু করতেই কানের কাছে মাস্টারদার গলা ভেসে এল, 'কথা হয়েছে?'

চমকে মুখ ফেরাল নবকুমার। তারপর মাথা নেড়ে না বলল।

'অদ্ভুত ছেলে তো! পইপই করে বলে আসলাম আর তুমি ওঁর সঙ্গে কথা না বলে চলে এলে? একটু পরেই মালিক জিজ্ঞাসা করলে কী জবাব দেব?'

'বিশ্বাস করুন, দুর্বারে গিয়ে বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল—!'

'কাঁথায় আগুন দুর্বারের। ক'টা খারাপ মেয়েদের ইউনিয়ন। তোমার সঙ্গে কী সম্পর্ক? এই কাজটা যে কত জরুরি তা তোমাকে বলিনি?'

'তাহলে আরও একঘণ্টা দেরি হয়ে যেত। উনি স্নান করতে ঢুকেছিলেন।'

'আমাকে ঢপ দিচ্ছ না তো!' চোখ ছোট করল মাস্টারদা।

'ঢপ!' নবকুমারের মুখ থেকে শব্দটা একটু জোরেই বেরিয়ে এল।

এই সময় নিরুপমাদি পাশে এসে বসলেন, 'এ কী ছেলে রে বাবা! ঢপ মানে জানে না! কেউ বলেনি, পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছ?'

'না।' মুখ নামাল নবকুমার।

'তাহলে আর ঢপ-এর মানে বুঝবে কী করে। ওটাই তো জীবনের সবচেয়ে বড় ঢপ।' হেসে গড়িয়ে পড়লেন নিরুপমাদি।

এই সময় জুতোর শব্দ হতেই সবাই গম্ভীর হয়ে গেল। মালিক এসে তাঁর চেয়ারে বসে বললেন, 'শুরু করুন সুধাকান্তবাবু।'

সুধাকান্তবাবু বললেন, 'আজ প্রথম দৃশ্য থেকে শুরু করাই।'

এই সময় একজন মহিলার গলা শুনতে পেল নবকুমার, 'সুধাদা, আমি তো কিছু না জেনে, না বুঝে রিহার্সাল করতে পারব না।'

আর-একটি পুরুষ কণ্ঠ মহিলাকে সমর্থন করলেন, 'আমারও একই কথা।'

সুধাকান্তবাবু বললেন, 'বেশ। সবাই পাঁচটা দৃশ্য শোনো। প্রশ্ন থাকলে করতে পারো। তারপরে বসে-বসেই আমরা সংলাপ গলায় তুলব। নবকুমার পড়া আরম্ভ করো। একেবারে সরলগলায় পড়বে।'

নবকুমার পড়া শুরু করল। নাটকীয় সংলাপগুলো সে নিরুত্তাপ গলায় পড়ল। চব্বিশ মিনিট পরে পড়া শেষ হলে মহিলা কণ্ঠ প্রশ্ন করল, 'এই ছেলেটি কে? আগে তো দেখিনি?'

মালিক জবাব দিলেন, 'মাস্টার নিয়ে এসেছে গ্রাম থেকে। ওকে প্রম্পটার হিসেবে নেওয়া যায় কি না দেখছি।'

'অবশ্যই। চমৎকার গলা, খুব ভালো পড়েছে ও।'

সুধাকান্তবাবু হাসলেন, 'নবকুমার, প্রথমদিনেই নায়িকার সার্টিফিকেট পেয়ে গেলে। তোমার চাকরি পাকা হয়ে গেল।'

যেদিক থেকে গলার স্বর ভেসে এসেছিল, সেদিকে তাকাতে সঙ্কোচ হচ্ছিল নবকুমারের।

সতেরো

রিহার্সাল শেষ হল সন্ধে সাতটায়। এই সময়ের মধ্যে ফাঁকে-ফাঁকে তিনবার চা খেয়েছে সবাই। নবকুমার একবারের বেশি খায়নি। কমলা নামের মেয়েটা, যে-কোনও অভিনেত্রী অনুপস্থিত থাকলে তার ভূমিকায় অভিনয় করে, সারাক্ষণ চুপচাপ বসেছিল। যেহেতু আজ কোনও মহিলা কামাই করেনি, তাই তার কিছু করার নেই। রিহার্সাল শেষ হওয়ার পরে সুধাকান্ত তাঁকে ডাকলেন, 'কমলা, কাল রিহার্সাল শুরু হওয়ার একঘণ্টা আগে আসবে।'

'কেন? পুতুলের মতো ড্যাবড্যাব করে চেয়ে থাকতে?' কমলা বেশ রেগে ছিল।

'এভাবে কথা বোলো না। তোমার চাকরির বিকল্প হিসেবে নিজেকে উন্নত করো, দেখবে সুযোগ আসবেই। অধৈর্য হয়ো না। তোমার ভালোর জন্যেই বলছি, ঘণ্টাখানেক আগে এসে নবকুমারের কাছে সরমা আর চামেলির চরিত্র দুটো ধীরে-ধীরে মুখস্থ করে নাও। তুমি ভালো তুললে হয়তো প্রথম শো'তেই তোমাকে নামাতে পারি।' সুধাকান্তবাবু বললেন।

নবকুমার জিজ্ঞাসা করল, 'আমিও কি আগে আসব?'

'তুমি না এলে ওকে রিহার্সাল করাবে কে?' সুধাকান্তবাবু উঠে গেলেন।

কমলা বলল, 'তাহলে আমি এগারোটায় আসব।'

নবকুমার মাথা নাড়ল।

যাত্রাদলের ম্যানেজার তিনকড়ি গুপ্ত। চল্লিশ বছর এই লাইনে আছেন। সব নাড়িনক্ষত্র তাঁর জানা। শিল্পীরা চলে গেলে তিনকড়ি ডাকলেন, 'এই খাতার এখানে রোজ সই করবে। এটা হাজিরা খাতা। করো।'

নবকুমার খাতার পাশে রাখা কলম তুলে পুরো নাম সই করল।

'শোনো, তোমাকে কয়েকটা কথা বলি। যাত্রাদলের নিয়মকানুন জানা আছে?'

'না।'

'এখানে সর্বেসর্বা হলেন মালিক। তারপর হিরো-হিরোইন। ওদের নামে বায়না হয়। তারপর পরিচালক, নামকরা অভিনেতা-অভিনেত্রী, সবশেষে এক্সট্রারা। হিরো-হিরোইন আলাদা গাড়িতে যাত্রা করতে যাবে, সিনিয়ার অভিনেতা-অভিনেত্রী পরিচালকের জন্যে আলাদা গাড়ি থাকবে। বাকিদের যেতে হবে বাসে। খাওয়া-দাওয়া থাকার ব্যবস্থাও মর্যাদা অনুযায়ী পৃথক-পৃথক ভাগ করা থাকে। এখানে কেউ কারও দাদা-দিদি নয় যে এক্সট্রা হয়েও নায়কের গাড়িতে উঠতে পারবে। সেই চেষ্টা করার কথা ভেবো না। তোমার যা স্ট্যাটাস তার বাইরে যাবে না।' ম্যানেজার কথাগুলো বলে একটা সিগারেট ধরালেন।

'আমি কোন দলে?' নবকুমার বুঝতে পারছিল না।

'এক্সট্রা। বাসে-বাসে, নিমকি-চা টিফিন পাবে, এক পিসের বেশি মাছ পাবে না। ডরমিটারিতে শুতে পারবে। রিহার্সাল শুরুর সময়, এমনকি প্রথম দশটা শো-এর সময়ে প্রম্পটারের দরকার হয়। কিন্তু সংলাপ মুখস্থ হয়ে গেলে, কেউ আচমকা ভুল না করে ফেললে প্রম্পটারের কোনও কাজই নেই। তখন বসে-বসে মাইনে নেবে। অনেক মালিক তখন প্রম্পটারকে ছাড়িয়ে দেয়। আমাদের মালিক সেটা করেন না। করেন না আমারই পরামর্শে।' হাসলেন তিনকড়ি গুপ্ত।

একটা লম্বা টান নিয়ে ধোঁয়া গিলে সেটা ছাড়তে-ছাড়তে বললেন, 'বহুকাল আগের কথা। অরবিন্দ চৌধুরির নাম শুনেছ? জাঁদরেল অভিনেতা। পরপর তেরাত্তির শাজাহান, ঔরঙ্গজেব, আলিবর্দি করে গেছেন। হাঁটাচলা, সংলাপ বলা, সব আলাদা। গিরিশ ঘোষকে দেখিনি, তবে অরবিন্দ চৌধুরি যখন প্রফুল্লর 'সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল' বলে চোখ বন্ধ করতেন তখন পাবলিকের গাল ভিজে যেত। তাঁর ডাক নাম ছিল পিন্টু চৌধুরি। অসাধারণ স্মরণশক্তি। একবার শুনেই ডায়লগ মুখস্থ রাখতে পারতেন। তা একবার বর্ধমানে শো। লোকে লোকারণ্য। সহ-অভিনেতা তার সংলাপ বলেছে কিন্তু পিন্টু চৌধুরি জবাব দিচ্ছেন না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে দর্শকের দিকে তাকিয়ে আছেন। লোকে উশখুশ করতে লাগল। শেষপর্যন্ত সহ-অভিনেতা তাঁর সম্বিত ফেরাতে তিনি প্রশ্ন করলেন, আমার সংলাপটা যেন কী ছিল? সহ-অভিনেতা এত নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল তারও মনে এল না। ভেতরে তখন হইহই কাণ্ড। প্রম্পটার তো নেই, পার্ট সবার মুখস্থ বলে তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু খাতাটা কোথায়? দেখা গেল সেই খাতার কথা কারও মনে নেই। সেটাকে গদিতে ফেলে, অভিনয় চলছে মফস্বলে। হঠাৎ শুনলাম পিন্টু চৌধুরি সংলাপ বলছেন। যেখানে থেমেছিলেন ঠিক সেখান থেকেই। সিন শেষ করে ভেতরে এসে বললেন, মালিককে বলো, পিন্টু চৌধুরি সংলাপ ভুলে গিয়েছিল কিন্তু কেউ তাঁকে প্রম্পট করেনি। এর পরেরবার এরকম হলে আমি স্টেজ থেকে বেরিয়ে আসব।' কথাগুলো বলে হাসতে লাগলেন তিনকড়ি।

'উনি সত্যি ভুলে গিয়েছিলেন?'

'দূর! পরে উনি বলেছিলেন নাটকের প্রথম শো-তে যারা-যারা স্টেজে ছিল, সে দর্শকের সামনেই হোক বা চোখের আড়ালে হোক সবাইকে শেষপর্যন্ত থাকতে হবে।'

'একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?'

'বলো।'

'আমাদের গ্রামে যাত্রা দেখেছি। এখান থেকে গিয়েছিল। তারা দর্শকদের মাঝখানে মঞ্চে গিয়ে অভিনয় করত। কোনও উইংস ছিল না। তাহলে প্রম্পটার কোথায় দাঁড়াবে? আমি তো কাউকে প্রম্পট করতে দেখিনি।' নবকুমার বলল।

হাসলেন তিনকড়ি। 'এখন যাত্রারও ঘরানা বদলেছে। তিনদিক খোলা মঞ্চে যাত্রা হয়।

ব্যাকসিনের পেছনে কী হচ্ছে তা দর্শকরা দেখতে পায় না। তোমাকে প্রম্পট করতে হবে ওই ব্যাকসিনের পাশে দাঁড়িয়ে। যাক গে, যা বললাম তা মনে রেখো।'

গদি থেকে বেরিয়ে আসতেই মাস্টারদার খপ্পরে পড়ল নবকুমার, 'যেমন করেই হোক আজ শেফালি-মায়ের সঙ্গে কথা বলবে। একবার যদি নিমরাজিও হয় তাহলে আমি মালিককে নিয়ে পৌঁছে যাব। আজকে আমার রিহার্সাল কেমন দেখলে?'

'ভালো।'

'তিনুদা বলেছে, এখন থেকে একটার বদলে দুটো মাছ দেবে। তুমি যদি শেফালি-মাকে রাজি করাতে পারো তাহলে ওরকম অনেক মাছ নিজে কিনে খেতে পারবে। এই নাও। এটা বুক পকেটে যত্ন করে রেখে দাও।' একটা সিঁদুর মাখানো জবা ফুলের পাপড়ি এগিয়ে ধরল মাস্টারদা।

'কী?'

'মায়ের পুজোর ফুল। সঙ্গে থাকলে সাফল্য পাবেই। পকেটে রাখো।'

অতএব ফুলের পাপড়ি পকেটে রাখতে হল।

মাস্টারদা বলল, 'কাল সকালে গিয়ে খোঁজ নেব। জয় মা কালী।' মাথার ওপর দুটো হাত জড়ো করে চোখ বন্ধ করল মাস্টারদা। নবকুমারের খেয়াল হল, মাস্টারদা যদি এখনও পর্যন্ত শো করতে গেলে একটা মাছ পায় তাহলে নিশ্চয়ই এক্সট্রাদের দলে পড়ে। আজ পাঁচটা দৃশ্য পড়া হয়েছিল। মাস্টারদা যে চরিত্রে করছে তার একটা মাত্র সংলাপ ছিল। পরে নাকি তিনটে গান আছে। বিবেকের। বিবেকরা তাহলে এক্সট্রা হয়।

চিৎপুরের ট্রাম লাইন থেকে গলিতে ঢুকতেই মাথা নীচু হয়ে গেল। দুপাশে ছাইমাখা মেয়ের দল দাঁড়িয়ে। কেউ-কেউ চটুল মন্তব্য করছে। শেফালি-মা বলেছিল, ওপাশের বড় রাস্তা দিয়ে একটা সরু গলি ওর বাড়ির গায়ে এসেছে। সেই পথ দিয়ে যাওয়া-আসা করতে। পথটাকে দেখে নিতে হবে। হাঁটছিল নবকুমার। হঠাৎ কানে এল, 'এই যে আমির খান, তোমার রানি মুখার্জির খবর নেবে না?'

নবকুমার ব্যাপারটাকে উপেক্ষা করে হাঁটলেও মেয়েটা সামনে চলে আসায় দাঁড়াতে হল। অল্পবয়সি, প্যান্টশার্ট পরা মেয়ে। হাত নাড়ল মুখের সামনে, 'এই যে, তুমি কালা নাকি! কানে কথা যাচ্ছে না?'

'আ-আমাকে?'

'তা নয় তো কাকে? যে তোমাকে পথ চিনিয়ে পৌঁছে দিয়ে এল তার খবর নিয়েছ?'

ঝট করে ইতির মুখ মনে পড়ল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন? কী হয়েছে?'

'এসো।' হাত ধরে টানল মেয়েটা। দরজায় দাঁড়ানো অন্য মেয়েরা হেসে উঠল শব্দ করে। মেয়েটা তাকে সেই ঘরে নিয়ে গেল যেখানে ইতি তাকে নিয়ে গিয়েছিল। নবকুমার দেখল গায়ে চাদর জড়িয়ে শুয়ে আছে ইতি। ওকে ঢুকতে দেখে হুড়মুড়িয়ে উঠে বসল। মেয়েটা বলল, 'বাড়ির সামনে দিয়ে চোরের মতো পালিয়ে যাচ্ছিল, ধরে নিয়ে এলাম।'

'আঃ। কেন? শুধু-শুধু বিরক্ত করা।' গলার স্বরে অসুস্থতা স্পষ্ট।

'কী হয়েছে তোমার?' নবকুমার জিজ্ঞাসা করল।

'কিছু হয়নি। তুমি যাও।'

'কিছু না হলে এই সময়ে কেউ চাদর মুড়ি দিয়ে শোয়?'

মেয়েটা বলল, 'কাল রাত থেকে জ্বর এসেছে। বাড়িওয়ালি ডাক্তারখানা থেকে ওষুধ এনে দিয়েছিল। তাতে কোনও কাজ হয়নি। জ্বর বলে কামাই করবে এটা তো বাড়িওয়ালি চায় না। অনেক কথার পর আজকের দিনটা ছাড়ান দিয়েছে।'

'এরা কী মানুষ!' না বলে পারল না নবকুমার।

মেয়েটা হাসল, 'শোনো কথা! আমরা যে মানুষ তা তোমাকে কে বলল? আমাদের মান মর্যাদা কিছু আছে? আমরা হচ্ছি যন্ত্র। যদ্দিন চালু থাকব তদ্দিন কদর।'

হঠাৎ কবিতার কথা মনে পড়ে গেল। কবিতা বলেছিল, ওদের সমিতিতে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। ডাক্তার আসেন। জায়গাটা এখান থেকে দূরেও নয়। সে বলল, 'ওঠো।'

'উঠব মানে?' ইতি অবাক।

'এভাবে শুয়ে থাকলে তো অসুখ সারবে না।'

'কী হবে সারিয়ে? আমার আর ভালো লাগছে না।' ইতি মুখ ফেরাল। আর তার পরেই কেঁদে ফেলল। কান্নার শব্দ খুবই মৃদু, শরীর ফুলছে বেশি।

নবকুমার মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করল, 'দুর্বার সমিতিতে ডাক্তার বসেন, ওকে ওখানে নিয়ে গিয়ে দেখাতে কী অসুবিধে?'

'কে নিয়ে যাবে? বাড়িওয়ালির মাস্তান শাসিয়ে রেখেছে এ-বাড়ির কেউ দুর্বারের মেম্বার হলে ঠিকানা পালটাতে হবে।' মেয়েটি বলল।

ইতির কান্না থেমেছিল। একটু ভেবে নবকুমার বলল, 'দেখি কী করা যায়।'

সঙ্গে-সঙ্গে ইতি মুখ ফেরাল, 'কিছুই করতে হবে না। চেনা নেই, জানা নেই আমার মতো একজন লাইনের মেয়ের জন্যে বিপদ ডেকে আনতে হবে না।'

'কীসের বিপদ?'

'হারু মাস্তানের নাম এখনও শোননি তাই বলছ।'

নবকুমার জিজ্ঞাসা করল, 'এই বাড়ির নম্বর কত?'

'একশো দুই-এর তিন।' মেয়েটি জবাব দিল।

নবকুমার বেরিয়ে এল। বাইরে তখন হইচই, গান বাজছে। রিকশা, ট্যাক্সিতে চেপে খদ্দের আসছে। সে সোজা দুর্বার সমিতিতে চলে এল। নীচের তলায় লোকজন নেই। নবকুমারের মনে হল সমিতি ছুটি হয়ে গিয়েছে। তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটি লোক বেরিয়ে এল ওপাশের ঘর থেকে, 'কী চাই?'

'কেউ নেই?'

'না। অফিস বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন তো আটটা বাজে।'

'কখন খুলবে?'

'চাই কাকে?'

'কবিতা—।'

'ও। নাম কী?'

'নবকুমার।'

'দাঁড়াও।' লোকটা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। তখনই নবকুমারের মনে পড়ল দুর্গার কথা। দুর্গার অসুখ কী তা নিশ্চয়ই ওরা জানতে পেরেছে এতক্ষণে। কবিতা কি এ-বাড়ির ওপরে থাকে? নইলে লোকটা ওপরে যাবে কেন?

লোকটা নেমে এল, 'যাও, ওপরে উঠে বাঁ-দিকের ঘর। ওখানে কবিতা আর চন্দ্রিমাদি কাজ করছেন।'

ওপরে উঠে এল নবকুমার। বাঁ-দিকের দরজায় দাঁড়াতেই দেখতে পেল প্রথম দিনের দেখা ভদ্রমহিলা, যাঁর নাম চন্দ্রিমা, কাগজে কিছু লিখছেন। উলটোদিকে বসে আছে কবিতা।

কবিতা তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার?'

নবকুমার বলল, 'দুর্গার ব্যাপারে জানতে এসেছিলাম।'

কবিতা চন্দ্রিমাদির দিকে তাকাল।

চন্দ্রিমাদি বললেন, 'তুমি খুব ভালো কাজ করেছ ওকে আমাদের কাছে নিয়ে এসে। ও আপাতত কিছুদিন আমাদের কাছেই থাকবে।'

'ওর কি খুব মারাত্মক অসুখ করেছে?' নবকুমার জিজ্ঞাসা করল।

'খুব যন্ত্রণাদায়ক তো বটেই। জেনিটাল হারপিস।' চন্দ্রিমাদি গম্ভীর গলায় বললেন।

আঠারো

নবকুমারের মুখ দেখে চন্দ্রিমা বললেন, 'এই অসুখের কথা শোনোনি? জেনিটাল হারপিস খুবই সংক্রামক। খুব কষ্ট দেয়। অবশ্যই কোনও কাস্টমারের কাছ থেকে পেয়েছে মেয়েটা।'

নবকুমার জিজ্ঞাসা করল, 'এই অসুখ সেরে যাবে তো?'

'নিশ্চয়ই যাবে। তবে ওকে বেশ কিছুদিন নিয়মিত ওষুধ খেতে হবে। নিজের ব্যাবসায় ফিরে যেতে পারবে না, যতদিন না সুস্থ হয়।' চন্দ্রিমা জানালেন।

'ওকে কি আপনারা ততদিন রেখে দিতে পারবেন?'

'দু-তিনদিন থাক। এরমধ্যে আমরা আলোচনা করে ঠিক করে নেব।'

নবকুমার খুশি হল। তারপরেই ওর মনে পড়ে গেল। সে ইতির কথা চন্দ্রিমাকে জানাল। ইতি অসুস্থ। কিন্তু দুর্বারে এসে ডাক্তার দেখাতে ভয় পাচ্ছে।

'ওর বাড়িওয়ালি বা গুন্ডা কি বাধা দিচ্ছে?'

'বোধহয়।'

হেসে ফেললেন চন্দ্রিমা, 'এটাই এখানকার বড় সমস্যা। মুশকিল হল কোনও মেয়ে যদি এগিয়ে এসে দুর্বারের সদস্য না হয় তাহলে আমরা কিছু করতে চাইলে ঝামেলা বেধে যায়। আমি দেখছি ব্যাপারটা। কিন্তু গ্রাম থেকে এখানে এসে কী ঠিক করেছ? মেয়েদের উপকার করে বেড়াবে?'

'না-না। আমি দেখলাম। তাই ভাবলাম আপনাকে জানিয়ে দিই।'

'ঠিক আছে। ঠিকানাটা বলো।'

'ঠিকানা।' মাথা নাড়ল নবকুমার। রাস্তা এবং বাড়িটা বুঝিয়ে দিল।

বাড়িতে ঢুকল নবকুমার। আর অমনি তাকে ঘিরে রং মাখা মেয়েদের ভিড় জমে গেল। এই মেয়েগুলো প্রথম-প্রথম দূরে দাঁড়িয়ে টিপ্পনি কাটত কিন্তু কেউ সামনে এসে কথা বলেনি। আজ বলল।

'দুগ্গার কী হল?'

মুখ নীচু করে নবকুমার বলল, 'ডাক্তার দেখেছে। ওষুধ দিয়েছে।'

'কোথায় আছে ও?'

'দুর্বারের অফিসে।'

সঙ্গে-সঙ্গে একটা স্বস্তির শব্দ বেরিয়ে এল মেয়েদের মুখ থেকে। তারপরেই প্রশ্ন ভেসে এল, 'কী হয়েছে ওর?'

'নিশ্চয়ই সিফিলিস?'

'নারে! আমার সন্দেহ হচ্ছে এইডস্!'

'ভ্যাট। এইডস হলে ওজন কমে যায়, পাতলা পায়খানা হয়। ওর তো সেসব কিছুই হচ্ছিল না। ক্যানসার হলে যন্ত্রণা হয়। কী হয়েছে শুনলেন?'

মনে করে অসুখটার নাম বলল নবকুমার, 'জেনিটাল হারপিস।'

'ওমা! এ কী রোগ? বাপের জন্মে নাম শুনিনি। বাঁচবে তো?'

'হ্যাঁ। তবে বেশ কিছুদিন চিকিৎসা করাতে হবে।'

এইসময় রোগা, মাঝারি উচ্চতার একজন লোক দরজা দিয়ে ঢুকে বাঁ-দিকে চলে যাচ্ছিলেন। একটা মেয়ে চেঁচিয়ে ডাকল তাঁকে, 'ও জামাইবাবু, দাঁড়ান না।'

'কী হল?'

'ওই যে কী নাম, জেনিটাল, জেনিটাল।'

আর একটা মেয়ে ধরিয়ে দিল, 'হারপিস।'

'হ্যাঁ। ওটা কী রোগ?'

'কার হয়েছে?'

'দুগ্গার।' আর-একজন বলল।

'সব্বোনাশ।' লোকটির মুখ করুণ হল, 'কোথায় ও?'

'দুর্বারের ডাক্তারের কাছে। কী রোগ?'

'একটা ভয়ঙ্কর ধরনের অ্যালার্জি যা মেয়েদের যোনিদ্বারে হয়ে থাকে। প্রচণ্ড চুলকায়, যন্ত্রণা হয়। চিকিৎসা না করালে মারাও যেতে পারে। ও নিশ্চয়ই কোনও খদ্দেরের কাছ থেকে রোগটা পেয়েছে।' লোকটি চোখের আড়ালে চলে গেলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে যে মেয়েটি প্রশ্ন শুরু করেছিল, সে চেঁচিয়ে উঠল, 'নিশ্চয়ই টাকলু কালুয়া। ওকে আমি অনেকবার চুলকাতে দেখেছি। এখানে এসেই দুর্গার ঘরে ঢুকত।'

আর-একজন বলল, 'খবরদার কেউ ওকে ঘরে বসাবি না।'

'এবার এলে শালার টাক ভাঙব।'

'কিন্তু দুর্গা এত কষ্ট পাচ্ছে, ও পাচ্ছে না কেন?'

'হয়তো মেয়েদের হলে রোগটা বেশি যন্ত্রণা দেয়, ছেলেদের দেয় না।'

'শালা ভগবানটা না নিজে ছেলে বলে নিজের জাতভাইকে সবসময়—।'

নবকুমার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। একটি মেয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'দুগ্গাকে আপনি বাঁচিয়ে দিলেন। আপনি খুব ভালো লোক।'

আর একজন বলল, 'আপনাকে আমরা আওয়াজ দিতাম বলে ক্ষমা চাইছি।'

উঠে এল নবকুমার। সিঁড়ির গায়ে যারা দাঁড়িয়েছিল, তারাও বেশ সম্ভ্রমের চোখে তার দিকে তাকিয়েছিল।

ঘরে ঢুকে নবকুমার অবাক। মাস্টারদা তার খাটে শুয়ে আছে। ওকে দেখে তড়াক করে উঠে বসে জিজ্ঞাসা করল, 'এতক্ষণ কার ধানে মই দিচ্ছিলে?'

'মানে?'

'সেই কখন গদি থেকে বেরিয়েছ, কোথায় গিয়েছিলে?'

'মহিলা দুর্বার সমিতির অফিসে।'

'উঃ। ওখানে তোমার কী দরকার? আজেবাজে ঝামেলায় না জড়িয়ে কাজের কাজটা এবার করো। আজই শেফালি-মাকে রাজি করাও। আরে ভাই, তুমি বুঝতে পারছ না কেন, শেফালি-মা রাজি হলে তোমার কপাল খুলে যাবে।'

এইসময় মুক্তো এসে দাঁড়াল, 'তুমি কখন বিদায় হবে?'

'আচ্ছা আমাকে দেখলেই তুমি হাঁড়িমুখো হও কেন?'

'কারণ, তোমার মতো ধান্দাবাজ পুরুষ আমার চেনা, তাই। একটু পরেই পুলিশ রাস্তায় যাকে পাবে তাকে তুলবে। নিজের ভালো চাও তো কেটে পড়ো।'

'যাচ্ছি বাবা যাচ্ছি। পুলিশ আমার মামা। ভাগনেকে কিছু বলবে না।'

মুক্তো মুখ ভ্যাটকাল। তারপর নবকুমারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাকে মা ডাকছেন। এখনই।'

'একেই বলে মেঘ না চাইতেই জল। যাও-যাও।' মাস্টারদা হাসল।

এই প্রথম শেফালি-মাকে বিছানায় বসা অবস্থায় দেখতে পেল না নবকুমার। ঘর খালি। নবকুমার যখন ইতস্তত করছে তখন ওপাশের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকলেন তিনি। নবকুমার অবাক হল। বসে থাকা মানুষের চেহারা স্পষ্ট বোঝা যায় না। শেফালি-মা বেশ লম্বা, শরীর ভারী হলেও ছাঁদ নষ্ট হয়নি। হেসে বললেন, 'কেমন আছ?'

'ভালো।'

'কলকাতা শহরের সব ভালো জায়গাগুলো ঘুরে-ঘুরে দেখবে। দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়ে গিয়ে প্রণাম করে আসবে। আমাদের খুব কাছে জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের বাড়ি। সেখানেও একদিন যেও।'

শেফালি-মা খাটে বসলেন।

'আমাকে ডেকেছেন?'

'অ্যাঁ? ও হ্যাঁ। চন্দ্রিমা ফোন করেছিল। তোমার খুব প্রশংসা করছিল। তুমি নাকি আর একটি অসুস্থ মেয়ের কথা ওদের বলেছ। সেটা শোনার পর আমার মনে হল, তোমাকে কয়েকটা কথা বলা দরকার। তুমি গাঁয়ের ছেলে। চাকরির সন্ধানে কলকাতায় এসে যাত্রার দলে প্রম্পটারের চাকরি পেয়ে গেছ। তোমাকে তো আরও ওপরে উঠতে হবে। নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবে ঠিকঠাক পথে এগোতে হবে। প্রম্পটারের চাকরিতে যে মাইনে পাবে তা যদি জমাতে পারো, তাহলে দু-তিন বছরের পরে ব্যাবসায় নামতে পারবে। কিন্তু মানুষের উপকার করার ইচ্ছে যদি তোমার মনে থাকে তাহলে ভালো করে ভাবো। উপকার করার ইচ্ছে নেশার মতো। যে মানুষ এই নেশায় মেতেছে, সে নিজের কথা, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে না। তুমি কোন পথে যাবে তা তোমাকেই ঠিক করতে হবে।' শেফালি-মা হাসলেন, 'ওই চেয়ারটায় বসো।'

নবকুমার বলল, 'আমি কিছু করব বলে ভাবিনি। ওদের বিপদ দেখে মনে হয়েছিল, দুর্বার সমিতিতে বললে কাজ হবে। আমি গ্রামের খুব গরিব পরিবারের ছেলে। আমার দিকে সবাই তাকিয়ে আছে। তাই ইচ্ছে হলেও আমি এমন কোনও কাজ করতে পারব না যা আমার বাবা-মাকে বিপদে ফেলে।'

'এটাই তো তোমার কর্তব্য হওয়া উচিত। এই যে দুর্গা, ওর কী দোষ বলো? পেটের জন্যে শরীর বিক্রি করছে সে। ক্যানিং-এর একটা গ্রামে ওর বাবা বিয়ে দিয়েছিলেন যার সঙ্গে, সে পণের টাকা না পেয়ে অত্যাচার করত। শেষপর্যন্ত বউকে দিয়ে রোজগার করাতে নিয়ে এল হাওড়ায়। ইটভাটার চাকরিতে ঢুকিয়ে দিল। হপ্তার শেষে মাইনে নিয়ে যেত লোকটা। দুর্গা থাকত অন্য কামিনদের সঙ্গে বস্তিতে। কিন্তু দ্বিতীয় সপ্তাহে হেড মিস্ত্রি ওকে ডেকে পাঠিয়ে শরীর ভোগ করল। এটাই নাকি দস্তুর। না রাজি হলে কাজ চলে যাবে। তাই রোজ শরীর দিতে হত যে মিস্ত্রির কাছে সে কাজ করছিল, তাকে। শেষপর্যন্ত মেয়েটা ঠিক করে, শরীর যদি দিতেই হয় তাহলে বিনা পয়সায় দেব না, তার বিনিময়ে টাকা নেব। ওকে কি দোষ দেওয়া যায়। ওর নির্লজ্জ স্বামী এখানেও আসে, ওর কাছ থেকে টাকা নিয়ে যায়। কিন্তু আমাদের সমাজের তথাকথিত ভদ্রলোকদের বিষ শরীরে নিতে বাধ্য হচ্ছে এরা। সেই লোকটার তো কোনও শাস্তি হচ্ছে না।' শেফালি-মা বেশ উত্তেজিত, 'আমার তো মাঝে-মাঝে ইচ্ছে হয় এই লোকগুলোর বাড়িতে গিয়ে মুখোশ খুলে দিয়ে আসতে।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে শেফালি-মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাড়িতে চিঠি দিয়েছ?'

'হ্যাঁ।' নবকুমার ইতস্তত করল, 'আপনাকে একটা কথা বলতে পারি?'

'নিশ্চয়ই। বলো।'

'আপনি তো বিখ্যাত অভিনেত্রী ছিলেন। অভিনয় ছেড়ে দিলেন কেন?'

'মন চাইল না। যে মানুষটাকে ঘিরে বাঁচার স্বপ্ন দেখতাম সে হঠাৎ চলে গেল। কথা বলতেই ইচ্ছে করত না। সেই জন্যেই তো ভদ্রলোকদের পাড়া ছেড়ে চলে এলাম সোনাগাছিতে। এখানে এসে কেউ আমাকে বিরক্ত করবে না। হলও তাই। বাড়িটা সস্তায় কিনেছিলেন উনি। মুক্তো তো অনেককাল সঙ্গে আছে। তা হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন করলে?'

'সবাই চায় আপনি আবার অভিনয় করুন।'

'সবার মনের খবর কী করে জানলে তুমি? এই তো সবে এসেছ!'

'সত্যি কথা বলব?'

'সত্যিটাই আমি শুনতে চাই নবকুমার।'

'আপনি অভিনয় করতে রাজি হলে আমার খুব উপকার হয়।'

'কীরকম?' মুখ গম্ভীর হয়ে গেল শেফালি-মায়ের।'

'আমার মাইনে অনেক বাড়িয়ে দেবেন যাত্রা মালিক।'

'কেন? আমার অভিনয়ের সঙ্গে তোমার মাইনে বাড়ার কী সম্পর্ক?'

'আমার কথা শুনে আপনি যদি রাজি হন—তাই!'

গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে শেফালি-মা বললেন, 'যাও, খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ো। কাল সকালে আমার সঙ্গে দেখা করবে। যাও।'

উনিশ

ঘরে ফিরে এসে নবকুমার বলল, 'মাস্টারদা, আমাকে বোধহয় কাল সকালে এই বাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যেতে হবে।'

মাস্টারদা খাটে বসে বিড়ি খাচ্ছিল। শুনে হাঁ হয়ে গেল কয়েক সেকেন্ড। তারপর বলল, 'খেপে গেছে মনে হচ্ছে। খেপির হাত-পা ধরলে না কেন?'

নবকুমার জবাব দিল না। তার নিজেরই খারাপ লাগছিল। একটা মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাকে সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে বলার মতো সম্পর্ক তো তার নয়।

মাস্টারদা বলল, 'শেফালি-মা নিশ্চয়ই জানে আমি তোমার কাছে এসেছি।'

'আমাকে কিছু বলেননি।'

মাস্টারদা উঠে দাঁড়াল, 'সব ভোগে গেল। ভাবলাম মালিকের মন পেয়ে যাব ওঁকে রাজি করতে পারলে, চাকরিটা পাকা হয়ে যাবে। যাক গে, কাল যদি তোমাকে তাড়িয়ে দেয় তাহলে আর কী করবে, গদিতে গিয়ে থাকবে। আমি চলি।'

মাস্টারদা দরজা পর্যন্ত গিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল, 'তোমার দ্বারা কিস্যু হবে না। একটা মেয়েছেলেকে ভালো কথা বলে রাজি করাতে পারলে না।'

মন মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল নবকুমারের। সে জানলায় গিয়ে দাঁড়াল। এখন সামনের রাস্তায় আবার মেলা বসে গেছে। মাগুর মাছের গায়ে ছাই মাখালে যেমন দেখতে লাগে, রাস্তার পাশে দাঁড়ানো মেয়েদের সেরকম দেখাচ্ছে। ওরা হাসছে, শরীর দোলাচ্ছে কিন্তু এসব যে মন থেকে

করছে না তা এ ক'দিনে সে বুঝে গেছে। শুধু পেটের জন্যে এরা অভিনয় করছে। কিন্তু এই অভিনয়ের সংলাপ কোনও প্রম্পটারের মুখ থেকে শুনে ওরা মুখস্থ করেনি। নিজেদের সংলাপ প্রতিরাতে নিজেরাই বানিয়ে নেয়।

হঠাৎ হইহই চিৎকার উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েগুলো যে যার বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল হুড়মুড়িয়ে। রাস্তা ফাঁকা এবং কয়েকজন লোককে ছুটে পালাতে দেখল নবকুমার। তারপরেই চোখে পড়ল মাস্টারদাকে। ছুটতে-ছুটতে এদিকে আসছে আর তার পেছনে ছুটে আসছে একটা সেপাই। অত মোটা শরীর নিয়েও সেপাইটা মাস্টারদাকে ধরে ফেলল। রাস্তায় পড়ে গেল মাস্টারদা। লোকটা ওর জামার কলার ধরে টেনে তুলে হিঁচড়ে পেছনে নিয়ে যেতে একটা পুলিশের ভ্যান এসে দাঁড়াল। সেপাইটা মাস্টারদাকে ভ্যানের মধ্যে ছুড়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

দৃশ্যটি দেখা মাত্র নবকুমার চিৎকার করে উঠল, 'মাস্টারদা।' কিন্তু ভ্যান চোখের আড়ালে চলে গেল।

এ পাড়া থেকে বেরোনোর জন্যে পুলিশ মাস্টারদাকে ধরে ভ্যানে তুলেছে। অথচ মাস্টারদার কোনও দোষ নেই। নবকুমার দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে ভেতরের প্যাসেজে চলে এল। কিছু একটা করা উচিত। মাস্টারদাকে মুক্ত করতে ঠিক কী করা উচিত তা সে বুঝতে পারছিল না। বেশ উত্তেজিত হয়ে নবকুমার শেফালি-মায়ের দরজার সামনে গিয়ে দেখতে পেল, সেটা ভেতর থেকে বন্ধ। দরজায় শব্দ করল সে।

'কে?' শেফালি-মায়ের গলা ভেসে এল।

ওপাশ থেকে এগিয়ে এল মুক্তো, 'ওকী! দরজায় শব্দ করছ কেন? মা এখন শুয়ে পড়েছে।'

নবকুমার মুক্তোর দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত গলায় বলল, 'মাস্টারদাকে ধরে পুলিশ ভ্যানে তুলেছে। আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

'তুলুক। একটু পরে ছেড়ে দেবে। ওই চামচিকে তো পকেটখালির জমিদার, জানতে পারলেই রদ্দা মেরে ভ্যান থেকে নামিয়ে দেবে।' মুক্তো বেশ নিস্পৃহ গলায় বলল, 'ঘরে যাও। আমি আসছি।'

'কী আশ্চর্য! মানুষটাকে যদি ওরা মারধোর করে?'

'করে করবে! ও তো তোমার মতো গাঁয়ের ভূত না, চালু মাল। ঠিক বেরিয়ে যাবে।' মুক্তোর কথা শেষ হতেই দরজা খুলে গেল। শেফালি-মা বিরক্ত মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে? তুমি দরজায় ধাক্কা দিয়েছ?'

'হ্যাঁ। আপনি কিছু মনে করবেন না। একটু আগে জানলা দিয়ে দেখলাম পুলিশ মাস্টারদাকে ধরে ভ্যানে তুলেছে। তাই বাধ্য হয়ে—!' নবকুমারকে কথা শেষ করতে দিল না মুক্তো, 'আমি দেখতে পাওয়ার আগেই ও এখানে চলে এসেছিল।'

'মাস্টারকে পুলিশ ধরেছে? ও এখানে কী করছিল?'

'মাস্টারদা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।' নবকুমার বলল।

শেফালি-মা মুক্তোর দিকে তাকালেন, 'মাস্টার এ-বাড়িতে এসেছিল, তুই বলিসনি তো!'

'তুমি শুয়ে পড়লে বলে বলিনি।' মুক্তো জবাব দিল।

শেফালি-মা নবকুমারের দিকে তাকালেন, 'ও! মাস্টার এসে তোমাকে বুঝিয়েছে যে আমাকে আবার অভিনয়ে ফিরে যাওয়ার জন্যে রাজি করাতে। তাই তো?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল নবকুমার।

'সে নিজে বলতে পারল না কেন? আমাকে তো অনেককাল চেনে। তোমার সঙ্গে তো

দু-দিনের আলাপ। সেটাও ওরই মাধ্যমে।'

'আপনাকে বলতে সাহস পাচ্ছিল না।'

'সাহস পাবে কী করে! মেরুদণ্ডহীনের দল সব।' তারপর শেফালি-মায়ের গলার স্বর পালটে গেল, 'মুক্তো, তোকে বলেছিলাম রাতে এ বাড়িতে আসা যাওয়ার পেছনের রাস্তাটা এদের দেখিয়ে দিবি। দিয়েছিলি?'

'তালেগোলে সময় পাইনি।'

'আজকাল তুই আমার অবাধ্য হওয়ার চেষ্টা করছিস?'

'না মা। দিব্যি কাটছি, খেয়াল ছিল না। বিশ্বাস করো।'

'যা, গিয়ে দেখে আয় ভ্যানটা পাড়ার ভেতরে আছে কি না। এক্ষুনি যা।'

'আমি? এত রাত্রে?'

'ন্যাকামো করিস না। তোকে দেখে সেপাইগুলোও কিছু বলবে না। যা।'

মুক্তো বেরিয়ে গেলে শেফালি-মা বললেন, 'তুমি নিজের ঘরে যাও। যখন দরকার হবে তখন ডেকে পাঠাব।'

নবকুমার নিজের ঘরে চলে গেল।

ঘরে ঢুকে নম্বর দেখে ফোন করলেন শেফালি-মা। এখন দুর্বার বন্ধ থাকায় কথা। সমিতির মেম্বাররা তো বটেই, সম্পাদক বা দায়িত্বে থাকা মেয়েরা এই সময়ে পেট চালাতে ব্যাবসা করতে বাধ্য হয়। কিন্তু আজ এখন কবিতাকে পেয়ে গেলেন শেফালি-মা। বললেন, 'আমি শেফালি-মা বলছি। তুমি এখনও ওখানে?'

'আর বলবেন না। আপনার এই ছেলেটা, কী যেন নাম—।'

'নবকুমার।'

'হ্যাঁ। নবকুমারই বটে। সেদিন আপনার বাড়ির দুর্গাকে এনে হাজির করল। ওকে মেডিক্যাল কলেজের ট্রপিক্যালে ভরতি করতে হচ্ছে। খুব যন্ত্রণা হচ্ছে বেচারার। তারপর খবর দিয়ে গেল, আর একটা মেয়ে খুব অসুস্থ হয়ে ঘরে পড়ে আছে। অনেক কষ্টে তাকে তো তুলে নিয়ে আসা হল। ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করে বলে গেলেন, বসন্ত হয়েছে। এখন ওর সারা শরীরে গুটি বেরুবে। শুনে ওর বাড়িওয়ালি রাখতে চাইল না। ওকে এখানেই রাখা হয়েছে। বসন্তের তো তেমন ওষুধ নেই। তিন সপ্তাহ লাগবে সুস্থ হতে।'

'এখন তো স্মল পক্স হয় না। তাহলে রাখতে চাইল না কেন?'

'ভয় পাচ্ছে। যদি অন্য মেয়েদের হয় তাহলে ব্যাবসা লাটে উঠবে। বলুন, এত রাতে হঠাৎ আপনি ফোন করলেন?' কবিতা জিজ্ঞাসা করল।

'তোমাদের সঙ্গে পুলিশের চুক্তি হয়েছিল না, নিরাপরাধ লোকদের রাতে ভ্যানে তুলে টাকা আদায় করার চেষ্টা করবে না?'

'হয়েছিল। কিন্তু মানছে কই! বললেই বলে লোকগুলো হল্লা করছিল, গোলমাল ঠেকাবার জন্যে ধরেছে। ভ্যানগুলো থাকার কথা সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যুতে, কিন্তু রাত হলেই ভেতরে এসে পাক খায়। এখন নাকি একটা নতুন আইন চালু হবে।'

'কী সেটা?'

'মেয়েরা ঘরে বসে ব্যাবসা করলে পুলিশ কিছু বলবে না। কিন্তু যেসব ছেলে তাদের কাছে আসবে তারা অন্যায় করছে বলে পুলিশ ধরবে।'

'ওমা!' শেফালি-মা বিরক্ত হলেন, 'সেই একটা নাটক করেছিলাম যাতে একটা চরিত্রকে বলা হয়েছিল, মাংস কাটতে পারো কিন্তু এক ফোঁটা রক্ত যেন না পড়ে।'

'আপনার চেনাজানা কাউকে ধরেছে?'

'হ্যাঁ।'

'আমি আসছি।' কবিতা ফোন রেখে দিল।

মুক্তো ফিরে এসে জানাল, একটা পুলিশের ভ্যান সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যুতে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তার ভেতরে মাস্টারদা নেই। তারপর অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ওকী! এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছ?'

'তুই একটা ট্যাক্সি ডাক। বলবি ঘণ্টা পিছু ভাড়া দেব।' শেফালি-মা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাজ শেষ করতেই মুক্তো ফিরে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, 'কবিতা এসেছে। দুর্বারের কবিতা।'

'ভেতরে আসতে বল। আর নবকুমারকে ডেকে দিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে আয়।' মুক্তো চলে গেলে কবিতা ঘরে এল। বেচারা আজ সমিতির কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল যে নিজের ব্যাবসার জন্যে সময় বের করতে পারেনি। ওর চোখ মুখে এক ফোঁটা রং নেই। সমাজসেবিকাদের যে চেহারা শেফালি-মা জানেন, তার সঙ্গে এক ফোঁটা পার্থক্য নেই।

এইসব মেয়েরা, সমাজ যাদের বেশ্যা বলে, তাদের আর-একটা চেহারা দুর্বার তৈরি হওয়ার পর দেখতে পাওয়া গেল। মানুষের মতো বাঁচার আন্দোলনে এরা নিজেদের দুটো ভাগ করে নিয়েছে। এদের প্রত্যেকেই সামাজিক মানুষের লালসার শিকার। স্বামী বা প্রেমিকের বিশ্বাসঘাতকতায় শরীর বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু তারপরেও এরা মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইছে এক হয়ে। এই এক হওয়াটাই অনেকে পছন্দ করছে না।

'এসো। বসো।'

কবিতা বসে হাসল, 'আপনাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।'

'অ্যাই! চুপ। তোমার মায়ের বয়সি আমি!'

'বাঃ। মাকে সুন্দর দেখালে তা বলব না।'

'শোনো। যাত্রাদলে অভিনয় করে একজন, আমার কাছে এসেছিল। এখান থেকে ফেরার সময় পুলিশ ধরে ভ্যানে তুলেছে।'

'আপনি কি ওকে ছাড়াতে যেতে চাইছেন?' কবিতা জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ।'

'আমার মনে হয় আপনার না যাওয়াই ভালো। আমি দেখছি। কী নাম ওঁর?'

'মাস্টার বলেই ডাকে সবাই।'

'একটা ভালো নাম নিশ্চয়ই আছে।'

এইসময় নবকুমার ঘরে ঢুকে কবিতাকে দেখে বেশ অবাক হয়ে গেল। শেফালি-মা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মাস্টারের ভালো নাম কী?'

ফাঁপরে পড়ল নবকুমার। মাথা নেড়ে বলল, 'আমি জানি না। মাস্টারদা বলে ডাকি।'

'একটু সমস্যা হবে। দেখছি।' কবিতা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ওই মেয়েটাকে আপনার কথায় নিয়ে এসেছি দুর্বারে। ওর পক্স হয়েছে।'

'সে কী! ইতির পক্স হয়েছে?'

'ও বাব্বা! ওর নাম বুঝি ইতি? কিছুতেই নাম বলতে চাইছিল না। জিজ্ঞাসা করলে, ওই অসুস্থ অবস্থাতেও বলেছে ওর নাম বিদ্যা বালান।' হেসে ফেলল কবিতা, 'যাক। আসল নামটা জানা গেল।'

শেফালি-মা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানকার কোনও মেয়ে চট করে নিজের আসল নাম বলতে চায় না। তোমাকে বলল কেন?'

কুড়ি

নবকুমার তাকাল। শেফালি-মাকে সাজগোজ করায় একেবারে অন্যরকম দেখাচ্ছে। ঠিক দুর্গাঠাকুরের মতো। কিন্তু ওঁর মুখে বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট।

সে বলল, 'একদিন সন্ধের পরে আসার সময়ে ইতি আমাকে এই বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল। তখন নাম জিজ্ঞাসা করাতে সে প্রথমে বলতে চায়নি। সিনেমার নায়িকাদের নাম বলেছিল। শেষ পর্যন্ত কী মনে হতে বলেছিল ওর আসল নাম ইতি। মেয়েটা ভালো।'

'কে ভালো, কে মন্দ, তা এখানে পা দিয়েই জেনে গেলে! এ-বাড়িতে থাকতে হলে এদের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করতে হবে। বুঝতে পেরেছ?' শেফালি-মা বললেন। নিঃশব্দে মাথা নাড়ল নবকুমার।

মুক্তো এসে জানাল, 'ট্যাক্সি এসে গেছে।'

শেফালি-মা বললেন, 'কবিতা, আমি নবকুমারকে নিয়ে তোমার সঙ্গে যেতে চাইছি।'

'আপনি জানেন না শেফালি-মা, ওরা কী মুখ খারাপ করে।' কবিতা বলল।

'এখানে তো সারাদিনই খিস্তি খেউড় শুনছি। তার চেয়ে বেশি কী শোনাবে। চলো। মুক্তো, তুই জেগে থাকবি। আমি না ফেরা পর্যন্ত যেন দরজায় চোখ রাখিস।'

পুলিশের ভ্যান পাড়া ছেড়ে চলে যাওয়ার পরে রাস্তা আবার আগের মতো। মেয়েরা দরজায় দাঁড়িয়ে সিনেমার গানের কলি ছুড়ে দিচ্ছে।

শেফালি-মা সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতেই মেয়েরা হাঁ করে দেখল। অনেকেই শেফালি-মায়ের কথা জানে কিন্তু চোখে দ্যাখেনি। প্রায় ষাট ছোঁওয়া রাজেন্দ্রাণীর মতো শেফালি-মা কবিতাকে নিয়ে ট্যাক্সির পেছনের সিটে উঠে বসলেন, সামনে নবকুমার। ট্যাক্সিওয়ালা জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাব?'

'এ-পাড়ায় কোনও পুলিশের ভ্যান আছে কিনা ঘুরে দেখুন।' শেফালি-মা বললেন।

সঙ্গে-সঙ্গে ট্যাক্সিওয়ালা ঘুরে তাকাল, 'পুলিশের ভ্যান? ঝামেলায় পড়ব না তো?'

'না।'

বোঝা গেল নিতান্ত অনিচ্ছায় ট্যাক্সিওয়ালা কয়েকটা বড় গলি ঘুরে শেষপর্যন্ত সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যুতে চলে গেল। শেফালি-মা বললেন, 'ওকে থানায় যেতে বলো।'

কবিতা ট্যাক্সি ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল। নবকুমার দেখল, ট্যাক্সিটা এখন একটা ট্রাম লাইনের ওপর দিয়ে চলছে। রাস্তায় লোকজন খুব কম। শেষপর্যন্ত একটা চৌমাথার মোড়ে এসে গাড়ি ডানদিকে ঘুরল। শেফালি-মা বললেন, 'ওকে একটু দাঁড়াতে বল।'

ট্যাক্সিওয়ালা ব্রেক চাপল! শেফালি-মা বললেন, 'নবকুমার, বাঁ-দিকে তাকিয়ে দ্যাখো। এখন ওটা স্টার সিনেমা হয়েছে। কিন্তু ওটা ছিল স্টার থিয়েটার। বিনোদিনীর নাম শুনেছ? গিরিশ ঘোষমশাই? ওই থিয়েটারে তাঁদের মতো বড়-বড় মাপের অভিনেতা অভিনেত্রীরা অভিনয় করে গেছেন। আমি যখন খুব ছোট, তখন মায়ের সঙ্গে এসেছিলাম নাটক দেখতে। শ্যামলী। উত্তমকুমার আর সাবিত্রী চ্যাটার্জি। সেই স্টার থিয়েটারে আগুন লাগল আর পুড়ে গেল নাটকের ঐতিহ্য। খুব কষ্ট হয়। চলো।'

নবকুমার উৎসুক চোখে স্টার থিয়েটার দেখছিল। কোনও একটা বইতে সে স্টার থিয়েটার তৈরির কাহিনি পড়েছে। ট্যাক্সি থামল থানার সামনে।

শেফালি-মা বললেন, 'কবিতা, ওকে বলো যদি অপেক্ষা করে তাহলে মিটারে যা উঠবে তার থেকে বেশি দেব।'

কবিতাকে বলতে হল না। তার আগেই ড্রাইভার বলল, 'ঠিক আছে, আমি থাকছি।'

জীবনে কখনও থানায় যায়নি নবকুমার। দুই মহিলার পেছন-পেছন থানায় ঢুকল সে। সামনে যে সেপাই দাঁড়িয়েছিল সে কবিতাকে দেখে নিঃশব্দে যে হাসিটা হাসল তা খুব বিশ্রী বলে মনে হল তার। কবিতা জিজ্ঞাসা করল, 'বড়বাবু আছেন?'

'দেখা হবে না।' সেপাই নিঃশব্দে হেসে বলল।

'কেন?'

'এত রাত্রে বড়বাবু মেয়েছেলের সঙ্গে দেখা করেন না।'

'নিজের মা-বউ-মেয়ের সঙ্গেও না?' কবিতা খেপে যায়।

'অ্যাই চোপ!'

'তোমার বড়বাবুর সাহেব যদি মহিলা হতেন তাহলে তুমি তাকে একথা বলতে পারতে?'

'যত্ত শালা, ঝুট ঝামেলা।' লোকটা চেঁচিয়ে উঠল।

এইসময় একজন এস আই ভেতরে থেকে বেরিয়ে এলেন, 'কী হয়েছে?' তারপর কবিতাকে দেখে বললেন, 'ও, তুমি? কী ব্যাপার?'

'ইনি শেফালি-মা। আগে যাত্রার নামকরা অভিনেত্রী ছিলেন।' কবিতা বলল।

এস আই শেফালি-মায়ের দিকে বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে তাকাল, 'মাপ করবেন, শেফালি দেবীই কি আপনি?'

কবিতা উত্তর দিল, 'হ্যাঁ।'

'আসুন আপনারা।'

ঘরে কয়েকটা টেবিল। পুলিশ অফিসাররা এক-এক টেবিলে বসে বিভিন্ন লোকের সঙ্গে কথা বলছেন। একজন বেশ জোরে ধমক দিতেই ওরা সেদিকে তাকাল। এস আই ভ্রূক্ষেপ না করে নিজের টেবিলে গিয়ে ওদের বসতে বললেন।'

বসার পর এস আই জিজ্ঞাসা করল, 'বলুন, কী ব্যাপার?'

নবকুমারের মনে হল এই লোকটা ভালো। আচ্ছা, সে-ও তো পরীক্ষা দিয়ে এই চাকরিটা করতে পারে। তার শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, উচ্চতা ওই চাকরির পক্ষে তো উপযুক্ত। এই চাকরি করলে সে কত মানুষের উপকার করতে পারবে।

শেফালি-মা বললেন, 'সোনাগাছিতে আমার একটা বাড়ি আছে। অভিনয় থেকে অবসর নেওয়ার পরে আমি সেই বাড়ির দোতলায় থাকি। কোনও কারণে আমি একাই থাকতে চাই, বাইরের লোকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চাই না। তাই ওই বাড়িতে আমি বেশ শান্তিতে থাকতে পারি। আমার কাছে যাত্রাদলে পরিচিত একটি লোক আজ দেখা করতে এসেছিল। ঠিক আমার কাছে বলব না। এই ছেলেটি আমার কাছে থাকে। যে এসেছিল এ তার গ্রাম সম্পর্কের ভাই। কলকাতায় থাকার জায়গা নেই বলে লোকটির অনুরোধে একে আমার কাছে রেখেছি। তা দেখা করে বেরোবার সময় পুলিশ বিনা কারণে ওকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। আপনারা লোকটিকে ছেড়ে দিন। সে যাত্রায় বিবেকের পার্ট করে।'

এস আই চুপচাপ শুনলেন, 'পুলিশ কোনও কারণ ছাড়া কাউকে ধরবে কেন?'

কবিতা চট করে তেতে গেল, 'কেন ধরে সবাই জানে। আমরা, দুর্বার থেকে প্রতিবাদ করলে আপনারা কিছুদিন চুপচাপ থাকেন, তারপর যে কে সেই।'

'তুমি যদি এইভাবে কথা বলো তাহলে আমার কিছু করার নেই।'

'কেন থাকবে না? পুলিশের কাজ শান্তি রক্ষা করা, অশান্তি সৃষ্টি করা নয়। সোনাগাছিতে যৌনকর্মীরা কাজ করে। মনে রাখবেন তাঁরা আর পাঁচটা খেটে খাওয়া কর্মীর থেকে আলাদা নয়।'

এস আই কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আচ্ছা, এত গুছিয়ে, যেভাবে ইউনিয়নের নেতারা কথা বলেন ঠিক সেইভাবে কথা বলতে তুমি শিখল কী করে? এটা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। যেসব মেয়ে দুর্বারের কোনও পদে নির্বাচিত হয় তার কথাবার্তা কয়েক মাসের মধ্যেই বদলে যায়। শোনো, উনি যার কথা বললেন, সে দুর্বারের সদস্য বা কোনও সদস্যের ক্লায়েন্ট নয়। অতএব তুমি চুপ করো।' তারপর শেফালি-মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওই এলাকায় যে ভ্যান গেছে সেটা ফিরে এসেছে কি না খোঁজ করছি। আপনি বসুন।'

এস আই উঠে গেলে নবকুমার চারপাশে তাকাল। কয়েকজন পুলিশ এদিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছে। ওরা যে শেফালি-মা এবং কবিতাকে নিয়ে কথা বলছে তা বুঝতে অসুবিধে হল না। নবকুমারের ভালো লাগল না।

একজন পুলিশ যেতে-যেতে দাঁড়িয়ে গেলেন, 'কী হে! আবার কী হল? সমিতি করে তো বিখ্যাত হয়ে গেছ তোমরা। শুনতে পেলাম দেশ বিদেশ থেকে প্রচুর টাকা পাচ্ছে তোমাদের সমিতি।'

'আমাদের খবর আপনারা দেখছি ভালোই জানেন!'

'ট্যাকটেকিয়ে কথা বলবে না। দিনকে দিন কত দেখব। ইনি কোন বাড়ির?'

'কেন?'

'আগে কখনও দেখিনি। সোনাগাছিতে এরকম কেউ আছে আর আমি জানতাম না। কোন বাড়ি?'

'উনি যৌনকর্মী নন।'

'অ। এটা গৃহস্থের বাড়ির নাকি? হাফ গেরস্থরা বেশি ইন্টারেস্টিং হয়।'

শোনামাত্র শেফালি-মা উঠে দাঁড়ালেন, 'আপনি কী বলতে চাইছেন?'

'কিছুই না। একটু খোঁজ খবর নিচ্ছিলাম।'

'কী জন্যে?'

'দ্যাখো—।'

'দেখুন বলুন। আমি আপনাকে তুমি বলছি না।'

'অ! সোনাগাছির কোন বাড়িতে কোন মেয়েমানুষ থাকে তার খবর আমাদের রাখতে হয়। ওটা তো ক্রিমিন্যালদের ডেরা। আজ দুর্বার হয়েছে বলে রাতারাতি সব মেয়েমানুষ সতী হয়ে গেছে এমন ভাবার কারণ নেই। তুমি, সরি, আপনার মতো, যাকে বলে সম্ভ্রান্ত চেহারার মেয়েমানুষ ওখানে ঘর নিয়েছে তা জানতাম না। তাই ঠিকানাটা জিজ্ঞাসা করছি।' লোকটির মুখে হাসি।

মাথা গরম হয়ে যাচ্ছিল নবকুমারের। সে উঠে দাঁড়িয়ে রাগত গলায় বলল, 'আপনি ঠিকভাবে কথা বলুন। উনি ওখানে ঘর নেননি, একটা বাড়ির মালিক উনি। কোনও যৌনকর্মী নন।'

'অ্যাই! কার সঙ্গে কথা বলছিস জানিস?' লোকটি চিৎকার করে উঠতেই এস আই ফিরে এলেন, 'আসুন। বড়বাবু কথা বলবেন।'

শেফালি-মা তখন রাগে ফুঁসছেন, 'এই লোকটি—।'

'ছেড়ে দিন। আসুন।'

ঘরে ঢোকামাত্র বড়বাবু নমস্কার করলেন, 'আসুন, আসুন। আপনাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে বলে দুঃখিত। আমি এই ফিরলাম। আপনার অভিনয় আমি দেখেছি। শুনেছি আপনি অভিনয় করা ছেড়ে দিয়েছেন। শুনে খারাপ লেগেছিল। বলুন।'

'আমি প্রথমে জানতে চাই সোনাগাছি পাড়ায় থাকা মানে আমি একটা মেয়েমানুষ একথা বলার অধিকার একজন পুলিশের আছে কি না।' শেফালি-মা জিজ্ঞাসা করলেন।

বড়বাবু এস আই-এর দিকে তাকাতে তিনি নীচু গলায় কিছু বলতে তিনি বললেন, 'ডাকুন ওকে।' এস আই বেরিয়ে গেলে বড়বাবু বললেন, 'আমি ক্ষমা চাইছি। আসলে আপনার মতো বিখ্যাত অভিনেত্রী ওখানে আছেন তা অনেকে ভাবতে পারে না।'

'আমার মনে হয়েছিল তথাকথিত সভ্য মানুষদের কাছে এলাকাটা নিষিদ্ধ বলে আমি নিশ্চিন্তে ওখানে থাকতে পারব।' শেফালি-মা বললেন।

এস আই-এর সঙ্গে সেই পুলিশটি ঘরে আসতেই বড়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'এঁকে চেনো?'

মাথা নেড়ে নিঃশব্দে না বলল লোকটি।

'উনি বিখ্যাত অভিনেত্রী শেফালিদেবী। ওঁকে যা বলেছ তার জন্যে এখনই ওঁর কাছে ক্ষমা চাও।' বড়বাবু কড়া গলায় বললেন।

'মাপ করবেন।' এক কথায় বলে ফেলল লোকটি।

'যাও।'

লোকটি বেরিয়ে গেলে এস আই জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনাদের যে লোকটিকে ভ্যানে তোলা হয়েছিল তার নাম কী?'

শেফালি-মা বললেন, 'আমরা ওকে মাস্টার বলে ডাকতাম।'

একটা কাগজে চোখ বুলিয়ে এস আই বললেন, 'এই নামের কেউ ভ্যানে ছিল না। তিনজনকে নিয়ে আসা হয়েছে। দেখুন এদের কেউ কি না।'

সেপাইকে হুকুম দিতে সে তিনটে লোককে ঘরে নিয়ে এল। তাদের মধ্যে মাস্টারদাকে দেখতে পেল না নবকুমার।

কবিতা বলল, 'তাহলে টাকা নিয়ে ওকে ছেড়ে দিয়েছে।'

এস আই তিনজনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভ্যান থেকে কাউকে কি ছেড়ে দিয়েছে?'

তিনজনেই মাথা নেড়ে না বলল। একজন হাসল।

'হাসছ কেন?'

'একজন, রোগা, বেঁটে লোক, যাত্রার গান শুনিয়েছিল, তাকে ছেড়ে দিয়েছে।' লোকটি উত্তর দিল। এস আই বললেন, 'যাক। আপনাদের লোক এখানে আসেনি।'

শেফালি-মা বড়বাবুকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে আসছিলেন। হঠাৎ কানে এল, 'আরে শালা, পচা আলুর সঙ্গে থাকলে ভালো আলুও পচে যায়।'

কবিতা ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। শেফালি-মা ধমকালেন, 'চলো।'

সারাটা পথ কোনও কথা বলেননি শেফালি-মা। ভাড়া মিটিয়ে দিলে কবিতা চলে গেল। মেয়েদের ভিড় দু-ভাগ হল। শেফালি-মায়ের পেছন-পেছন ওপরে উঠে এল নবকুমার।

নিজের ঘরে ঢোকার আগে শেফালি-মা বললেন, 'সব গোলমাল হয়ে গেল। কাল সকাল আটটায় আমার সঙ্গে দেখা করবে নবকুমার।'

একুশ

ঘুম ভাঙার পর নবকুমারের কিছুক্ষণ বিছানায় পড়ে থাকার অভ্যেস ছিল গ্রামের বাড়িতে। বার-পাঁচেক মায়ের ডাক না শুনলে বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করত না। এখানে আসার পর আজ সকালে ঘুম ভাঙতে মনে হল, আরও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকে। একটু আগে সে ওই স্বপ্নটা দেখেছে। যেদিন বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা, গ্রামের বাড়িতে আধাশোওয়া হয়ে হ্যারিকেনের আলোয় পড়েছিল সেই রাতে প্রথম দেখেছিল। তারপর মাঝেমাঝেই স্বপ্নটা ঘুমের মধ্যে চলে আসত। কেউ ইচ্ছে করলেই যদি পছন্দমতো স্বপ্ন ঘুমের মধ্যে দেখতে পেত তাহলে নবকুমার একটি কারণে ওই স্বপ্ন দেখতে চাইতে।

নৌকোয় চেপে বেশ কয়েকজন যাত্রীর সঙ্গে সে যাচ্ছে। তাদের গ্রামের অনেকেই আছে

সেই নৌকোয়। বিশেষ করে গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান হর্ষবর্ধনজ্যাঠা ঠিক নৌকোয় থাকত। একটু খিদে পেয়ে যেতে জঙ্গলে, এক দ্বীপে নৌকো ভেড়ানো হল। রান্নাবান্না হবে। হর্ষবর্ধনজ্যাঠা বলল, 'ওহে নবকুমার, যাও কিছু শুকনো কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে এসো। মরা গাছ পেলে কেটে নিয়ে আসবে, এই কুড়োলটা নিয়ে যাও সঙ্গে।' সে কাঠ কাটতে গেল। অনেকটা কাটা কাঠ দড়ি দিয়ে বেঁধে কাঁধে তুলে ফিরে এসে সে অবাক! কেউ নেই তার অপেক্ষায়। জল বেড়ে গেছে খুব। প্রাণ বাঁচাতে গ্রামের লোক নৌকোয় উঠে চলে গেছে চোখের আড়ালে। খুব মন খারাপ হয়ে গেল তার। খিদে পেয়েছে, দিনও শেষপর্যন্ত ফুরিয়ে আসছিল। একটা আশ্রয়ের আশায় জঙ্গল ভেঙে এগিয়ে যাচ্ছিল সে।

হঠাৎ একটি স্ত্রীকণ্ঠ ভেসে এল, 'পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?' অবাক হয়ে মুখ ফিরিয়ে সে যাকে দেখল সে অবশ্যই উদ্ভিন্ন যৌবনা তরুণী। কিন্তু তার মুখ ঝাপসা। চোখ, নাক, গাল, কপালের ওপর গভীর ছায়া মাখামাখি। এই তরুণীকে দেখেই ঘুম ভেঙে যেত তার। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস খুলে সেই তরুণীর রূপের বর্ণনা বারংবার পড়া সত্ত্বেও স্বপ্নে তার মুখ দেখতে পেত না। যে কয়েকবার সে ওই স্বপ্ন দেখেছে তা ভেঙে গেছে রহস্যাবৃত মুখের কারণে। আজ ভোরে সেই স্বপ্নটা আবার দেখল নবকুমার। কিন্তু এ কী দেখল সে!

নৌকো দেখতে না পেয়ে সে হতাশ হয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর আশ্রয়ের আশায় জঙ্গলের পথ ধরে যখন যাচ্ছিল তখন হঠাৎ গাছগুলো যেন বিশাল-বিশাল অট্টালিকা হয়ে গেল এবং সেই অট্টালিকার পাশে দাঁড়িয়ে সেই তরুণী জিজ্ঞাসা করল, 'পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?'

নবকুমার চমকে দেখল এখন সেই তরুণীর মুখ আর অস্পষ্ট নয়। এই মুখ ছুটকির। সে বলতে চাইল, 'ছুটকি তুমি!' কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে তরুণীর মুখ মন্দিরার হয়ে গেল। মন্দিরা যেন উত্তরের অপেক্ষায় রয়েছে। নবকুমার এক-পা এগোতেই তরুণী মুখ নামাল। তারপর আবার যেই মুখ তুলল তখন নবকুমার ইতিকে দেখতে পেল। ইতি তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। আর তখনই ঘুম ভেঙে এল।

এই স্বপ্ন প্রথম যখন সে দেখেছিল তখন ছুটকি, মন্দিরা বা ইতিকে সে দ্যাখেনি। তখন গাছের জঙ্গল ছিল। এখন অট্টালিকার জঙ্গল। এটা কেমন করে হয়ে গেল? তা ছাড়া, তা ছাড়া...ছুটকি এবং মন্দিরার সঙ্গে ইতি মিলে গেল কী করে? ইতি তো এই এলাকার বাসিন্দা। তাহলে? ওদের মধ্যে কি কোনও মিল আছে?

এটুকু ভাবতেই দরজায় শব্দ হল। মুক্তোর গলা কানে এল, 'এই বয়সেই এত ঘুম! বয়সকালে কী হবে?'

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল নবকুমার। এখন ক'টা বাজে? এই ঘরে ঘড়ি নেই। শেফালি-মা তাকে সকালে দেখা করতে বলেছিলেন। সে লাফিয়ে খাট থেকে নেমে পড়ল।

এই সকালবেলায় বাথরুমে ঢুকে খেয়াল হল নবকুমারের। কাপড় কাচার সাবান কেনা হয়নি। এখানে আসার সময় যা-যা এনেছিল তা একের-পর-এক পরে গেছে! এবার নোংরা জামাপ্যান্ট না কাচলে নয়। অন্তর্বাসগুলো সে লুকিয়ে গায়ে মাখার সাবান দিয়ে কেচে নিয়েছে রোজ। তাই দিয়ে শার্টপ্যান্ট কাচলে মুক্তো ঠিক বুঝে যাবে।

স্নান শেষ করে বের হতেই সে মুক্তোকে দেখতে পেল। চুপচাপ ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে, 'বাপের কি কাপড়জামার দোকান আছে?'

'না।' মাথা নাড়ল নবকুমার।

'তাহলে ময়লা জামাগুলো কি ধুতে হবে না? বের করে দাও।'

'মানে?'

'হুকুম হয়েছে ওগুলো ধুয়ে দিতে হবে।' চোখ ঘোরাল মুক্তো।

'আমি আজ সাবান কিনে এনে ধুয়ে নেব।'

'কাল থেকে করলে খুশি হব। ওগুলো দাও।'

ময়লা জামাপ্যান্টগুলো নিয়ে চলে যাওয়ার সময় মুক্তো বলল, 'তোমার ও ঘরে যাওয়ার কথা শুনছিলাম। মনে নেই তোমার?'

মাথা নাড়ল নবকুমার, 'এই যাচ্ছি?'

হঠাৎ গলা নামাল মুক্তো, 'আচ্ছা, কাল রাত্রে তোমরা যখন ওই চামচিকেটার খোঁজে বেরিয়েছিলে তখন কি কিছু হয়েছিল?'

হেসে ফেলল নবকুমার, 'মাস্টারদা পুলিশদের গান শুনিয়ে ছাড় পেয়ে গিয়েছিল।'

'ওঃ! মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করছি!'

'পুলিশের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছিল। কেন?'

'কী জানি! ফিরে আসার পর একটাও কথা বলেনি। রাত্রে ভালো করে ঘুমায়নি। একবার কাঁদতেও শুনেছি। সকালে শুধু একটাই কথা বলেছে, মুক্তো, ছেলেটার জামাপ্যান্টগুলো ধুয়ে দিবি। মুখ হাঁড়ি করে রেখেছে। যাই।' মুক্তো চলে গেল।

শেফালি-মায়ের পরনে লালপেড়ে সাদা শাড়ি, সাদা জামা। কাঁচা-পাকা-ভেজা চুল পিঠের ওপর ছাড়া। বয়সের কারণে শরীর ঈষৎ ভারী। কিন্তু লম্বা বলে সেটা তেমন দৃষ্টিকটু নয়।

নবকুমার ঘরে ঢুকে ওঁর মুখের দিকে তাকাল। কোনও প্রসাধন নেই। ভরাট ধোয়া মুখে গাম্ভীর্য যেন বাসা বেঁধে আছে। শেফালি-মা বললেন, 'বোসো।'

নবকুমার বসল।

'সকালে কিছু খেয়েছ?'

নবকুমার ইতস্তত করল, 'ঘুম ভাঙতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল!'

শেফালি-মা গলা তুললেন, 'মুক্তো?'

একবার ডাকতেই মুক্তো দরজায় পৌঁছে গেল, 'ওকে চা জলখাবার দিসনি?'

'কী করে দেব? এতক্ষণে তো ঘুম ভাঙল। তা ছাড়া, ও জলখাবার খায় না। একেবারে ভাত খেয়ে বেরিয়ে যায়।' মুক্তো বলল।

'আমাদের চা-বিস্কুট দিয়ে যা।'

'এখনই আনছি।' মুক্তো চলে গেল।

শেফালি-মা চেয়ারে বসলেন, 'নবকুমার, কাল থানায় যা হয়েছে তা তোমার কেমন লাগল?'

'বড়বাবু আর এস আই খুব ভালো। কিন্তু—!' থেমে গেল নবকুমার।

'বলতে পারছ না কেন? ওই বাকিরা, যারা আমাদের দেখে হাসাহাসি করছিল, যে জমাদারটা মুখ খুলেছিল এরাই কিন্তু সংখ্যায় বেশি। রাস্তাঘাটে যেসব ভদ্রমানুষেরা ঘুরে বেড়ায় তাদের অনেকেই কিন্তু ওর মতো কথা বলে।' শেফালি-মা বললেন, 'কাল থেকে মনে হচ্ছে আমার সারা শরীরে নর্দমার জল চেপে বসে আছে। অনেক ধুলেও সেটা যাবে না।'

'কিন্তু বড়বাবু তো লোকটাকে ডেকে ক্ষমা চাওয়ালেন।'

'উনি ভদ্রলোকের মতো কাজ করেছেন। চাকরির ভয়ে ওই লোকটি ক্ষমা চেয়েছে, মন থেকে চায়নি।' মাথা নাড়লেন শেফালি-মা।

'আপনি এসব মনে রাখবেন না।' নবকুমার নীচু গলায় বলল।

'মনে রাখব না? আমি যখন যাত্রায় এসেছিলাম তখন খুব কম ভদ্র পরিবারের মেয়েদের যাত্রায় দেখা যেত। শুধু যাত্রা কেন, সিনেমা, থিয়েটারের প্রথম দিকে মেয়েদের ভূমিকায় অভিনয় করত এই খারাপ পাড়ার মেয়েরা। যারা সফল হত, তারা এখান থেকে ভদ্র পাড়ায় চলে যেত।

যাত্রাতেও তাই। আমি এলাম। লোকে ভাবল ভদ্র শিক্ষিত মেয়ে। সেরকম বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়েছিল। যতদিন অভিনয় করেছি, মাথা উঁচু করে থেকেছি। আমি যাকে আমার স্বামী ভেবেছি তিনি এখানে বাড়ি কিনেছিলেন সস্তায় পেয়েছিলেন বলে। প্রথমে আমি খুব আপত্তি করেছিলাম। চিৎপুরে রিহার্সাল করতে আসতাম। আসা যাওয়ার পথে রাস্তায় দাঁড়ানো মেয়েদের দেখে খুব খারাপ লাগত। কিন্তু উনি চলে যাওয়ার পরে রাজ্যের মানুষের অত্যাচারে যখন অস্থির হয়ে পড়লাম তখন মনে হল, বাড়িটা যখন আমার নামে কেনা হয়েছে তখন আমিই তো এখানে থাকতে পারি। এই যে এখানে ঢুকব আর বের হব না। বই পড়ে গান শুনে বাকি জীবন কাটিয়ে দেব। এখানে থাকলে কেউ আমাকে বিরক্ত করতে আসবে না। এলেও আমি দেখা করব না। কিন্তু কাল অবধি ভাবিনি এখানে থাকার জন্যে কেউ আমাকে এখানকার মেয়েদের মতো অসম্মানের চোখে দেখবে। সারাজীবনে যা হয়নি, এই বুড়ো বয়সে এসে তা শুনতে হল।' শেফালি-মা কেঁদে ফেললেন।

চুপ করে বসে থাকল নবকুমার।

শেফালি-মা কান্না গিললেন, 'এই আমার শরীরটা যদি শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেত তাহলে হয়তো কথাগুলো শুনতাম না। আমার শরীর এর জন্যে দায়ী।'

নবকুমার বলল, 'আচ্ছা, আপনি যদি অন্য জায়গায় বাসা নেন—!'

'কোন জায়গায়?'

'আমি তো কলকাতার ভালো জায়গাগুলোর নাম জানি না।'

অদ্ভুত হাসি ফুটল শেফালি-মায়ের মুখে, 'নবকুমার, কলকাতায় আর এমন কোনও জায়গা নেই যেখানে এইসব মেয়েদের মতো মেয়ে নেই!'

'কী বলছেন আপনি?' বেশ জোরে শব্দগুলো বেরিয়ে এল মুখ থেকে?

'ঠিকই বলছি। এখানে সেই মিনার্ভা থিয়েটার থেকে গ্রে স্ট্রিট আর চিৎপুর থেকে সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যুর মাঝখানের জায়গায় এরা দল বেঁধে থাকে বলে লোকে সোনাগাছিকে খারাপ পাড়া বলে। এরা পেটের জন্যে দালাল, মাসি, গুন্ডার অত্যাচার সহ্য করেও এখানে পড়ে আছে। আর শহরের অন্যান্য জায়গায় যারা থাকে, তারা পাড়ায় মুখোশ পরে ভদ্রমেয়ের মতো থাকে। দুপুরেই বেরিয়ে যায় নানান গেস্ট হাউস, হোটেলে। একসময় এদের বলা হত কলগার্ল। স্বামীর অজান্তেই দুপুরে শরীর বিক্রি করতে যায়। আমার কাছে ওরা এদের চেয়েও খারাপ। কিন্তু সমাজের চোখে এরা মা, স্ত্রী, মেয়ে।'

থামলেন শেফালি-মা। তারপরেই মুখ তুলে বেশ জোরে বললেন, 'কিন্তু কেন যাব? ওই দুর্বারে কাজ করতে কত শিক্ষিতা মেয়ে এ পাড়ায় আসছে না? চন্দ্রিমার মতো মেয়ে যদি এই কাজ এখানে এসে করতে পারে তাহলে আমি এখানে থাকতে পারব না কেন?'

নবকুমার ঠিক বুঝতে পারছিল না, শেফালি-মা কী বলতে চাইছেন। একটু আগে বললেন, এখানে থাকার কারণে তাকে নোংরা কথা শুনতে হয়েছে। আবার বলছেন, কেন এখান থেকে যাবেন। চন্দ্রিমাদিকে কি নোংরা কথা শুনতে হয় না? সে জিজ্ঞাসা করতে সাহস পেল না।

এইসময় মুক্তো চা এবং বিস্কুট ট্রেতে করে নিয়ে এল। যাওয়ার সময় বলে গেল, 'ঠান্ডা না করে খেয়ে নাও।'

'ভাত বসিয়েছিস?' শেফালি-মা জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ।'

নিঃশব্দে চা খেয়ে নিলেন শেফালি-মা। দেখাদেখি নবকুমারও।

কাপ নামিয়ে শেফালি-মা বললেন, 'একসময় পুরুষ মানুষদের আমি এড়িয়ে চলতাম। পুরুষ মানেই একজন মেয়ের জীবনে সমস্যা। যাকে ভালোবেসেছিলাম, সে-ও তো আমার জন্যে শুধু সমস্যাই তৈরি করে গেছে। ভেবেছিলাম, এইভাবেই বাকি জীবন কাটিয়ে দেব। কিন্তু তুমি আমাকে খুব ভাবাচ্ছ।

আমি জানি, তুমিও পুরুষ মানুষ। হয়তো ভুল করছি কিন্তু স্নেহ তো সত্যিই বিষম বস্তু।'
নবকুমারের গলায় মেঘ জমল। সে ঠোঁট কামড়ে নিজেকে স্থির করল।
'হ্যাঁ নবকুমার, যদি তোমার কোনও উপকার হয় তাহলে তোমার যাত্রাদলের মালিককে বোলো আমি আবার অভিনয়ের কথা ভাবছি। গত রাত্রের ঘটনার পর সব নতুন করে ভাবতে হচ্ছে।' শেফালি-মা ম্লান হাসলেন।
আচমকা কথাগুলো শুনে চমকে তাকাল নবকুমার।

বাইশ

শেফালি-মায়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে চিৎপুরের দিকে আসার পথটা নবকুমার যেন হাওয়ায় উড়ছিল। এখন সবে সকাল পেরিয়েছে। এইসময় গলিতে বয়স্কা মেয়েদের দেখা যায় না। অল্পবয়সি কিশোরীরা মুখে রং মেখে যুবতী-যুবতী ভান করে দরজায়-দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে। সোনাগাছির বাসিন্দাদের এখন সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকার সময়। অবশ্য সেটা সামলায় কাজের মাসিরা। যাদের সংসার তারা দুপুর অবধি ঘুমায়। ফলে রাস্তা থাকে অনেকটাই ফাঁকা।

নবকুমারের আজ হঠাৎই সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছে হল। গ্রামে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে মাঝেমধ্যে টান যে সে দেয়নি, তা নয়। কিন্তু গোটা সিগারেট সে কখনও কেনেনি। ইতিমধ্যে উত্তেজনার কারণে, সে যে উলটোপথ ধরেছে তা খেয়াল করেনি। সিগারেটের দোকানটা দেখে সেটা টের পেল। চেনা পথে ফিরে যাওয়ার আগে সে দোকানে গিয়ে বলল, 'একটা চারমিনার দিন তো।' এই সিগারেট তার বন্ধুরা খায়।

দোকানদার সিগারেট দিয়ে পয়সা নিয়ে বলল, 'দড়িতে আগুন।'

নারকোলের দড়ির মুখে আগুন, পাশের একটা পেরেক থেকে ঝুলছে। সেটা থেকে সিগারেট ধরিয়ে নিল নবকুমার। একটু কাশি হল প্রথম টান দিতেই। তারপর চারপাশে তাকাল। গ্রামে সিগারেট খেতে হত নির্জনে গিয়ে, এখানে তার দরকার নেই। কিন্তু সোনাগাছির প্রায় ভেতরে হলেও এই জায়গাটা আলাদা। পাউডার মাখা মেয়েগুলো এখানে দাঁড়িয়ে তো নেই-ই, তাদের দেখাও পাওয়া যাচ্ছে না। সিগারেটওয়ালা তাকে লক্ষ করছিল। নবকুমার শুনেছিল সিগারেট খেতে-খেতে হাঁটা উচিত নয়, তাহলে বুকের অসুখ হয়। তাই সে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আরাম করে সিগারেট খাচ্ছিল। কিন্তু সেইসঙ্গে মনে হল তার যা অবস্থা, তাতে মাসে একটার বেশি সিগারেট খাওয়া অন্যায় হবে। নেশার কাছে দাসত্ব কিছুতেই করবে না।

'আপনি কারও বাড়িতে যাবেন?' দোকানদার জিজ্ঞাসা করল।

'অ্যাঁ? না-না।'

'ও। পাড়া দেখতে এসেছেন? তাহলে ওদিকে যান। এদিকটা ভদ্রলোকদের পাড়া। সব গৃহস্থের বাড়ি। এদিকে ওদের দেখতে পাবেন না।' লোকটি হাসল।

এইসময় একটা প্রাইভেট গাড়ি সামনে এসে দাঁড়াল। ড্রাইভার নবকুমারকে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা ভাই, রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িটা কোথায়? কীভাবে যাব?'

সে কিছু বলার আগেই দোকানদার বিশদে বুঝিয়ে বলল লোকটাকে। থ্যাঙ্কস বলে গাড়িটা গলির মধ্যে ঢুকে গেল। দোকানদার নবকুমারকে জিজ্ঞাসা করল, 'রামকুমারের নাম শোনেননি? আমাদের পাড়ার গর্ব। বললাম না, এটা ভদ্রলোকদের পাড়া।'

ফিরে গেল নবকুমার। তার কেবলই মনে হচ্ছিল রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাম সে শুনেছে। কোথায় শুনেছে? চিৎপুরের গদির সামনে পৌঁছে সে দাঁড়িয়ে গেল। গঞ্জের কলেজের বাৎসরিক

অনুষ্ঠানে কলকাতা থেকে দুজন বিখ্যাত শিল্পী গিয়েছিলেন। পুরোনো দিনের বাংলা গান গেয়ে মাতিয়ে দিয়েছেন যে ভদ্রলোক তাঁর চেহারা ছোটখাটো কিন্তু খুব ফরসা, হাসি-হাসি মুখ। সেই মানুষটার নাম ছিল রামকুমার চট্টোপাধ্যায়। কী কপাল! সে যে পাড়ায় আশ্রয় নিয়েছে তার কাছাকাছি অত বড় শিল্পী থাকেন। যদি তাঁকে প্রণাম করতে সে যায় তাহলে তিনি কি ঢুকতে দেবেন না? মাস্টারদাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে।

এখনও গদিতে শিল্পীদের আসার সময় হয়নি। হলঘরের এককোণে মাস্টারদা স্নান সেরে এসে চুল আঁচড়াচ্ছিল। আড়চোখে তাকে দেখে বলল, 'বেশ আছ।'

'মানে?'

'একটা আস্ত ঘর পেয়েছ, ভালোমন্দ পেঁদাচ্ছ অথচ যে কাজটা করতে বললাম সেই কাজটা—, আরে এতে তো তোমারও লাভ হবে।'

নবকুমার হাসল। কিন্তু তার একটু মজা করতে ইচ্ছে হল, 'কাল একটা কাণ্ড হয়েছে।'

'বলে ফেলো।' চুল আঁচড়ানো শেষ করল মাস্টারদা।

'তোমাকে তো পুলিশ টেনে হিঁচড়ে ভ্যানে তুলল।'

'তোমাকে একথা কে বলল?' থামিয়ে দিল মাস্টারদা।

'আমি তো জানলা দিয়ে দেখতে পেলাম।' নবকুমার হাসল।

'বাবা নবকুমার। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, হয় তোমার চোখে ন্যাবা হয়েছে নয়তো কলকাতা কর্পোরেশনের জল পেটে পড়ায় গুল মারতে শুরু করে দিয়েছ। হুঁঃ! কলকাতার পুলিশ আমাকে টেনে হিঁচড়ে ভ্যানে তুলবে। আমি কি মরে গেছি?'

'কিন্তু—!'

'কোনও কিন্তু নেই। দয়া করে এই গপ্পোটা হেদিয়ে বেড়িও না। অবশ্য করলে আমার ক্ষতি হবে না, উলটে লোকে তোমাকে মিথ্যেবাদী মনে করবে। সবে তো এখানে পা দিলে। এর মধ্যেই পাবলিকের কাছে মিথ্যেবাদী হয়ে যাবে?'

'তাহলে আমি কি ভুল দেখলাম?' অবাক হল নবকুমার।

হাসল মাস্টারদা, 'ঘটনাটা ঠিক কী হয়েছিল শোন। শেফালি-মায়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে কয়েক পা যেতেই শুনলাম হাত কাটা ন্যাপা বোমচার্জ করছে। ন্যাপা আমাকে খুব খাতির করে। যাত্রা দেখার পাশ দিই তো। আমি তাই এগোচ্ছিলাম, কিন্তু একজন পুলিশ বলল, 'দাদা, দয়া করে যাবেন না।' বললাম, 'এদিকে দিয়ে না গেলে আমাকে অনেকটা পথ বেশি হাঁটতে হবে।' তখন আর একজন অফিসার এগিয়ে এসে বলল, 'আপনি আমাদের ভ্যানে উঠে পড়ুন মাস্টারদা। আপনি যেখানে নামতে চান নামিয়ে দেব। উঠতে হল। আমি তখনই বুঝেছিলাম, ওই যে ভ্যানে উঠেছি এই নিয়ে ঠিক কেলো হবে। কলকাতার মানুষ দুটো গাড়িতে উঠতে ভয় পায়। এক হল ওই পুলিশের ভ্যান আর দুই হল মড়া নিয়ে যাওয়ার গাড়ি।...হ্যাঁ, কী যেন বলছিলে? কী কাণ্ড হয়েছে?'

'আমরা যে শুনলাম, তুমি যাত্রার বিবেকের গান শুনিয়ে ভ্যান থেকে ছাড়া পেয়েছ?'

'কে বলল, কে বলেছে এমন কথা?' চটে গেল মাস্টারদা।

'ওই ভ্যানে পুলিশ অন্য যাদের তুলেছিল তারা।'

'বলবেই তো। হিংসে। এই কলকাতার লোকগুলোর বুকের অর্ধেকটা জুড়ে শুধু হিংসে। অফিসার বলল, মাস্টারদা, অনেকদিন আপনার গান শুনিনি, প্লিজ, শোনাবেন? তাই দু-চার লাইন শুনিয়ে দিলাম। শোন্ নবকুমার লোকে এখানে টুপি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। দয়া করে মাথা নীচু করবি না। সঙ্গে-সঙ্গে টুপি পরিয়ে দেবে।'

মাস্টারদা এগিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসল। ওটা পরিচালক সুধাকান্তবাবুর চেয়ার। হাসি পেল নবকুমারের। মাস্টারদা যখন দূরত্ব বাড়ায় তখন তাকে তুমি বলে, কাছাকাছি হতে চাইলেই তুই।

নবকুমার বলল, 'তোমাকে পুলিশ ভ্যানে তুলে নিয়ে গেছে শুনে শেফালি-মা আমাকে আর

কবিতাদিকে নিয়ে থানায় গিয়েছিলেন।'

'অ্যাঁ?' চোখ বড় হয়ে গেল মাস্টারদার। তারপর হাত বাড়িয়ে নবকুমারের হাত চেপে ধরে বলল, 'একথা যেন এখানকার কেউ না জানতে পারে, তাহলে আমি মুখ দেখাতে পারব না।

নবকুমার মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

মাস্টারদা উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'তারপর?'

'সেখানে একটা পুলিশের সঙ্গে খুব ঝগড়া হল শেফালি-মায়ের। লোকটা খারাপ-খারাপ কথা বলছিল। শেফালি-মাও চুপ করে থাকেনি। কিন্তু বড়বাবু লোকটিকে বকাবকি করে ক্ষমা চাইয়েছেন। তারপর থেকে শেফালি-মা খুব গম্ভীর হয়ে গেছেন।'

'হুঁ! তা ওই কবিতাদিটি কে?'

'মহিলা দুর্বার সমিতির একজন নেত্রী।'

'নাঃ। তোমাকে ওখান থেকে না সরিয়ে আনলে ভোগে চলে যাবে। যা করতে বলেছিলাম তা না করে সোনাগাছির মেয়েদের ইউনিয়নের মেয়েদের সঙ্গে মাখামাখি করছ? তুমি কি এইজন্যে কলকাতায় এসেছ? ওঃ হো!' মাস্টারদা পকেট থেকে একটা পোস্টকার্ড বের করে এগিয়ে ধরল, 'দয়া করে পড়ো।'

পোস্টকার্ড সামনে ধরল নবকুমার।

'স্নেহের নবকুমার, শেষপর্যন্ত তোমার পত্র পাওয়ার পর দুশ্চিন্তার কিছুটা অবসান হইল। তোমার মা তো অন্নজল প্রায় ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। যাহা হোক, তুমি কলিকাতায় গিয়াই একটি চাকরি পাইয়াছ শুনিয়া তিনি আনন্দিত। তুমি ছাড়া আমাদের আর কেহ নাই। তোমার উপর ভরসা করিয়া বাঁচিয়া আছি। সামনের মাসে মাহিনা পাইলে মানি অর্ডার করিও। শরীরের যত্ন করিও। ইতি আশীর্বাদক তোমার বাবা।'

মাস্টারদা বলল, 'কী প্যাথেটিক ডায়ালগ। পড়লেই চোখে জল আসে। আর তুই নিজের উন্নতির কথা ভাবছিস না। ভেরি ব্যাড।'

পোস্টকার্ড পকেটে ঢুকিয়ে নবকুমার বলল, 'আমি শেফালি-মায়ের সঙ্গে কথা বলেছি।'

'কবে?'

'আজ।' নবকুমার বলল, 'উনি বলেছেন আমার যদি উপকার হয় তাহলে উনি আবার অভিনয় করার কথা ভাবতে পারেন।'

'অ্যাঁ।' হাঁ হয়ে গেল মাস্টারদা, 'ত্-তুই এতক্ষণ বলিসনি কেন?' চিৎকার করে উঠে কয়েক পা এগিয়েই থেমে গেল মাস্টারদা, 'নবকুমার, ঢপ মারছিস না তো ভাই?'

'তার মানে?'

'তোর মাথা!' মাস্টারদা ছুটে বেরিয়ে গেল।

অভিনেতা অনিলবাবু গদিতে ঢুকছিলেন। মাস্টারদার ছোটা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেসটা কী ভাই? ওরকম উচ্চিংড়ের মতো লাফিয়ে কোথায় গেল বিবেকবাবু?'

নবকুমার বুঝতে পারল না, ঘটনাটা অনিলবাবুকে বলাটা ঠিক হবে কি না। সে হেসে মাথা নাড়ল। অনিলবাবু বললেন, 'বুঝতে পেরেছি, টয়লেটে দৌড়াল। হুঁঃ।'

বিপুল বিস্ময়ে যাত্রা দলের মালিক মাস্টারদার দিকে তাকিয়ে থাকলেন কয়েক সেকেন্ড। মাস্টারদা তখন টেবিলের এপাশে দাঁড়িয়ে আকর্ণ হাসছে।

'উনি তোমাকে নিজের মুখে কথাগুলো বলেছেন?'

মাথা নাড়ল মাস্টারদা, 'ইনডাইরেক্ট হয়েছে। মানে ভায়া মিডিয়া।'

'ফাজলামি মারছ?'

'না বড়বাবু! একেবারে সত্যি কথা।'

'যদি মিথ্যে হয় তাহলে আজই দল থেকে তাড়িয়ে দেব।'

'তাহলে বড়বাবু, নবকুমারকেও তাড়াবেন। সত্যি মিথ্যের দায় ওর।'

'কোথায় সে? এসেছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। সুখবরটা নিয়েই এসেছে।'

'ডাকো তাকে। এখনই।' তারপরেই মাথা নাড়লেন, 'না। তুমি দাঁড়াও।' বেল বাজালেন বড়বাবু। কাজের লোক ঢুকলে তাকে আদেশ দিলেন, 'নতুন প্রম্পটারবাবুকে এখনই এখানে আসতে বল। আর আমি না বলা পর্যন্ত কাউকে ঘরে ঢুকতে দিবি না।'

লোকটি চলে গেলে বড়বাবু বললেন, 'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। নো। এটা তো প্রায় ইম্পসিবল হয়ে গিয়েছিল। যদি তোমার কথা মিথ্যে হয় তাহলে—'

'আমার কোনও দোষ নেই বড়বাবু। ও যা বলেছে তাই নিবেদন করেছি।'

'তাহলে ঘরে ঢুকে মাতব্বরি করে বললে এমন ভঙ্গিতে, যেন তুমিই রাজি করিয়েছ।

'অন্যায় করেছি। ডায়ালগ থ্রোয়িং-এ ভুল করেছি।' হাতজোড় করল মাস্টারদা।

দরজা টেনে নবকুমার মুখ বাড়াল, 'আসব?'

বড়বাবু নিঃশব্দে মাথা নেড়ে আসতে বললেন। নবকুমার ঘরে ঢুকে দেখল, মাস্টারদা হাতজোড় করে দাঁড়িয়েছিল। সে ঘরে ঢোকায় হাত নামিয়ে নিল।

'তুমি কি ওকে কিছু বলেছ?' বড়বাবু গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলেন।

মাথা নাড়ল নবকুমার। তার হঠাৎ ভয়-ভয় করতে লাগল। বড়বাবু যদি জিজ্ঞাসা করেন, কখন থেকে শেফালি-মা গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন তাহলে মাস্টারদার ভ্যানে ওঠার কথাও বলতে হবে। অথচ সেটা বলতে নিষেধ করেছে মাস্টারদা।

'কী ভাবছ?'

'না, কিছু না।'

'শেফালি-মায়ের সঙ্গে আজ তোমার কথা হয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক কী কথা বলেছিলেন উনি?'

'আমার যদি উপকার হয় তাহলে যাত্রায় আবার অভিনয় করার কথা উনি ভাবতে পারেন।' নবকুমার সবিনয়ে জানাল।

'তোমার কীসে উপকার হবে?'

'উনি অভিনয় করলে আমাদের মাইনে বাড়বে।'

'অ। তা ক[illegible] নেই বার্তা নেই, হঠাৎ একথা বললেন কেন?'

'কাল রাত থে[illegible] বোধহয় কিছু ভাবছিলেন, গম্ভীর হয়ে ছিলেন।'

সঙ্গে-সঙ্গে মাস্টারদা বলে উঠল, 'আসলে শেফালি-মা নবকুমারকে খুব স্নেহ করেন। কাল রাত্রে ওর মুখে প্রস্তাবটা শোনার পর গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত আর ফেলতে পারেননি বলে আজ সম্মতি দিয়েছেন।'

বড়বাবু মাথা নাড়লেন। মাস্টারদা যে তাকে কাল রাত্রের থানায় যাওয়ার ঘটনাটা বলতে দিতে চাইছে না তা বুঝতে পারল নবকুমার।

'তুমি কি আমার কথা ওঁকে বলেছ?' বড়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

'না।' নবকুমার মাথা নাড়ল।

'আমার নাম শুনলে আবার বেঁকে না বসে। আচ্ছা, ঠিক করে বলো তো ভদ্রমহিলার

চেহারাপত্তর এখন কেমন অছে?'

'ভালো।'

'আচ্ছা! ভালো মানেটা কী? বয়স তো হয়েছে। শরীর কি খুব ভেঙে গেছে? কুঁজো হয়ে গেছেন? চামড়া কি ঝুলে গিয়েছে?'

দ্রুত মাথা নাড়ল নবকুমার, 'না, না। একদম না।'

'অ। তাহলে ওকে কোন বয়েসি মনে হয়? ঠাকুমা দিদিমা, না মা?'

নবকুমার একটু ভাবল। তার মনে শেফালি-মায়ের গতরাতের চেহারা ভেসে উঠল। বলল, 'মাও ঠিক নয়। বড়দির মতো।'

'অ্যাঁ? তাই? এখনও নিজেকে এত ফিট রেখেছেন ভদ্রমহিলা? গুড। শোনো, তুমি ওঁকে গিয়ে আমার কথা বলবে। যদি দ্যাখো কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছেন না, তাহলে একটা অ্যাপয়ন্টমেন্ট ফিক্স করবে।' বড়বাবু বলেই বাংলায় বোঝালেন, 'ওঁর সঙ্গে দেখা করার সময় ঠিক করবে। গদিতে না আসুন, অন্য যে-কোনও জায়গায়। আর হ্যাঁ, কথাগুলো এই ঘরের বাইরে না যায়। কেউ যেন না জানে, বলে দিলাম। মাস্টার, তুমি বাইরে যাও।' মাস্টারদা বেরিয়ে গেলে ড্রয়ার থেকে দুটো একশো টাকার নোট বের করে টেবিলে রাখলেন বড়বাবু, 'এই অবধি যা করেছ তার জন্যে মিষ্টি খেতে দিলাম। বাকিটা হয়ে গেলে আরও পাবে। তুলে নাও। রিহার্সালের সময় হয়ে গেছে।'

তেইশ

রিহার্সালের পর সবাই চা খাচ্ছিল। নিজের কাজ বেশ ভালো হচ্ছে, বুঝে গিয়েছিল নবকুমার। কিন্তু সেটা প্রকাশ করতে নেই বলে নিরীহ মুখ করে বসেছিল। অনিলবাবু সুধাকান্তকে জিজ্ঞাসা করল, 'সেকেন্ড পালাটা কবে ধরবেন?'

সুধাকান্ত বললেন, 'বড়বাবু যেদিন বলবেন।'

'শুনলাম নারীপ্রধান পালা। আমার চরিত্র আছে তো?'

'আপনি প্রবীণ শিল্পী। এই দলে আপনাকে বাদ দিয়ে কি পালা হবে?'

কথাটা শুনে নায়িকা স্বপ্না দত্ত বলল, 'নারীপ্রধান? মানে সব সিনে থাকতে হবে নাকি? সর্বনাশ।'

সুধাকান্ত হাসলেন, 'তোমার সর্বনাশ হবে না স্বপ্না। গোর্কির মায়ের চরিত্র যেমন তোমাকে মানাবে না, এই চরিত্রটাও তাই।'

'অ। আমি যেটা করব সেটা একদম ফালতু নয় তো?' স্বপ্নার কপালে ভাঁজ।

'এত চিন্তা করছ কেন? এখনও তো কাস্টিং হয়নি। বড়বাবু যাঁকে যে চরিত্রে নিতে বলবেন তাঁকে আমি তাই জানিয়ে দেব।' সুধাকান্ত বললেন।

নিরুপমাদি বসেছিলেন নবকুমারের সামনে। এককোণে। মুখ ফিরিয়ে নীচু গলায় বললেন, 'আমার খাটনি বেড়ে গেল।'

নবকুমার বলল, 'কেন?'

'মায়ের চরিত্রে এই দলে আমি ছাড়া আর কে করবে? ওই মা করে-করে ভাই লোকে আমাকে বুড়ি বানিয়ে দেবে।'

হাসলেন মহিলা।

একটু মোটাসোটা হলেও নিরুপমাদির ভাবভঙ্গিতে খুকিপনা আছে। চোখ ঘুরিয়ে যখন কথা বলেন তখন বয়সটা কমে যায়।

দলের সবাই বাড়ি চলে যাচ্ছিল। সন্ধে হয়ে গেছে। কাল ছুটি। নিরুপমাদি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই ছেলে, কোথায় থাকো তুমি?'

'কাছেই।' নবকুমার সত্যি কথাটা জানাল না।

'আমি থাকি বাগবাজারে। গিরিশ ঘোষের মূর্তির সামনে গিয়ে বাঁ-দিকে যে গলি পাবে সেখানে ঢুকে আমার কথা বললেই লোকে বাড়িটা দেখিয়ে দেবে। কাল সন্ধেয় চলে এসো। আমার ওখানে খাবে। কেমন?' নিরুপমাদি বলল।

'রাত্রে—?'

'কেন রাতে কী অসুবিধে?' নিরুপমাদি হাসল, 'আরে মাঝরাত পর্যন্ত আটকে রাখব না। আসবে কিন্তু!' নিরুপমাদি চলে গেল।

সঙ্গে-সঙ্গে মাস্টারদা এসে পাশে দাঁড়াল, 'কী বলছিল রে?'

'কেন?'

'ও বাবা! আজকাল প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন করা শিখে গেছ! ডিভোর্সি মেয়েছেলে, খপ্পরে পড়ো না। যা, এবার বাড়ি গিয়ে শেফালি-মাকে জপিয়ে রাজি করা।'

বাড়ি ফিরছিল নবকুমার। চিৎপুর থেকে গলিতে ঢুকতেই সেই হইচই, এফ এম-এর গান, মেয়েদের হাসি। ইতিদের বাড়িটা পেরিয়ে আসার সময় খেয়াল হল, মেয়েটা কেমন আছে!

সে বাড়ির দিকে না গিয়ে দুর্বারের অফিসে পৌঁছে গেল।

একতলার ঘরেই চন্দ্রিমাদি, কবিতা বসে কথা বলছিলেন। মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া জাতির উন্নয়ন সম্ভব নয়, ইত্যাদি-ইত্যাদি। নবকুমারকে দরজায় দেখে কবিতা মাথা নেড়ে ঘরে ঢুকতে বলল। নবকুমার ভেতরে ঢুকে দেখল, আরও তিনজন যৌনকর্মী সেখানে বসে আছেন। সে জিজ্ঞাসা করল, 'দুর্গা এখন কেমন আছে?'

'আগের থেকে একটু ভালো। ওর সেরে উঠতে সময় লাগবে। যদি কেউ ওকে দেখতে চায়, তাহলে ট্রপিক্যালে গেলে দেখতে পাবে।'

'ইতি?'

'সারা শরীরে পক্স বেরিয়ে গেছে। ভালো হয়েছে। জ্বর কমেছে। দিন পনেরো তো থাকতেই হবে। দেখতে চাও?'

'আজ থাক।' নবকুমার ফিরে যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতেই চন্দ্রিমাদি বলল, 'শোনো, আমরা এই রবিবারের পরের রবিবারে আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসে একটা সেমিনার ডেকেছি। শহরের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি আসবেন। বিষয় হল মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। যদি পারো তাহলে সকাল এগারোটায় ওখানে যেও।'

নবকুমার কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। তারপর বেরিয়ে এল। হাঁটতে-হাঁটতে নবকুমার ভাবছিল এখানে তো অনেকদিন হয়ে গেল। কিন্তু চিৎপুর, সোনাগাছি আর বেলগাছিয়া ছাড়া কলিকাতার কিছুই দেখা হয়নি। স্কুলের পড়ার বই-এ কলিকাতার দ্রষ্টব্য স্থানের নাম ছাপা ছিল। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, গড়ের মাঠ, মনুমেন্ট, কালীঘাটের কালীমন্দির, হাওড়া ব্রিজ, দক্ষিণেশ্বরের মন্দির, বেলুড়—। এই যে চন্দ্রিমাদি বললেন, আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের কথা—এটাও কি দ্রষ্টব্য জায়গা? কাল সারাদিন ধরে এইসব জায়গায় বেড়াতে যেতে, হবে।

নবকুমার বাড়ির দরজায় পা দেওয়া মাত্র রাস্তায় বিকট শব্দ করে বোমা ফাটল। সঙ্গে-সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়ের দল দুদ্দাড় করে যে যার ঘরে সেঁধিয়ে গেল। মূল দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। বাইরের রাস্তায় তখন দুই গোষ্ঠীর মধ্যে অশ্রাব্য গালাগালের সঙ্গে বোমাবর্ষণ চলছে। নবকুমার

সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছিল, এমন সময় ওপাশ থেকে গলা ভেসে এল, 'রাস্তায় পুলিশ দেখলে ভায়া?'

নবকুমার লোকটিকে চিনতে পারল। দুর্গার অসুস্থতার কথা শুনে মেয়েদের জেনিটাল হারপিস কী, তা বুঝিয়েছিল। রোগা খাটো চেহারা। পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি। নবকুমার বলল, 'না।'

'হয়ে গেল। কখন যে বাড়ি ফিরতে পারব তা ঈশ্বরই জানেন। কী নাম ভায়া?'

'নবকুমার।'

বাঃ। বঙ্কিমী নাম। আমাকে সবাই দাদা বলে। এসো না আমার ঘরে। একটু গপ্পো করা যাক। 'এসো?'

নবকুমার ওপরের দিকে তাকাল। এখনও খুব বেশি রাত হয়নি। মুক্তো খাবার দেয় সাড়ে ন'টার সময়। এই লোকটি সম্পর্কে তার আগ্রহ হওয়ায় সে অনুসরণ করল। উলটোদিকের একটা প্যাসেজ দিয়ে খানিকটা যেতেই আর একটা সিঁড়ি। তার ওপরে ছাইমাখা মেয়েরা বসে আছে। বেশ সমীহের সঙ্গে জায়গা করে দিল তারা। দোতলার একটা দরজার তালা খুলে দাদা আলো জ্বালাল, 'এসো ভায়া।'

ঘরটি এত ছোট যে একটা খাট পাতার পর চিলতে জায়গা পড়ে আছে। তাতেই একটা চেয়ার পাতা। ঘরের দেওয়াল জুড়ে নানা দেবদেবীর ছবি টাঙানো রয়েছে। দেওয়ালের একদিকের গর্তে রাধাকৃষ্ণের ছবি, ফুলের মালা ঝোলানো। পেছনে স্টিলের ছোট একটা আলমারি। বিছানায় উঠে বসে ভদ্রলোক বললেন, 'আমার ওয়াইফ এখন দেশে গিয়েছে। সে থাকলে কোনও চিন্তা ছিল না। তোমাকে কী দিয়ে আপ্যায়ন করব তা ভেবে পাচ্ছি না। ফিস ফ্রাই চলবে?'

খিদে পেয়েছিল খুব। দুপুরের পর আর খাওয়া হয়নি। কিন্তু তবু মাথা নাড়ল সে, 'এখন খেলে রাত্রে খেতে পারব না।'

'অ! তাহলে বাদামের সঙ্গে দিই?'

'কী?'

'আরে বাবা, মাল তো খাও! ভালো রাম আছে।'

'না। ওসব কখনও খাইনি। খাব না।'

'ভালো। খুব ভালো। জলে নামবে, গা ভেজাবে না! হাঁসের মতো! নইলে যে ছেলে এই সোনাগাছিতে রাত্রে থাকে সে মাল খায় না? গুড। আমি লিমিটেড। টু পেগস এভরি ইভনিং। নাইনটিন সেভেনটি সেভেন থেকে এই এক রুটিন। মরে গেলেও কেউ আমাকে থার্ড পেগ খাওয়াতে পারবে না। আমার এক ওয়াইফের তো সেই জন্যে খুব দুঃখ ছিল। মরে গেছে বেচারা।' দাদা বেশ করুণমুখে কথাগুলো বললেন।

নবকুমার চমকে উঠল, 'এই যে বললেন, তিনি দেশে গিয়েছেন।'

'ওহো। দেশে গিয়েছে আমার ফিফথ ওয়াইফ।'

'পঞ্চম স্ত্রী?' হাঁ হয়ে গেল নবকুমার।

'ওঃ। ভায়া, আমি তোমাকে স্ত্রী বলিনি। বলেছি ওয়াইফ। তাহলে পুরোটা শোনো। এই ঘর আমি ভাড়া নিয়েছিলাম নাইনটিন সেভেন্টি সেভেনে। তখন বাড়িওয়ালি ছিল সন্ধ্যারানি। ডাকসাইটে মেয়েমানুষ ছিল। আমাকে স্নেহ করায় মাত্র পঞ্চাশ টাকায় এই ঘর ভাড়া পেয়েছিলাম। রোজ অফিস থেকে সোজা এখানে চলে আসতাম, দু-পেগ খেতাম, তারপর সাড়ে আটটার সময় রিকশা নিয়ে বিডন স্ট্রিটে চলে যেতাম। ওখানে আমার বাড়ি। স্ত্রী সন্তানেরা সেখানেই থাকেন। আমার স্ত্রী মদ খাওয়া অপছন্দ করেন। মদের গন্ধে বমি পায় ওঁর। আমি ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। তাই ওঁর অসুবিধে হবে বলে বাড়িতে কখনও পান করিনি। বারে গিয়ে বাজারের আবহাওয়ায় বসে পান করতে ভালো লাগত না বলে, এই ঘরে ঢুকে লুঙ্গি পরে একা বসে খেতাম। কিন্তু এখানে তো ঘরের খুব ডিমান্ড। সন্ধ্যারানি একদিন আমাকে অনুরোধ করলেন, সারাদিন তো ঘরটা বন্ধ থাকে, তুমি একটি মেয়েকে থাকতে দাও। সে বিকেল পাঁচটার পরে কোনও কাস্টমারকে ঘরে ঢোকাবে

না। তার বদলে তুমি এলে তোমাকে দেখভাল করবে। সত্যি বলতে কী একা সন্ধ্যা কাটানো খুব বিরক্তিকর। মেয়েটাকে দেখে পছন্দ হল। কিন্তু তার সঙ্গে এক ঘরে প্রতি সন্ধ্যা কাটাব কী সুবাদে? ফলে বলতে হল, তুমি যদি আমাকে প্রতারণা না করো তাহলে আমার ওয়াইফ হতে পারো। সে রাজি হল। কিন্তু মাসতিনেকের মধ্যেই হাওয়া হয়ে গেল বোম্বাইতে। খুব দুঃখ পেয়েছিলাম ভায়া। তারপর আরও তিন-তিনজন ওয়াইফ এসেছিল। একজন মারা গেল। এক বোতল রাম একাই খেতে পারত সে। কত নিষেধ করেছিলাম, শোনেনি। তবে হ্যাঁ, এই ফিফ্‌থ্‌ ওয়াইফ খুব ভালো মেয়ে। আমাকে খুব ভালোবাসে। দেশে গিয়েছে কারণ, ওর বাচ্চা হবে।' দাদা একগাল হাসলেন।

নবকুমারের মাথার ভেতরটা ভোঁভোঁ করছিল। এরকম কাহিনি সে কখনও শোনেনি বা পড়েনি। শেষপর্যন্ত না বলে পারল না, 'এক স্ত্রী বেঁচে থাকতে আবার বিয়ে করা তো আইনের চোখে অপরাধ। তাহলে—!'

'বিয়ে?' হোয়াট ইজ বিয়ে? কেউ বলেছে বিয়ের পর মেয়েরা আইনসিদ্ধ বেশ্যাবৃত্তি করে? লিগ্যাল প্রস্টিটিউশন। দুজন মানুষের মধ্যে যদি বিশ্বাসের সম্পর্ক থাকে তাহলে বিয়ে করা বা না করার মধ্যে পার্থক্য থাকে না। আমার ফিফ্‌থ্‌ ওয়াইফের সঙ্গে আমার মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং ওয়ান্ডারফুল। তাই বলে বিয়ে করতে হবে কেন? না ভায়া, আমি কোনও অপরাধজনক কাজ করতে পারি না।'

'ওঁর দেশ কোথায়?'

'রাজস্থানে। এখন তো সোনাগাছির সিক্সটি পার্সেন্ট মেয়ে হয় রাজস্থানের নয় নেপাল বা মেঘালয়ের। বাঙালির সেই দিন আর নেই।' শ্বাস পড়ল দাদার।

নবকুমার উঠে দাঁড়াতেই ঘরে ঢুকল একটা লোক। বছর চল্লিশের গাঁট্টাগোট্টা চেহারা। মুখভরতি বসন্তের ক্ষতচিহ্ন। ঘরে ঢুকেই লোকটা হিন্দিতে চেঁচিয়ে বলল, 'দাদা, আজ আমি ওকে মেরেই ফেলব। শালী আমার কথায় কানই দিচ্ছে না। তোমাকে আমি সম্মান করি বলে জানিয়ে গেলাম।'

দাদা হাসলেন, 'কী হয়েছে রে পাগলা? মাথা এত গরম কেন?'

'গরম হবে না? হাজারবার বলেছি সিনেমা দেখতে হলে নুন শো দেখবি তাতে ব্যাবসা নষ্ট হবে না। আজ আমাকে লুকিয়ে ইভনিং শোয়ে গিয়েছে। আমি যে ওর স্বামী তা কেয়ারই করে না। তিন-তিনজন ক্লায়েন্টকে ফিরিয়ে দিতে হল। তুমি বলো?'

'হুঁ। অন্যায় করেছে, তাই বলে মেরে ফেলবি কেন? যে হাঁস ডিম পাড়ে তাকে মেরে ফেললে আর ডিম আসবে? বুঝিয়ে বলতে হবে।'

'তাহলে তুমিই বোঝাও।'

এইসময় ময়লা রং লম্বা একটা মেয়ে দরজায় এসে বলল, 'কী ব্যাপার? তুমি নাকি খুব হল্লা করেছ? স্বামী বলে মাথা কিনে নিয়েছ নাকি?'

সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা সপাটে চড় মারল মেয়েটাকে। ঘুরে মাটিতে পড়ে যেতে-যেতে কোনওমতে সামলে নিল মেয়েটা। গালে হাত চেপে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে বলল, 'শালা! মন্ত্র পড়ে বিয়ে করেছিলি বলে আজ তোকে ছেড়ে দিলাম। এরপরে গায়ে হাতে তুললে তোর বাপের বিয়ে দেখিয়ে দেব।'

'কী বললি?' আবার হাত তুলল লোকটা।

দাদা ধমকে উঠল, 'অ্যাই পাগলা। হাত নামা। যা এখান থেকে।'

লোকটা হাত নামিয়ে বলল, 'দাদা বলল বলে তোকে ছেড়ে দিলাম।'

মেয়েটা হাসল, 'দে, একটা সিগারেট দে।'

নবকুমার বলল, 'আমি যাচ্ছি।'

'যাচ্ছেন। আচ্ছা। কোনও যত্নই করতে পারলাম না। আসলে আমার ওয়াইফ না থাকায়।

আবার পায়ের ধুলো দেবেন ভায়া। এনি ডে, সন্ধে থেকে আটটা সাড়ে-আটটা থাকি। রিকশা নিয়ে ন'টার মধ্যে বাড়ি ফিরে স্ত্রীর হাতের রান্না না খেলে ঘুম আসে না। এই পাগলা, বাবুকে এগিয়ে দিয়ে আমার রিকশাওয়ালাকে ডেকে দে। তোর বউ যখন ফিরেছে, তখন নিশ্চয় রাস্তা ক্লিয়ার হয়ে গেছে।' দাদা খাট থেকে নেমে দরজা পর্যন্ত এলেন।

ভাতের থালা টেবিলে রেখে মুক্তো বলল, 'ওই অনামুখোর ঘরে কেন গেলে?'

'অনামুখো?'

'ওই যে পঞ্চাশ টাকার ঘর ভাড়ায় থাকে। কবে কোন কালে ওই ভাড়ায় ঘর পেয়েছিল তারপর থেকে একটা পয়সাও ভাড়া বাড়ায়নি। কী বলল?'

'ডেকে নিয়ে গেলেন। ওয়াইফদের গল্প বললেন।

'ওয়াইফ। মাকুন্দটার মুখ দেখলে দিন খারাপ যায়। মা তো অপেক্ষা করে-করে এইমাত্র শুয়ে পড়লেন। কাল সকালে দেখা কোরো।'

'আচ্ছা, কাল ছুটি। ভাবছিলাম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, গড়ের মাঠ দেখতে যাব। কীভাবে যাব?' নবকুমার জিজ্ঞাসা করল।

'আমি জানি না, ওসব তো কখনও দেখিনি।' মুক্তো চলে গেল। নবকুমার অবাক। এতদিন কলিকাতায় বাস করেও কেউ দ্রষ্টব্য স্থান দ্যাখেনি? ভাবা যায়!

চব্বিশ

শেফালি-মাকে আজ খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। এই প্রথম ওকে নীল শাড়ি পরতে দেখল নবকুমার। সাতসকালেই স্নান সেরে নিয়েছেন। ঘরে ঢোকামাত্র বললেন, 'একটু পড়া ধর তো!' তারপর দেওয়াল আলমারি থেকে একটা মোটা বই খুলে সূচিপত্র দেখে পাতা খুলে নবকুমারের হাতে দিলেন। নবকুমার দেখল বইটার নাম সঞ্চয়িতা। কবিতার নাম কর্ণকুন্তী সংবাদ।

'তুমি চেয়ারটায় বসো। আমি বসে-বসে কবিতা বলতে পারি না।' হাসলেন শেফালি-মা। আজ তার বয়স যেন অনেক কম বলে মনে হচ্ছিল নবকুমারের।

চোখ বন্ধ করে শেফালি-মা শুরু করলেন, 'পুণ্য জাহ্নবীর তীরে সন্ধ্যাসবিতার বন্দনায় আছি রত। কর্ণ নাম যার, অধিরথসূতপুত্র, রাধাগর্ভজাত সেই আমি—কহ মোরে তুমি কে গো মাতঃ!'

হাঁ করে শুনছিল নবকুমার। আবৃত্তি থামিয়ে ধমক দিলেন শেফালি-মা, 'আরে! তুমি এদিকে তাকিয়ে কী দেখছ? ভুল বলছি কি না বইয়ে চোখ রেখে দ্যাখো। প্রম্পটার কখনও পাতা থেকে চোখ সরায় না।'

আবার আবৃত্তি শুরু করলেন তিনি। বলতে-বলতে আটকে গেলেন এক জায়গায়। নবকুমার ধরিয়ে দিতে যাচ্ছিল, হাত তুলে ইশারা করলেন কথা না বলতে। কয়েকবার চেষ্টা করলেন মনে করতে। তারপর বললেন, 'নাঃ। সত্যি বুড়ি হয়ে গেছি। স্মৃতি কাজ করছে না। অথচ জানো, সেই প্রথমদিন থেকে, যখন অভিনয়ে এলাম, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এই কবিতা বলে অভিনয় প্র্যাকটিস করতাম! গড়গড় করে বলে যেতাম। অভিনয় ছাড়ার পর স্মৃতির ওপর এভাবে মরচে পড়বে কল্পনাও করিনি। কী যেন লাইনটা?'

নবকুমার বলল, 'ওই পরপারে যেথা জ্বলিতেছে দীপ স্তব্ধ স্কন্ধাবারে পাণ্ডুর বালুকাতটে—।'

শেফালি-মা বললেন, 'বাঃ। তোমার গলা তো বেশ ভরাট। যখন এমনি কথা বল তখন এরকম লাগে না। তার মানে এই গলা স্বাভাবিক গলা নয়।'

বাকি কবিতাটি শেষ করলেন শেফালি-মা। যখন বললেন, 'শুধু এই আশীর্বাদ দিয়ে যাও মোরে,/জয়লোভে যশলোভে রাজ্যলোভে, অয়ি,/বীরের সদ্‌গতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই' তখন গলায় এমন একটা ভাব ফুটে উঠল যে নবকুমারের চোখে জল এসে যাচ্ছিল। কোনওক্রমে নিজেকে সামলাল সে।

শেফালি-মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন লাগল?'

'খুউব ভালো।'

'আগে যা বলতাম তার অর্ধেকও পারলাম না। যাক সে,' খাটে গিয়ে বসলেন শেফালি-মা, 'তোমার দলের বড়বাবুর বক্তব্য কী?'

'উনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।' নবকুমার জানাল।

'কেন?'

'তা জানি না। বললেন গদিতে না যদি যান তাহলে যেখানে হোক বললে যেতে ওঁর আপত্তি নেই। আপনি রাজি হয়েছেন শুনে খুব খুশি হয়েছেন।'

'আমি তোমাকে বলেছি ভেবে দেখব। রাজি হয়েছি বলিনি। ঠিক আছে, ওঁকে এখানে এসে আমার সঙ্গে কথা বলতে বলবে।'

'ঠিক আছে বলব। আজ ছুটি, কাল বলব।'

'ও। আজ তুমি কী করবে?'

'কলিকাতার দ্রষ্টব্য জায়গাগুলো দেখতে যাব। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে কীভাবে যেতে হয়? আর সেখান থেকে গড়ের মাঠ কতদূরে?' নবকুমার জিজ্ঞাসা করল।

'চিড়িয়াখানা?'

'হ্যাঁ। সেখানেও যাব। কিন্তু আজ বোধহয় সব জায়গায় যাওয়া যাবে না।'

'যাবে।' বলে গলা তুললেন, 'মুক্তো, মুক্তো!'

মুক্তো এল দরজায়। শেফালি-মা বললেন, 'আজাদকে খবর দে। গাড়ি নিয়ে দশটায় যেন দরজায় আসে। তুই এর মধ্যে জলখাবার খাইয়ে দে। নিজেও খাবি। আমরা তিনজনে ঠিক দশটায় বেরুব। সঙ্গে জলের বোতল নিবি।'

'কোথায় যাব?'

'কলকাতার, না, কলিকাতার দ্রষ্টব্যস্থান দেখতে। উঃ, কবে যে শেষবার জাদুঘর, চিড়িয়াখানায় গিয়েছি মনেই পড়ে না। নবকুমারের দৌলতে আজ দেখে আসি চল।'

'আপনি যাবেন? সত্যি?' নবকুমার বিশ্বাস করতে পারছিল না।

'জলে নেমে শুধু কোমর ভেজাব কেন? ডুব দিয়ে স্নানটা সেরে নিই। বুঝলে?'

নবকুমার মাথা নেড়ে বোঝাল, সে বোঝেনি।

শেফালি-মা হাসলেন, 'চেষ্টা করো, ঠিক বুঝতে পারবে।'

ট্যাক্সি সোনাগাছি থেকে একটা চওড়া রাস্তায় পড়ে ডানদিকে বাঁক নিতেই পেছনে বসে থাকা শেফালি-মা বললেন, 'এই রাস্তটার নাম জানো?'

এইদিক দিয়ে গদিতে যাওয়া আসা করে না নবকুমার। মাথা নাড়ল, না।

'সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যু। এখন বলে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যু। এই যে রাস্তাটা পেরিয়ে যাচ্ছি, এটা বিডন স্ট্রিট। এই বিডন স্ট্রিটেই মিনার্ভা থিয়েটার ছিল। এখন তো বন্ধ। এককালে বিখ্যাত নাটক

ওখানে হয়েছে। উৎপল দত্ত অঙ্গার, কল্লোল ওখানে করেছিলেন। আমিও ওখানে অনেক শো করেছি।'

'এখন বন্ধ কেন?'

'শুনেছি কীসব আন্দোলন হয়েছিল, থিয়েটারের মান পড়ে যাওয়ায় দর্শক হত না। এই রাস্তা হল বিবেকানন্দ রোড।'

শেফালি-মা একের-পর-এক রাস্তার নাম, বিখ্যাত বাড়িগুলোর কথা বলে যাচ্ছিলেন। সবগুলো মাথায় রাখতে পারছিল না নবকুমার। কিন্তু তার ভালো লাগছিল।

'এই হল ধর্মতলা। আবার এসপ্ল্যানেডও বলে। ওই যে মনুমেন্ট।'

গাড়িতে বসেই অনেক উঁচু একটা স্তম্ভ দেখতে পেল নবকুমার। বইতে সে পড়েছে ওটা স্মৃতিসৌধ। মানুষের বাস করার জন্যে তৈরি নয়।

'ওটা কার স্মৃতিসৌধ?'

শেফালি-মা বললেন, 'অতশত জানি না। এক সাহেবের বোধহয়, কী যেন নাম। অক্টো, অক্টো, দুর!'

গাড়ি আর একটু এগোতেই বিশাল সবুজ মাঠ চোখে পড়ল।

'এই হল তোমার গড়ের মাঠ। গড়ের মাঠ কেন বলে জানো? গড় মানে দুর্গ। দুর্গের সামনে মাঠ, গড়ের মাঠ।'

'এখানে দুর্গ কোথায়?'

'ওই যে, ওপাশে, দুর্গের নাম উইলিয়াম। ফোর্ট উইলিয়াম।'

'ও। কিন্তু শহরের মাঝখানে দুর্গ কেন? শত্রুরা এলে তো শহরটাকেই দখল করে ফেলবে। বইতে পড়েছি শহর থাকত দুর্গের ভেতরে। যাতে শত্রুরা দখল না করতে পারে।'

হাসলেন শেফালি-মা, 'ওটা ইংরেজরা বানিয়েছিল যাতে তাদের কেউ দুর্গের ভেতর ঢুকে না মারতে পারে। তখন তো ঘরে বাইরে ওদের শত্রু ছিল। এখন বাইরের সাত সমুদ্র পার হয়ে এতদূরে আসতে পারবে না।'

'তাহলে ইংরেজদের তৈরি দুর্গটা কি দ্রষ্টব্যস্থান হিসাবে রাখা হয়েছে?'

'না-না। ওখানে শুনেছি মিলিটারিরা থাকে।'

কিছুটা দূরে শ্বেত পাথরের বিশাল বাড়ি যা দেখতেই তাজমহলের ছবি মনে ভেসে ওঠে, নবকুমার উৎফুল্ল হল, 'বাঃ, কী সুন্দর।'

পেছন থেকে শেফালি-মা বললেন, 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল।'

বিস্ফারিত চোখে নবকুমার দেখছিল স্মৃতিসৌধকে।

'ভেতরে যাওয়া যাবে?'

'এখন নয়। ফেরার পথে। ডানদিকে যে ঘেরা মাঠ দেখছ ওটা রেসকোর্স। ঘোড়া দৌড়ায়, কেউ জেতে, কেউ হারে। ভুলেও কখনও ওখানে যাবে না।'

ওরা চিড়িয়াখানায় ঢুকল। আজ বেশ ভিড়। লাইন দিয়ে টিকিট কাটতে হল। ভাগ্যিস রোদ নেই, মেঘলা হয়ে আছে আকাশ। কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর শেফালি-মা বললেন, 'আর পারছি না। আমরা এখানে বসছি। তুমি বাঘ ভাল্লুকদের দেখে এখানে ফিরে এসো। তারপর ওই রেস্টুরেন্টে গিয়ে দুপুরের খাবার খাব।'

নবকুমার মাথা নেড়ে পা বাড়াল। পাখিদের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে সে মুগ্ধ। কতরকমের পাখি। এক ভদ্রলোক তার ছেলেকে বললেন, 'ওই দ্যাখ কাকাতুয়া।'

ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল, 'কথা বলে?'

কাকাতুয়া ঘাড় ঘুরিয়ে ছেলেটাকে দেখল। তারপর স্পষ্ট বলল, 'মারব।'

নবকুমার হেসে ফেলল। পাখি মুখ ঘুরিয়ে নিল।

একটার-পর-একটা প্রাণী দেখতে-দেখতে নবকুমার জলহস্তীদের কাছে পৌঁছতেই একজন বিশাল হাঁ করে মুখের ভেতরটা দেখাল। কাদাজলে দাঁড়িয়ে আছে সে। জলহস্তী তাকে আকর্ষণ করল না। হঠাৎ খেয়াল হল, অনেকক্ষণ সে একা ঘুরছে। একজনকে জিজ্ঞাসা করে জানল একটা বেজে গেছে। ফিরতে গিয়ে সে ধন্দে পড়ল। ঠিক কোন জায়গায় শেফালি-মা-রা বসে আছেন বুঝতে পারছিল না। হাঁটতে-হাঁটতে সাপের বাড়ির সামনে পৌঁছে ভেতরে যাওয়ার লোভ সামলাতে পারল না। বড়-বড় কাচের বাক্সে নানান প্রজাতির সাপ। কিন্তু তারা বেশিরভাগই নিজেদের লুকিয়ে রাখতে চাইছে দর্শকদের কাছ থেকে। দর্শকরা এখানে সংখ্যায় বেশি।

'ছিঃ! সাপ দেখলেই শরীর ঘিনঘিন করে ওঠে। আমি এখানে থাকব না।' বলে যে মেয়েটি বেরিয়ে যাচ্ছিল তাকে খুব চেনা বলে মনে হল নবকুমারের। পেছন থেকে দেখছে সে, কিন্তু গলার স্বর কোথাও যেন শুনেছে। মেয়েটার সঙ্গে বছর তেইশের একটি ছেলে। সে বোঝাতে-বোঝাতে হাঁটছিল। নবকুমার বাইরে এসে দেখল ওরা দাঁড়িয়ে কথা বলছে। আর তখনই মেয়েটা মুখ ঘোরাতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। একটু অপ্রস্তুত হলেও দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে ছুটকি হাত নেড়ে হাসতে লাগল। কী করা উচিত, বুঝতে পারছিল না নবকুমার। ছুটকি এগিয়ে এল, 'কী? চিনতে পাচ্ছ না? এর মধ্যেই ভুলে গেলে? আমি ভেবেছিলাম তুমি আর পাঁচটা ছেলের মতো নয়।'

'না মানে—, ভুলব কেন!' তোতলাল নবকুমার।

'সেই যে ট্রেনে এত কথা বললে, কত প্রমিস করলে আর কলকাতার জল পেটে পড়তেই পালটি খেয়ে গেলে?' ঠোঁট ফোলাল ছুটকি।

নবকুমার দেখল ছেলেটা দূরে দাঁড়িয়ে এদিকে তাকিয়ে আছে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কবে ফিরলে?'

'তার মানে?'

'আমি জানতাম তোমার বাবা-মা কলিকাতার বাইরে কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে তোমাকে রেখে এসেছে। সেখান থেকে বিয়ের চেষ্টা করছে।' নবকুমার বলল।

'কী করে জানলে? নাকি মনে-মনে ভেবে খুশি হলে?'

'আমি তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম।'

'অ্যাঁ? তাই? কবে?'

'কিছুদিন আগে। এখানে আসার পরপরই। তোমার দিদির কাছে শুনেছিলাম।'

'ও!' একটু ভাবল ছুটকি, 'সেদিন বাড়িতে দিদি একা ছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার চরিত্র নষ্ট করেছিল?'

'কী যা তা বলছ?'

'ঠিক বলেছি। আমি যাকেই ভালোবাসব দিদি তার দিকে হাত বাড়াবে। নিশ্চয়ই দিদি তোমার সঙ্গে বাইরে দেখা করে?'

'না। আর দেখা হয়নি। তবে বেরিয়ে আসার সময় পাড়ার ছেলেরা আমাকে ধরেছিল। খুব শাসাচ্ছিল। ওদের একজন নাকি তোমাকে ভালোবাসে। শেষে বলল, তোমাকে বুঝিয়ে বলতে যাতে তুমিও ওকে ভালোবাসো।'

নবকুমারের কথা শেষ হওয়ামাত্র বেশ জোরে হেসে উঠল ছুটকি। আশেপাশের লোকজন সেই শব্দে এদিকে তাকাল। হাসতে-হাসতে ছুটকি বলল, 'এরকম কয়েক ডজন ছেলে আমার পিছনে ঘুরে বেড়ায়। আমি তাদের পাত্তাই দিই না। যাকে দিয়েছি সে আমার কথা ভাবেই না। তুমি কী গো!'

নবকুমার জিজ্ঞাসা করল, 'এই চিড়িয়াখানা কি তোমার বাড়ির কাছে?'

'দূর! কোথায় বেলগাছিয়া আর কোথায় আলিপুর!' ছুটকি হাসল, 'ও অনেকদিন থেকে বায়না করছিল। তাই আজ বেড়াতে এলাম।'

'ও কে?'

'ভালো করে চিনি না। টালাপার্কে আলাপ হয়েছে। খুব বড়লোকের ছেলে। বলছে আমাকে বিয়ে না করলে পাগল হয়ে যাবে।' হাসল ছুটকি।

'কবে বিয়ে হবে?'

'অ্যাঁ? তোমার মতলব কী বলো তো? যে বলবে তাকেই বিয়ে করতে হবে? আমি কি এত ফ্যালনা? আচ্ছা, তোমার কোনও ফোন নম্বর আছে?'

'না।'

'ঠিকানা বলো।'

ইতস্তত করেও শেষ পর্যন্ত চিৎপুরের যাত্রার গদির ঠিকানা বলে ফেলল সে।

ছুটকি বলল, 'ও, তুমিও নর্থে থাক? তাহলে চলো, একসঙ্গে ফিরব। যাওয়ার সময় ও অম্বরে খাওয়াবে। তুমি নিশ্চয়ই এখনও অম্বরে খাওনি?'

'আমাকে খাওয়াবে কেন?'

'আমি বললে ও না বলবে কী করে? এসো।' ছুটকি ছেলেটাকে হাত নেড়ে ডাকতেই মুক্তোকে দেখতে পেল নবকুমার। হনহন করে সামনে এসে মুক্তো বলল, 'মা খুব রাগ করছে। এখনই চলো।'

বেঁচে গেল নবকুমার। ছুটকি জিজ্ঞাসা করল, 'মা? মা মানে?'

'মায়ের তো একটাই মানে হয়? আসছি।' মুক্তোর সঙ্গে হাঁটতে লাগল নবকুমার।

পঁচিশ

চিড়িয়াখানার ভেতরে একটা সুন্দর রেস্টুরেন্ট আছে। শেফালি-মা নবকুমারকে নিয়ে সেখানে ঢুকে জানলার পাশের টেবিলে বসলেন। মুক্তোকে টাকা দিয়ে এসেছেন শেফালি-মা। সে রেস্টুরেন্টের খাবার খাবে না, পুরি তরকারি কিনে খাবে।

'কী খাবে বলো?' শেফালি-মা মেনু কার্ডে চোখ রেখে জিজ্ঞাসা করলেন।

এরকম রেস্টুরেন্টে কখনও ঢোকেনি নবকুমার। গ্রামে এবং গঞ্জের লোকজন ঢোকার সুযোগ পাবে কোত্থেকে? কী খাবার পাওয়া যায় তাও জানা নেই। নবকুমার বলল, 'আপনি যা ভালো মনে করেন—।'

মেনুকার্ড এগিয়ে দিলেন শেফালি-মা, 'এটা পড়ে তোমারটা তুমি ঠিক করো।'

আড়ষ্ট হাতে কার্ডটা নিল নবকুমার। ইংরেজিতে লেখা বিভিন্ন খাদ্যের পাশে যে দাম লেখা আছে তা দেখে ঘাবড়ে গেল সে। কোনওটাই ষাট টাকার নীচে নেই। কয়েকবার চোখ বুলিয়ে চিকেন চাউমিনটাকেই পছন্দ করল। কলেজে পড়ার সময় ক্যান্টিনে চাউমিন খেয়েছিল কয়েকদিন। খারাপ লাগেনি। কিন্তু ওখানে দাম নিত বারো টাকা। এক প্লেট নিলে দুজনের দিব্যি হয়ে যেত। 'সঙ্গে কী নেবে?'

'কিছু না।'

'লজ্জা করছ কেন? চিলি চিকেন নেবে?'

আর না বলতে পারল না নবকুমার। শেফালি-মা দুজনের জন্যে একই খাবার বলে দিলেন বেয়ারাকে। নবকুমার মনে-মনে যোগ করে দেখল, অনেক টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে ওঁর।

শেফালি-মা বললেন, 'বহুদিন পরে আজ বেশ ভালো লাগছে? ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে

প্রতি বছর শীত পড়লেই এখানে আসতাম। তখন এই রেস্টুরেন্টটা ছিল না। তোমার কেমন লাগছে চিড়িয়াখানায় এসে?'

'ভালো।'

'লোকে তো খাঁচায়-খাঁচায় জীবজন্তু দেখছে। আর আমি একটা জায়গায় বসে মানুষ দেখছিলাম। মানুষের মতো বিচিত্র প্রাণী বোধহয় আর কিছু নেই।' হাসলেন শেফালি-মা, 'ও হ্যাঁ, মেয়েটি কে? তোমার দেশের?'

চমকে তাকাল নবকুমার। সে প্রথমে ঠিক ঠাওর করতে পারল না।

'আহা, তোমার সঙ্গে খুব কথা বলছিল যে—!'

'না-না। আমাদের দেশের নয়। কলিকাতায় আসার সময় ট্রেনে পরিচয় হয়েছিল।'

'তাই?'

'ওর সঙ্গে আত্মীয়স্বজনরাও ছিল।'

'এখানে তো একটা ছেলের সঙ্গে এসেছিল। ছেলেটা কে?'

'আমি জানি না।'

'যখন কোনও মেয়ে অনাত্মীয় ছেলের সঙ্গে চিড়িয়াখানা বেড়াতে আসে তখন বুঝতে হবে ওদের বন্ধুত্ব আছে। অনাত্মীয় বুঝলাম ছেলেটির দাঁড়িয়ে থাকার ধরন দেখে। তোমার সঙ্গে মেয়েটি কথা বলছিল এটা ওর পছন্দ হচ্ছিল না!' শেফালি-মা হাসলেন, 'সাধারণত এসব ক্ষেত্রে পরিচিত মানুষ দেখলে ছেলেমেয়েরা এড়িয়ে যায়। তার ওপর তোমার সঙ্গে ট্রেনে আলাপ যখন, তখন তো সহজেই এড়াতে পারবে। কিন্তু তা না করে সঙ্গীকে দাঁড় করিয়ে রেখে মেয়েটি তোমার সঙ্গে কথা বলেই যাচ্ছিল।' শেফালি-মা হাসলেন, 'যেন তুমি ওর খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

'ওর অনেক ছেলে বন্ধু আছে।' মুখ নামাল নবকুমার।

'হুম। তুমি কী করে জানলে?'

'আমাকে বলেছে। ওই ছেলেটাকে ভালো করে চেনে না। বড়লোকের ছেলে, ওকে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু ও চায় না। অম্বর না কোথায় খাওয়াবে বলে ওর সঙ্গে এসেছে। আমাকেও সেখানে যেতে বলছিল। আমি ওকে ঠিক বুঝতে পারি না।' নবকুমার অকপটে বলল।

'যাক। ইনি তাহলে তোমার কপালকুণ্ডলা নন।'

'মানে?'

'শোনো। এই মেয়েটিকে এড়িয়ে চলবে। তোমার ঠিকানা দিয়েছ?'

'হ্যাঁ। গদির নাম্বার। এমন করে বলল যে না বলে পারিনি।'

'বাড়ির নাম্বার?'

'না-না।'

'দিলে দেখতে পাড়াটা জানলে ও আর তোমার সঙ্গে কথা বলত না।'

'পাড়ার জন্যে?'

'হ্যাঁ। বেশ্যাপাড়ায় যে ছেলে থাকে তার সম্পর্কে ভালো ধারণা কেন হবে? অথচ জান, এই মেয়েগুলো, যারা একের-পর-একটা ছেলের মাথা ঘোরায়, তাদের পয়সায় দামি রেস্টুরেন্টে খায়, ভালো উপহার আদায় করে কাটিয়ে দিয়ে আর-একজনের সঙ্গে মেশে তারা সোনাগাছির মেয়েদের চেয়ে হাজারগুণে খারাপ। সোনাগাছির মেয়েরা পেটের জন্যে খদ্দের ধরে, কিন্তু তাদের ঠকায় না। আর এইসব তথাকথিত ভদ্রলোকের ভদ্র মেয়েরা মজা লুটবার জন্যে ছেলেগুলোর সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে। অথচ তাদের গায়ে বেশ্যার ছাপ পড়ে না। ছেলেগুলো ওই অভিনয়ে মজে যায় সহজে। যখন বোঝে ঠকে গেছে, তখন বেশিরভাগ মুখ বুঁজে সরে যায়, কেউ-কেউ অ্যাসিড বাল্ব ছোড়ে। তুমি যদি ওদের সঙ্গে যেতে রাজি হতে তাহলে রেস্টুরেন্টে গিয়ে মেয়েটা একই সঙ্গে তোমাদের

দুজনের সঙ্গে ফস্টিনস্টি করত। ছিঃ!' শেফালি-মায়ের কথা শেষ হওয়ার পর খাবার এল।

খেতে আরম্ভ করে নবকুমার বুঝতে পারল, কলেজের ক্যান্টিনে চাউমিন নামক যে খাবার খেয়েছে সেটা খুবই নীচুস্তরের। এত ভালো এবং সুস্বাদু খাবার সে কখনও খায়নি। এরপরে নিজের পয়সায় খেতে হলে তাকে অনেক রোজগার করতে হবে। প্রম্পটারের চাকরি করে সেটা সম্ভব নয়।

খেতে-খেতে শেফালি-মা বললেন, 'অনেকদিন পরে আজ বেশ ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে এতদিন একটা অন্ধকার ঘরে মুখ লুকিয়ে বসেছিলাম, আজ বেরিয়ে এলাম। তুমি যদি আমার বাড়িতে না আসতে তাহলে আজকের আনন্দটা পেতাম না।'

নবকুমার খুশি হল। কিন্তু সে বুঝতে পারল না, এমন কী করেছে, যার জন্যে শেফালি-মা বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসেছেন।

শেফালি-মা বললেন, 'তুমি কি বলো, আমার আবার অভিনয় করা উচিত?'

'আপনার অভিনয় আমি কখনও দেখিনি। কিন্তু খুব প্রশংসা শুনেছি। যদি শরীর ভালো থাকে তাহলে—।' কথা শেষ করল না নবকুমার।

'দ্যাখো, মন ভেঙে শরীর নষ্ট হয়। ভেবেছিলাম শুয়ে-বসে বাকি জীবনটা কোনওমতে পার করে দেব। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে মিছিমিছি নিজেকে নষ্ট করার জন্যে ব্যস্ত ছিলাম। ভুল করেছিলাম।' খাবারের বিল মিটিয়ে দিলেন শেফালি-মা। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে। একটু ভদ্র ব্যবহার করি। তুমি আজ যাত্রাদলের মালিকের সঙ্গে দেখা করে বলবে কাল দুপুরে, এই ধরো তিনটের সময় পার্ক স্ট্রিটে ফ্লুরিস রেস্টুরেন্টে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে পারি। মনে থাকবে তো, পার্ক স্ট্রিটে ফ্লুরিস রেস্টুরেন্টে বিকেল তিনটের সময়।'

মনে-মনে নামগুলো আওড়ে নিল নবকুমার। মনে হচ্ছিল, একটি মহান কাজ তার মাধ্যমে হতে চলেছে।

আজ রবিবার। ছুটির দিন। বিকেল পাঁচটায় গদিতে এসে নবকুমার দেখল সব ফাঁকা। গদিতে কেউ নেই। মাস্টারদার দেখা পেল না সে। দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল বড়বাবু ছুটির দিনে গদিতে আসেন না। তাঁর ঠিকানা জিজ্ঞাসা করতে লোকটা একটা ফোন নাম্বার বলতে পারল। গদির ফোনটা তালাচাবি দেওয়া থাকে। বড়বাবুকে খুব জরুরি খবর দিতে হবে বলায় দারোয়ান ফোনের তালা খুলে দিল।

ডায়াল করল নবকুমার। তিনবার রিং হওয়ার পর বাজখাঁই গলা শুনতে পেল, 'হ্যালো।'

'বড়বাবু আছেন? আমি নবকুমার কথা বলছি।'

'কে নবকুমার?' বেশ গম্ভীর গলা।

'আজ্ঞে, আমি, আমি প্রম্পটারের কাজ করছি।' ভয়ে-ভয়ে বলল সে।

'অ। কী ব্যাপার? ফোন করছ কেন?'

'আজ্ঞে, শেফালি-মা আপনাকে একটা খবর দিয়েছেন।'

'ও। কোত্থেকে বলছ?'

'গদির টেলিফোন থেকে।'

'আমার বাড়িতে চলে এসো। বাগবাজারের মদনমোহন মন্দিরের সামনে একমাত্র গেটওয়ালা বাড়িটা আমার।' ফোন রেখে দিলেন বড়বাবু।

বেশ নার্ভাস হয়ে দারোয়ানের কাছে বাগবাজারের মদনমোহন মন্দিরের হদিস জেনে নিয়ে হাঁটা শুরু করল সে। চিৎপুরের ট্রাম রাস্তা ধরে হেঁটে সেখানে পৌঁছাতে বেশি সময় লাগল না। গেটের সামনে দাঁড়াতে একটা বিহারি দারোয়ান জিজ্ঞাসা করল, 'নাম?'

'নবকুমার।'

'অন্দর যাইয়ে।'

ভেতরে ফুলের বাগান। মাঝখানে সুন্দর রাস্তা। একটা গাড়ি বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে আছে। সিঁড়ি ভেঙে বারান্দায় উঠতেই ধুতি আর গেঞ্জি পরা একটা লোক বলল, 'আপনি নবকুমারবাবু?'

নবকুমার মাথা নাড়তেই লোকটা বলল, 'আসুন।'

দোতলায় উঠে বড়বাবুকে দেখতে পেল সে। একটা পাদানিওয়ালা ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে আছেন। তাঁর পাশের চেয়ারে বসে আছে খুব সুন্দর একটা মেয়ে। মেয়েটির পরনে স্কার্ট। মুখ ঘুরিয়ে বড়বাবু বললেন, 'এসো হে। বসো।'

সামনে পড়ে থাকা মোড়ায় বসল নবকুমার।

'শেষ পর্যন্ত কী কথা হল?'

'আজ্ঞে, উনি কাল বিকেল তিনটের সময় দেখা করবেন।'

'বাঃ। কোথায়? গদিতে আসছেন নাকি?'

'না। পার্ক স্ট্রিটের', বলেই আটকে গেল নবকুমার। কিছুতেই নামটা মনে আসছে না। কেবলই প্যারিস-প্যারিস বলে মনে হচ্ছে।

'পার্ক স্ট্রিটের কোথায়? কোনও রেস্টুরেন্টে?' বড়বাবু সোজা হয়ে বসলেন।

'প্যারিস।'

'প্যারিস নামে কোনও রেস্টুরেন্ট সেখানে নেই। কী রে, আছে?' বড়বাবু মেয়েটির দিকে তাকালেন। মেয়েটি বলল, 'মুখ দেখেই তো বোঝা যাচ্ছে ভুল বলছেন।'

'আঃ। নবকুমার, তুমি নামটাও মনে রাখতে পারনি।' বড়বাবু বললেন।

মেয়েটি হাসল, 'বাবা, মনে হচ্ছে উনি ফ্লুরিস রেস্টুরেন্টের নামটা ভুল করছেন।'

নবকুমারের মনে পড়ে গেল। সে দ্রুত বলে উঠল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ফ্লুরিস।'

মেয়েটি বলল, 'ওখানকার কেক খাননি বোধহয়?'

'না। আমি কলিকাতায় বেশিদিন আসিনি।'

নবকুমার বলতেই মেয়েটি খিলখিল হেসে উঠল, 'কলিকাতা? সেটা কোথায়?'

বড়বাবু বিরক্ত হলেন, 'আঃ! কী হচ্ছে! সুতানুটি, গোবিন্দপুর আর কলিকাতা। এই তো ছিল জব চানর্কের আমলে। শেষে তিনে মিলে হল কলিকাতা। তারপর সাহেবরা সেটাকে উচ্চারণ করল, ক্যালকাটা। তার বাংলা হল, কলকাতা বা কোলকাতা। গ্রাম বাংলায় যদি এখনও কেউ কলিকাতা বলে, তাহলে তো সে ভুল বলছে না! হ্যাঁ নবকুমার, তুমি ওঁকে বলো যে আমি ঠিক তিনটের সময় ওখানে পৌঁছে যাব।'

নবকুমার মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু বড়বাবু বললেন, 'বসো।'

নবকুমার আবার বসল।

'ওঁর সঙ্গে কেউ থাকবেন?'

খুব সাহস করে নবকুমার বলল, 'যদি আমাকে সঙ্গে যেতে বলেন তাহলে মুশকিল হবে। কাল তো একটা থেকে রিহার্সাল।'

মাথা নাড়লেন বড়বাবু, 'না। রিহার্সালে যেতে হবে না। আমি সুধাকান্তবাবুকে বলে দিলে তিনি ম্যানেজ করে নেবেন। মনে হচ্ছে তুমি শেফালিদেবীর নেকনজরে পড়ে গেছ।'

'আমাকে উনি পছন্দ করেন।'

'কিন্তু মনে রেখো, তুমি আমার লোক। কথাবার্তার সময় যদি উনি রাজি না হন তাহলে তোমাকে উদ্যোগী হয়ে ওঁকে রাজি করাতে হবে। মানুমা, গিরিশকে বলো নবকুমারের জলখাবার নিয়ে আসতে।' বড়বাবু বলতেই মেয়েটি চলে গেল। বড়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাড়িতে কে-কে আছেন।'

'মা আর বাবা।'

'বাবা কী করেন?'

'জমিজমা দেখাশোনা, চাষ—!'

'তুমি তো গ্র্যাজুয়েট। আর পড়লে না কেন?'

'ভালো রেজাল্ট হয়নি। টাকারও অভাব ছিল।'

'হুম। কিন্তু নবকুমার, তুমি শেফালি-মায়ের বাড়িতে থাকছ, পয়সা লাগছে না, ঠিক কথা। কিন্তু পরিবেশের কথা যদি তোমার বাবা-মা জানতে পারেন তাহলে তো খুব খারাপ ব্যাপার হবে। উনি যদি অভিনয়ে আবার আসেন তাহলে ওঁকে বোলো কোনও ভদ্রপাড়ায় ফ্ল্যাট ভাড়া করতে। এ ব্যাপারে আমার কথা বলা ঠিক নয়। তবে উনি চাইলে আমি ব্যবস্থা করে দিতে পারি। সেখানে ওঁর কাছে থাকতে পারবে তুমি।' বড়বাবু বেশ বুঝিয়ে বললেন কথাগুলো।

'বলব।'

একজন কাজের লোক জলখাবার নিয়ে এল ট্রেতে। একটা টুলের ওপর সেটা রেখে চলে যেতে বড়বাবু বললেন, 'খেয়ে নাও।'

নবকুমার দেখল গোটা আটেক ফুলকো লুচি, বেগুনভাজা, আলুভাজা আর দুটো রসগোল্লা প্লেটের ওপর রয়েছে।

বড়বাবু উঠে দাঁড়ালেন, 'লজ্জা কোরো না। আমি সবাইকে বাড়িতে এলেই এসব খাওয়াই না। তোমার মাস্টার তো ওপরে ওঠার সাহস পায় না। খাও।' বড়বাবু চলে গেলেন।

চিনে খাবার হজম হয়ে গিয়েছিল তখন। খিদে পাচ্ছিল তার। তাই সঙ্কোচ না করে হাত বাড়াল। বিশাল বারান্দায় একা বসে-বসে লুচিগুলো বেগুনভাজা আর আলুভাজার সঙ্গে পেটে চালান করছিল নবকুমার নিঃশব্দে। হঠাৎ পেছন থেকে মেয়েটির গলা কানে এল, 'চা খাবেন কি?'

দ্রুত মাথা নাড়ল নবকুমার, 'না।' খাবার মুখে থাকায় কথা স্পষ্ট হল না।

'জল খান। নইলে গলায় আটকে যাবে।' বলে মেয়েটি পরির মতো পাশের ঘরে ঢুকে গেল।

ছাব্বিশ

দ্রুত খাওয়া শেষ করে নবকুমার উঠে দাঁড়াল। হাত ধোওয়া দরকার। গ্লাসের জল প্লেটে ফেলে হাত ধুতে সঙ্কোচ হচ্ছিল। সে চারপাশে তাকাল। বড়বাবু বা তাঁর মেয়ে বারান্দায় না থাকায় কয়েক সেকেন্ড বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইল। এরা কেমন মানুষ? কাউকে খেতে দিয়ে সামনে থেকে চলে গেল?

নবকুমার এগোল। নিশ্চয়ই হাত ধোওয়ার কল কাছাকাছি কোথাও আছে। লম্বা বারান্দা দিয়ে অনেকটা চলে এল সে। সব ঘরের দরজা ভেতর থেকে ভেজানো। বড়বাবু যে বিশাল বড়লোক তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। এত বড়লোক কেন যাত্রাদল চালাচ্ছেন? ওঁর তো উচিত অনেক বড়-বড় ব্যাবসা করা।

'কী চাই? কে তুমি? কী উদ্দেশ্যে বিচরণ করছ এখানে?'

প্রশ্ন তিনটে যিনি করলেন তাঁর গলার স্বর খনখনে। একেবারে শেষের ঘরের দরজায় দাঁড়ানো লোকটি যেমন রোগা তেমন অদ্ভুত পোশাক পরা। পোশাকটার নাম হয়তো আলখাল্লা কিন্তু তাতে প্রচুর জরির কাজ। এখন একটু বিবর্ণ। মানুষটি বেশ বৃদ্ধ এবং সাদা দাড়ি ছুঁচলো হয়ে বুকে নেতিয়ে রয়েছে। চোখে মোটা কাচের চশমা।

নবকুমার বলল, 'আজ্ঞে, হাত ধোব।'

'হাত? এই শহরের কোথাও কি হাত ধোওয়ার ব্যবস্থা ছিল না যে আমার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছ? তার চেয়ে সত্যি কথা বলে ফেলো।'

'আমি সত্যি কথাই বলছি।'

'আমি যদি বলি তুমি একটি তস্কর তাহলে আমাকে মিথ্যে প্রমাণ করতে পারবে?'

'তস্কর? আমি? না-না। বড়বাবু আমাকে এখানে আসতে বলেছিলেন।'

'বড়বাবু? হা-হা-হা! এই প্রাসাদে আমি তোমাকে নেমন্তন্ন করেছি?'

'আজ্ঞে আপনি নন, বড়বাবু—।'

'আমি ছাড়া এই প্রাসাদে আর কোনও বড়বাবু থাকতে পারে না। আমি একমেবাদ্বিতীয়ম্! আমার বয়স কত তুমি জানো?'

'আজ্ঞে না।'

'নাইনটি ফোর। ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের আগে জন্মেছি।'

'আজ্ঞে, বড়বাবু মানে যিনি আমাদের যাত্রাদলের মালিক—।'

'চোপ্। আবার মিথ্যে কথা। নাম কী?'

'আজ্ঞে নবকুমার।'

'অ্যাঁ? তাই নাকি? বঙ্কিমবাবু রেখেছিলেন?'

'বঙ্কিমবাবু? মানে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়?'

সঙ্গে-সঙ্গে বৃদ্ধ ভেতরে চলে গেলেন। ঘরের ভেতরটা ভালো দেখা যাচ্ছিল না। গলা ভেসে এল, 'কাম। কাম ইনসাইড।'

নবকুমার ঘরে ঢুকল। সবক'টা জানলা বন্ধ। ঘরে ছ'টা বিশাল কাঠের আলমারি ছাড়া একটি পালঙ্কের ওপর মোটা গদির বিছানা। বেঁটে-বেঁটে কয়েকটা টুল রয়েছে। পালঙ্কের পাশে।

'ওইখানে জল আছে। বেসিনে হাত ধোবে। তারপর সোপকেস থেকে সাবান তুলে হাতে মাখবে। সেই সাবানহাত ভালো করে ধোবে। ধুয়ে নিয়ে সাবানটাকে একটু সময় কলের জলে রেখে সোপকেসে ফিরিয়ে দেবে। দুবার বলতে পারব না।' বলেই শব্দ করে হাসলেন, 'মানুষ, এত বুদ্ধু যে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ভাবে কাজ হয়ে গেল। সাবানটাকে পরিষ্কার করার কোনও দায়িত্ব যেন তার নেই। হুঁঃ!'

বৃদ্ধ যা আদেশ করল তা মান্য করল নবকুমার। হাত এবং মুখ ধোওয়ার পর স্বস্তি হল। কিন্তু এই বুড়ো কে? বড়বাবুর বাড়িতে থেকেও তাঁকে অস্বীকার করছেন?

'ইট ওয়াজ নাইনটিন থার্টি, আমি প্রথম বঙ্কিমচন্দ্র পড়েছিলাম। আনন্দমঠ। এগারোশো ছিয়াত্তর সালে গ্রীষ্মকালে একদিন পদচিহ্ন গ্রামে রৌদ্রের উত্তাপ বড় প্রবল। গ্রামখানি গৃহময় কিন্তু লোক দেখি না—। ব্যস। আমার যাত্রা শুরু হয়ে গেল।'

বৃদ্ধ পালঙ্কে বসে তাঁর সাদা দাড়িতে আঙুল বোলাতে লাগলেন চোখ বন্ধ করে। কয়েক সেকেন্ড চলে গেল। নবকুমারের মনে হল, উনি সেই সময়ে চলে গেছেন।

'অথচ দ্যাখো, আমি এখন হাঁটতে পারি না। সিঁড়ি ভাঙতে পারি না। মানুষকে সারাজীবন কার সঙ্গে লড়াই করত হয় বলো তো?' তাকালেন বৃদ্ধ।

'কত রকমের সমস্যা—।'

'কিস্যু জানো না। প্রত্যেক মানুষকে যুদ্ধ করতে হয় তার শরীরের সঙ্গে। সবসময়। এক-একটা জায়গা বিদ্রোহ করে আর ডাক্তারের সাহায্যে সেই বিদ্রোহ দমন করার চেষ্টা হয়। আমার হাঁটুদুটো বিদ্রোহ করে জিতে গিয়েছে। চোখ জিতে যেতে পারে যে-কোনওদিন। কিন্তু আমার স্মৃতিশক্তি এখনও আমার বশে আছে। এবার বলো, আমি কে?' বৃদ্ধ খুব গম্ভীর।

'আমি ঠিক—?'

'আমি বড়বাবু। এ-বাড়ির বড়বাবু। আনন্দমঠ যাত্রা কোম্পানির বড়বাবু। সে একটা সময় ছিল যখন চিৎপুর মানেই আমি। তখন ওই ফিলিমের পুতুলগুলোকে চিৎপুরে ঢুকতে দেওয়া হত না। দশ হাজার লোক মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পালা শুনত কোনও মাইকের সাহায্য ছাড়াই। তুমি যাকে বড়বাবু বলে ভেবেছিলে, তার গর্ভধারিণী হলেন আমার স্বর্গীয়া পত্নী। বুঝেছ?'

'হ্যাঁ।' এবার ধাতস্থ হল নবকুমার। নীচু হয়ে প্রণাম করতে গেল সে।

'নো-নো। আগে কর্তব্য করো, তারপর প্রণাম করবে। শোনো হে নবকুমার, প্রণাম করতেও যোগ্যতা অর্জন করতে হয়।'

'আপনি বলুন কী করতে হবে আমাকে?'

'আমি বন্দি। সম্রাট শাজাহানের মতো এই দুর্গে বন্দি করে রেখেছে আমার উদ্ধত পুত্র ঔরঙ্গজেব। তুমি আমাকে মুক্ত করো।'

'কীভাবে? মানে—'

'সেটাও আমাকে বলে দিতে হবে? প্রম্পটার ছাড়া কী তোমরা এক সেকেন্ড কথা বলতে পারো না? কী অবনতি!'

'আপনি যদি বাইরে যেতে চান তাহলে আমি বড়বাবুকে, না, মানে, আপনার ছেলেকে বলতে পারি।' নবকুমার বলল।

'সে আমাকে বের করতে চায় কাঁধে চড়িয়ে। ওকে বললে তুমি বিতাড়িত হবে। তুমি কী করো নবকুমার?'

'আমি এতকাল গ্রামে ছিলাম। কোনওদিন কলিকাতায় আসিনি। এই ক'দিন হল চাকরির সন্ধানে কলিকাতায় এসে আপনার ছেলের যাত্রাদলে প্রম্পটারের চাকরিতে লেগেছি।' নবকুমার বলল।

'কী বললে? কলিকাতা বললে না?'

'আজ্ঞে ওই নাম গ্রামে সবাই বলে। আমারও অভ্যেস হয়ে গিয়েছে।'

'ওঃ! অনেকদিন পরে সঠিক নামটা শুনলাম। কান জুড়িয়ে গেল। একেবারে আসল নাম বলেছ তুমি। সুতানুটি, গোবিন্দপুর আর কলিকাতা। আহা, কলিকাতা কমলালয়। যাও, তোমার সব অপরাধ মার্জনা করে দিলাম।' হাত তুলে আশীর্বাদের ভঙ্গি করলেন বৃদ্ধ।

'তাহলে আপনিই প্রথম যাত্রা দল তৈরি করেছিলেন।'

'ইয়েস। বাপের জলে ধোওয়া টাকা ছিল। এই প্রাসাদ, বাগান, যাত্রাদল সব ওই টাকায়। আমি যদি সব উড়িয়ে দিতাম তাহলে কি ও এত ফুটুনি মারতে পারত?'

'জলে ধোওয়া টাকা মানে?'

'জাহাজ ডুবি হয়েছিল ডায়মন্ড হারবারে। ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময়। প্যাসেঞ্জারদের বাঁচাতেই হিমসিম খেয়ে গিয়েছিল গবমেন্ট। ডুবে যাওয়া জাহাজের পেট থেকে ডুবুরি লাগিয়ে পাঁচ বস্তা রাত্রের অন্ধকারে ডাঙায় নিয়ে এসেছিলেন আমার পিতৃদেব। সেই বস্তায় ছিল লন্ডনে ছাপা টাকার নোট। কয়েকদিন ধরে সেগুলো লুকিয়ে বেচে পাঁচ লাখপতি হয়ে যান তিনি। অবস্থা বদলে গেল আমাদের!'

'পুলিশ কিছু বলেনি?'

'তখন তো কলিকাতা থেকে মানুষ পালাচ্ছে। বোমার ভয়ে। কে কাকে ধরবে? হা-হা-হা! কিন্তু এসব গপ্পো শুনে কী হবে? আমার মুক্তির কী ব্যবস্থা করলে?'

'আপনি কোথায় যেতে চান?'

'চিৎপুরে। গিয়ে গদিটাতে আগুন ধরিয়ে দিতে চাই।'

'কেন?'

'কেন? তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করছ, কেন? ওখানে কি যাত্রা হচ্ছে? ফস্টিনস্টি হচ্ছে। যাত্রার

নামে মিনমিনে গলায় ভ্রষ্টাচার হচ্ছে। আমি শিব তৈরি করতে চেয়েছিলাম আর ঔরঙ্গজেব সেটাকে বাঁদর তৈরি করছে। নিয়ে যাবে?'

'আপনাকে বড়বাবু নীচে ডাকছেন।'

নবকুমার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, একজন কাজের লোক দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

'অ্যাই হারামজাদা! তোকে হাজারবার বলেছি আমি ছাড়া এই বাড়িতে আর কোনও বড়বাবু নেই! কানে যায় না, না? দূর করে দেব এখান থেকে।' খেঁকিয়ে উঠলেন বৃদ্ধ।

'আমি তাহলে যাই?'

'যাবে? না। এই, তুই এখান থেকে দূর হ। ও একটু পরে যাবে।'

লোকটি চলে গেলে শিশুর মতো হাসলেন বৃদ্ধ, 'এই যে তুমি আদেশ শোনামাত্র গেলে না, এতে কার জয় হল? ওর না আমার?'

'আপনার।'

'ঠিক। তোমাকে আমার ভালো লেগেছে। দাঁড়াও।'

বৃদ্ধ উঠে একটা আলমারি খুললেন। তারপর খানিকক্ষণ দেখে নিয়ে কাছে এলেন, 'এটি তোমাকে দিলাম। মহামূল্যবান টাকা।'

হাতে নিয়ে অবাক হয়ে গেল নবকুমার। দুই ইঞ্চি চওড়া, আড়াই ইঞ্চি লম্বা একটা এক টাকার ঈষৎ বিবর্ণ নোট। এরকম নোট সে কোনওদিন দ্যাখেনি।

বৃদ্ধ বললেন, 'লন্ডনে ছাপা। সেই বস্তায় ছিল। তখন টাকা আসত চেক বই-এর মতো। চেক ছেঁড়ার মতো বই থেকে ছিঁড়ে জিনিস কিনতে হত। এই টাকা সাধারণ মানুষ নেবে না। কিন্তু পুরোনো জিনিস যারা সংগ্রহ করে, তারা অনেক দাম দিয়ে কিনতে চাইবে। নবকুমার, আমি মরার আগে তুমি এটা বিক্রি করো না। দাও। খামে ভরে দিচ্ছি।'

বৃদ্ধকে প্রণাম করে খামটা পকেটে নিয়ে বেরিয়ে এল নবকুমার। মনে হচ্ছিল মহামূল্যবান সম্পদ তার পকেটে।

বড়বাবু একা নন, আর একজন মধ্যবয়সি ভদ্রলোক তাঁর উলটোদিকে বসে আছেন।

'ওই ঘরে গেছিলে কেন?' বড়বাবুর গলার স্বরে বেশ বিরক্তি।

'আমি হাত ধোওয়ার জল খুঁজছিলাম, উনি ডাকলেন।' নবকুমার বলল।

'তোমাকে দেখলেন কী করে? উনি কখনোই ঘরের বাইরে আসেন না। নিশ্চয়ই ওঁর ঘরের দরজার সামনে গিয়েছিলে?'

'আমি জানতাম না—।'

'ওখানে যা শুনেছ, তা মনে রাখার দরকার নেই। নব্বুই-এর ওপর বয়স, অসংলগ্ন কথা বলেন। আমি যেন আর কারও কাছে না শুনি যে তুমি ওঁর কথা গল্প করেছ। মনে থাকবে?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল নবকুমার।

'কী ব্যাপার?' কৌতূহলী মুখে জিজ্ঞাসা করলেন ভদ্রলোক।

'ব্যাপারটা না জানলে আপনি কি খুব অসুবিধায় পড়বেন?'

'না, না।' লোকটা কুঁকড়ে গেলেন।

বড়বাবু বললেন, 'তোমাকে যা বলেছি তা মনে রাখবে।'

আবার মাথা নাড়ল নবকুমার।

হঠাৎ ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই ছেলেটি কী করে?'

'গ্রামের ছেলে। কাজের চেষ্টা করতে এখানে এসেছিল। আমার দলে প্রম্পটারের কাজে

লেগেছে। কেন?' বড়বাবু তাকালেন।

'একটু কথা বলতে পারি ওর সঙ্গে?'

'বেশ। বলুন।'

'কী নাম ভাই?' ভদ্রলোক তাকালেন।

'নবকুমার।'

'বাব্বা! একেবারে কুমার হয়ে কলকাতায় এসেছ। তুমি যখন প্রম্পট করো তখন অভিনেতারা বুঝতে পারে?'

বড়বাবু বললেন, 'অবান্তর প্রশ্ন। না বুঝতে পারলে ওর চাকরিটা থাকত না।'

'ও, তাই তো! অভিনয় করেছ কখনও?'

'না।'

'কতদূর পড়েছ?'

'বিএ পাশ করেছি।'

ভদ্রলোক বড়বাবুর দিকে তাকালেন, 'ওকে লক্ষ করুন। অপুর সংসারের সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে যে লুকটা ছিল ওর মধ্যে ঠিক সেটা আছে। যদি অভিনয়টা পারে তাহলে কিন্তু ক্লিক করে যেতে পারে।'

বড়বাবু তাকালেন নবকুমারের দিকে। কিছুক্ষণ দেখার পর বললেন, 'লোকে হলে ঢোকার আগে নাম দ্যাখে। আপনি কি চাইছেন, কেউ হলে না ঢুকুক?'

'নাম? এখন যেসব হিরো করে খাচ্ছে তাদের দেখে-দেখে মানুষ ক্লান্ত। সবাই মুখ বদলাতে চাইছে। আমরাই দর্শকের মনের মতো নায়ক রিপ্লেস করতে পারছি না।'

'ঠিক আছে, একেবারে অপুর সংসারের মেকআপ দিয়ে ওকে ক্যামেরায় দেখুন। কথা বলান, হাঁটান। তারপর সিডিতে ট্রান্সফার করে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। সেটা দেখে মতামত জানাব। নবকুমার তুমি যেতে পার।' বড়বাবু বললেন।

নবকুমার যখন গেটের কাছে পৌঁছে গেছে, তখন পেছন থেকে কেউ চিৎকার করল, 'এই যে ভাই, একটু দাঁড়াও।'

সাতাশ

নবকুমার দেখল, সেই ভদ্রলোক তার কাছে এগিয়ে এলেন। পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে বললেন, 'এটা তোমার কাছে রাখো।'

নবকুমার কার্ডটা নিল। গীতিময় ঘোষ। ফিল্ম ডিরেক্টার। নীচে ল্যান্ড এবং মোবাইল ফোনের নাম্বার।

'তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, আমরা কী নিয়ে আলোচনা করছিলাম?'

মাথা নাড়ল নবকুমার, 'না।'

'মাই গড!' ভদ্রলোক নবকুমারকে একটু দেখলেন, 'অবশ্য এইটে একদিক দিয়ে ভালো। শহরের চালিয়াত ছেলে আমি চাই না। তোমাকে একটু ঘষেমেজে নিতে হবে, এই যা। শোনো, পরশু সকাল দশটায় তুমি আমাকে মোবাইলে ফোন করবে।'

'কেন?'

'কেন! তুমি কাজ খুঁজতে গ্রাম থেকে এসেছ। প্রম্পটারের কাজের চেয়ে ঢের ভালো একটা কাজের জন্যে তোমাকে ইন্টারভিউ দিতে হবে, বুঝেছ?'

'আপনি কি আমাকে অভিনয় করতে বলবেন?'

'হ্যাঁ। এতক্ষণে বুঝেছ দেখছি।' হাসলেন গীতিময় ঘোষ।

'আমি পারব না।'

'পারবে না মানে?'

'আমি কখনও করিনি। আমার ইচ্ছেও নেই।'

'অ। যাত্রায় প্রম্পট করতে পারবে আর সিনেমায় অভিনয় করতে পারবে না। হাজার-হাজার ছেলে এরকম সুযোগ পাওয়ার জন্যে মুখিয়ে আছে। আমি বললেই এসে লাইন দেবে তারা? তুমি সিনেমা দ্যাখো না?'

'দেখি।'

'দেখে অভিনয় করতে ইচ্ছে করে না?'

'না। কারণ আমি জানি, করতে পারব না।'

গীতিময় বললেন, 'ঠিক আছে। তোমাকে অভিনয় করতে হবে না। ওটা আমি বুঝে নেব। তুমি যেমন কথা বলো তেমনি বলবে। মঙ্গলবারে ফোন করবে মনে করে। শুনলে তো, বড়বাবু সিডি দেখতে চেয়েছেন।'

ট্রাম রাস্তায় এসে নবকুমারের মনে পড়ল, নিরুপমাদি বলেছিলেন ওঁর বাড়িতে যেতে। রাত্রের খাওয়া খেয়ে আসতে। কিন্তু মুক্তোকে কিছুই বলা হয়নি। সে নিশ্চয়ই তার জন্যে রান্না করেছে। না খেলে শেফালি-মাকে বলবে যে, নবকুমারের জন্যে খাবার নষ্ট হয়েছে। তা ছাড়া, বাগবাজার কতদূরে তা তার জানা নেই। সেখান থেকে রাত্রের খাবার খেয়ে বাড়ি ফিরতে যদি বেশি রাত হয়ে যায়, তাহলে সোনাগাছির রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরতে মুশকিলে পড়তে হবে। রাত ন'টার পর থেকেই তো পুলিশ লোকজনকে হয়রান করতে শুরু করে। তাছাড়া, হঠাৎ নিরুপমাদি তাকে খাওয়াতে চাইল কেন? নিরুপমাদি দলে মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করে। রিহার্সালে ওর সংলাপগুলো একটু জোরে বলতে হয়। কারণ, সুধাকান্তবাবু বলেছেন ইদানীং নাকি কানে কম শুনছেন নিরুপমাদি। শেফালি-মা যদি দলে আসেন তাহলে মায়ের চরিত্র পাবেন না নিরুপমাদি। উনি কি কোনও আঁচ পেয়ে খবরটা জানার জন্যে তাকে নেমন্তন্ন করেছেন?

নবকুমার স্থির করল সে বাগবাজারে যাবে না। কাল নিরুপমাদি জিজ্ঞাসা করলে বানিয়ে কিছু বলতে হবে। মিথ্যে কথা বলতে তার খুব অস্বস্তি হয়। কিন্তু এখনও অনেক সময় আছে, তাই ভেবেচিন্তে বাহানাটা ভালো করে বানিয়ে নিতে হবে।

ট্রাম থেকে নেমে সোনাগাছিতে ঢুকল নবকুমার। চিৎকার, চেঁচামেচি, গান, হাসি যেমন রোজ চলে তেমনি চলছে সন্ধ্যার পরে। সে মুখ নীচু করে হাঁটছিল। হাঁটতে-হাঁটতে ইতিদের বাড়ির সামনে দিয়ে আসার সময় অসতর্কভাবেই চোখ তুলল সে। চার-পাঁচটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেজেগুজে। তাদের পাশে দুটো বিশ্রী চেহারার ছেলে। ছেলেদুটোর চাউনি ভালো লাগল না। মুখ ফিরিয়ে একটু দ্রুত পা চালাল নবকুমার। কিছু দূরে যেতে-না-যেতে তার কাঁধে হাত পড়তেই সে ঘুরে দাঁড়াল। ওরা তার সামনে দাঁড়িয়ে দেখছে। যে হাত রেখেছিল, সে জিজ্ঞাসা করল, 'কীরে? তুই তোর বাপের বাসি বিয়ে দেখতে চাস?'

'কী বলছেন আপনি?' নবকুমার চেঁচিয়ে উঠতেই আশেপাশের মেয়েরা এদিকে তাকাল। কেউ-কেউ ঢুকে গেল বাড়ির ভেতরে।

'কী বলছি? শালা পকেটখালির জমিদার, সোনাগাছির মেয়েমানুষের সঙ্গে মাগনায় প্রেম মাড়াতে এসেছিস? মুখ খোল শালা!' দ্বিতীয়জন বলল।

'আপনারা কী বলতে চাইছেন, বুঝতে পারছি না।'

'মেয়েমানুষটার অসুখ হয়েছে তো তোর কী! দুব্বারের কাছে খবরটা দিতে গেলি কেন? ও তোর বউ?'

'একটা মানুষ অসুস্থ, তার চিকিৎসা হওয়ার দরকার, তাই—!'

কথা শেষ করার আগে ছেলেটা ঘুষি ছুড়ল নবকুমারের মুখ লক্ষ করে। কোনওরকমে মাথা সরিয়ে নিজেকে বাঁচাতে পারল নবকুমার। এবার দ্বিতীয় ছেলেটা তাকে সজোরে লাথি মারতে সে তাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল মাটিতে।

সঙ্গে-সঙ্গে প্রথম ছেলেটা ওর বুকের ওপর জুতো তুলে দিয়ে বলল, 'যা করেছিস তার জন্যে তোকে পাঁচ হাজার টাকা দিতে হবে। কবে দিবি?'

ওঠার চেষ্টা করেও পারল না নবকুমার। মাথা নেড়ে বলল, 'আমার কাছে অত টাকা নেই।'

সঙ্গে-সঙ্গে জামার কলার ধরে ওকে দাঁড় করিয়ে প্রথম ছেলেটা দ্বিতীয়কে বলল, 'শালাকে ন্যাংটো কর। সোনাগাছির মেয়েমানুষরা দেখুক ওকে। আমাদের জিনিসে হাত দিলে কী হয় তা ওকে বুঝিয়ে দে।'

দ্বিতীয় ছেলেটা হ্যা-হ্যা করে হেসে নবকুমারের প্যান্টের দিকে হাত বাড়াতে সে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে আঘাত করল।

'আই বাপ' বলে ছেলেটা মুখে হাত দিল, 'গুরু! রক্ত বের করে দিয়েছে!' বলেই ঝাঁপিয়ে পড়ল নবকুমারের ওপর। প্রথম ছেলেটাও হাত-পা চালাতে লাগল। মাটিতে পড়ে যেতে-যেতে নবকুমার শুনল কারা যেন চিৎকার করছে।

ছেলেদুটো থমকে গেল। যেখানে যত মেয়ে দাঁড়িয়েছিল, সবাই চিৎকার করে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। তারপরেই ছুটে এল ওদের কয়েকজন। দেখাদেখি অন্য মেয়েরাও এগিয়ে এল। মুহূর্তেই ছেলেদুটোকে মাটিতে ফেলে বেধড়ক মারতে লাগল মেয়েরা। নবকুমার কবিতাকে দেখতে পেল, 'উঠতে পারবে? খুব লেগেছে?'

নবকুমার উঠে দাঁড়াল। কবিতা মেয়েদের থামাল। ছেলেদুটোর জামা প্যান্ট ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। একটা মেয়ে ওদের বলল, 'ক্ষমা চা। ওর পায়ে ধরে বল আর করবি না। বল।'

রক্তাক্ত ছেলেদুটো কোনওমতে উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করল।

কবিতা জিজ্ঞাসা করল, 'বাড়িতে হেঁটে যেতে পারবে?'

নবকুমার মাথা নাড়ল।

হাঁটতে গিয়ে নবকুমারের মনে হল, এক দৌড়ে এইসব মানুষদের চোখের আড়ালে চলে যেতে। এই যে ওরা তাকে মার খেতে দেখল, মাটিতে পড়ে যাওয়ার পর লাথি খেতে দেখল, কেউ-না-কেউ নিশ্চয়ই ভেবেছে সে কোনও অন্যায় করেছিল বলে ছেলেদুটো তাকে মারল। কী করে সে সবাইকে বলবে যে একটি মেয়ে তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছিল এবং তার অসুস্থতার কথা জেনে সে চিকিৎসার জন্যে মহিলা দুর্বার সমিতির কাছে নিয়ে গিয়েছিল। এই অপরাধে গুন্ডারা তাকে মারবে?

লজ্জা, আফসোস এবং সঙ্কোচে মাথা নীচু করে হাঁটতে গিয়ে শরীরের যন্ত্রণা উপেক্ষা করছিল নবকুমার। কিছুক্ষণ হাঁটার পর তার খেয়াল হল চারপাশের পরিবেশ এখন একদম স্বাভাবিক। সেই চেঁচামেচি, গান, 'বেলফুল চাই' হাঁক, হাসির আওয়াজ এখন রাস্তার দু-ধারে। কেউ তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েও নেই। অর্থাৎ একটু আগে যে ঘটনাটা ঘটেছিল তার কোনও প্রতিক্রিয়া এখানে পৌঁছয়নি। নবকুমারের মনে হল কলিকাতা এক আজব শহর। এই শহরে স্নেহ যেমন আছে তেমনি অকারণ নিষ্ঠুরতা প্রচণ্ড। আবার উদাসীন মানুষের সংখ্যাও কম নয়।

ওকে দেখে দরজায় দাঁড়ানো মেয়েরা সরে গিয়ে রাস্তা করে দিতেই একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'এম্মা! কী হয়েছে?'

চিৎকারটা এমন আচমকা যে নবকুমার দাঁড়িয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েরা ভিড় করে এল তার চারপাশে। মুখ ফুলে গিয়েছে কেন, শার্ট প্যান্টে এত ময়লা লাগল কী করে, ইত্যাদি প্রশ্ন বেরিয়ে আসতে লাগল বিভিন্ন মুখ থেকে। নবকুমার নীচু গলায় বলল, 'কিছু হয়নি।'

'হয়নি মানে? নিশ্চয়ই কেউ মেরেছে। কে মারল? এই, রতনদাকে ডাক তো! তোমাকে মারবে আর আমরা চুপ করে বসে থাকব?'

নবকুমারের মনে হচ্ছিল, লজ্জায় তার মাথা কাটা যাচ্ছে। কিন্তু এই মেয়েদের ভিড় সরিয়ে সে কী করে যাবে।

ইতিমধ্যে পেটানো শরীর, লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি পরা একজন হাজির হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে?'

মেয়েরা যে যা পারল তা বোঝাল।

লোকটা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাকে কি এ-পাড়ার কেউ মেরেছে?'

নবকুমার তাকাল। মনে হল এই লোকটাও গুন্ডা। গুন্ডাদের হাতে মার খেয়ে সে গুন্ডার সাহায্য নেবে?

নবকুমার মাথা নাড়ল, 'না। মার খাইনি। পড়ে গিয়েছিলাম।'

'অ। তাহলে আমার কিছু করার নেই।' লোকটা ঘুরে দাঁড়াল।

'ওপরে উঠে এসো। এ্যাই, ওকে রাস্তা দে।'

সিঁড়ির ওপর থেকে চেঁচিয়ে হুকুম করল মুক্তো।

এবার মেয়েরা সরে গেল। ধীরে-ধীরে ওপরে উঠে প্যাসেজ দিয়ে নিজের ঘরে চলে এল নবকুমার। মুক্তো পিছনে এল।

'কী হয়েছে?'

'কিছু না।'

'ন্যাকামি করো না। মুখে ঘুষো মেরেছে কে?'

'বলছি তো কিছু হয়নি।'

মুক্তো চলে গেল। তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে জামাপ্যান্ট বদলে ফেলল নবকুমার। মুখে জল দিতে চিড়বিড় করে উঠল একটা জায়গা। সন্তর্পনে মুখ মুছে বাইরে বেরিয়ে আসতেই হতভম্ব হয়ে গেল।

শেফালি-মা দরজায় দাঁড়িয়ে। পিছনে মুক্তো।

'তুমি মারামারি করেছ এটা আমি ভাবতে পারছি না।'

মাথা নামাল নবকুমার, 'আমি মারামারি করিনি।'

'ওরা তোমাকে মারল কেন?'

'একটি অসুস্থ মেয়েকে সাহায্য করার জন্যে আমি মহিলা দুর্বার সমিতিকে বলেছিলাম। ওঁরা সাহায্য করেছিলেন। এটাই নাকি অপরাধ।'

'তোমার এত বনের মোষ তাড়ানোর শখ কেন? দুর্গা কষ্ট পাচ্ছে, তাকে নিয়ে ছুটলে সাহায্য করতে। এই মেয়েটা—কে মেয়েটা? চিনলে কী করে?'

'একদিন কথা বলেছিল।'

'বাঃ! না। তোমার এখানে থাকা চলবে না।'

শুনে অসহায় চোখে তাকাল নবকুমার।

'তুমি যদি সোনাগাছিতে থেকে পরের উপকারের জন্যে নিজের কাঁধ এগিয়ে দাও তাহলে আজ মুখ ফেটেছে, কাল খুন হয়ে যাবে। তার চেয়ে এখান থেকে বিদায় হও, আমি বেঁচে যাই।'

'একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?'

'যা ইচ্ছে করো। আজ তোমার এখানে শেষ রাত।'

'সোনাগাছির বাইরে গিয়ে যদি কারও উপকার কেউ করে তাহলে তাকে কেউ মারধোর করে না?' নবকুমার তাকাল।

চমকে গেলেন শেফালি-মা। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে মুক্তোর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এক বাটি গরম জল আর তুলো নিয়ে আয়। আমার টেবিলে ডেটল, ক্রিম আর ব্যান্ডেজ আছে। ওগুলোও আনবি।'

নবকুমার মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিল। শেফালি-মা বললেন, 'বসো। কবিতা ফোন করে বলল। ওর মনে হয়েছে, তুমি খুব আহত হয়ে থাকতে পার।'

'আমি ভাবতে পারিনি এইজন্যে কেউ কাউকে মারতে পারে।'

'এই শহরের নাম কলকাতা। এখানে পাঁচ পয়সার জন্যে ঝগড়া শুরু হলে যে কেউ খুন হয়ে যায়। খুব কষ্ট হচ্ছে?'

'একটু—।'

'তাহলে শুয়ে পড়ো।'

'না, ঠিক আছে।'

'যা বলছি তাই শোনো। কথার অবাধ্য হলে আমার খুব রাগ হয়।'

শোওয়ার পর মনে পড়ল নবকুমারের। সে বলল, 'আজ বড়বাবুর সঙ্গে কথা হয়েছে। উনি আপনার সঙ্গে—।'

'একদম ওসব কথা এখন বলবে না। কাল সকালে সব শুনব।'

মুক্তো জল তুলো ওষুধ নিয়ে এল। পাশে বসে শেফালি-মা খুব যত্ন করে গরম জলে ক্ষত ধুয়ে ওষুধ লাগিয়ে ব্যান্ডেজ লাগিয়ে দিচ্ছিলেন।

ব্যথা ভুলে গেল নবকুমার। আচমকা বঙ্কিমচন্দ্রের কথাগুলো মনে পড়ে গেল তার, 'আত্মোপকারীকে বনবাসে বিসর্জন করা যাহাদিগের প্রকৃতি, তাহারা চিরকাল আত্মোপকারীকে বনবাস দিবে—কিন্তু যতবার বনবাসিত করুক না কেন, পরের কাষ্ঠাহরণ করা যাহার স্বভাব, সে পুনর্বার পরের কাষ্ঠাহরণে যাইবে। তুমি অধম—তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?'

আঠাশ

সকালে মাস্টারদা এসে ঘুম ভাঙাল। নবকুমারের মুখ দেখে চমকে গেল সে।

'আই বাপ! তোমার মুখের ভূগোল পালটে গেল কী করে?'

মুখে হাত দিতে ব্যান্ডেজটা টের পেল নবকুমার। সে হেসে বলল, 'পড়ে গিয়েছিলাম।'

'অ্যাঁ। তুমি এর মধ্যেই মাল খাওয়া আরম্ভ করেছ নাকি?'

'মাল খাওয়া?'

'মদ।'

'ধ্যাৎ! ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলাম।' অবলীলায় মিথ্যে বলে নিজেই অবাক হল নবকুমার। গ্রামে থাকতে এরকম সহজ গলায় বলতে পারত না সে।

'ও। রানিং ট্রাম থেকে নামার একটা কায়দা আছে। শরীরটাকে পেছনে হেলিয়ে গোড়ালির ওপর ভর করে নামতে হয়। যাক, ঠেকে শিখলে। পরের বার আর পড়বে না। তুমি কাল গদিতে গিয়েছিলে?' প্রসঙ্গ পালটাল মাস্টারদা।

'হ্যাঁ।'

'বড়বাবুকে ফোন করেছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'খুব সাহস তো। কেন?'

'উনি ফোন করতে বলেছিলেন।'

'তোমাকে? কেন?'

'মাস্টারদা, বড়বাবু বলেছেন কাউকে যেন কারণটা না বলি।'

গম্ভীর হয়ে গেল মাস্টারদা। তারপর বলল, 'শেষ পর্যন্ত তুমিও বেইমানি করলে নবকুমার। আমি ভাবতে পারিনি।'

'আমি আপনার সঙ্গে বেইমানি করেছি?'

'হ্যাঁ। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাচ্ছ। আমি তোমাকে ভালো ছেলে ভেবে গ্রাম থেকে তুলে নিয়ে এলাম আর তুমি আমাকে এড়িয়ে বড়বাবুর সঙ্গে লাইন করে ফেললে? আমি গদিতে ফিরে শুনলাম, তুমি বড়বাবুকে ফোন করে ঠিকানা জেনে বেরিয়ে গেছ। বড়বাবুর বাড়িতে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি কি জান, আজ পর্যন্ত বড়বাবু বাড়িতে কাউকে ডাকেননি। এমনকি সুধাকান্তবাবুকেও নয়।'

'কী করে জানব?'

'কী বলল বড়বাবু?'

'অনেক কিছু খাওয়ালেন।'

'যাক গে। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, বেশি বাড় বেড়ো না, ঝড়ে পড়ে যাবে। বড়লোকদের খেয়াল মিটে যেতে এক সেকেন্ডও লাগে না। শেফালি-মায়ের সঙ্গে বড়বাবু দেখা করেছেন?'

'না।'

'কেন? উনি তো দেখা করার জন্যে ছটপট করছিলেন?'

'নিশ্চয়ই দেখা করবেন।'

এইসময় মুক্তো এসে দাঁড়াল, 'অ। তুমি কখন জুটলে? লোকজন সব হুটহাট ওপরে চলে আসছে, আমি টেরও পাই না। জানান দিয়ে ওপরে আসতে পারো না? নিশ্চয়ই তোমাকেও চা দিতে হবে?'

মাস্টারদা হাসল, 'আমি কখনও না বলি না।'

'গত রাতে যদি গুন্ডারা তোমাকে প্যাঁদাতো তাহলে আমি খুশি হতাম।' মুক্তো চলে গেল চা আনতে।

মাস্টারদা নবকুমারের মুখের দিকে তাকাল, 'মানে? গুন্ডারা পেঁদিয়েছে কাল? ও হঠাৎ কথাটা বলল কেন?'

'আমি কী করে বলব? ওকেই জিজ্ঞাসা করো।'

'তুমি কারও সঙ্গে মারপিট করোনি তো?'

'পাগল!'

'কলকাতায় দলের জোর না থাকলে কেউ মারপিট করে না। ও হ্যাঁ, তোমার একটা চিঠি এসেছে। ভুলেই গিয়েছিলাম।' পকেট থেকে একটা পোস্টকার্ড বের করে এগিয়ে দিল মাস্টারদা। চোখ রাখল নবকুমার।

'স্নেহের খোকা। তোমার চাকরির সংবাদে খুব খুশি হয়েছি। আশা করি নিজের খরচ মিটাইয়া এখানে কিছু পাঠাইতে পারিবে। তোমার মা খুব তোমার কথা বলেন। চাকরি পাকা হইলে তিনি তোমার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক। সেই মতো চারিদিকে সন্ধান লইতেছেন। ভালো থাকিও। আশীর্বাদান্তে তোমার বাবা।'

মাস্টারদা বলল, 'গাছে কাঁঠাল আর গোঁফে তেল। এই চাকরি কোনওদিন পাকা হয় না। আমাদের গ্রামের লোকেদের কোনওদিন প্রাকটিক্যাল জ্ঞান হবে না।'

চা দিয়ে গেল মুক্তো, 'তুমি চা খেয়ে বিদায় হও। মা বলেছে নব যেন চা খেয়ে স্নান করে তাঁর সঙ্গে দেখা করে।'

শেফালি-মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখন কেমন আছ?'

'ভালো।'

'ব্যথা আছে।'

'খুব কম।'

'এখন বলো, তোমায় বড়বাবু কী বলেছেন?'

'উনি বলেছেন, যদি আপনার অসুবিধে না হয় তাহলে ফ্লুরিস নামের চায়ের দোকানে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

হাসলেন শেফালি-মা, 'ওটা শুধু চায়ের দোকান নয়, খুব নামকরা কেক প্যাস্ট্রির দোকান। নাঃ। তুমি ওঁকে বলো আমাকে ফোন করতে।'

'বলব।'

'তুমি ওঁর ফোন নাম্বার জান?'

চোখ বন্ধ করল নবকুমার। গতকাল যে নাম্বারটা সে ডায়াল করেছিল সেটা মনে করার চেষ্টা করতেই দেখল ভুলে যায়নি। সে মাথা নাড়ল।

'এক কাজ করো। তুমি ওঁকে ফোন করে বলো আমার সঙ্গে কথা বলতে। কোথাও গিয়ে কথা বলার আগে আমার কিছু জানার আছে। ওই যে ফোন।'

নবকুমার ফোনের পাশে গিয়ে ডায়াল করল। প্রথমে ফুঁ-ফুঁ শব্দ হল। সে দ্বিতীয়বার ডায়াল করতে রিং হল। কেউ একজন হ্যালো বললে সে জিজ্ঞাসা করল, 'বড়বাবুর সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

'কে বড়বাবু?'

'বড়বাবু, মানে, যাত্রাদলের—।'

'কত নম্বর চান?'

নম্বরটা বলল নবকুমার। সঙ্গে-সঙ্গে 'রং নাম্বার' বলে ফোন ছেড়ে দিল লোকটা।

নবকুমার অবাক গলায় বলল, 'কী হল?'

শেফালি-মা বললেন, 'বোধহয় কোনও একটা নম্বর তুমি গুলিয়ে ফেলেছ। এক কাজ করো। একটা কাগজে আমার নাম্বার লিখে নিয়ে ওঁকে দিয়ে বলো এখানে ফোন করতে। আমার কথা বলা দরকার।'

রাস্তায় বেরিয়ে একটু ইতস্তত করল নবকুমার। তারপর অস্বস্তি কাটিয়ে কাল রাত্রে যে রাস্তা দিয়ে ফিরেছিল সেই রাস্তায় পা বাড়াল। ছেলেদুটো যদি তাকে আজও মারতে আসে, তাহলে সে ছেড়ে দেবে না। নাইবা থাকল তার কোনও দল।

এখন সকাল। সেই রাত্রের উন্মাদনা এখন পথের দুপাশে নেই। ইতিদের বাড়ির কাছাকাছি এসে একটু আড়ষ্ট হয়ে নবকুমার দেখল, ছেলেদুটো একটা বাড়ির রকে বসে আড্ডা মারছে। একজনের হাতে ব্যান্ডেজ।

ওরা ওকে দেখামাত্র মুখ ফিরিয়ে নিল। যেন কোনওদিন তাকে দ্যাখেনি। নবকুমার দাঁড়াল। তারপর এগিয়ে এল ওদের সামনে।

'তোমাদের একটা প্রশ্ন করব। কাল যে আমাকে মারলে আমি কী অন্যায় করেছিলাম?'
ওরা জবাব না দিয়ে উদাসীন মুখে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকল।
'ওই মেয়েটা অসুস্থ। তাকে কোনও চিকিৎসা করা হচ্ছিল না। আমি সেটা করার জন্যে দুর্বারকে বলে কী অন্যায় করেছি?' নবকুমার জিজ্ঞাসা করল।
এবারও কোনও জবাব এল না।
নবকুমার হাসল, 'তোমরাও যদি অসুস্থ হতে তাহলে একই কাজ করতাম।'
এবার একজন বলল, 'আমরা মেয়েছেলে নই। দুর্বার পাত্তা দিত না।'
'তাহলে হাসপাতালে নিয়ে যেতাম।'
এবার ওরা অবাক চোখে নবকুমারের দিকে তাকাল। নবকুমার বলল, 'চলি।'
গলি থেকে বেরিয়ে খুব ভালো লাগল নবকুমারের। মন এখন হালকা।

আজ চুটিয়ে রিহার্সাল হল। কিন্তু মুশকিল হচ্ছিল নিরুপমাদিকে নিয়ে। বারবার তাঁকে সংলাপ বলে দিতে হচ্ছিল। সুধাময়বাবু বললেন, 'তোমাকে অনেকবার বলেছি সংলাপ মুখস্থ করে ফেলতে কিন্তু তুমি শুনছ না। বড়বাবুর কানে গেলে বিপদে পড়ে যাবে নিরুপমা।'
'না-না। ঠিক ম্যানেজ হয়ে যাবে।' নিরুপমাদি বললেন।
'আর দুটো দিন তোমাকে সময় দিলাম। দেখি, কী করে ম্যানেজ করো।'
টিফিনের সময় আধঘণ্টা ছুটি। নিরুপমাদি নবকুমারকে এক পাশে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কাল এলে না কেন?'
'আমি চিনতে পারিনি।' আবার মিথ্যে বলল নবকুমার।
'বাজে কথা বলবে না। যেভাবে বলে দিয়েছিলাম সেভাবে একজন অন্ধও চলে যেতে পারে। কত রান্না করেছিলাম তোমার জন্যে, জান?'
নবকুমার মুখ নামাল।
'অল্পবয়সি কোনও মেয়ে ডাকলে তো ছুটে যেতে।'
'না-না।'
'শোনো। আমাকে সাহায্য করতে হবে।'
'বলুন।'
'এখানে বলব না। রিহার্সালের পর আমার সঙ্গে যাবে।'
নিস্তার পেয়ে নবকুমার দ্রুত পা চালাল। বড়বাবুর বেয়ারাকে বলল, সে দেখা করতে চায়। লোকটা ভেতরে গিয়ে অনুমতি নিয়ে আসার পর নবকুমার ঘরে ঢুকল।
বড়বাবু কিছু লিখছিলেন। মুখ না তুলে গম্ভীর গলায় বললেন, 'কী দরকার?'
'আজ্ঞে, শেফালি-মা বলেছেন—।'
সঙ্গে-সঙ্গে মুখ তুললেন বড়বাবু।
কাগজটা টেবিলের ওপর রেখে নবকুমার বলল, 'ওঁকে এই নম্বরে ফোন করতে।'
'ফোন করতে? কেন? ডিসিশন চেঞ্জ করেছেন নাকি?'
'কী কথা যেন বলবেন।'
নাম্বার দেখে মোবাইলের বোতাম টিপলেন বড়বাবু। তারপর সেটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'উনি ধরলে, বলবে আমি কথা বলব।'
দামি মোবাইল কানে চেপে ধরতে-না-ধরতেই গলা শুনতে পেল সে।
নবকুমার বলল, 'শেফালি-মা, আমি নবকুমার বলছি। বড়বাবু আপনার সঙ্গে এখন

কথা বলবেন।'

'দাও।' শেফালি-মা যেন নির্লিপ্ত।

মোবাইল সেটটা নিয়ে বড়বাবু বললেন, 'নমস্কার, নমস্কার। আপনি এখন কেমন আছেন? বাঃ। শুনলাম এই বয়সেও আপনি বেশ সুস্থ আছেন। হ্যাঁ।...আমার তো ব্লাড প্রেসার, সুগার। ওষুধের ওপর থাকতে হয়। হ্যাঁ, বলুন। হুঁ, হুঁ।...মানে, আপনার মতো এত বড় মাপের অভিনেত্রী একটা সেন্টিমেন্টাল কারণে সরে দাঁড়ানোর জন্যে যাত্রা ইন্ডাস্ট্রির বিশাল ক্ষতি হয়েছে। নায়কেরা তো এখনও আপনাকে চাইছেন। আপনি যদি উপযুক্ত মর্যাদা পান তাহলে আবার শুরু করতে অসুবিধে কোথায়? হ্যাঁ, হ্যাঁ।...বলুন। আমি আপনাকে এই বছরই চাইছি।...বেশ। আমি আজই নবকুমারের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেব। আপনি পড়ে দেখুন। আমার বিশ্বাস আপনার ভালো লাগবে।...বেশ তো, তারপরই না হয় অন্য কথা হবে।...না-না। আপনার লিখিত সম্মতি না পাওয়া পর্যন্ত আমি কাউকে ব্যাপারটা জানাব না।...হ্যাঁ। অনেক ধন্যবাদ।'

ফোন অফ করে বড়বাবু বলছেন, 'তুমি আজ রিহার্সালের পর সোজা বাড়ি ফিরবে। আর যাওয়ার আগে আমার সঙ্গে দেখা করবে। আমি একটা প্যাকেট দেব। সেটা শেফালি-মাকে দিয়ে দেবে। এটা টপ সিক্রেট। কেউ যেন জানতে না পারে।'

মাথা নেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল নবকুমার। বড়বাবু ডাকলেন, 'দাঁড়াও'। তারপর ড্রয়ার খুলে একটা পাঁচশো টাকার নোট বের করে বললেন, 'এটা রাখো। তুমি অনেক করেছ আমার জন্যে।'

'না, না, আমি কিছুই করিনি।' হাত নাড়ল নবকুমার।

'আঃ। রাখো তো!'

রিহার্সালের পরে বড়বাবুর দেওয়া প্যাকেটটা নিয়ে বেরুচ্ছিল নবকুমার। কয়েক পা হাঁটতেই দেখল একটা ট্যাক্সিতে বসে আছেন নিরুপমাদি। হাত নেড়ে তাকে ডাকছেন। সে কাছে গেলে দরজা খুলে দিয়ে বললেন, 'ওঠো।'

'কেন?'

'আমি তোমাকে কয়েকটা কথা বলব বলেছিলাম।'

'আজ নয় দিদি। আজ আমাকে এখনই বাড়ি ফিরতে হবে।'

'ঠিক আছে। আমি তোমাকে ট্যাক্সিতে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসব। ওঠো।'

ভ্যাবাচাকা খেয়ে ট্যাক্সিতে উঠেই নবকুমারের মনে হল, সর্বনাশ। নিরুপমাদির সঙ্গে ট্যাক্সিতে সোনাগাছিতে কী করে যাবে? এই সন্ধের সময়ে!

উনত্রিশ

ছুটন্ত ট্যাক্সিতে বসা নিরুপমাদির চুল বাতাসে উড়ছে। সেদিকে তাকিয়ে নবকুমারের খারাপ লাগল। তাকে আজ আবার মিথ্যে কথা বলতে হবে। সে বাইরে তাকাল।

ফুটপাতে রান্না করছে কয়েকজন শীর্ণা চেহারার মহিলা। পাশে অর্ধনগ্ন শিশু, ঝুপড়ি। জ্যামের কারণে ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে ছিল। দেখতে-দেখতে নবকুমারের খুব খারাপ লাগছিল। এরা কারা? এরা কি কলিকাতারা মানুষ নয়? ঝড় জল যখন হয় তখন এরা কোথায় যায়? তাদের গ্রামের অধিকাংশ মানুষ গরিব কিন্তু কেউ খোলা আকাশের নীচে এভাবে রেঁধে খায় না। থাকে না।

সে নিরুপমাদিকে জিজ্ঞাসা করল, 'এরা কারা?'

নিরুপমাদি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কারা? ও। এই মেয়েরা বাড়ি-বাড়ি বাসন মেজে রোজগার করে। ছেলেরা কেউ দিনমজুর, কেউ রিক্সা চালায়। বেশির ভাগই বউ-এর পয়সায় খায়।'

'এদের বাড়িঘর নেই?'

'নাঃ।' হাসলেন নিরুপমাদি, 'ওরা ফুটে থাকে বলে ভেবো না, খুব খারাপ আছে। অনেক নিম্নবিত্ত মানুষের চেয়ে ওদের আয় কম নয়।'

'সরকার কিছু বলে না? মন্ত্রীরা তো এই রাস্তা দিয়ে নিশ্চয়ই যান।'

'যায়। চোখ বন্ধ করে রাখে যাওয়ার সময়। তুমিও চোখ বন্ধ রাখো।' নিরুপমাদি শব্দ করে হাসলেন।

গদি থেকে নিরুপমাদির বাড়িতে পৌঁছতে বেশি সময় লাগে না। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে একটা তিনতলা বাড়িতে ঢুকলেন নিরুপমাদি। বাইরে অন্ধকার নেমে গিয়েছে। কিন্তু এই বাড়ির সিঁড়িতে আলো নেই।

নিরুপমাদি সামনে হাঁটতে-হাঁটতে বললেন, 'কোনও ভয় নেই। আমাকে ফলো করো।' তিনতলার ছাদের দরজার তালা খুলে নিরুপমাদি বললেন, 'দ্যাখো, আকাশ দ্যাখো।'

নবকুমার ছাদে পা ফেলে ওপরে তাকাল। ঘোলাটে আকাশ। কয়েকটা তারা সেই আকাশে ছড়িয়ে। কিন্তু দৃশ্যটা মোটেই আকর্ষণীয় নয়। এর চেয়ে তাদের গ্রামের আকাশ ঢের বেশি সুন্দর।

ছাদের একপাশে পরপর তিনটে ঘর। তার একটার দরজা খুলে আলো জ্বেলে নিরুপমাদি বললেন, 'এসো ভাই। বসো।'

'এটা আপনার বাড়ি?' নবকুমার একটা বেতের চেয়ারে বসল।

'দূর। এই বাড়িটার সব তলায় ভাড়াটে ভরতি। আমি ছাদের ওপর এই তিনটে ঘর নিয়ে থাকি। ওপরে বলে বেশ নিরাপদে আছি।

'আপনি একাই থাকেন?'

'না গো। আমার এক ছেলে আছে। কলেজে পড়ে। সে আজ গেছে তারকেশ্বরে। মামার বাড়িতে। আমার মা ওখানে ছেলের কাছে থাকেন, ওঁকে নিয়ে আসতে। এখন বলো, কী খাবে? চা কফি না অন্য কিছু। না বললে কিন্তু খুব রাগ করব।'

'আপনি এত পরিশ্রম করে এসে চা বানাবেন?'

'ওম্মা! চা বানাতে কষ্ট হয় নাকি? তা ছাড়া, কোনও-কোনও কাজ ছেলেদের কাছে খুব কষ্টের মনে হলেও মেয়েরা আনন্দ পায়।'

নিরুপমাদির কথা শেষ হতেই বাইরে কারও গলা শোনা গেল। জড়িয়ে-জড়িয়ে কিছু বলছে। নিরুপমাদির মুখ শক্ত হল। বললেন, 'তুমি একটু বসো, আমি আসছি।'

নিরুপমাদি ছাদে পা রাখতেই নবকুমার শুনতে পেল, 'এই যে, ঘরে কে? কাকে নিয়ে এসেছ? আমি নেই, কিন্তু ছেলে তো আছে। সে কোথায়?'

'তুমি আবার মদ খেয়ে এই বাড়িতে এসেছ?' নিরুপমাদি চাপা গলায় বললেন।

'এক্কেবারে হাত খালি। জীবনের শেষ মদটা আজ খেয়ে ফেলেছি। আর কোনও মদ এখন থেকে গলায় নামবে না। বিশ্বাস করো। তা বাবুটি কে? যাত্রার?'

'তুমি এখান থেকে চলে যাও।'

'কেন? আরে লজ্জা পাচ্ছ কেন? এতদিন এখানে-সেখানে লুকিয়ে-চুরিয়ে ফস্টিনস্টি করতে, এখন সোজা ঘরে তুলে এনেছ। তার মানে সাহস বেড়েছে। দাও না, শ'খানেক হলেই হবে। চেয়ে এনে দাও।'

'তুমি একটি ইতর। ঘরে যে বসে আছে সে আমার ছেলের সমবয়সি। তাকে নোংরা কথা শুনতে দিতে আমি রাজি নই। যাও, বিদায় হও। এক্ষুনি।'

'যাঃ। ছেলের বয়সি। কী গুল মারছ? কই দেখি।' জোরে-জোরে পা ফেলে ঘরে ঢুকে পড়ল লোকটা। তারপর একটা বেতের চেয়ারে শব্দ করে বসে পড়ল। নোংরা পাজামা-পাঞ্জাবি, মুখে পানের দাগ। লোকটা নবকুমারকে ভালো করে দেখে বলল, 'ও। তাই তো। তা বাবাজীবন, কী করা হয়?'

'প্রম্পট করি।'

'বুঝলাম। ওই সূত্রে আলাপ। তুমি তো নিরুপমার ছেলের বয়সি। তাই তো? আমি নিরুপমার ছেলের বাবা। তাহলে তুমিও আমার ছেলের বয়সি। কী, ঠিক বললাম তো? আমার না মাইরি সম্পর্কগুলো কীরকম গুলিয়ে যায়।'

নিরুপমাদি বললেন, 'এবার তোমাকে যেতে হবে।'

'যেতে তো হবেই। অমর কে কোথা কবে? বুঝলে হে প্রম্পটার। এই যে আমাকে দেখছ, দেহপট সনে নট সকলি হারায়, আমার অবস্থা এখন তাই। কিন্তু তিরিশ-বত্রিশ বছর আগে বিজ্ঞাপনে আমার ছবির নীচে লেখা হত, সুদর্শন নায়ক এবং গায়ক। আলাদা গাড়ি, রোজ এক টিন সিগারেট, কোলিয়ারিতে গেলে সবচেয়ে ভালো হোটেলের সেরা ঘর—! সব ব্যবস্থা ছিল আমার জন্যে। আমার কোনও প্রম্পটারের দরকার হত না। একবার পড়লেই মুখস্থ হয়ে যেত। একেবারে স্বামী বিবেকানন্দের মতো মেমারি ছিল তখন। সব গেল। বিয়ে করে সর্বনাশ হয়ে গেল ভাই। বিয়ে করেছ? করোনি? বেঁচে গেছ। কখনও করো না।' হাত নাড়তে লাগল লোকটা। নিরুপমাদি চলে গেলেন পাশের ঘরে।

'আপনি আর যাত্রায় অভিনয় করেন না?'

'নো। আমি কি ভিখিরি? বাসে পাঁচজনের সঙ্গে যাব, বারোয়ারি খাবার খাব, তিন মিনিটের একটা পার্ট করব?'

'এরকম হল কেন?'

'নেক্সট ডে। আর একদিন বলব। প্রথমদিনেই সব শুনতে চেয়ো না প্রম্পটার। দাও, শ'খানেক হলেই চলে যাবে।' হাত বাড়াল লোকটা।

'কী?'

'একশটা টাকা দাও। ভ্যানতাড়া কোরো না। শোধ দিয়ে দেব। কথা দিচ্ছি।'

'কিন্তু—।'

'ধ্যাত। নো কিন্তু। এই যে আমার বউ-এর সঙ্গে নির্জনে আড্ডা মারছ তা কি তোমার দলের লোকজন জানে? জানে না? আমি কথা দিচ্ছি জানবে না। দাও।'

'আপনি এসব কী বলছেন? উনি আমার দিদির মতো।'

'মতো? এই ক্যালকাটায় মতো বলে কিছু নেই প্রম্পটার।' হাত নাচাল লোকটা।

দ্রুত ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নিরুপমাদি বলল, 'নাও, নিয়ে দূর হও।'

একশো টাকার নোট দেখে হাসি ফুটল লোকটির মুখে। খপ করে সেটা ধরে পকেটে পুরে উঠে দাঁড়াল, 'মাইরি বলছি, তুমি না এখনও ফাইন অ্যাকটিং করতে পারো। যাচ্ছি বাবা যাচ্ছি।' দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে লোকটা মাথা ঘোরাল, 'প্রম্পটার। আর একদিন হবে। তোমার যেদিন গল্পটা শুনতে ইচ্ছে করবে, সেদিন।'

লোকটা চলে গেলে নিরুপমাদি চেয়ারে বসে পড়লেন। বাঁ-হাতে আঁচল টেনে নিয়ে তাতে মুখ ঢাকলেন। সামান্য ফোঁপানির শব্দ শুনতে পেল নবকুমার। মিনিটদুয়েক পরে আঁচল সরিয়ে চোখ মুছলেন নিরুপমাদি, 'বিশ্বাস করো, ও যে আজ এখানে আসবে আমি ভাবতে পারিনি।'

'উনি কোথায় থাকেন?'

'কাশীপুর না কোথায়, আমি ঠিক জানি না।'

'প্রায়ই টাকার জন্যে আসেন?'

'প্রায়ই। তবে কখনও গদিতে গিয়ে বিরক্ত করে না। আবার বাড়িতে ছেলে আছে জানলে

কখনও ওপরে ওঠে না। কী করে যে জানতে পেরে যায়।'

'এরকম হল কেন?'

'অনেক গল্প। আচ্ছা বলো তো, অমৃত কখন বিষ হয়ে যায়?'

বুঝতে পারল না নবকুমার। শ্বাস নিলেন নিরুপমাদি, 'ভালোবাসলে। থাক এসব কথা। এতক্ষণ বসে আছ, অথচ কিছুই খেতে দিতে পারিনি তোমাকে। আর একটু বসো ভাই।' নিরুপমাদি ভেতরে চলে গেলেন।

কথাটা মাথায় ঢুকে আর বেরুচ্ছিল না নবকুমারের। ভালোবাসলে অমৃত বিষ হয়ে যায়? কেন? ভালোবাসলে বিষ কি কখনও অমৃত হয়ে উঠে না?

'নাও।'

দুটো সন্দেশ, এক গ্লাস শরবত সামনে রাখলেন নিরুপমাদি।

'আপনি খাবেন না?'

'একবারে রাত্রে খাব।'

সন্দেশ মুখে পুরল নবকুমার। কলিকাতার মিষ্টি গ্রামের থেকে শতগুণে ভালো। চিবুতে পরম তৃপ্তি জাগে।

'তোমাকে যে জন্যে এত কষ্ট দিলাম—!'

'হ্যাঁ বলুন।' শরবতে চুমুক দিল নবকুমার।

'বড়বাবু তো তোমাকে খুব পছন্দ করেন, সবাই বলছিল।'

হাঁ হয়ে গেল নবকুমার। কোনওমতে বলল, 'আমি জানি না।'

'দলের সবাই বলে। সত্যি কথাটা বলবে ভাই? আমাদের ঘরে কি কোনও বড় অভিনেত্রী আসছে, যে মায়ের পার্ট করবে?' কাতর চোখে তাকালেন নিরুপমাদি?

সঙ্গে-সঙ্গে বড়বাবুর মুখ মনে পড়ল। তিনি নিষেধ করেছেন কাউকে কিছু বলতে। কলিকাতায় বাস করতে হলে মিথ্যে বলতে জানতে হয়। সে মাথা নাড়ল, 'আমি তো কিছু জানি না। সুধাময়বাবু—!'

'না! উনিও জানেন না। মাস্টার কথাটা রটাচ্ছে।' হাসলেন নিরুপমাদি, 'তুমি যখন কিছু জানো না তখন খবরটা সত্যি নয়।'

'মাস্টারদা বলেছেন?'

'ওইভাবে কী বলে? এই যেমন, তোমার বারোটা বেজে গেল। দলে নতুন মা আসছেন। কে তিনি জিজ্ঞাসা করলে, চোখ ঘোরায়, কী জানি!'

'নতুন কেউ এলে আপনার বারোটা বাজবে কেন?'

'বা রে! আমি তখন কী চরিত্র করব? আমাকে তো নায়িকা, বউদি এসব চরিত্রে মানাবে না। এখন সব দলে কাস্টিং হয়ে গেছে। এখানকার চাকরি চলে গেলে কোথাও কাজ পাব না। রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে যে।' নিরুপমাদি বললেন, 'তার ওপর তো একটা অজুহাত আছেই।'

'অজুহাত।'

'ওই যে, আমি কানে কম শুনি! আমি নিজে বুঝতে পারি না। সত্যি বলো তো, তোমার কী মনে হয়? কম শুনি?'

'আপনি তো বলেছেন একটু জোরে প্রম্পট করতে।'

'ওই জন্যেই তো তোমাকে ডেকেছি।'

'মানে?'

'তুমি যদি শুধু আমারটা জোরে বলো তাহলে অন্যদের বুঝতে অসুবিধা হবে না যে আমি কানে কম শুনি। তোমাকে তাই সাহায্য করতে হবে।'

'কীভাবে?'

'পুরো নাটকটায় আমি বড়জোর পনেরো ষোলো মিনিট স্টেজে থাকব। তুমি তোমার বুক পকেটে একটা সেল ফোন রাখবে। যখনই আমার সংলাপ আসবে তখনই ফোন অন করে কথা বলবে। আমি আমার বুকের মধ্যে আর-একটা সেল ফোন রাখব। কর্ডলেশ রিসিভার কানে গুঁজে রাখলে কেউ বাইরে থেকে দেখতে পাবে না। আমার সংলাপগুলো তুমি বললে আমি স্পষ্ট শুনতে পাব। এতে একটু খরচ হবে। তা ধরো পার শো কুড়ি টাকা। কিন্তু কেউ টের পাবে না। এটুকু আমার জন্যে করবে না ভাই?'

'কিন্তু যদি ভুল হয়ে যায়?'

'রিহার্সাল দিয়ে নিলে ভুল হবে না। কিন্তু মনে রেখো, গদিতে রিহার্সাল যখন দেব তখন যেন কেউ টের না পায় ব্যাপারটা।'

হেসে ফেলল নবকুমার, 'ঠিক আছে। এটুকু করতেই পারি। আজ আমি উঠি। অনেক দূরে যেতে হবে।'

'যেতে হবে মানে? আমি তো তোমাকে পৌঁছে দেব বলেছি।'

'না-না। তার দরকার নেই।'

দরজায় তালা দিয়ে নিরুপমাদি নবকুমারকে নিয়ে একতলায় নামতেই দেখলেন, তাঁর ছেলে মাকে নিয়ে বাড়ি ফিরছে। নবকুমারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন তিনি। ছেলে জিজ্ঞাসা করল, 'উনি এরমধ্যে খেয়ে নিয়েছেন?'

'নারে। মিষ্টি ছাড়া কিছু খেল না।'

'তুমি তো ওর জন্যে রান্না করেছিলে—।'

'আর একদিন খাবে। তুই এক কাজ কর, ও রাস্তাঘাট চেনে না। ওকে আমাদের যাত্রার গদি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আয়।'

'বেশ তো। চলুন।'

নিরুপমাদির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কয়েক পা হাঁটার পর নবকুমার বলল, 'আপনি আমাকে একটা ট্রামে তুলে দিন। তাহলেই হবে।

'মা যে বলল—!'

'ট্রামে উঠলে আমার সুবিধে হবে।' যাত্রার গদি ছাড়িয়ে সোনাগাছির গলির মুখে ছেলেটির সঙ্গে নামতে চাইল না নবকুমার।

তিরিশ

সন্ধে পেরিয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। সাবধানে হাঁটছিল নবকুমার। ট্রাম থেকে নেমে গলিতে ঢুকল নবকুমার। ঢুকে অবাক হল। শুনশান গলি। কোথাও গান বাজছে না। সাজুগুজু করা মেয়েদের কাউকেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না দুপাশের বাড়ির দরজায়-দরজায়। অথচ এই রাস্তাই সন্ধের পরে তো বটেই, বিকেলেও মেলার চেহারা নেয়।

কিছু একটা হয়েছে। কী হতে পারে?

'এ ভাই, এদিকে। জলদি, চলে এসো।'

বাঁ-দিকের একটা দরজা থেকে যে কথাগুলো বলল তাকে অন্ধকারে বুঝতে পারল না নবকুমার।

'মার্ডার হয়ে গেছে। পুলিশ যাকে পারছে, তাকে ধরছে। জলদি চলে এসো।'

কীরকম শিরশির করে উঠল শরীর। আর তখনই ঝুপ করে আলো নিভে গেল রাস্তার। একটা চাপা চিৎকার ছড়িয়ে পড়ল বাড়িগুলোতে। সঙ্গে-সঙ্গে কেউ একজন দরজা বন্ধ করে দিল। এইসময় মোমবাতিটা চোখে পড়ল। যেন ভয়ে কাঁপছে তার আলো।

'কী হয়েছে?' নবকুমার আবার জিজ্ঞাসা করল। এখন সে বুঝতে পেরেছে, এটা একটা বাড়ির প্যাসেজ। সেখানে বেশ কয়েকজন নারীপুরুষ অন্ধকারে ওই মোমবাতির আলো সম্বল করে দাঁড়িয়ে আছে।

'এই পাড়ার পুরোনো খদ্দের। সে খুন হয়ে গেছে। ধরতে পারেনি। পুলিশের সন্দেহ খুনিরা এখানেই লুকিয়ে আছে।'

আর একটি মেয়ে বলে উঠল, 'যাদের ধরছে তারা খুনের মধ্যে ছিল না। আপনি আর একটু গেলে আপনাকেও ধরত।'

'আমাকে, আমাকে আপনি চেনেন?'

'হ্যাঁ।' শব্দটা অনেকগুলো মেয়ের মুখ থেকে উচ্চারিত হল। একসঙ্গে।

পুরুষকণ্ঠ বলল, 'কাল যাদের সঙ্গে আপনার মারপিট হয়েছিল, মানে যারা মেয়েদের হাতে ধোলাই খেয়েছিল, আপনি নাকি তাদের সঙ্গে আজ ভালোভাবে কথা বলেছেন। তাই এখানকার সবাই বলছে, আপনি লোকটা ভালো।'

মিনিটপাঁচেক বাদে বাইরে চিৎকার শোনা গেল। পুলিশ কাউকে ধরেছে এবং সে প্রতিবাদ করছে। এইসময় বাইরে বের হওয়া মানে ভ্যানে চেপে থানায় যাওয়া। বোকামি করার কোনও মানে হয় না।

রাত এগারোটা নাগাদ বাড়ি ফিরল নবকুমার।

এ-বাড়ির দরজাও ফাঁকা। অর্থাৎ খুনের জন্যে সবাই আতঙ্কে রয়েছে। সে সিঁড়ির দিকে এগোতেই মুক্তোর গলা কানে এল, 'দরজাটা সাবধানে বন্ধ করে দাও'। বলেই এগিয়ে এল, 'থাক, আমি দিচ্ছি, দয়া করে চুপচাপ নিজের ঘরে চলে যাও। জুতোয় শব্দ যেন না হয়। সাবধান।' গলা নীচে নামল।

'কেন?'

'আঃ। যা বলছি, তাই করো।' চাপা গলায় ধমক দিল মুক্তো।

বাড়িটা আজ একদম ফাঁকা। সিঁড়ির গায়ে বা মুখেও কোনও মেয়ে দাঁড়িয়ে নেই। সবাই খদ্দের পেয়ে নিজের ঘরের দরজা দিয়েছে এমনটা কখনও দ্যাখেনি নবকুমার। নিঃশব্দে নিজের ঘরে এসে জুতো খুলে খাটে বসতেই মুক্তো এল, 'এত রাত হল কেন?'

'কে নাকি খুন হয়েছে, তাই রাস্তা দিয়ে আসা যাচ্ছিল না—।'

'হুঁ। এদিকে শেফালি-মা বারংবার জিজ্ঞাসা করায় মিথ্যে কথা বলতে হল। বললাম, তুমি বলে গেছ বাড়ি ফিরতে দেরি হবে। একটু আগে ডেকেছিল। বললাম, খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছ। দয়া করে নিঃশব্দে জামা ছেড়ে খেয়ে নাও।'

'এই বাড়িতে কিছু হয়েছে?'

'মন্দির, শ্মশান আর বেশ্যা বাড়ি, সবসময় কিছু-না-কিছু হয়। খাবার আনছি।'

আলোটা কম পাওয়ারের। খাওয়া শেষ হলে থালা গ্লাস তুলে নিতে-নিতে মুক্তো বলল, 'দুগ্গার হাড় জুড়িয়েছে।'

'মানে?' চমকে উঠল নবকুমার।.

'মারা গিয়েছে। বাড়ির সব মেয়েমানুষ তাকে নিয়ে নিমতলায় গিয়েছে।'

'সে কী!'

'দুব্বারের দিদিরা এসে খবর দিয়েছিল। খবর শুনে একদল ছুটেছিল হাসপাতালে, আর একদল শ্মশানে। আমাকে এখন জেগে বসে থাকতে হবে কখন তারা মড়া পুড়িয়ে ফিরবে।' মুক্তো দরজার দিকে পা বাড়াল।

'দুর্গা মরে গেল। ওঃ।'

'খুব কষ্ট হচ্ছে? তাকে দেখেছ তো একটি বার!'

'তুমি বুঝবে না মুক্তোদি।'

'হ্যাঁ। আমি তো কিছুই বুঝি না। দুগ্গা মরেছে। আজ না হয় কাল মরত। কিন্তু ওকে যে রোগ দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, তাকে যে গুন্ডা খুন করে গেছে তাতে আমি খুশি হয়েছি।'

'তার মানে?'

'ওফ! কিছুই বুঝতে পারো না, শুধু মানে-মানে করো।' মুক্তো যেতে-যেতে বলে গেল, 'শুয়ে পড়ো।'

রাত আড়াইটে পর্যন্ত জেগে ছিল নবকুমার। আড়াইটে সোনাগাছিতে তেমন ভারী রাত নয়। কিন্তু আজ চারধার নিস্তব্ধ। হঠাৎ দূরে একটা চিৎকার শোনা যেতে নবকুমার জানলায় গিয়ে দাঁড়াল। রাস্তা অন্ধকার। চিৎকারটা ভেসে আসছে। ওটা যে সম্মিলিত গলা থেকে ছিটকে ওঠা ধ্বনি তা বুঝতে সময় লাগল। গলাগুলো মেয়েদের।

তারপরেই ওদের দেখতে পেল নবকুমার। পনেরো কুড়িটা মেয়ে এই নির্জন নিস্তব্ধ অন্ধকারকে খান-খান করে এগিয়ে আসছে একটা ধ্বনির সাহায্যে, 'বল হরি, হরি বোল।'

হঠাৎ বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল নবকুমারের। এই নিশুতি রাতে কিছু মানুষ যেন ঈশ্বরীর মতো আকাশ থেকে নেমে এসে জানিয়ে দিচ্ছে, এখনও পৃথিবীতে ভালোবাসা আছে। অমৃতের জন্ম হয় বিষের যন্ত্রণা থেকে।

মুক্তো ওদের দরজা খুলে দিয়েছিল। দু-একজন কাঁদল। তারপর কথারা ডুবে গেল নিস্তব্ধতায়। এই বাড়িতে শরীর বিক্রি করে বাবা-মায়ের দেওয়া প্রাণটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে যে মেয়েটা সংগ্রাম করে যাচ্ছিল এতকাল, সে আর পৃথিবীর কোথাও থাকবে না। এ-বাড়িটাও আগামীকাল ঠিকঠাক হয়ে যাবে। শুধু দুর্গা জানতে পারল না, তার জন্যে অনেকেই শ্মশানে গিয়েছিল। তার কথা মনে পড়তেই কারও বুক মুচড়ে কান্না উথলে উঠেছিল।

নবকুমারের মনে হল, এই কলিকাতায় বাঁচতে হলে শুধু মিথ্যে কথা বলতে পারাটাই শেষ কথা নয়। এই কলিকাতায় ভালোবাসাও আছে। শুধু যে জানে সেই জানতে পারে।

সকালে মাস্টারদা এসে বলল, 'কী রে। আবার ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাচ্ছিস?'

'তার মানে?' শুয়েছিল নবকুমার, উঠে বসল।

'গাঁয়ের চায়ের দোকানে বসে দিনভর গুলতানি মারতিস! চেহারাপত্তর ভালো বলে আমি তোকে তুলে নিয়ে এসে যাত্রায় ভিড়িয়ে দিলাম। আমার আগেই ভাবা উচিত ছিল। একে কলকাতা কর্পোরেশনের জল, তার ওপর সোনাগাছির কল, না হলে এত তাড়াতাড়ি আমাকে টুপি পরাতে না। খুব দুঃখ পেয়েছি ভাই।' মাস্টারদা বলল।

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'পারছ না! কাল নিরুপমার বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে যাওনি?'

'গিয়েছিলাম। উনি জোর করে নিয়ে গিয়েছিলেন।'

'কেন? তোমাকেই খাওয়াল কেন?' হাসল মাস্টারদা, 'কারণ তুমি বড়বাবুর পেয়ারের মানুষ

হয়ে গেছ! তাঁর সব গোপন কাজ তোমাকে দিয়ে তিনি করান। তাই তোমাকে হাতে রাখলে দলে কোনও বিপদ হবে না। তাই না?'

'বড়বাবু আমাকে দিয়ে কোনও গোপন কাজ করাননি।'

মাস্টারদা ঠোঁট ছুঁচলো করে নবকুমারকে খানিকক্ষণ দেখল, 'কী খাওয়াল?'

'কে?'

'আঃ। নিরুপমাদি?'

'দুটো সন্দেশ। আর শরবত।'

'যাঃ। এখন তোমার কী হবে।'

'মানে?'

'খবরটা আজই গদিতে এলে সবাই জানতে পারবে। গড়াতে-গড়াতে সেটা বড়বাবুর কানে পৌঁছবে। মেয়েছেলে শিল্পীর বাড়িতে দলের কেউ যাক, তা বড়বাবু পছন্দ করেন না। দল থেকে চলে যেতে বলতে পারেন তোমাকে।'

'আমার তো কোনও দোষ নেই।'

'বিচার করবে কে?'

'আমি যে ওই বাড়িতে গিয়েছিলাম, সে কথা কে বলল?'

বিড়ি ধরাল মাস্টারদা, 'নিরুপমাদির বর। এক নম্বরের হারামি।'

'সেকি! উনি এসে বলেছেন?'

'হুঁ। তোমাকে ওই বাড়ি থেকে ফলো করে ট্রামে ওঠে। ভেবেছিল তুমি গদিতে নামবে। নামোনি। নেমেছ পরের স্টপে। নেমেই সোনাগাছিতে ঢুকে গেছ। ও ব্যাপারটা ভাবতে পারেনি। পেছন-পেছনে যেতে গিয়েও ফিরে আসে। সোনাগাছিতে নাকি কাল পুলিশ খুব হুজ্জতি করছিল। শেষে গদিতে যায়। কারণ, ও জানত তখন ওখানে আমি ছাড়া কেউ থাকবে না। আমি অবশ্য ওকে দেখেই বাইরে বেরিয়ে এসেছিলাম। তখন শুনলাম সব। তুমি যে সোনাগাছির মেয়েমানুষের কাছে রাত কাটাতে যাও, এই খবরটা ওকে বেশ উত্তেজিত করেছিল। কী হাসি-হাসি মুখে কথা বলছিল। আমি অবশ্য ওর ভুলটা ভাঙিয়ে দিইনি।' মাস্টারদা হাসল।

'সে কী?'

'থাক না। যে যা ভেবে আনন্দ পায় তাকে তাই পেতে দাও।' মাস্টারদা বলল, 'কিন্তু খবরটা এখনও পর্যন্ত আমার কানেই ঢুকে আছে।'

'এই যে বললেন গদিতে এলে সবাই জেনে যাবে!'

'হ্যাঁ। আমি যদি মুখ খুলি, তাহলে?'

'আপনি আমার ক্ষতি করবেন?'

'একদম ইচ্ছে করছে না। তাই তো সকাল হতেই ছুটে এলাম।'

'কিন্তু আমি তো কিছুই জানি না।'

'নিরুপমাদি তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করেনি?'

মাথা নাড়ল নবকুমার, 'উনি নাকি শুনেছেন দলে একজন অভিনেত্রী আসছেন বাইরে থেকে যিনি মায়ের চরিত্রে অভিনয় করবেন। কথাটা শোনার পর ওঁর খুব ভয় করছে। বড়বাবু তাহলে আর ওঁকে দলে রাখবেন না। তাই জানতে চেয়েছিলেন, উনি ঠিক শুনেছেন কি না।'

'তুমি কী বলছ?'

'আমি মিথ্যে কথা বলেছি। বলেছি কিছুই জানি না।'

'ঠিক বলেছ। আমরা আদার ব্যাপারি, জাহাজের খবর নিতে যাব কেন? কিন্তু ভাই, নিরুপমাদি কী করে জানল, তোমার কাছ থেকে ঠিক খবর পাওয়া যাবে?'

'আমি জানি না।'

হঠাৎ গলা নামাল মাস্টারদা, 'রাজি হয়েছেন?'

'কে?'

'শেফালি-মা?'

সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ে গেল। কাল বড়বাবু তাকে নাটকের খাতাটা দিয়েছিলেন শেফালি-মাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে। সেটা কোথায় গেল? নিরুপমাদির বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্রামে ওঠার সময়েও তার সঙ্গে ছিল। মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল।

'কী? শেফালি-মা রাজি হয়েছেন?'

'নাটকটা পড়ার পর বলবেন।'

'অ। শেফালি-মাকে রাজি করানোর জন্যে বড়বাবু কত টাকা দেবেন?'

'আমি জানি না।'

'কিছু বলেনি?'

'না।'

'দেবে নিশ্চয়ই। শোনো, যা দেবে তার অর্ধেক আমার। আমি যদি তোমাকে না নিয়ে আসতাম তুমি কিছুই পেতে না। ঠিক কি না?'

'হুঁ।'

'শেফালি মাকে বলো না, তোমার জন্যে দশ হাজার চাইতে।'

'দশ হাজার?' চোখ কপালে উঠল নবকুমারের।

'আরে দূর। উনি রাজি হলে এটা কোনও টাকাই না।'

'না। আমি বলতে পারব না।'

'কেন?'

'উনি আমাকে খারাপ বলে ভাববেন।'

'নবকুমার, জলে নেমে গা না ভিজিয়ে থাকলে আর যাই হোক স্নান করা হয় না। ঠিক আছে, যা পাবে তা ফিফটি-ফিফটি। মনে থাকে যেন। ততদিন আমি মুখ বন্ধ করে রাখব। কাকপক্ষীও টের পাবে না।'

মাস্টারদা চলে যেতে তড়াক করে উঠে গতকালের জামাপ্যান্ট দেখল সে। কোথাও নেই। টেবিলেও রাখেনি।

সে বাইরে বেরিয়ে আসতেই মুক্তোকে দেখতে গেল, 'আচ্ছা, কাল রাত্রে আমার হাতে কোনও খাতা ছিল। প্যাকেট—?'

'না। কোথায় ফেলে এসেছ! খুঁজে দ্যাখো।' বলে মুক্তো চলে গেল।

একত্রিশ

গতরাতে বাড়ি ফেরার সময় প্যাকেটটা রাস্তায় পড়ে গিয়ে থাকলে এখন সেটাকে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু নবকুমার ভাবতেই পারছিল না যে প্যাকেটটা তার হাত থেকে পড়ে গেল এবং সে টের পেল না। এ হতেই পারে না! অথচ প্যাকেটটা নেই। মুক্তো খামোখা মিথ্যে বলবে না। ওই প্যাকেট না পেলে সে বড়বাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। শেফালি-মাকেই বা কী বলবে!

তবু আশায়-আশায় রাস্তায় নামল নবকুমার। এই রাস্তা দিয়েই সে গতকাল বাড়ি ফিরেছে। সতর্ক চোখে মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটছিল সে। প্যাকেট দূরের কথা, একটা কাগজের টুকরো পর্যন্ত

পড়ে নেই।

খানিকটা হাঁটার পর বাঁ-দিকের ডাস্টবিনের সামনে লোকটাকে দেখতে পেল সে। পরনে হ্যাফপ্যান্ট আর গেঞ্জি, সিড়িঙ্গে চেহারার। কাঁধে একটা বস্তা, ডান হাতে লোহার শিক, ডাস্টবিন থেকে উপচে পড়া জঞ্জালে কিছু খুঁজছে। এই লোকটা কে? তাদের গ্রামে এই ধরনের মানুষ সে কোনওদিন দ্যাখেনি। ডাস্টবিনের আবর্জনা যে খুঁচিয়ে দ্যাখে, সে নিশ্চয়ই রাস্তায় পড়ে থাকা প্যাকেটটাও তুলে নেবে।

'আপনি কী খুঁজছেন?' কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল নবকুমার।

'লোকে ফালতু বলে যা ফেলে দেয়, তার কিছু-কিছু বিক্রি করা যায়। তাই খুঁজছি।'

'ও। আপনি কি একটা প্যাকেট পেয়েছেন?'

'প্যাকেট?' লোকটা তাকাল।

'হ্যাঁ। প্যাকেটের মধ্যে কাগজ, মানে খাতা আছে।'

'না।' মাথা নাড়ল লোকটা।

হতাশ হল নবকুমার, 'তবু, একবার দেখবেন?'

'ভ্যাট! কী-কী মাল বস্তায় পুরেছি তা আমি জানি না নাকি?' লোকটা আবার জঞ্জাল খোঁচানো শুরু করল।

নবকুমার পথে নামল। হাঁটতে-হাঁটতে ডানদিকে ঘুরে ট্রাম রাস্তা পর্যন্ত চলে এল সে। না, কোথাও প্যাকেটটা পড়ে নেই।

'আপনি এখানে।'

নবকুমার দেখল সেদিন যাদের সঙ্গে মারপিট হয়েছিল তাদের একজন দাঁড়িয়ে আছে সামনে। বেশ শান্ত মুখ। নবকুমার বলল, 'একটা প্যাকেট হাত থেকে কাল রাত্রে পড়ে গিয়েছিল রাস্তায়, টের পাইনি। আজ, এখন আর খুঁজে পাচ্ছি না।'

'দামি জিনিস ছিল?'

'না-না। খাতা ছিল।'

তাহলে কেউ এ-পাড়ায় নেবে না। হয়তো কাগজ কুড়োনিরা নিয়ে গেছে। চা খাবেন? নিত্যদা, দুটো ডাবল হাফ।' চেঁচাল ছেলেটা।

নবকুমার না বলার সুযোগ পেল না। ছেলেটা বলল, 'আপনার সঙ্গে সেদিন রং নম্বর হয়ে গিয়েছিল। আসলে এত ঝামেলা যে মাথা ঠিক থাকে না। আমি শালা বেশিক্ষণ আপনি বলতে পারি না। তুমি বলছি, ঠিক হ্যায়?'

মাথা নাড়ল নবকুমার।

ছেলেটা হাসল, 'বুঝলে গুরু, আজ কিছু মাল আসবে পকেটে।'

'কীরকম?'

'দ্যাখো, এই সোনাগাছিতে গতর ভাঙিয়ে যেসব মেয়েরা কামাই করে তারা বেশ গরিব। বাড়িওয়ালি নেয়, আমরা নিই। কেন নিই? আমরা ওদের কাস্টমারের ঝামেলা থেকে বাঁচাই। এখন দুর্বার হয়েছে। ওদের যৌনকর্মী বলছে। ওদের পাশে দাঁড়াচ্ছে। ঠিক আছে। কিন্তু রাতে যখন খদ্দের ষাট দেব বলে ঢুকে চল্লিশ দিয়ে হাওয়া হতে চাইছে তখন দুব্বার কোথায়? অফিস বন্ধ করে বাড়ি ফুটে গিয়েছে। তখন তো আমরাই খদ্দেরটাকে ধরে টাকা আদায় করে দিই। ঠিক কি না?'

চা এল। একটু ঘন, আধকাপ। এটা ডাবল হাফ কী করে হল, বুঝতে পারছিল না নবকুমার। চায়ে চুমুক দিয়ে ভালো লাগল, 'আজ কী হবে বলছিলেন?'

'গুরু, আপনি বললে খেপে যাব।'

'বেশ।'

'শোন যারা এখানে থাকে বা বাইরে থেকে এসে পেটের জন্যে কামাই করে তাদের জন্যে দুব্বার লড়ছে। ঠিক আছে। কিন্তু ভদ্দরলোকের বউ যদি ফূর্তি করার জন্যে সোনাগাছিতে আসে তাদের তো মাল্লু ছাড়তেই হবে। ঠিক কি না?'

'এরকম হয় নাকি?' অবাক হল নবকুমার।

'বহুত। ঘণ্টায় দুশো টাকা বাড়িওয়ালিকে দিচ্ছে। দুপুরবেলায়, যখন পুলিশের ঝামেলা নেই। বাবুরা নিয়ে আসছে ভদ্দর মেয়েছেলেকে। ভদ্দর মেয়েছেলেরা নিয়ে আসছে অল্পবয়সি ছেলেদের। হোটেলে ঘর ভাড়া করতে বেশি পয়সা লাগে। তা ছাড়া খাতায় নামটাম লিখতে হয়। পুলিশ রেইড করতে পারে। চেনা লোক দেখে ফেলতে পারে। কিন্তু এখানে এলে সেসব ঝামেলা নেই। আর এসে ওঠে হলুদকমল, সবুজকমল, রক্তকমলে। হোটেলের চেয়ে কমতি কিছু না। ঢোকে মাথায় ঘোমটা দিয়ে, বের হয় ওইভাবেই।' ছেলেটা চা শেষ করল, 'নিত্যদা, কাপ! একটা হাফবুড়ি লাস্ট তিনমাস ধরে এখানে ছেলের বয়সি লাভারকে নিয়ে আসে। দু-ঘণ্টা থাকে। একটা থেকে তিনটে। দুজনে ভদকা খায়। বাড়িওয়ালিকে চারশো, চাকরকে পঞ্চাশ আর আমাদের জন্যে দেড়শো দিয়ে ঘোমটা মাথায় ট্যাক্সিতে ওঠে।'

নবকুমার না হেসে পারল না।

'হেসো না গুরু। লাস্ট দিন আমি ফলো করেছিলাম। আর-একটা ট্যাক্সিতে চেপে দেখলাম উলটোডাঙা ভিআইপিতে ছেলেটা নেমে গেল। হাফবুড়ি ট্যাক্সি ছাড়ল সল্টলেকের একটা বাড়ির সামনে। ট্যাক্সি চলে যাওয়ার পর দশ মিনিট হেঁটে একটা গলিতে ঢুকে যে বাড়ির সামনে গিয়ে বেল টিপল, সেটা দেখতে আলিশান। একটা কাজের মেয়ে দরজা খুলে দিলে হাফবুড়ি ভেতরে ঢুকে গেল। আমি পাত্তা লাগালাম। হাফবুড়ির দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। বাইরে থাকে। বর বুড়ো হয়ে গেলেও নাকি জাহাজে চাকরি করে। একেবারে সলিড পার্টি।' হাসল ছেলেটা।

'তারপর?'

'আজ ওদের আসার ডেট। হলুদকমল থেকে বের হওয়ামাত্র ওদের হাতেনাতে ধরব। হুজ্জত শুরু হয়ে গেলে হাফবুড়িকে ঠিকানা বলে দিয়ে মাল্লু চাইব। অন্তত দশ হাজার। বলো গুরু, অন্যায় করছি? তুই তোর লাভারকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ফূর্তি কর। তা করবে না। যদি জানাজানি হয়।'

'বাইরে ভিড় না জমিয়ে ভেতরে গিয়ে তো কথা বলা যায়।'

'যায়? কিন্তু হলুদকমলের বাড়িওয়ালি সেটা করতে দেবে না। তার খদ্দের হাতছাড়া হয়ে যাবে তো।' ছেলেটা মাথা নাড়ল, 'তুমি ভাই দুব্বার পার্টিকে বলো এদিকটা দেখতে। এখানকার মেয়েদের লোকে খানকি বলে। কিন্তু এই ভদ্দর মেয়েছেলেরা পেটের জন্যে তো ওসব করছে না। এদের তো আরও খারাপ নামে ডাকা উচিত।'

'ঠিকই। সত্যি কথা। কিন্তু লোক জমিয়ে ঝামেলা করলে যদি পুলিশ আসে, তাহলে তোমার ইনকাম নাও হতে পারে। তখন পুলিশই কেসটা নিয়ে নেবে।'

'একদম ঠিক বলেছ গুরু। শালা মাথায় আসেনি। একটা সিনেমা দেখেছিলাম। একটা নেকড়ে এসে হরিণ মারল। সিংহ এসে হরিণটাকে খেয়ে নিল। তাহলে কী করা যায় বলো তো?'

'আমি কী করে বলব?'

'ঠিক আছে। মাথায় এসেছে। বেরিয়ে আসামাত্র আট-দশটা মেয়েকে দিয়ে ওদের ঘিরে ঝামেলা পাকাব। তখন আমরা দুজন মেয়েদের হাত থেকে ওদের উদ্ধার করে এখান থেকে একটু সরিয়ে নিয়ে গিয়ে টাকা চাইব।' হাসল ছেলেটা।

'আমার ভাই দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

'ও। কিন্তু প্যাকেটটা যে পেলে না!'

'খুব ক্ষতি হয়ে যাবে। চাকরিও চলে যেতে পারে।'

'আচ্ছা, কাল যখন পাড়ায় ঢুকেছিল তখন প্যাকেটটা সঙ্গে ছিল?'

'হ্যাঁ। আমি ট্রাম থেকে নামার পরেও ছিল।'

'তারপর?'

'পাড়ায় ঢুকে দেখলাম লোডশেডিং হয়ে গেছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। তখন একটা বাড়ি থেকে ডেকে বলল না-যেতে। কোথায় মার্ডার হয়েছে। পুলিশ যাকে পাচ্ছে তাকে ধরছে। আমি বাধ্য হয়ে সেই বাড়িতে গিয়েছিলাম।'

'কোন বাড়ি? চলো তো দেখি।'

হাঁটতে গিয়ে নবকুমার জিজ্ঞাসা করল, 'চায়ের দামটা—।'

'লিখে রাখবে। এ কী বলছ গুরু!'

গলি এখন জমে ওঠার কথা নয়। তবু কিছু মেয়ে, যারা নিতান্তই ঈশ্বরের কৃপা থেকে বঞ্চিত, দাঁড়িয়ে আছে দরজায়-দরজায়।

ইতি যে বাড়িতে থাকে, সেই বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল নবকুমার।

'ওই বাড়ি?'

'মনে হচ্ছে।'

'দাঁড়াও।' ভেতরে ঢুকে গেল ছেলেটা। মিনিটতিনেক বাদে বেরিয়ে এল হাসতে-হাসতে। তার হাতে প্যাকেটটা, 'তুমি ফেলে গিয়েছিলে রাস্তায়। ওরা কুড়িয়ে রেখেছিল।'

আনন্দে চোখ বন্ধ হয়ে গেল নবকুমারের, 'উঃ! বাঁচলাম। কী বলে যে—।'

'কিছু বলতে হবে না। যদি পারো ওদের দশটা টাকা দিও। চা খাবে।'

পকেটে কিছু ছিল না। নবকুমার ঘাড় নাড়ল।

হাঁটতে-হাঁটতে ছেলেটা বলল, 'দুপুরে থাকবে নাকি?'

'দুপুরে?'

'আমি তো ভদ্দরলোকের মতো কথা বলতে পারি না। তুমি যদি বলো—। না-না। এমনি খাটাব না, হিস্যা পাবে।'

'আমাকে যে কাজে যেতে হবেই।'

'ও। ঠিক আছে। দেখা হলে বলব, কী ড্রামাবাজি হল।'

মাথা নেড়ে জোরে-জোরে পা ফেলে বাড়ি ফিরে এল নবকুমার। আজ ছেলেটা তার বড় উপকার করেছে। ওর কথায় রাজি হলে কিছু টাকা পাওয়া যেত ঠিকই। কিন্তু সে আজ থেকে সোনাগাছির আর-একটা মাস্তান হয়ে যেত। তাকে দলে টানতে চেয়েছিল ছেলেটা। নবকুমার ঠিক করল দূরত্বটা বাড়াতে হবে।

শেফালি-মা অবাক হয়ে বললেন, 'প্যাকেটটা কোথায় ফেলে এসেছিলে?'

সত্যি কথাটা বলল নবকুমার। কিন্তু ছেলেটার প্রসঙ্গ তুলল না।

'দ্যাখো কাণ্ড। এটা যদি না পেতে তাহলে বড়বাবু তো খেপে যেত।'

'হ্যাঁ।'

'মুক্তো বলল, তুমি কী খুঁজতে বেরিয়েছ। আমি তো ভেবেই পাচ্ছিলাম না। নাঃ, তোমার কপাল দেখছি ভালো। কলকাতায় কিছু হারালে আর পাওয়া যায় না। তুমি পেলে।'

প্যাকেটটা খুললেন শেফালি-মা। তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'উরে ব্বাবা।'

'কী?'

'তোমার বড়বাবুর সাহস আছে। কিন্তু এটা কোনটা?' পাতা উলটে কয়েক লাইন পড়লেন

তিনি। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'মা নামে কোনও উপন্যাস পড়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'কার লেখা?'

'অনুরূপা দেবী।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ। উনিও মা নামে একটা উপন্যাস লিখেছিলেন। কিন্তু সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে প্রচারিত এবং জনপ্রিয় মা নামের উপন্যাস লিখেছেন গোর্কি। গোর্কির মাদার উপন্যাস পড়োনি?' শেফালি-মা জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমাদের ওখানে পাওয়া যায় না।'

'ও। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, এটা গোর্কির মাদার নয়। এই নাট্যকারের নামও আমি শুনিনি। কিন্তু এখন কি এই নামের পালা চলবে? কাগজে তো যেসব নাম দেখি তার বেশিরভাগই ছ্যাবলামি। মনে হয় দর্শকের রুচিও সেরকম হয়ে গেছে।'

'এখন যেটার রিহার্সাল চলছে, সেটায় কিন্তু ছ্যাবলামি নেই।'

'তাই? তাহলে তোমাদের বড়বাবুকে সাহসী বলতে হবে।'

'ওঁকে কী বলব?'

'বলবে আমার দু-দিন সময় লাগবে। মন দিয়ে পড়তে হবে, ভাবতে হবে। তারপর জানাব, কথা বলব কি না!'

'ঠিক আছে। আমি যাই।'

'এসো!'

তাড়াতাড়ি স্নান খাওয়া শেষ করে জামাপ্যান্ট পরে নিল নবকুমার। টেবিল থেকে খুচরো পয়সা তুলতে গিয়ে কার্ডটাকে দেখতে পেল।

গীতিময় ঘোষ। ফিল্ম ডিরেক্টার। নীচে ল্যান্ড এবং মোবাইল নম্বর। ভদ্রলোক বলেছিলেন সকাল দশটায় ওঁকে ফোন করতে। দশটা বেজে গেছে অনেক আগে। ফোন না করে গদিতে চলে এল নবকুমার।

একটু-একটু করে লোকজন জমছিল। নিরুপমাদি এসেই মুচকি হাসলেন। মাস্টারদা ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু হল?'

'নাটক পড়ে মত দেবেন বলেছেন।'

'উঃ। কবে দেবে?'

উত্তর দেওয়ার আগে কাজের লোক এসে জানাল, নবকুমারকে বড়বাবু ডাকছেন।

ঘরে ঢুকতেই বড়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজ সকাল দশটায় গীতিময়কে ফোন করার কথা ছিল?'

ঢোক গিলল নবকুমার, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'করোনি কেন?' গর্জন করলেন বড়বাবু।

বত্রিশ

নবকুমার মাথা নীচু করল। বড়বাবু বললেন, 'প্রশ্নের জবাব না পেলে আমি সহ্য করতে পারি না।'

'উনি অভিনয় করার কথা বলেছিলেন। আমার সেই ইচ্ছে একদম নেই।' নবকুমার বলল।

বড়বাবু কিছুক্ষণ চুপচাপ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তা এই কথাটা ওঁকে টেলিফোন করে ঠিক সময়ে বলা উচিত ছিল। আমার পয়সায় ক্যামেরা ভাড়া করে উনি বসে আছেন

তোমাকে টেস্ট করবেন বলে। টাকাটা জলে যেত না?'

'আমি জানতাম না।'

'জানতাম না! তুমি কলকাতার কী জান? ক'দিন পা দিয়েছ এই শহরে, অ্যাঁ?' বড়বাবু গজগজ করছিলেন, 'আজ তোমার প্রম্পট করার দরকার নেই। যাও।'

নবকুমার বেরিয়ে এল। সে কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। গীতিময়বাবুর কাছে গেলে বড়বাবুর টাকা নষ্ট হত না, এটা সে জানত না।

একজন এসে বলল, 'সুধাময়বাবু ডাকছেন।'

নবকুমার এগিয়ে গেল। সবাই এসে গিয়েছে। সুধাময়বাবু বললেন, 'আরম্ভ করো।'

মাথা নাড়ল নবকুমার, 'বড়বাবু নিষেধ করেছেন প্রম্পট করতে।'

'সে কী!' সুধাময়বাবু এমনভাবে বললেন যে ঘরের সবাই অবাক হয়ে নবকুমারের দিকে তাকাল। বড়বাবুর নিষেধ মানে চাকরি চলে যাওয়া, এটা সবাই বুঝতে পেরে গম্ভীর হয়ে থাকল। মাস্টারদা বলল, 'তখনই বলেছিলাম, বেশি বাড় বেড়ো না, ঝড়ে পড়ে যাবে। এখন কী হবে? যাও, দেশে ফিরে যাও। আমার আর কিছু করার নেই।'

নিরুপমাদি বলল, 'কিন্তু ও কী অপরাধ করেছে?'

মাস্টারদা বলল, 'জানি না। এখন একজনই ওকে বাঁচাতে পারে।'

'কে?' নিরুপমাদি তাকাল।

'ও-ই জানে।'

সুধাময়বাবু বললেন, 'এসব কথা থাক। আমি একবার দেখা করে আসি।'

সুধাময়বাবু বড়বাবুর ঘরে চলে যাওয়ার পর কেউ মুখ খুলল না। মনে-মনে সিদ্ধান্ত নিল নবকুমার। মরে গেলেও শেফালি-মাকে বলবে না বড়বাবুকে তার হয়ে সুপারিশ করতে। তার চেয়ে দেশে চলে গেলে—। সঙ্গে-সঙ্গে মন বিদ্রোহ করল। না। কখ্খনো না। হেরে গিয়ে মাথা নীচু করে সে দেশে ফিরবে না।

কাজের লোকটি এসে বলল, 'বড়বাবু ডাকছেন।'

কৌতূহলী মুখগুলোর সামনে থেকে চলে গেল নবকুমার।

বড়বাবুর উলটোদিকে বসে আছেন সুধাময়বাবু। ঘরে ঢোকামাত্র বড়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাকে কি বলেছি আর কাজ করতে হবে না?'

'আজকে প্রম্পট না করতে বলেছেন।' মাথা নীচু করে বলল নবকুমার।

'হ্যাঁ। আজকে। কালকে নয়। আর তুমি বলে বেড়াচ্ছ তোমার চাকরি নেই।'

সুধাময়বাবু বললেন, 'ও কিছু বলেনি। আপনি আজ নিষেধ করেছেন শুনে ধরে নিয়েছে যে ও বরখাস্ত হয়েছে।'

'অদ্ভুত!' ড্রয়ার থেকে একশো টাকার নোট আর একটা কাগজ বের করে সামনে ঠেলে দিয়ে বড়বাবু বললেন, 'এখ্খনই এই ঠিকানায় গিয়ে গীতিময়ের সঙ্গে দেখা করো। জানি ভস্মে ঘি ঢালা হচ্ছে—। ট্যাক্সি নিয়ে যাবে। ভাড়ার টাকা দিলাম। যাও।'

টাকা আর কাগজ তুলে নিল নবকুমার। কাগজে ঠিকানা লেখা।

বড়বাবু বললেন, 'বিকেলের মধ্যে ছাড়া পেলে এসে দেখা করে যাবে।' বাইরে বেরিয়ে কোনওদিকে না তাকিয়ে জোরে হাঁটতে লাগল নবকুমার।

এই প্রথম একা ট্যাক্সিতে উঠল নবকুমার। ড্রাইভারকে ঠিকানা বলতে গাড়ি ছুটল। লোকটা গম্ভীর মুখে গাড়ি চালাচ্ছে। নবকুমার সিঁটিয়ে বসেছিল। দুপাশের বাড়ি, সামনের রাস্তা একটুপরেই অচেনা হয়ে গেল। স্টিয়ারিং-এর পাশে একটা মিটারে একের-পর-এক সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। লোকটা যদি অনেক ঘুরিয়ে বলে ঠিকানা খুঁজে পাচ্ছি না তখন সে কী করবে? যদি তখন একশো টাকার

বেশি ভাড়া দিতে হয়?

নবকুমার শুকনো গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'ওই ঠিকানায় যেতে কত ভাড়া দিতে হবে?'

'কত আর! বেশি নয়।'

ওর কাছে কোনটা কম কোনটা বেশি তা লোকটা বুঝবে কী করে?

মিনিট কুড়ি পরে লোকটা গাড়ি থামাল, 'এসে গেছে।'

কোথায়?'

'এটাই গণেশ অ্যাভিন্যুর হিন্দ সিনেমা। নেমে খুঁজে নিন।'

'কত ভাড়া দিতে হবে?'

'আটচল্লিশ।'

একশো টাকার নোটটা দিলে পঞ্চাশ ফেরত দিয়ে লোকটা বলল, 'খুচরো নেই।' রাস্তায় নবকুমার নামতেই ট্যাক্সি চোখের আড়ালে চলে গেল।

অদ্ভুত তো। দুটো টাকার কোনও মূল্য নেই! গ্রামে কেউ যদি দুটো টাকা কম দিত তাহলে মারপিট হয়ে যেত। এই কলিকাতায় সব সম্ভব। এক পয়সা দূরের কথা, পাঁচ পয়সা, দশ পয়সা, পঁচিশ পয়সা দিয়ে কিছু কেনা যায় না। ওগুলো কেউ কাউকে দেয় না, নেয় না। তাহলে তৈরি হয় কেন?

একটা পানের দোকানদারকে কাগজটা দেখাল নবকুমার। লোকটা হিন্দিতে বলল, 'আমি পড়তে জানি না। মুখে বলুন।'

ঠিকানাটা পড়ে শোনাল নবকুমার। পানওয়ালা বাঁ-দিকের একটা বাড়ি দেখাল, 'ওই হলুদ কোঠি। ওখানে জিজ্ঞাসা করুন।'

হলদে বাড়ির দারোয়ান ঠিকানা দেখে বলল, 'পাঁচতলায় চলে যান। বাঁ-দিকে লিফট আছে।'

লিফটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল নবকুমার। জীবনে কখনও সে লিফটে চড়েনি। পাঁচতলায় হেঁটে উঠতে অসুবিধে কী! মিনিটখানেক অপেক্ষা করার পরেও যখন লিফটের দরজা খুলল না তখন সে সিঁড়িতে পা দিয়ে স্বস্তি পেল। পাঁচতলায় উঠেই দরজার গায়ে কাগজে লেখা নামটা দেখতে পেল। সন্তর্পণে দরজায় শব্দ করল সে।

এইসময় লিফট থেকে বেরিয়ে এসে একটি লোক দরজায় পাশের রঙিন বোতাম টিপলেন। লোকটি খুব বিরক্ত হয়ে আছেন বলে মনে হয় নবকুমারের।

দরজা খুলল। সে লোকটা তাকে প্রায় ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ঢুকে গেলেন। নবকুমার জিজ্ঞাসা করল, 'গীতিময় ঘোষ আছেন?'

'আপনি?'

'আমি নবকুমার। উনি আমাকে আসতে বলেছেন।'

'আসুন।' দরজা বন্ধ করে লোকটা একটা পরদা ফেলা দরজার সামনে গিয়ে বলল, 'ঢুকে যান। ভেতরে আছেন।'

নবকুমার পরদা সরাতেই দেখতে পেল, ঘরে জোরাল আলো জ্বলছে আর একজন সুন্দরী মহিলা একা দাঁড়িয়ে পাগল-পাগল হাসি হাসছেন।

'ওকে! কাট! খুব ভালো লাগছে বল্লরী।' কণ্ঠস্বর গীতিময়ের।

'এখানে কী চাই, অ্যাঁ?' একজন এগিয়ে এল।

নবকুমার বলল, 'গীতিময় ঘোষ—।'

লোকটা ঘুরে চিৎকার করল, 'গীতিদা?'

যন্ত্রটা যে ক্যামেরা তা পরে বুঝেছিল নবকুমার। তার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন গীতিময়, 'আচ্ছা! তাহলে বড়বাবুর ঠেলা খেয়ে এখানে আসতে বাধ্য হলে?'

নবকুমার মাথা নাড়ল, 'না-না, আসলে—।'

'কোনও আসল নকল নয়। তোমাকে ফোন করতে বলেছিলাম, করোনি কেন?'

'খেয়াল ছিল না।'

কিছু একটা বলতে গিয়েও শেষপর্যন্ত গিলে ফেললেন গীতিময়, 'বোসো। ওখানে।' দেওয়ালের গায়ে সাজিয়ে রাখা চেয়ারগুলোর একটায় বসল নবকুমার। গীতিময় বললেন, 'নেক্সট। বল্লরী তুমি মেকআপ তুলে নাও। স্বপন, নেক্সটকে পাঠাও।'

নবকুমার দেখল, সামনে দাঁড়ানো মেয়েটি পাশের ঘরে ঢুকে গেল এবং সেখান থেকে আর একটি মেয়ে বেরিয়ে এল।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় গীতিময় মেয়েটির ছবি তুললেন। তারপর বললেন, 'এবার তোমার গলা শুনব। একটা কবিতা বলো।'

মেয়েটা যেন খুব লজ্জা পেল, 'আমি কবিতা জানি না।'

'অ। বেশ, ধরো তোমার নায়ক সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে তুমি বলছ, আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমাকে ছেড়ে যেও না, তাহলে আত্মহত্যা করব। বলো।'

'কাকে বলব?'

'কল্পনা করে নাও, নায়ক সামনে দাঁড়িয়ে আছে।'

মেয়েটি মাথা নাড়ল। গীতিময় চেঁচালেন, 'স্টার্ট সাউন্ড।'

মেয়েটি বলল। গীতিময় বললেন, 'যাও, মেকআপ তুলে নাও।'

'আমি চান্স পাব তো?' মেয়েটি চোখের কোণে তাকাল।

'প্রোডাকশন ম্যানেজার জানিয়ে দেবে। তুমি এসো।'

এবার নবকুমারকে ডাকলেন গীতিময়। ডেকেই চেঁচালেন, 'মেকআপ।'

একটা লোক তোয়ালে আর ছোট্ট ব্যাগ নিয়ে দৌড়ে এল।

'ওকে পাউডারিং করে চুল আঁচড়ে দাও। অদ্ভুত! অডিশন দিতে কেউ এই পোশাক পরে আসে।'

মেকআপম্যান ততক্ষণে নবকুমারের মুখ ঘষতে শুরু করেছে, তোয়ালে দিয়ে। পাউডারের পাফ বুলিয়ে চিরুনি এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আগে নিজে আঁচড়ান।'

যন্ত্রের মতো আদেশ মান্য করল নবকুমার।

এবার সেই চুলে একটু কায়দা করল লোকটা, 'হয়ে গেছে।'

গীতিময় ডাকলেন, 'এখানে এসে দাঁড়াও। এটা হল ক্যামেরা। তোমাকে যেমন-যেমন বলব তুমি তেমন তেমন করবে। ওকে?'

নবকুমার জীবনে প্রথমবার এত বড় সাইজের ক্যামেরা দেখল।

গীতিময় চিৎকার করলেন, 'লাইটস অন। স্টার্ট ক্যামেরা।' একটু থেমে বললেন, 'তুমি বাঁ-দিকে তাকাও, এবার সামনে, ক্যামেরার দিকে, গুড। এবার ডানদিকে। মুখ তোলো, ছাদ দ্যাখো, এবার মেঝের দিকে তাকাও। এবার পিছন ফিরে সোজা ওই দেওয়ালের দিকে চলে যাও আস্তে হেঁটে। এবার ঘুরে এসে ঠিক আবার জায়গায় দাঁড়াও। কাট। লাইটস অফ।'

গীতিময় ক্যামেরার পেছনে গেলেন। যে লোকটি ছবি তুলছিল সে কাজ করতে-করতে বলল, 'একটু আনস্মার্ট লাগছে।'

'দেখি।'

কী দেখলেন গীতিময় তা নবকুমার বুঝতে পারল না। হেসে বললেন, 'বুঝলে হে, এ চোখ একেবারে জহুরির। চরিত্রটা কী? ওয়ান থার্ড সাহেব বিবি গোলামের ভূতনাথ, ওয়ান থার্ড অভয়ের বিয়ের অভয় আর বাকিটা শ্রীকান্ত। এই চরিত্র কী করে স্মার্ট হবে। উত্তমবাবু বলেই ভূতনাথ আর

অভয়কে ওরকম ক্যাবলা করতে পেরেছিলেন। আমি একেবারে সান অফ দ্য সয়েল চাইছি। এবার ভয়েস দেখতে হবে। নবকুমার, কোনও কবিতা জান?'

মাথা নাড়ল নবকুমার তার কপালে ঘাম জমছিল।

'চার লাইন বলবে। গলা খুলে বলবে। তারপর এই চারটে লাইন গলা নামিয়ে বলবে। মনে থাকবে?'

মাথা নাড়ল নবকুমার এবং তখনই সে আবিষ্কার করল কোনও কবিতার লাইন তার মনে পড়ছে না। সুকান্ত ভট্টচার্যের কবিতা বলে সে স্কুলে পুরস্কার পেয়েছিল। প্রথম লাইনের পর দ্বিতীয় লাইন গুলিয়ে যাচ্ছে।

'স্টার্ট সাউন্ড। নবকুমার—।'

শেষপর্যন্ত মাথায় এল যে লাইনগুলো, তাই উঁচু পরদায় বলল নবকুমার, 'কুমোর পাড়ার গরুর গাড়ি, বোঝাই করা কলসি হাঁড়ি, গাড়ি চালায় বংশীবদন, সঙ্গে যে যায় ভাগ্নে মদন। হাট বসেছে শুক্রবারে—।'

'কাট।'

থেমে গেল নবকুমার। গীতিময় বললেন, 'উঃ। কপালে জোটেও। তুমি কবিতা বলতে এইটে বোঝ? যাক গে।'

কানে যন্ত্র লাগিয়ে রেকর্ডেড গলা শুনলেন গীতিময়। একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, 'গলা নামিয়ে বলো তো লাইনগুলো।'

আবার রেকর্ড করা হল। সেটা শুনে একটু খুশি হলেন গীতিময়।

এগিয়ে এসে বললেন, 'ধরো, কোনও সুন্দরী মহিলা তোমাকে প্রেম নিবেদন করছেন, কিন্তু তুমি সেটা গ্রহণ করতে চাও না। ভয় পাচ্ছ। তুমি তাকে সেটাই বলছ। কী বলবে?'

ভেবে পেল না নবকুমার। তাকিয়েছিলেন গীতিময়। বললেন, 'ভাবো, ভেবে বলো। তোমার বাবা-মা গরিব মানুষ, তোমার মুখ চেয়ে আছে। তোমার পক্ষে প্রেম করা সম্ভব নয়।'

নবকুমার প্রথমে ভেবে পাচ্ছিল না। তারপর হঠাৎ ফাল্গুনী মুখার্জির একটা উপন্যাসের কথা মনে পড়ল। সেখানেও নায়ক এইরকম বিপদে পড়েছিল।

'স্টার্ট সাউন্ড। বলো।'

'যার মাথার ওপর আকাশ আর পায়ের তলায় মাটি তাকে রাজপ্রাসাদের স্বপ্ন কেন দেখাচ্ছেন?' বলেই রবীন্দ্রনাথ মনে এল, 'আমার মতো নিষ্ফল, অসফলকে নিজের মতো থাকতে দিন।'

হাততালি দিলেন গীতিময়, 'একটু কাব্য হয়ে গেল। এই চরিত্র অতটা কাব্য করবে না। তবু, ঠিক আছে। তুমি যেতে পার। আমি বড়বাবুর সঙ্গে কথা বলব। ওঁকেও তো দেখাতে হবে।'

এইসময়, যে মেয়েটির নাম বল্লরী, এগিয়ে এসে হাত বাড়াল, 'কনগ্রাটস।'

নবকুমার অবাক হয়ে বলল, 'মানে!'

তেত্রিশ

গদিতে যখন ফিরে এল, তখন রিহার্সাল চলছে। কিন্তু আজ কেউ প্রম্পট করছে না। কেউ আটকে গেলে সুধাময়বাবু ধরিয়ে দিচ্ছেন। সমস্যায় পড়েছেন নিরুপমাদি। তাঁকে ঘরের একপাশে বসিয়ে রাখা হয়েছে। মুখ ভার, চোখ ছলছল। নবকুমারকে দেখে মাথা নেড়ে ইশারায় ডাকলেন। নবকুমার তাঁর কাছে গিয়ে বসলে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় গিয়েছিলে তুমি?'

'বড়বাবু যেতে বলেছিলেন।' নবকুমার গলা নামিয়ে জানাল।

'আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। পার্ট মুখস্ত হয়নি বলে বসিয়ে দিয়েছে। কী হবে।'

সুধাকান্তবাবু হাত তুলে রিহার্সাল থামিয়ে খুব শান্ত গলায় বললেন, 'এটা কাজের জায়গা। গল্প করার ইচ্ছে হলে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে করো।'

নবকুমার উঠে দাঁড়াল, 'উনি প্রশ্ন করেছিলেন বলে আমি উত্তর দিয়েছিলাম।'

'ঠিক আছে।'

'আমি কি প্রম্পট করব?'

'আগে দেখে নিই কে বাড়িতে কেমন মুখস্থ করেছে। আমি চাই সবাই একটু সিরিয়াস হোক। হ্যাঁ, শুরু করো।'

নবকুমারের মনে হল, সে যে ফিরে এসেছে তা বড়বাবুকে জানিয়ে দেওয়া দরকার। আসার সময় আর ট্যাক্সি নেয়নি। ফলে অনেক টাকা বেঁচে গেছে। সে উঠে এগিয়ে গেল। বড়বাবুর ঘরের দরজা ফাঁক করে জিজ্ঞাসা করল, 'আসব?'

বড়বাবু একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলছিলেন। তার দিকে তাকিয়ে নবকুমারের মনে হল, এমন সুন্দরী সে কখনও দ্যাখেনি। মহিলার চোখে কালো চশমা, কাঁধ পর্যন্ত ফাঁপানো চুল, শঙ্খের মতো নিটোল হাত যার রং দুধের সঙ্গে আলতা গোলা এবং হাতকাটা জামা পরায় যার ঔজ্জ্বল্য আরও বেড়ে গেছে। মহিলাও তার দিকে তাকালেন।

'এসো।' বড়বাবুর গলা যেন ঈষৎ হালকা।

নবকুমার ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর চারটে দশটাকার নোট আর খুচরোগুলো রেখে দিতে বড়বাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এগুলো কী?'

'খরচ হয়নি।' সোজা হয়ে দাঁড়াল নবকুমার।

'কেন? ট্যাক্সিতে যাওয়া আসা করোনি?'

'যাওয়ার সময় গিয়েছিলাম। ফেরার সময় বাস পেয়ে গেলাম।'

'বাস? কলকাতার কোন বাস কোথায় যায় তা তুমি জানো?'

'জিজ্ঞাসা করে নিয়েছিলাম।'

'কিন্তু তোমার উচিত ছিল ট্যাক্সিতে আসা। তাহলে আরও আগে ফিরে আসতে পারতে। যাও। ও হ্যাঁ, শুনলাম তুমি নাকি রিফ্যুজ করেছ! বলেছ, তোমার দ্বারা অভিনয় হবে না! কলকাতার জল পেটে পড়তেই নিজের সম্পর্কে অনেক জেনে গেছ দেখছি! হবে কি হবে না সেটা আমি বলব, তুমি নয়! বুঝতে পেরেছ? অতি বড় বিজ্ঞের মতো বলে এলে, আমার দ্বারা হবে না। রাবিশ।' বড়বাবু ভদ্রমহিলার দিকে তাকালেন, 'এই ছেলেটির নাম নবকুমার।'

ভদ্রমহিলার মুখে কোনও অভিব্যক্তি ফুটল না।

'গ্রামের ছেলে। গ্র্যাজুয়েট। কলকাতায় এসেছে চাকরির সন্ধানে। আজ একটা ছবির জন্যে অডিশনে পাঠিয়েছিলাম। পরিচালকের নাকি ভালো লেগেছে। কিন্তু ইনি বলে এসেছেন অভিনয় ওর দ্বারা হবে না। ভাবতে পারেন?' বড়বাবু হাসলেন।

'ফ্যান্টাস্টিক। শুনে আমার খুব ভালো লাগছে। আমি ওকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি?' মহিলা চশমা ঠেলে মাথার ওপরে তুলে দিতেই চেহারাটা ঝট করে বদলে গেল।

'নিশ্চয়ই। বাচ্চা ছেলে।'

'আচ্ছা নবকুমার, আপনি মিথ্যে কথা অনায়াসে বলতে পারেন?'

খুব খারাপ লাগছিল নবকুমারের। কিন্তু বড়বাবুর সামনে বসে আছেন বলে সে কোনও কথা মুখে না বলে মাথা নেড়ে জানাল, না।

'কষ্ট করে?'

'দেশে কখনও বলিনি।'

'কলকাতায় আসার পর?'

'দু-একবার। খুব খারাপ লেগেছে বলতে।'

'হুম। তুমি নিশ্চয়ই প্রেম করেছ? গ্রামের পুকুরের ধারে বা কোনও জলাজঙ্গলে! ক'টা মেয়ের সঙ্গে করেছ?'

'ওসব চিন্তা আমার মাথায় ছিল না! আমার দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষমতা নেই। ওসব করব কেন?' নবকুমারের গলার স্বর কড়কড়ে হয়ে গেল।

'গ্রামে তো অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যায়। তোমার হয়েছে?'

'বললাম তো! ওসব চিন্তা আমার মাথায় নেই।'

'গান গাইতে পার?'

'না।'

'তাহলে তোমার কী ভালো লাগে?'

'বই পড়তে। গল্পের বই।'

'আ-চ্-ছা! ঠিক আছে। তুমি এখন যেতে পার।'

বড়বাবু বললেন, 'শোনো, আমাকে না জানিয়ে গদি থেকে যাবে না।'

সে বেরিয়ে যেতে-যেতে শুনল ভদ্রমহিলা খিলখিলিয়ে হেসে উঠলেন।

খুব খারাপ লাগছিল নবকুমারের। সে গদির বাইরে চলে এল। এসব কী হচ্ছে? বড়বাবুর সামনে ওই মহিলা ওসব প্রশ্ন করার সাহস পেলেন অথচ তিনি একটুও আপত্তি করলেন না? ওরকম জাঁদরেল বড়বাবুকেও ওঁর সামনে কীরকম নরম দেখাচ্ছিল।

এইসময় মাস্টারদা পাশে এসে দাঁড়াল, 'একটা বিড়ি খাবে?'

না বলতে গিয়ে হ্যাঁ বলে ফেলল নবকুমার। বিড়ি ধরিয়ে দিল মাস্টারদা। একগাল ধোঁয়া বের করে বলল, 'ব্যাপারটা কী? মুখ দেখে মনে হচ্ছে কেউ লেঙ্গি মেরেছে! বড়বাবু কোথায় পাঠিয়েছিল?'

'সিনেমার অডিশন দিতে।'

'অ্যাঁ। সে কী! নিশ্চয়ই গাড্ডা খেয়েছ। আরে বাবা, তোমার মতো গেঁয়ো কখনও ক্যামেরার সামনে কথা বলতে পারে! যাওয়ার আগে একটু যদি বলতে তাহলে আমি তোমাকে উত্তমকুমারের কয়েকটা স্টাইল শিখিয়ে দিতাম। বড়বাবুও যেমন! মুরগি দিয়ে হালচাষ করাবেন!' হাসল মাস্টারদা।

'আচ্ছা, বড়বাবুর ঘরে যে ভদ্রমহিলা বসে আছেন তিনি কে? কোনও অভিনেত্রী?' জিজ্ঞাসা করলে নবকুমার।

'আই বাপ! প্রোডিউসার। বিশাল প্রোডিউসার। আটখানা সুপারহিট ছবি বানিয়েছেন। বড়বাবুর কাছে কেন এসেছেন জানি না। ওই যে গাড়িটা ওটা ওঁর গাড়ি। কত দাম জানো গাড়িটার?' মাস্টারদা আঙুল তুলে দেখালেন।

মাথা নাড়ল নবকুমার। না।

'কম করে বিশ লাখ। বড়-বড় হিরোরা ওকে দেখলে মাথা নীচু করে নমস্কার করে। সুধাময়দা বলছিলেন বড়বাবুর শ্বশুরবাড়ির দিকের আত্মীয়।' মাস্টারদা বলল।

এইসময় ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন। তাঁর হাঁটার ধরনটাই আলাদা। লম্বা ছিপছিপে চেহারা পা ফেলার তালে-তালে যেন ছন্দে দুলছে। পাশ দিয়ে হেঁটে গাড়িতে উঠতেই সেটা বেরিয়ে গেল। গাড়ির কাচ রঙিন। নবকুমারকে যেন চিনতেই পারলেন না। মাস্টারদা বলল, 'একেবারে ইঞ্জিন থেকে ডিকি পর্যন্ত এসি লাগানো। বুঝলে?'

রিহার্সাল শেষ হলে সুধাকান্তবাবু নিরুপমাদিকে নিয়ে বসলেন। বললেন, 'কাল তোমাকে আসতে হবে না। কিন্তু পরশু যখন আসবে, তখন তোমার সংলাপ কেউ প্রম্পট করবে না। কালকের

মধ্যে মুখস্থ করে ফেলবে। না পারলে এসো না।'

অনেক কাকুতি মিনতি করলেন নিরুপমাদি। সুধাকান্তবাবু বললেন, 'আমার কিছু করার নেই। এটা বড়বাবুর হুকুম।'

চোখ মুছতে-মুছতে চলে গেলেন নিরুপমাদি।

গদি এখন ফাঁকা। সন্ধে নেমে গেছে। মাস্টারদা এর মধ্যে স্নান করে ভালো পোশাক পরে চলে এল, 'যাবি?'

'কোথায়?'

'কলকাতায় এসেছিস, সোনাগাছিতে আছিস, অথচ কোনও ফূর্তিফার্তা করলি না। আমার এক পুরনো দোস্ত থাকে গণেশ টকির কাছে। জাহাজে চাকরি করে। পরশু কলকাতায় এসেছে। চল ওর ওখানে।'

'আমি চিনি না, উনি কী মনে করবেন?'

'দূর। জাহাজিদের তুই চিনিস না। এত্ত বড় হৃদয় হয়। আজ না হয় এট্টুকখানি ফরেন মাল খেয়ে দেখলি।'

'অসম্ভব।' জোরে বলে ফেলল নবকুমার।

'তুই শালা এক নম্বরের ক্যালানে।' মাস্টারদা চলে গেল। আজকাল মাস্টারদা প্রায়ই তাকে তুমি না বলে তুই বলছে।

নবকুমার ঠিক করল আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাবে। সে বড়বাবুর দরজার দিকে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই তিনি বেরিয়ে গেলেন। পেছনে বেয়ারা ওঁর ব্যাগ নিয়ে আসছে।'

'যাক। চলে যাওনি।'

'আপনি বলেছিলেন বলে যেতে।'

'চলো।'

বলে এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে জুতোয় মশমশ শব্দ তুলে। হাঁ হয়ে গেল নবকুমার। তাকে কোথায় যেতে বলছেন বড়বাবু? শেফালি-মায়ের সঙ্গে কি ফোনে কথা হয়েছে? আজই কি দেখা করছেন শেফালি-মা?'

বড়বাবু গাড়িতে উঠে বসলেন, 'সামনে বসো।'

সে ড্রাইভারের পাশে বসতেই আদেশ হল, 'বেল্টটা বেঁধে নাও। নইলে পুলিশ ধরে ফাইন করলে তোমার মাইনে থেকে কেটে নেব।'

বেল্ট বাঁধতে ড্রাইভারের সাহায্য নিতে হল। গাড়ি ঘোরাতে বললেন বড়বাবু। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাতে সোনাগাছিতে ফিরতে কোনও সমস্যা হয় না তোমার? ওখানে তো ছিনতাই গুন্ডামি লেগেই আছে। আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না শেফালি-মায়ের মতো মানুষ এই বয়সে ওই পরিবেশ কী করে সহ্য করছেন?'

নবকুমার উত্তর দিল না। বড়বাবুও দ্বিতীয়বার জানতে চাইলেন না।

বেশ কিছুক্ষণ গাড়িটা চলার পরে বড়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'এদিকটা চেনো?'

'আজ্ঞে না।'

'ঘোরাঘুরি করোনি কেন?'

'গিয়েছিলাম। চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। কলিকাতা শহরটা এত বড় যে অনেকদিন লাগবে চিনে নিতে।'

'তোমার তাহলে কলিকাতাকে চেনার ইচ্ছে আছে। গুড। তা তুমি যে বিড়ি খাও তা আমি জানতাম না। অবশ্য তোমার আমি কতটুকুই বা জানি। বিড়ি ছোটলোকেরা খায়। আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি না।'

শক্ত হয়ে গেল নবকুমার। সে বিড়ি খেয়েছে এই খবর বড়বাবুর কানে তুলে দিল কে? মাস্টারদা ছাড়া আর কেউ জানে না। বড় মানুষদের চোখ কত দিকে থাকে কে জানে। সে যে নিয়মিত বিড়ি খায় না, এ কথা বলতে পারল না।

বড়বাবুর নির্দেশমতো গাড়ি থামল একটা লোহার গেটের সামনে। দারোয়ান কাছে এসে বড়বাবুকে দেখে সেলাম করে গেট খুলে দিল। দুপাশে বাগান। গাড়ি থামল একটা গাড়িবারান্দার নীচে। এই বাড়িটা বড়বাবুর বাড়ির চেয়েও বড়। কিন্তু ওরকম গম্ভীর দেখতে নয়।

'নামো।' বড়বাবু নেমে এগিয়ে গেলেন সিঁড়ির দিকে।

বেল্ট পরতে যেমন ঝামেলা, খোলার সময়েও তাই। গাড়ি থেকে নেমে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গিয়ে বড়বাবুকে দেখতে পেল না নবকুমার। সে যখন এদিক-ওদিক দেখছে, তখন ওপর থেকে একটা লোক নেমে এসে বলল, 'আসুন।'

লোকটাকে অনুসরণ করে দোতলায় উঠে এসে একটা চমৎকার সাজানো ঘরে ঢুকল সে। পায়ের তলায় কার্পেট। দেওয়ালে বড়-বড় হরিণের শিং, জ্যান্ত দেখতে বাঘের মুখ, চামড়া।

লোকটা বলল, 'এদিকে আসুন। এইখানে। টয়লেটে।'

'টয়লেটে?'

'আপনাকে পেস্ট দিয়ে মুখ ধুয়ে নিতে বলেছেন মেমসাহেব।'

'কেন?'

'আমি জানি না।'

খামোখা কেন পেস্ট দিয়ে মুখ ধোবে সে? কিন্তু লোকটি এগিয়ে গেল দরজার দিকে। বলল, 'এখানে।'

অতএব সেখানে ঢুকতে হল। বড় আয়নাওয়ালা টয়লেট। সামনে সাবানের কেস, পেস্ট রয়েছে। বাধ্য হয়ে আঙুলে পেস্ট মাখিয়ে দাঁত মাজল নবকুমার। তারপর মুখ ধুয়ে আয়নার দিকে তাকাতেই মনে পড়ল সে বিড়ি খেয়েছিল এবং বড়বাবু বিড়ি খাওয়া দু-চক্ষে দেখতে পারেন না। তাই বিড়ির গন্ধও সহ্য করতে পারেন না। কিন্তু তাকে দাঁত মাজতে মেমসাহেব হুকুম করলেন কেন? তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে চুল আঁচড়ে নিল নবকুমার।

লোকটাকে অনুসরণ করে আর-একটি ঘরের সামনে যেতেই সে দাঁড়িয়ে গেল, 'ভেতরে যান বাবু।' লোকটা চলে গেল।

নবকুমার পা বাড়াতেই মহিলা উঠে দাঁড়ালেন, 'ওয়েলকাম। ওয়েলকাম। বাঃ। এখন আপনাকে খুব ফ্রেশ দেখাচ্ছে। বসুন।'

বড়বাবু বসে আছেন সোফায়। গম্ভীর গলায় বললেন, 'এবার এটা চালাও।'

চৌত্রিশ

টিভির পরদায় পরপর দুটি মেয়ের হাঁটা, কথা বলার ছবি ভেসে উঠতেই বড়বাবু বললেন, 'রাবিশ। গীতিময় যে কোত্থেকে এদের জোগাড় করে। চোখের দেখাতেই তো বাতিল করে দেওয়া উচিত। ক্যামেরা আলো ভাড়া করে টাকা জলে ফেলার দরকার কী! এই জন্যেই আমি ফিল্মের লোকদের অপছন্দ করি।'

রিমোট টিপে ছবি স্থির করে রেখেছিলেন ভদ্রমহিলা, বললেন, 'বন্ধ করব?'

'না-না। ফরোয়ার্ড করো।'

টিভি চলল। এরপরেই নিজের ছবি দেখতে পেল নবকুমার। হাঁটাচলা করল ছবির সে। তারপর

কুমোর পাড়ার গরুর গাড়ির লাইনগুলো বলল। গলার স্বর বেশ সুন্দর, পরিষ্কার শোনাল। ছবি শেষ হতেই ভদ্রমহিলা আবার প্রথমটায় নিয়ে এলেন। নবকুমার দেখল বড়বাবু মাথা নাড়ছেন আর ভদ্রমহিলা গালে হাত দিয়ে একদৃষ্টিতে দেখছেন। দেখা শেষ হলে টিভি বন্ধ করে ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়ালেন, 'চান্স নিতে পারেন।'

বড়বাবু নবকুমারের দিকে তাকালেন, 'ক্যামেরার সামনে কি তুমি নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলে?'

'না তো! মানে, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।' নবকুমার বলল।

'তুমি কী হে! আলো জ্বলছে, ক্যামেরায় ছবি তুলছে, তুমি সেটা বুঝতে পারলে না?' বড়বাবু ধমকে উঠলেন।

'তা বুঝব না কেন? নার্ভাস হয়েছিলাম কি না সেটা বুঝতে পারিনি।'

নবকুমার কথাগুলো বলামাত্র ভদ্রমহিলা বললেন, 'তার মানে ও নার্ভাস হয়নি।'

'তোমার কী মনে হয়?' বড়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন ভদ্রমহিলাকে।

'স্ক্রিন অ্যাপিয়ারেন্স ভালো। দেখতে ইচ্ছে করে। যেহেতু চরিত্রটি অতিরিক্ত সরল তাই কুমোরপাড়া দারুণ মানিয়ে গিয়েছে। তবে—।'

'ওই তবে নিয়েই ভাবছি। একজন অভিনেতা তার অভিজ্ঞতা, শিক্ষা এবং অনুশীলনের সাহায্যে চরিত্রটাকে যেভাবে ধরে রাখবে আনকোরা কেউ সেটা পারবে কি না।' বড়বাবু মাথা নাড়লেন আবার।

'ওয়ার্কশপ করাতে হবে। সেইসঙ্গে এই জীবনের সঙ্গে মানিয়ে ওঠার ট্রেনিং। তাতে খুব ভালো কাজ হবে।'

'কে করাবে ওসব? গীতিময়ের ওপর আমার ভরসা কম। তুমি দায়িত্ব নিলে আমি ঝুঁকিটা নেব।' বড়বাবু উঠে দাড়ালেন।

ভদ্রমহিলা এগিয়ে এসে নবকুমারের সামনে দাঁড়ালেন, পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখলেন। তারপর বললেন, 'চেষ্টা করতে পারি।'

'আমি চলি।' বড়বাবু পা বাড়ালেন।

'সেকী! এখনই চলে যাবেন কেন? বসবেন না?'

'আজ না।' বলতেই বড়বাবুর সেলফোন বেজে উঠল।

সেটা অন করেই চেঁচালেন তিনি, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে না আমার পয়সা ধ্বংস করে আনন্দ পাচ্ছ? কোত্থেকে ওই মেডসার্ভেন্টদের ধরে এনে ছবি তুলছ? অ্যাঁ?' একটু চুপ করে কিছু শুনে বললেন, 'ছ্যা-ছ্যা। তোমাদের জন্যেই বাংলা ছবির দর্শক কমে গেছে। হিন্দি ছবিতে গাদা-গাদা সুন্দরী, এ বলে আমায় দ্যাখ, ও বলে আমায়। আরে আমার হিরোইনরাও এদের চেয়ে অনেক ভালো দেখতে।' আবার কিছুক্ষণ চুপ করে কথা শুনে বললেন, 'অনেক ঘষা মাজা করতে হবে। তুমি রেডি বলে আমি তো টাকা জলে ফেলে দিতে পারব না। দেখে মন্দ লাগেনি। তবে তৈরি করতে হবে।'

সেলফোন বন্ধ করে নবকুমারের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন বড়বাবু, 'কাল থেকে তোমাকে আর গদিতে যেতে হবে না। ওই কাজ তোমার জন্যে নয়।'

আঁতকে উঠল নবকুমার, 'আমাকে ছাড়িয়ে দিচ্ছেন?'

'তুমি এত বড় গবেট যে কাচ আর হিরের পার্থক্য বুঝতে পারছ না। যাত্রায় প্রম্পট করে যা পাচ্ছ তাতে এই বাড়ির কুকুরের সারা মাস পেট ভরবে না। সামনের বছর হয়তো ছোট একটা রোল তোমাকে দেওয়া হবে। তখন যাত্রার তৃতীয় শ্রেণির অভিনেতা অভিনেত্রী কর্মচারীর মতো বাসে ঢুলতে-ঢুলতে শো করতে যাবে, ডিমের ঝোল আর ভাত খাবে। আর তোমার চোখের সামনে হিরো হিরোইনরা দামি গাড়িতে যাবে, ইন্ডিয়া কিং ফুঁকবে, চাইনিজ খাবার খাবে। ভালো লাগবে সেটা? এই ছবিতে অভিনয় করলে দশ দিনে সাড়ে সাত হাজার টাকা রোজগার করবে। বুঝলে?

রাবিশ। আর হ্যাঁ, ওই সোনাগাছিতে থাকা আর চলবে না। কাগজগুলো লিখবে সোনাগাছির নবকুমার ছবির নায়ক হলেন। কোনও ভদ্রবাড়ির মানুষ ছবি দেখতে যাবে না। চলো।'

'বড়বাবু—।' গলা শুকিয়ে গিয়েছিল নবকুমারের।

'আবার কী হল?'

'আমি সিনেমায় নামব না।'

বড়বাবু ভদ্রমহিলার দিকে তাকালেন, 'দ্যাখো, দেখলে? এতক্ষণ ধরে ভস্মে ঘি ঢাললাম!' আবার তাকালেন নবকুমারের দিকে, 'হোয়াই? কেন?'

'সবাই বলে সিনেমায় নামলে চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়।' নবকুমার বলল।

'সোনাগাছিতে থাকলে চরিত্র ঠিক থাকে?'

'বিশ্বাস করুন, আমার আছে!'

'তোমাকে খুন করতে পারলে আমি খুশি হতাম। চলো।'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'আমি ওর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। ও বোধহয় ভুল ধারণা নিয়ে আছে। সেটা তো ঠিক নয়।'

'অ। দ্যাখো। শোনো হে নবকুমার, তুমি অভিনয় করো বা না করো যাত্রাদলে তোমার আর চাকরি নেই। মাস্টারের হাতে তোমার প্রাপ্য টাকা পাঠিয়ে দেব।' বড়বাবু সশব্দে বেরিয়ে গেলেন।

চোখের সামনে অন্ধকার দেখল নবকুমার। তার পক্ষে অভিনয় করা সম্ভব নয়। চাকরিটাও চলে গেল। দেশে ফিরে গেলে মা খুব খুশি হবে। কিন্তু বন্ধুদের কাছে মুখ দেখানো মুশকিল হবে।

'নবকুমার।'

যেন বহুদূর থেকে ডাকটা ভেসে এল। সে মুখ ফেরাতে ভদ্রমহিলাকে হাসতে দেখল, 'বোসো। তুমি এত ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন?'

নবকুমার বসল, 'বিশ্বাস করুন, আমি মিথ্যে কথা বলতে পারি না। অভিনেতাকে সবসময় মিথ্যে বলতে হয়। সে যা নয় তাই বলতে বাধ্য হয়। ছোটবেলায় যে নাটক করেছি, তা একটুও ভালো করিনি ওইজন্যে।'

'ও। এই সমস্যা।' ভদ্রমহিলা সামনে বসলেন, 'নাটকের সংলাপ তো মিথ্যে কথা নয়। জীবনের কথা। হয়তো সেই জীবনটা তোমার নয়। কিন্তু কারও-না-কারও জীবনে ওইরকম ঘটনা ঘটেছে। তুমি সেই জীবনটাকে যদি ঠিকঠাক ফুটিয়ে তুলতে পারো তাহলে দেখবে আনন্দে মন ভরে যাবে।'

কথাগুলো শুনতে-শুনতে নবকুমারের মনে হল, উনি ঠিক বলছেন। শাজাহান নাটকের ঘটনা সম্রাট শাজাহানের জীবন নিয়ে। সেটা সত্যি ছিল।

নবকুমারকে চুপ করে থাকতে দেখে ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, কী খাবে বলো? চা, কফি না শরবত?'

'আমি বাড়ি গিয়ে খাব।'

'কেন? আমার এখানে খেতে আপত্তি আছে?'

'না-না। আচ্ছা, চা।'

ভদ্রমহিলা পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। নবকুমার চারপাশে তাকাল। এত বড় বাড়িতে কারা থাকে? তারা এই ঘরে আসছে না কেন? কত বড়লোক হলে এরকম সাজানো বাড়ির মালিক হওয়া যায় কে জানে!

ভদ্রমহিলা ফিরে এলেন, 'তোমার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে এখন একটু ব্র্যান্ডি খেলে নার্ভ ফিরে পেতে।'

'ব্র্যান্ডি তো মদ।'

'ওয়েল, বলতে পারো।'

'ওইজন্যেই আরও অভিনয় করতে চাই না।'

'মানে?' ভদ্রমহিলা অবাক।

'শুনেছি অভিনেতারা মদ খায়। আমাদের গ্রামে তারাপদজ্যেঠু সিনেমার সব খবর রাখেন। তাঁর মুখে শুনেছি নেশা করে অকালে শেষ হয়ে গেছেন অনেক নায়ক। তাদের সংসারও ভেঙে গেছে। কাজ চলে যাওয়ার পর অনেকের খাবার জোটে না। এই জীবন আমি মেনে নিতে পারব না।' নবকুমার বলল।

'ঠিকই। আচ্ছা, তুমি এখানে কীভাবে এসেছ?'

'গাড়িতে চড়ে। বড়বাবুর গাড়িতে।'

'গাড়িটা কে চালিয়েছে?'

'ড্রাইভার।'

'ঠিকঠাক গাড়ি না চালানোর জন্যে মাঝে-মাঝে অ্যাকসিডেন্ট হয়। তাই বলে কি লোকে গাড়িতে চড়া বন্ধ করে দিয়েছে?'

'না।'

'গাড়িটাকে কন্ট্রোলের মধ্যে রেখে চালালে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা কমে যায়। তাই তো? সিনেমায় অভিনয় করলে তোমাকে মদ খেতেই হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। এখানে অনেক অভিনেতা মদ স্পর্শ করেননি। যেমন অনিল চ্যাটার্জি, নির্মলকুমার। এঁদের কথা তোমার তারাপদজ্যেঠু বলেননি?' ভদ্রমহিলা মিষ্টি হাসলেন।

কথাগুলো গিলছিল নবকুমার।

'শুনলাম তুমি সোনাগাছিতে থাকো। ওটা রেডলাইট এরিয়া। যে-কোনও মানুষ যদি একথা শোনে তাহলে তোমার চরিত্র খারাপ বলবে। তোমাকে লম্পট মনে করবে। তোমার মা-বাবা নিশ্চয়ই জানেন না। জানলে কষ্ট পাবেন। কারণ ওখানে আদিম ব্যাবসা চলে। কিন্তু ওখানে থাকা সত্ত্বেও তুমি বলেছ তোমার চরিত্র নষ্ট হয়নি। তোমার সঙ্গে কথা বলার পর আমারও মনে হচ্ছে তুমি সত্যি বলছ। অন্যলোক যদি উলটোটা ভাবে তাহলে তোমার সত্যিটা কি মিথ্যে হয়ে যাবে!'

প্রশ্নটা করে ভদ্রমহিলা কার্পেটে পড়ে থাকা একটা কলম কুড়িয়ে নেওয়ার জন্যে নীচু হতেই নবকুমার চোখ সরিয়ে নিল। নীচু হওয়ার কারণে ওঁর বুকের অনেকটাই সে দেখে ফেলেছে। কান গরম হয়ে গেল মুহূর্তেই।

কলম তুলে সোজা হয়ে বসে নবকুমারের মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ ছোট্ট করলেন ভদ্রমহিলা। তারপর হাসলেন, 'কী, উত্তর দিচ্ছ না কেন?'

'আমি এরকম করে ভাবিনি।' প্রাণপণে নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল নবকুমার।

'আমার ওপর ভরসা রাখো, আমি তোমাকে ঠিক পরামর্শ দেব। দ্যাখো, এরকম সুযোগ চট করে কেউ পায় না। তোমাদের বড়বাবুর মুখে যা শুনলাম তাতে তোমাকে তো ভাগ্যবান ছাড়া কিছু বলা যাচ্ছে না। গ্রামের ছেলে তুমি। সেখানে পড়ে না থেকে কাজের সন্ধানে কলকাতায় এলে, পরদিন একটা কাজও পেয়ে গেলে। শুনলাম যে রাতে এসেছিলে সেই রাতেই থাকার জায়গাও পেয়ে গিয়েছিলে। এরকম কাকতালীয় ঘটনা সিনেমায় দেখা যায়। জীবনে নয়। তারপর বড়বাবুর মনে হল আগামী ছবির গল্প একটা সরল গ্রাম্যছেলেকে নিয়ে হবে। উনি এটা নাও ভাবতে পারতেন। তোমাকে পাঠালেন অডিশন দিতে। তাতে পাসও করে গেলে। উঃ, যা চাইছ তাই পাচ্ছ। শুরুতেই যখন এই, তখন ভবিষ্যতে কত কী যে পেয়ে যাবে তা আন্দাজও করতে পারছ না। অতএব তুমি কাল থেকে গীতিময়বাবুর ওয়ার্কশপে যাবে আর আমার কাছে আসবে নিজেকে একটু পালিশ দেওয়া জন্যে। প্রমিস!' হাত বাড়ালেন ভদ্রমহিলা।

'আমি ভেবেছিলাম গীতিময়বাবু আমাকে ডেকেছিলেন, বড়বাবু চাননি।'

'উনি চিরকাল আড়ালে থাকাই পছন্দ করেন। কী হল?'

কাঁপা হাতে করমর্দন করল নবকুমার।

'তোমার হাত কাঁপছে কেন?' হাত ছেড়ে না দিয়ে প্রশ্ন করলেন ভদ্রমহিলা।

'না, মানে—!' কথা খুঁজে পেল না নবকুমার।

ভদ্রমহিলা উঠলেন। একটু দূরে দাঁড়িয়ে ভালো করে দেখলেন। তারপর বললেন, 'তুমি বোধহয় দিনে একবারই স্নান করো?'

'হ্যাঁ।'

'তোমাকে জানিয়ে দিই। তোমার শরীর থেকে এখন একটা ঘেমো গন্ধ বের হচ্ছে। কাল থেকে এটা যেন না থাকে। কী করলে সেটা সম্ভব হবে আমি বলে দেব। তোমার জামা প্যান্টগুলো এবার পালটাতে হবে। ওগুলো গ্রামে মানায়, সিনেমার নায়ক সেটে পড়তে পারে অভিনয়ের জন্যে, জীবনে কখনওই নয়।'

'আমার হাতে বেশি টাকা নেই!'

'ওঃ! টাকার কথা তোমাকে ভাবতে বলেছি?' ভদ্রমহিলা ধমক দিলেন, 'আর ওই সোনাগাছিতে থাকা চলবে না।'

একটু চুপ করে থেকে নবকুমার বলল, 'আমাকে ভাবতে দিন।'

'এ নিয়ে ভাবার কিছু নেই। তুমি ওখানে যতই ভালো থাকো, ওরা তোমার সঙ্গে যতই ভালো ব্যবহার করুক, ছবির দর্শকরা যদি জানতে পারে তাহলে তোমাকে ওই এলাকার ছেলে বলে ভাববে। অন্য কোথাও থাকার জায়গা আছে?'

'না। কলিকাতায় আর কাউকে আমি চিনি না।'

'হোয়াট? কী বললে? কলিকাতা?'

'আমাদের গ্রামে সবাই কলিকাতাই বলে।'

'আচ্ছা।' একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন ভদ্রমহিলা।

নবকুমার শেফালি-মায়ের কথা ভাবল। উনি কত স্নেহ করেন তাকে। নিজের ছেলের মতো রেখেছেন এতদিন। সোনাগাছিতে থাকলে বদনাম হবে, একথা ওঁকে কী করে বলবে!

'আই লাইক দিস ওয়ার্ড। কলিকাতা। তুমি কলিকাতাই বলবে। তবে সেটা আমার কাছে। পাবলিকলি নয়। শুনলে লোকে হাসবে। ভাববে তুমি একটা গেঁয়ো। লোকে আমাদের হিরোকে গেঁয়ো ভাবুক আমি চাই না নবকুমার।' ভদ্রমহিলা মাথা নাড়লেন, 'তুমি আর দেরি কোরো না। শেষবারের জন্যে সোনাগাছিতে ফিরে যাও।'

পঁয়ত্রিশ

বাইরে বেরিয়ে সমস্যায় পড়েছিল নবকুমার। বাস রাস্তা পর্যন্ত হেঁটে এসে সে বুঝতে পারছিল না কোনদিকে গেলে সোনাগাছিতে পৌঁছনো যাবে। দুজন লোক দাঁড়িয়েছিল। সে তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ক'টা বাজে?'

লোকটা সেলফোনের ঘড়ি দেখে বলল, 'সাড়ে ন'টা।' বলে সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলতে লাগল। সিঙ্গুর নিয়ে তর্ক চলল ওদের মধ্যে।

একটা বাস এল। প্রায় খালি। নবকুমার এগিয়ে গিয়ে কন্ডাক্টরকে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, এই বাস কোথায় যাবে?'

'আপনি কোথায় যাবেন?'

'সোনাগাছি।'

'অ্যাঁ। কী হারামি লোক রে। বলে সোনাগাছি যাব।' বাসের লোক কন্ডাক্টরের কথায় দাঁত বের করে তাকাল। বাস চলে গেল।

সিঙ্গুর নিয়ে তর্ক থামিয়ে যে সময় বলেছিল, সে জিজ্ঞাসা করল, 'অ্যাই! এটা কী হল? বাসে মেয়েছেলে বসে আছে দেখেও তুমি এই ইয়ার্কি মারলে?'

'আমি তো ইয়ার্কি মারিনি।'

'মানে?'

'আমি গাড়িতে এখানে এসেছিলাম। কলিকাতায় নতুন। রাস্তাঘাট চিনি না। তাই বাসটা সোনাগাছির কাছে যাবে কি না জিজ্ঞাসা করেছি। আমি তো ওখানে থাকি।'

'তুমি কলকাতায় সোনাগাছিতে থাকো? ইয়ার্কি? মেরে মুখ ভেঙে দেব।'

'বিশ্বাস করুন। আমি ইয়ার্কি মারছি না।'

দ্বিতীয়জন বলল, 'তা তুমি নতুন এসে আর কোনও জায়গা না চিনে ওই সোনাগাছি চিনলে কী করে?'

'মাস্টারদা নিয়ে গিয়েছিল। আমি শেফালি-মায়ের বাড়িতে থাকি।'

'শেফালি-মা?' লোকটা তাকাল সঙ্গীর দিকে, 'নন্দরানির মতো কেউ বোধহয়।'

'না-না।' প্রতিবাদ করল নবকুমার, 'শেফালি-মা যাত্রার খুব নামকরা অভিনেত্রী ছিলেন। অনেকদিন অভিনয় ছেড়ে দিয়েছেন।'

দ্বিতীয়জন বলল, 'শেফালি? আরে বাপ। বিরাট অভিনেত্রী ছিলেন। আমি ওর অ্যাক্টিং দেখেছি। তা তিনি এখন সোনাগাছিতে থাকেন? ভাবা যায় না।'

'উনি বাড়ি থেকে বের হন না। কারও সঙ্গে মেশেন না।'

একটা বাস আসছিল। দ্বিতীয় লোকটা বলল, 'এটায় উঠে পড়ো। কন্ডাক্টরকে সোনাগাছি বলবে না। বলবে, দর্জিপাড়ায় নামব। যাও।'

বাসে উঠে দাঁড়াতেই কন্ডাক্টর টিকিট চাইল। নবকুমার বলল, 'দর্জিপাড়ায় যাব। কত ভাড়া?'

ভাড়া মিটিয়ে টিকিট নিয়ে পেছনের খালি সিটে বসল নবকুমার। রাতের নির্জন পথে বাস ছুটে চলেছে। দর্জিপাড়া জায়গাটা সোনাগাছি থেকে কতদূরে? যদি কন্ডাক্টর বলে এই জায়গাটাই দর্জিপাড়া তাহলে মেনে নিয়ে নেমে যেতে হবে। কীরকম অসহায় লাগছিল নিজেকে। সে মাথা নাড়ল, না, কন্ডাক্টর তাকে ভুল জায়গায় নামাবে না। তবে দর্জিপাড়াটা যদি সোনাগাছির কাছাকাছি না হয় তাহলেই ঝামেলায় পড়তে হবে।

আজ সন্ধেয় ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো মনে করার চেষ্টা করল নবকুমার। বড়বাবুকে বুঝতে কোনও অসুবিধে হয় না তার। তিনি যা বলেন তা মুখের ওপর বলতে পছন্দ করেন। নিশ্চয়ই বড়বাবু তার ভালো চাইছেন, কিন্তু সে যোগ্য কি না তা বুঝতে পারছেন না। বরং এই ভদ্রমহিলার কথা শেষ পর্যন্ত তার ভালো লেগেছে। কিন্তু বড়বাবু একবারও পরিচয় করিয়ে দেননি। এই ভদ্রমহিলা কে? দারুণ সুন্দরী। সাজগোজ দেখে মনে হয় সিনেমার অভিনেত্রী। কিন্তু ওরকম দেখতে কোনও নায়িকাকে তার মনে পড়েনি। বড়বাবু হুকুম করেছেন আর উনি তাকে সাহায্য করতে চাইছেন। মাস্টারদা বলল, প্রোডিউসার। সিনেমায় টাকা ঢালেন। হঠাৎ মনে হল, কী এমন ক্ষতি হবে? অভিনয় করতে না পারলে ওরা বাদ দিয়ে দেবে। তখন তার অবস্থা এখনকার মতো থাকবে। আর অভিনয়ে কোনওমতে উতরে গেলে সে বলবে, বড়বাবু আপনার হুকুম আমি পালন করলাম, এবার আমাকে রেহাই দিন। ব্যস।

'দর্জিপাড়ার বাঁ-দিকে না ডানদিকে?'

পাশ থেকে প্রশ্ন ভেসে এল। নবকুমার দেখল লোকটাকে। এইসময় বাসের বেশিরভাগ যাত্রী চোখ বন্ধ করে ঢুলছে। এই লোকটিও ঢুলছিল।

আগে হলে নবকুমার বলত কোনদিকে যাবে সে জানে না। নামার পর লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে দিক ঠিক করবে। কিন্তু এই কয়েক দিনে সে বুঝে গেছে সবকথা খোলাখুলি অজানা মানুষকে বলা ঠিক নয়।

উলটে নবকুমার জিজ্ঞাসা করল, 'কেন বলুন তো?'

'আমি ডানদিকে থাকি। সেখানে আপনাকে কখনও দেখিনি।'

'আমিও আপনাকে আগে দেখিনি।' নবকুমার বিরক্ত হচ্ছিল।

'আসলে এত রাতে বাসে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন দর্জিপাড়ার ভাড়া কত, তাই মনে হল আপনি নতুন লোক, ওদিকে প্রথম যাচ্ছেন। নতুন লোকরা এত রাতে দর্জিপাড়ার বাঁ-দিকে যায়।' বলে হাসতে লাগল লোকটা।

'কেন?'

'রেডলাইট এরিয়া। ফূর্তি করার জায়গা।' লোকটা চোখ টিপল।

নবকুমার মুখ ঘুরিয়ে নিল। রেডলাইট এরিয়া মানে সোনাগাছি। তাহলে ঠিক বাসে উঠেছে সে। কিন্তু সোনাগাছি শব্দটা উচ্চারণ না করেও লোকটা যেভাবে হাসল, তাতে একটা গা ঘিনঘিনে ভাব ছিল। সে ওই জায়গায় থাকে জানলে যে-কোনও সাধারণ মানুষ অন্য চোখে দেখবে। অথচ সে কী করে বোঝাবে ওখানে থাকতে তাব বিন্দুমাত্র অসুবিধে হচ্ছে না। যদি সোনাগাছি একটা নর্দমার নাম হয় তাহলে তার গায়ে কোনও নোংরা জল ছিটকে লাগছে না। তবু, ভদ্রমহিলা ঠিকই বলেছেন, তার উচিত ওই জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়া। কিন্তু কোথায় যাবে?'

কন্ডাক্টর দর্জিপাড়া বলে হাঁক দিতেই নবকুমারের সঙ্গে পাশের লোকটাও উঠে দাঁড়াল। বাস থেকে নেমে নবকুমার দেখল একটা চওড়া রাস্তা যার ফুটপাত শুনশান। বাস চলে গেলে সে দেখল, লোকটা হনহন করে রাস্তা পেরিয়ে একটা গলিতে ঢুকে যাচ্ছে। এতক্ষণে রাস্তাটাকে চিনতে পারল। শেফালি-মায়ের সঙ্গে থানায় যাওয়ার সময় এই রাস্তায় এসেছিল ট্যাক্সিটা। একটা পুলিশের ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে ফুটপাথ ঘেঁষে। কোন গলি দিয়ে ভেতরে ঢুকবে ঠাওর করছিল নবকুমার।

একটা বাস এসে স্টপেজে দাঁড়াল। বাস থেকে একজন ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলা দুটো বাচ্চা নেমে দ্বিতীয় গলির দিকে হাঁটতে লাগল। ভদ্রমহিলা মাথায় ঘোমটা তুলে দিলেন। বাচ্চা দুটো বাবার হাত ধরে হাঁটছে। এদের দেখে নবকুমারের মনে হল নিশ্চয়ই পথ ভুল করেছে। এইরকম চেহারার পরিবার সোনাগাছিতে থাকবে কেন? সে কৌতূহলী হয়ে ওদের পেছন-পেছন হাঁটছিল। একটু বাদেই সেই পরিচিত দৃশ্য চোখে পড়ল। সেজেগুজে মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে দরজায়-দরজায়। গান বাজছে। 'বেলফুল' চিৎকার করে বলে গেল ফুলওয়ালা। এসব উপেক্ষা করে পরিবারটি রাস্তার পাশের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে একটা দরজায় কড়া নাড়ল বেশ জোরে। ভেতর থেকে কেউ জানতে চাইলে ভদ্রলোক বললেন, 'দরজা খোলো। আমরা।'

দরজা খুলে গেল। চারজন ভেতরে চলে গেলে সেটা আবার বন্ধ হল। তখনই চোখে পড়ল নবকুমারের। দরজার ওপর একটা বোর্ডে লেখা রয়েছে, 'গৃহস্থের বাড়ি, দয়া করে দরজায় শব্দ করবেন না।'

নবকুমার হতভম্ব হয়ে গেল। একটি ভদ্র পরিবার সোনাগাছির এই নোংরা পরিবেশে নিজেদের বাঁচিয়ে কী করে থাকছে? ভদ্রলোক নিশ্চয়ই চাকরি বা ব্যাবসা করেন। সেখানে নিজের ঠিকানা বলার সময় কী বলেন?

'এই যে গুরু! কী দেখছ?'

মুখ ঘুরিয়ে নবকুমার হাসল, 'কী খবর?'

যে ছেলেটার সঙ্গে মারপিট হয়েছিল, পরে ভাব হওয়ার পর যে তাকে খাইয়েছিল, সে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

'আমার জব্বর খবর আছে। কিন্তু তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে কী দেখছ?'

'ওই দরজার লেখাটা পড়ছিলাম।' নবকুমার দেখাল।

'ও, ব্যানার্জিবাবু। বহুদিনের ভাড়াটে। ওঁর বাবাও এখানে ভাড়ায় ছিলেন। বাড়িওয়ালি কত চেষ্টা করেছে তুলে দিতে, কিন্তু পারেনি।' ছেলেটা বলল।

'উনি ফ্যামিলি নিয়ে এখানে আছেন কেন?'

'তিরিশ টাকা ভাড়াতে আড়াইখানা ঘর কোথায় পাবেন? কার্তিক পুজোর সময় আমাদের একটা বিজ্ঞাপন এনে দেন। যাক গে, আজ জব্বর খেল হল।'

'কীরকম?'

'তার আগে বলো, তুমি মাল খাও?'

'না।'

'যাঃ শালা। আমি আজ সন্ধে থেকে পাঁইট খেয়ে ফেলেছি, আনন্দে।'

'কেন?'

'মাল্লু পেয়েছি। পাঁচ হাজার। ভাগাভাগির পর দুই আমার পকেটে এসেছে। দিনটা আজ খুব ভালো গেল।'

'তাই?'

'আরে তোমায় বলেছিলাম না, বড়লোকের বউ লাভার নিয়ে এখানে ফূর্তি করতে আসে। ধরব বলেছিলাম, আজ ধরেছি।'

'এখানে?'

'না। মোড়ের মাথায়। বললাম, দিদিভাই, এটি আপনার কে হয়? কী বলল জানো!' হা-হা করে হাসল ছেলেটা, 'যাকে ভাই বলল সে শালা ট্যাক্সির মধ্যে নেংটি ইঁদুরের মতো বসেছিল ভয়ে। বললাম, 'আপনি মাইরি খুব হারামি মেয়েছেলে নইলে ভাইকে নিয়ে সোনাগাছিতে আসেন মজা মারতে। তা চলুন, আপনার বাড়িতে গিয়ে দেখি সবাই এই মালকে আপনার ভাই বলে কি না। তাতেই কাজ হয়ে গেল, ছেলেটাই প্রথম কেঁদে ফেলল। হাতজোড় করে বলল, আর আসব না। আমাকে মাপ করে দিন। মেয়েছেলেটা প্রথমে ভাঙছিল না। যখন বললাম, আপনার স্বামী জাহাজে কাজ করে, সল্টলেকে থাকেন। পয়সার তো অভাব নেই, তাহলে ফাইভস্টারে না গিয়ে সোনাগাছিতে আসছেন কেন? তখন ভাঙল। দুজনে মিলে পাঁচহাজার গুণে হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, আর হবে না ভাই। তখন ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিলাম। এরকম আরও কয়েকটা পার্টি আছে। সবক'টাকে চটকাব। দিল খুশ হয়ে গেছে আজ। তুমি তো মাল খাবে না। চলো মিত্র কাফেতে গিয়ে চিকেন কবিরাজি খেয়ে আসি। জব্বর করে।'

'আজ থাক। আমার শরীরটা ভালো নেই।'

'অ। দু-নম্বরের কামাই বলে অ্যাভয়েড করছ না তো।'

'দূর। কিছুই ভাবছি না। চলি।' নবকুমার পা বাড়াতে ছেলেটা আবার ডাকল, 'গুরু। তুমি কি খবরটা পেয়েছ?'

'কী খবর?'

'প্রীতি জিন্টা বাড়িতে ফিরে এসেছে।'

'প্রীতি জিন্টা? সে তো সিনেমা করে।'

হাসল ছেলেটা। 'যাঃ শালা। সে নয়, এখানকার কাস্টমারদের হিরোইনদের নাম বলে নিজেকে চালায়। কিন্তু বাড়ি ফেরার পর কাস্টমার নিচ্ছে না। বলছে, শরীর খুব দুর্বল। দুব্বারের দিদিরা বলেছে, একমাস রেস্ট নিতে। আরে, যাকে তুমি পক্স হয়েছে বলে দুব্বারকে খবর দিয়েছিলে।'

ইতির মুখ মনে পড়ল নবকুমারের। মেয়েটা সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছে শুনে ভালো লাগল।

ছেলেটা কাছে এগিয়ে এল, 'তুমি যদি চাও ওর সঙ্গে দেখা করতে পার। তুমি গেলে বোধহয় খুশি হবে।'

'ভাবছি।' নবকুমার আর দাঁড়াল না।

মুক্তো বলল, 'মা খুব রাগ করেছে। খায়নি। বলেছে, তুমি বাড়িতে না ফেরা পর্যন্ত জেগে থাকবে। যাও, গিয়ে ক্ষমা চাও।'

আড়ষ্ট হল নবকুমার। শেফালি-মায়ের ঘরের দরজায় শব্দ করল সে।

শেফালি-মায়ের গলা ভেসে এল, 'কে?'

'আমি। নবকুমার।'

'ভেতরে এসো।'

ভেতরে ঢুকে নবকুমার দেখল শেফালি-মা বিছানায় বসে আছেন। তার সামনে বড়বাবুর দেওয়া খাতাটা খোলা।

'তোমার আজকাল এত রাত হচ্ছে কেন নবকুমার?'

'বড়বাবু একটা জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন। বাসে ফিরতে হল।'

'দেরি হচ্ছে বুঝলে ফোন করে দেবে। আমার টেনশন হয়। ও হ্যাঁ, এই পালা পড়লাম। খারাপ নয়। কাল সকাল ন'টায় বড়বাবুর সঙ্গে ফ্লুরিস রেস্টুরেন্টে কথা বলতে যাব। তুমিও সঙ্গে যাবে।'

'আমি?'

'হ্যাঁ। আমি একা ওঁর সঙ্গে কথা বলতে যাব না। যাও, খেয়ে নাও।'

হঠাৎ স্থির হয়ে গেল নবকুমার। শেফালি-মা তাকে এতটা ভালোবাসেন অথচ সে ওঁর কাছে কথাটা গোপন করে যাচ্ছে। সোনাগাছি ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবছে। খুব অন্যায় করছে সে।

'কিছু বলবে?'

'আপনি সোনাগাছির বাইরে অন্য কোথাও গিয়ে থাকবেন?'

'হঠাৎ?' শেফালি-মা তাকালেন।

'এখানে আপনাকে মানায় না।'

শেফালি-মা হাসলেন, 'তুমি যখন বলছ, তখন নিশ্চয়ই ভেবে দেখব। তবে সোনাগাছি তো আর এখন একটু জায়গাতে সীমাবদ্ধ নয়। সেটাই হয়েছে মুশকিল। যাও, খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো। কাল কথা বলব।'

ছত্রিশ

সাতসকালেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল নবকুমারের। তখনও সূর্য ওঠেনি। জানলার বাইরের আকাশ কীরকম গম্ভীর-গম্ভীর। তখন কানে এসেছিল, 'হরে রাম হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।' সুর করে বেশ কয়েকটি গলা গাইবার চেষ্টা করছে।

তাড়াতাড়ি জানলায় গিয়ে রাস্তা দেখল সে। একেবারে নেতিয়ে থাকা রাস্তা। কিন্তু তারপরেই ছয়-সাতজনের একটি দলকে দেখতে পেল ওই গান গাইতে-গাইতে এগিয়ে যাচ্ছে। বেশিরভাগই বয়স্ক মানুষ। এই ভোরে সোনাগাছি যখন নির্জন প্রান্তরের মতো শান্ত তখন ওই গানের শব্দগুলোকে মন্ত্রের মতো শোনাচ্ছিল। এই মানুষেরা কারা? এঁরা কি রোজ এই সময় এখান দিয়ে গান গাইতে-

গাইতে চলে যান? নবকুমারের মন হঠাৎ বেশ হালকা হয়ে গেল। তার মনে হল এই সোনাগাছির অনেক চেহারা আছে। যারা দেখতে চায় তারা শুধু খারাপ দিকটাই দ্যাখে।

এই যে এখানকার মেয়েরা, প্রতিদিন রাত্রে সবার সামনে খদ্দের নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করছে। খদ্দের চলে যাওয়ার পর আবার সেজেগুজে এসে অন্য মেয়েদের পাশে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। সে খারাপ কাজ করছে বলে কোনও অপরাধবোধ নেই। এরা সিনেমায় যায়, হিন্দি গান শোনে, কারও বিপদ দেখলে সাহায্য করে, এমনকি কোনও মেয়ে মারা গেলে শ্মশানেও যায়। অর্থাৎ এরা স্বাভাবিক জীবনে অভ্যস্ত।

তাদের গ্রামের একটি বউকে যাত্রা দেখে ফেরার সময় দুটো লোক ধরে ধর্ষণ করার চেষ্টা করেছিল, লোকজন এসে পড়ায় সক্ষম হয়নি, ধরা পড়ে যায়। কিন্তু সেই বউটি ভোরের আগেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। কারণ পরপুরুষ তার শরীর স্পর্শ করেছিল, দিনের আলোয় সে মুখ দেখাবে কী করে! সেই বউটির কথা এদের বললে এরা কী প্রতিক্রিয়া দেখাবে? সোনাগাছিতে যা স্বাভাবিক তা গ্রামে নয়, আবার গ্রামের ব্যাপারটা এখানে অচল। অথচ দুটো জায়গাতেই ভোরবেলায় কীর্তনপাটি নামগান করতে বের হয়।

সাড়ে সাতটায় মুক্তো এসে জানাল শেফালি-মা তাকে ডাকছেন। চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। নবকুমার চলে এল শেফালি-মায়ের ঘরে।

শেফালি-মায়ের স্নান হয়ে গিয়েছে। বেশ ঝকঝকে দেখাচ্ছে তাঁকে। বললেন, 'বসো। আমরা সাড়ে ন'টায় বের হব। চা খেয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'এখন বলো, তোমার কোথায় সমস্যা হচ্ছে?'

'সমস্যা? আমার?' থতমত হল নবকুমার।

'একটা সমস্যা যে হচ্ছে তা আমি বুঝতে পারছি। এখানে থাকার জন্যে কেউ তোমাকে কিছু বলেছে?' শেফালি-মা তাকালেন।

'হ্যাঁ। সবাই এটাকে খারাপ পাড়া বলে।' নীচু গলায় বলল নবকুমার।

'ভালো পাড়া কোথায় আছে, জান?'

উত্তর দিল না নবকুমার। শেফালি-মা বললেন, 'সল্টলেকের নাম শুনেছ? সেখানে সব বড়লোক, বড় সরকারি অফিসাররা থাকেন।' বলতে-বলতে খবরের কাগজ টেনে নিয়ে এগিয়ে দিলেন তিনি, 'দাগ দেওয়া জায়গাটা পড়ো।'

কাগজ তুলে কলমে দাগ দেওয়া জায়গাটায় চোখ রাখল সে। গত রাত্রে সল্টলেকের একটি বাড়িতে হানা দিয়ে পুলিশ নয়জন যুবতী এবং তিনজন পুরুষকে গ্রেফতার করেছে। দীর্ঘদিন ধরে সেখানে দেহ-ব্যাবসা চালানো হচ্ছিল। যুবতীদের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের। বাড়িওয়ালা এবং তার স্ত্রীকে ব্যাবসা চালানোর জন্যে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পড়া শেষ হলে কাগজ রেখে দিল নবকুমার। শেফালি-মা হাসলেন, 'তুমি কি সল্টলেককে খারাপ পাড়া বলবে? শুনেছি কলকাতার সর্বত্র এরকম কাজ গোপনে করা হয়। তাই বলে মনে করো না সেসব পাড়ার মানুষ এটাকে সমর্থন করে। যাক গে, আমি ঠিক করেছি, তোমার বড়বাবুর সঙ্গে যদি কথা সম্মানজনকভাবে পাকা হয় তাহলে ভবানীপুরে উঠে যাব।'

'ভবানীপুর?' মুখ তুলল নবকুমার।

'দক্ষিণ কলকাতার একটি বর্ধিষ্ণু পাড়া। আমার মাসতুতো বোনের একটা ফ্ল্যাট আছে সেখানে। তার স্বামী মারা গিয়েছে। বিক্রি করে দিল্লিতে চলে যাবে ছেলের কাছে। কাল তার সঙ্গে কথা বলেছি।'

খুব খুশি হল নবকুমার। সুতানুটী, কলিকাতা, গোবিন্দপুর, দক্ষিণে যখন তখন ভবানীপুর নিশ্চয়ই গোবিন্দপুরের মধ্যে পড়বে। পড়ুক। এখন তো তিনজায়গা মিলেমিশে কলিকাতা হয়ে গেছে।

'তোমার অবশ্য একটু অসুবিধে হবে। ভবানীপুর থেকে চিৎপুরে আসতে সময় লাগবে। তা

এখন পাতাল রেল চালু হয়েছে। তাতেই এসো।'

'একটা কথা বলব?'

'নিশ্চয়ই।'

'বড়বাবু বোধহয় চাইছেন না আমি প্রম্পটারের কাজটা করি।'

'তোমাকে বলেছেন?'

'না-না। সরাসরি বলেননি। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি।'

'বেশ। আজ ওঁর সঙ্গে কথা হলে জিজ্ঞাসা করব।' শেফালি-মা বললেন, 'তবে আমিও চাই না তুমি সারাজীবন প্রম্পটার হয়ে থাক। কোনও উন্নতি নেই। পয়সাও নেই।'

'উনি চাইছেন আমি অভিনয় করি।' বলেই ফেলল নবকুমার।

'অ।' বলে একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কী ইচ্ছে?'

'আমি অভিনয় করতে পারব না।'

'তুমি কী করতে পারবে?' হাসলেন শেফালি-মা।

একটু ভাবল নবকুমার। তারপর বলল, 'আমার গান শিখতে ইচ্ছে করে।'

'অ্যাঁ? তুমি গান গাও?'

'শুনে-শুনে। কারও কাছে শিখিনি। গ্রামে বন্ধুরা বললে গাইতাম।'

'তা যাত্রায় তো বিবেকের গান থাকে।'

'না-না যাত্রায় নয়। সিনেমায়।'

'মানে?' চোখ বড় হল শেফালি-মায়ের।

'বড়বাবু আমাকে সিনেমায় অভিনয় করতে বলেছেন। আমি গ্রামে শুনেছি, সিনেমায় সবাই নামে, ওঠে না।'

'যারা ওঠার তারা ঠিক ওঠে। যাও, স্নান করে নাও। নইলে দেরি হয়ে যাবে। শোনো, বড়বাবু চাইলেই তুমি তো অভিনেতা হতে পারবে না। তোমার ভেতর থেকে যদি অভিনয় না আসে পরিচালক বাতিল করে দেবে।'

'পরিচালক আমাকে পরীক্ষা করেছে। ক্যামেরায় ছবি তুলেছেন। কিন্তু বাতিল করেননি। ওয়ার্কশপ না কী একটা করতে হবে। বড়বাবু আপনার কথা নিশ্চয়ই শুনবেন। আমার হয়ে একটু বলবেন?'

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে শেফালি-মা বললেন, 'এসব কথা তো আমাকে তুমি বলোনি। যখন বলোনি তখন তোমার সমস্যার সমাধান তোমাকেই করতে হবে। যাও।'

ট্যাক্সিওয়ালাকে বলা ছিল। পার্ক স্ট্রিটের নির্দিষ্ট রেস্টুরেন্টের সামনে পৌঁছতে তাই অসুবিধে হল না। ব্যাগ থেকে টাকা বের করে নবকুমারের হাতে দিয়ে ভাড়া মিটিয়ে দিতে বললেন শেফালি-মা।

মিটারে যা উঠেছে তার থেকে অনেক বেশি টাকা চাইল ট্যাক্সিড্রাইভার। নবকুমার প্রতিবাদ করতেই লোকটা একটা কার্ড এগিয়ে দিয়ে বলল, 'ট্যাক্সিতে চড়েন না বোধহয়। নিন, দেখে নিন।'

নবকুমার দেখল তাতে লেখা আছে পুরোনো ভাড়ার পাশে নতুন ভাড়া। কার্ড অনুযায়ী ড্রাইভার ঠিকই বলেছে। সে বলল, 'আপনি পুরোনো মিটার লাগিয়ে রেখেছেন কেন? ভাড়া তো অনেকদিন আগে বেড়ে গেছে দেখছি, নতুন মিটার লাগালে এই সমস্যায় পড়তে হয় না।'

লোকটা হাসল, 'খরচা করে নতুন মিটার লাগাব আর তার পরের দিনই আবার ভাড়া বেড়ে যাবে। তখন কী হবে?'

ট্যাক্সি থেকে নেমে শেফালি-মা বললেন, 'সত্যি, আমরা কত কী বেনিয়ম চুপচাপ মেনে চলেছি। আমি তো চাওয়ামাত্র ভাড়া দিয়ে দিতাম।'

রেস্টুরেন্টটা শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। বেশ চোখ ধাঁধানো সাজানো। কোণের দিকের টেবিলে চলে এলেন শেফালি-মা। চারটে চেয়ার। মুখোমুখি বসল নবকুমার। আশেপাশে যারা গল্প করছে এবং খাচ্ছে তাদের চেহারা দেখলেই বোঝা যায় বেশ অবস্থাপন্ন। তিনটি ছেলেমেয়ে পাশের টেবিলে বসে চেঁচিয়ে কথা বলছিল। ভাষাটা ইংরেজি। মেয়েদুটো জিনস আর গেঞ্জি পরেছে, একটা মেয়ে হাসতে-হাসতে বলল, 'হরিবল। ডোন্ট টেল ইয়ার। বাংলা ছবি দেখা যায় না। প্রিমিটিভ।' নবকুমার ঘাড় ঘুরিয়ে মেয়েটিকে দেখল। ওরা যে বাঙালি তা এতক্ষণ বুঝতেই পারেনি সে।

বেয়ারা এসেছিল। শেফালি-মা স্যান্ডউইচ আর চা-এর অর্ডার দিলেন। নবকুমার লক্ষ করল নিজের বিছানায় বসে থাকা শেফালি-মায়ের সঙ্গে এখনকার শেফালি-মায়ের যেন বিস্তর পার্থক্য। এখন যেন বয়স অনেক কমে গেছে ওঁর।

'তুমি স্যান্ডউইচ খাও তো?' শেফালি-মা জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমি কখনও খাইনি। ওখানে এসব পাওয়া যায় না।' নবকুমার বলল।

'দুটো পাউরুটির মধ্যে মাংসের কিমা সেদ্ধ চেপে দিলে খেতে খারাপ লাগে না।' হাসলেন শেফালি-মা, 'শোনো, তোমাকে একটু খারাপ পরামর্শ দিই। কলকাতায় যখন কারও সঙ্গে কথা বলবে তখন তোমার অজ্ঞতা প্রকাশ করবে না। যেমন, তুমি যে স্যান্ডউইচ কী জিনিস তা জানো না এটা না বলে যদি বলতে খাই, তাহলে কী হত? খাবারটা এলে খেয়ে নিতেই বুঝতে স্যান্ডউইচ কী! ফলে দ্বিতীয় বারে তোমার অসুবিধে হত না। সত্যি কথা বলা সব সময় ভালো নাও হতে পারে। বিশেষ করে এই কলকাতায়।'

ঠিক তখনই দরজা খুলে বড়বাবু ভেতরে ঢুকলেন। এপাশ ওপাশ তাকিয়ে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলেন। কাছে এসে বললেন, 'নমস্কার।'

শেফালি-মা হাতজোড় করলেন, 'নমস্কার। বসুন।'

নবকুমারের পাশের চেয়ার টেনে নিলেন বড়বাবু। এখন তাঁর পরনে গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি আর ধুতি। বসামাত্র সুন্দর গন্ধ পেল নবকুমার।

'আপনি কখন এসেছেন? আমি কি দেরি করলাম?' ঘড়ি দেখলেন তিনি, 'না। ঠিক সময়ে এসেছি।'

'আগে এসে কোনও অসুবিধায় পড়িনি। আমরা চা আর স্যান্ডউইচ বলেছি, আপনার জন্যে কি তাই বলব?'

'না-না। আমি শুধু চা খাব।' বেয়ারাকে ডেকে আরও এক কাপ চা বেশি দিতে বললেন বড়বাবু। তারপর নবকুমারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি ম্যাডামকে এসকর্ট করেছ? বাঃ। বেশ ভালো।' তারপর শেফালি-মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি নবকুমারকে বিশেষ স্নেহ করেন বলে মনে হয়।'

শেফালি-মা জবাব দিলেন না।

চা এসে গেল। শেফালি-মা চা তৈরি করে এগিয়ে দিলেন। দিয়ে বললেন, 'আপনার পাঠানো পালা আমি পড়েছি।'

'কেমন লাগল।'

'কিছু-কিছু জায়গায় আমার আপত্তি আছে।'

'বেশ তো, নাট্যকারকে বলব আপনার সঙ্গে কথা বলে সেগুলো ঠিক করে নিতে। কোনও সমস্যা হবে না। আপনার অভিজ্ঞতা তো খুবই মূল্যবান।'

'কিন্তু—।'

'আমি একটা কথা বলি। চা খেয়ে নিই। নবকুমার একটু ঘুরে আসুক। তখন আমরা কাজের কথা বলে নেব।' বড়বাবু বললেন।

'নবকুমার থাকলে আমার কোনও অসুবিধে হবে না।'

'আমার হবে। কিছু মনে করবেন না ম্যাডাম। এখনও নবকুমার আমার যাত্রাদলের একজন অতি সামান্য কর্মচারী। ওর সামনে আমি ব্যাবসা সংক্রান্ত কথা বলতে চাই না। আশাকরি আপনি বুঝতে পারছেন।' বড়বাবু বললেন।

নবকুমারের মনে হল তার এখনই এখান থেকে উঠে যাওয়া উচিত। কিন্তু এখনও স্যান্ডউইচ বা চা খাওয়া হয়নি। এগুলোকে ফেলে গেলে শেফালি-মা যদি রাগ করেন। সে সোজা হয়ে বসল।

'বুঝতে পেরেছি।' শেফালি-মা মাথা নাড়লেন, 'বেশ তো, ও যদি এই মুহূর্তে আপনার দেওয়া চাকরি ছেড়ে দেয় তাহলে নিশ্চয়ই আর কর্মচারী হিসাবে ওকে দেখবেন না। নবকুমার, তুমি প্রম্পটারের চাকরি ছেড়ে দাও।'

নবকুমার ঘাবড়ে গেল। কিন্তু শেফালি-মায়ের কথা অস্বীকার করতে পারল না সে। মাথা নেড়ে বলল, 'আচ্ছা।'

'এবার বলুন।' শেফালি-মা বললেন।

'আমি অভিনেত্রী হিসেবে যাবতীয় সুযোগসুবিধে আপনাকে দেব। আপনি শো-পিছু কত টাকা চাইবেন?' বড়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

'এতদিন পরে আসরে নামব। আপনি কত দিতে পারবেন?'

'পাঁচ।'

'ওটা আমি আগেই পেয়েছি। অন্তত দশ চাই। এবং মাসে পনেরো দিনের বেশি শো করব না।' শেফালি-মা চায়ের কাপ তুললেন।

'আপনাকে আমি আজই ফোন করব।'

'বেশ তো।'

'আর একটা কথা। আপনি কি যে বাড়িতে এখন আছেন সেখানেই থাকবেন?'

হাসলেন শেফালি-মা, 'না। ভবানীপুরে শিফট করছি। শিগগির।'

'বাঁচালেন!' সোজা হয়ে বসে চায়ে চুমুক দিলেন বড়বাবু। আমি নবকুমারকে একটা প্রস্তাব দিয়েছি। কিন্তু সে কিছু না বুঝে রাজি হতে চাইছে না।'

শেফালি-মা বললেন, 'শুনেছি। চাকরিটা যখন ছেড়ে দিল তখন এ ছাড়া ওর সামনে কোনও পথ খোলা নেই।'

সাঁইত্রিশ

সকালবেলায় মাস্টারদা এসে ঘুম ভাঙিয়ে দিল নবকুমারের। ঘুমচোখে উঠে বসতে-বসতে ফোঁপানির আওয়াজ কানে এল তার। চোখ পরিষ্কার হয়ে যেতেই দেখল, তার বিছানার একপাশে বসে মাস্টারদা দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে? কাঁদছ কেন? কোনও খারাপ খবর?'

মাস্টারদার কান্না থামছিল না। এগিয়ে গিয়ে তার কাঁধে হাত রাখল নবকুমার। এবার মাস্টারদা কান্নাজড়ানো গলায় বলল, 'তুই পারলি? তুই এমন করতে পারলি?'

'কী করেছি আমি?' বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল নবকুমার।

'শেষপর্যন্ত তুইও নব—।' নাক টানল মাস্টারদা।

'আমি? কী?'

'তোকে আমি গাঁ-থেকে পিঠে বয়ে কলকাতায় নিয়ে এলাম। বড়বাবুকে হাতেপায়ে ধরে প্রম্পটারের চাকরি পাইয়ে দিলাম। বল, দিইনি?'

'দিয়েছ। তুমি না নিয়ে এলে কলিকাতায় আসা—।'

'চুপ কর। অন্য কেউ হলে ভাবতাম এই তো জগতের নিয়ম। যার জন্যে তুমি করবে, সেই তোমাকে বাঁশ দেবে। কিন্তু তুই এখনও কলিকাতা বলাটা ছাড়িসনি তাই তোকে বলছি, আমাকে এতবড় দুঃখ কেন দিলি?' চোখ মুছল মাস্টারদা।

'বিশ্বাস করো, তুমি কী বলতে চাইছ মাথায় ঢুকছে না।'

'বেশ। তোকে আমি নিয়ে এসেছিলাম এই বাড়িতে। শেফালি-মা যদি দু-একদিন আশ্রয় দেন। দু-একদিন দূরের কথা, শেফালি-মা তো তোকে প্রায় পুষ্যিপুত্র করে ফেলেছে। রোজ ভালোমন্দ খাওয়াচ্ছে। সেসব খাওয়ার সময় তোর একবারও আমার কথা মনে পড়েছে? পড়েনি? মাঝে-মাঝে পয়সার অভাবে আমি ছাতু খেয়ে থাকি তা জানিস? তোকে সিঁড়ি পাইয়ে দিলাম আর তুই সেই যে গাছে উঠে গেলি, একবারও নীচের দিকে তাকালি না। তারপর বড়বাবুর নেক নজরে পড়লি। তাঁর বাড়িতে গেলি। যা। কিন্তু আমাকে বললি না। কিন্তু বড়বাবু যে তোকে সিনেমায় চান্স দিচ্ছে, একেবারে হিরোর রোল দিচ্ছে সেটাও চেপে গেলি?' তাকাল মাস্টারদা।

'ওটা এখনও ফাইনাল হয়নি। বিশ্বাস করো। আমি করব কি না এখনও ঠিক করতে পারিনি। তাই তোমাকে বলিনি।'

'মিথ্যে কথা বলিস না নব।' ধমকে উঠল মাস্টারদা।

'মিথ্যে বলছি না।' মাথা নাড়ল নবকুমার।

'বাসি মুখে মিথ্যে বলতে পারছিস? এটা কী?'

পকেট থেকে একটা খাম বের করল মাস্টারদা।

'আমি জানি না।'

'কাল বিকেলে বড়বাবু এই খামটা আমাকে দিয়ে বলল তোকে পৌঁছে দিতে। তোর একমাসের মাইনে এর মধ্যে আছে।'

'কেন?'

'তোকে আর প্রম্পটারের চাকরি করতে হবে না।' মাস্টারদা অদ্ভুত হাসল, 'আমি তোর হয়ে বলতে গিয়ে শুনলাম, তুই সিনেমায় নায়ক হচ্ছিস, তাই এই চাকরিতে তোকে মানাবে না। শুনে আমি সারারাত ঘুমাতে পারিনি। এতবড় খবরটা তুই চেপে গেলি কী করে?'

'তোমাকে তো বললাম, আমার একটুও ইচ্ছে নেই। বড়বাবু বলেছেন, আমি রাজি হইনি। কিন্তু শেফালি-মা জোর দিয়ে বলায় এখন দোলায় পড়েছি।' নবকুমার বিছানা থেকে নেমে এল। এইসময় মুক্তো এসে দরজায় দাঁড়াল। মাস্টারদাকে দেখে বলল, 'কে মরেছে?'

মাস্টারদা বিরক্ত হল, 'জানি না।'

'ঘর থেকে কান্নার আওয়াজ বেরিয়েছিল কিনা, তাই জিজ্ঞাসা করলাম। তা হ্যাঁগো ছেলে, তুমি কি আজ বাড়ি দেখতে যাচ্ছ?' মুক্তো নবকুমারকে জিজ্ঞাসা করল।

'শেফালি-মা তাই বলেছিলেন।'

'যাও দেখে এস। মা এখন তোমাকে ছাড়া এক পা চলছে না। বলেছে, তোমার পছন্দ হলে টাকাপয়সা দিয়ে সামনের এক তারিখে ওখানে উঠে যাবে।'

মুক্তোর কথা শেষ হতেই মাস্টারদা বলল, 'শেফালি-মা এই বাড়ি ছেড়ে দেবে?'

'হ্যাঁ।' মুক্তো বলল, 'আবার যাত্রায় নামবে। তখন তো রোজ যাতায়াত করতে হবে। মা এখানে এসেছিল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে দূরে সরে থাকতে। তা যখন থাকা যাবে না তখন—।'

'কোথায় যাচ্ছেন উনি?'

'ভবানীপুরে। ভদ্র পাড়ায়।'

মাস্টারদার মুখ কালো হয়ে গেল। সেটা লক্ষ করে নবকুমার বলল, 'উনি যে যাওয়ার সিদ্ধান্ত পাকা করেছেন তা আমি জানতাম না।'

মাস্টারদা কথা না বলে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকল।

মুক্তো বলল, 'হ্যাঁ। যে জন্যে এসেছিলাম, মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মা বলল তোমার সঙ্গে কথা বলতে।'

'কী কথা?' নবকুমার জিজ্ঞাসা করল।

'উষার ব্যাঙ্কে আমার একটা খাতা আছে। তাতে প্রতিমাসে টাকা জমাই। ব্যাঙ্ক তো এখানে। ভবানীপুরে চলে গেলে টাকা জমা দিতে কিংবা তুলতে এতদূরে আসতে হবে। আমি তো একা পারব না?' মুক্তো বলল।

'উষার ব্যাঙ্ক মানে?'

মুক্তো বলল, 'মহিলা দুব্বার সমিতি এলাকার মেয়েদের উপকারের জন্যে একটা ব্যাঙ্ক চালু করেছে। নাম হল, উষা কোঅপারেটিভ। যে যেমন পারে টাকা রাখে নিজের নামে। দরকার পড়লে ব্যাঙ্ক থেকে ধারও নেওয়া যায়। যার যেমন টাকা থাকে, সে তেমন ধার পায়। আমিও রেখেছি।'

'কত টাকা মাসে রাখতে হয়?'

'যে যেমন পারে। এ-বাড়ির কেউ-কেউ বিশ-পঞ্চাশ রাখে আবার রক্তকমলের দু-তিনজন শুনেছি মাসে পাঁচ-দশ হাজার রাখে।' মুক্তো বলল।

মাস্টারদা মুখ তুলল, 'উষা কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কে বাইরের লোক টাকা রাখে না, শুধু যৌনকর্মীদের জন্যে ওই ব্যাঙ্ক?'

'এইজন্যে তোমার মুখে ঝাঁটার বাড়ি মারতে ইচ্ছে করে। আমি কে? আমি কি যৌনকর্মী?'

'না, না, মানে এই এলাকার মেয়েদের জন্যে মা বাইরের—।'

'গিয়ে খবর নাও তাহলে জানতে পারবে। তা হ্যাঁগো ছেলে, তোমার সঙ্গে তো দুব্বারের দিদিদের আলাপ আছে। একটু জিজ্ঞাসা করো তো। ওরা যদি ভবানীপুরে কোনও ব্যাঙ্কে ব্যবস্থা করে দেয় তাহলে বাঁচি।' মুক্তো চলে গেল।

মাস্টারদা বলল, 'মেয়েছেলেটার মুখ দেখলে? নর্দমা।'

'মন কিন্তু খুব ভালো।' নবকুমার বাথরুমে ঢুকে গেল।

দাঁত মাজতে-মাজতে নবকুমার ভাবছিল। মাস্টারদার রাগ করার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু ইচ্ছে করে যে সে ওর কাছ থেকে এসব কথা গোপন করেছিল তাও নয়। এখন মুক্তো যদি শুধু তার জন্যে চা নিয়ে আসে তাহলে আর-একটা সমস্যা হবে।

বাইরে বেরিয়ে এসে সে দেখল, দু-কাপ চা টেবিলের ওপর রেখে গেছে মুক্তো। দেখে স্বস্তি হল। বলল, 'কী হল, চা তো দিয়ে গেছে।'

'আমাকে তো খেতে বলেনি।' মাস্টারদা গম্ভীর।

চায়ের কাপ তুলে মাস্টারদার হাতে ধরিয়ে দিল নবকুমার।

এবার খুশি হল মাস্টারদা। চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, 'টাকা তুলে রাখ। আর হ্যাঁ, বাড়িতে মানি অর্ডার করিস।'

'এখন আমার জীবন অনিশ্চিত।'

'কেন?'

'যদি অভিনয় করতে না পারি তাহলে ওরা বাদ দিয়ে দেবে। তখন রোজগারের আর কোনও

পথ খোলা থাকবে না। বাড়িতেও টাকা পাঠাতে পারব না।'

'তুই একটা ক্যালানে। আগে থেকে কু গাইছিস। কিস্যু চিন্তা করিস না। আমি তো মরে যাইনি। তোকে দেখিয়ে দেব।' মাস্টারদা চা শেষ করল।

'কীভাবে?'

'তোকে নিশ্চয়ই আগে ডায়ালগ দেবে। বাড়িতে নিয়ে আসবি, আমি তোকে দেখিয়ে দেব কী করে সেগুলো বলতে হবে।'

'তোমাকে আমি সবসময় পাব?' নবকুমার বলল, 'ক'দিন পরে তো দল কলিকাতার বাইরে শো করতে চলে যাবে।'

'হুঁ।' চোখ বন্ধ করে ভাবল মাস্টারদা। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'তোকে কত টাকা দেবে বলেছে?'

'পাকা কথা কিছু হয়নি।'

'সিনেমার নায়ক যখন তখন নিশ্চয়ই ভালোই দেবে।'

'কেন?'

'আমি ভাবছি যাত্রা ছেড়ে দেব।' গম্ভীর গলায় বলল মাস্টারদা।

'কেন?'

'আর পোষাচ্ছে না। রাতের-পর-রাত জাগা। এতদিন হয়ে গেল! তবু শো পিছু মাত্র দুশো পঁচাত্তর টাকার বেশি দেয় না। সারা মাসে দশ কী পনেরো শো। বেশি হলে কুড়ি। কী হয় বল্।' মাস্টারদা বলল।

'ছেড়ে দিয়ে কী করবে?'

'তুই আমার একটা উপকার করবি?'

'সাধ্যে থাকলে নিশ্চয়ই করব।'

'আমার না সিনেমায় অভিনয় করার খুব শখ। অনেক চেষ্টা করেছি, কেউ চান্স দেয়নি। তুই তোদের ডিরেক্টারকে বলবি আমায় একটা ছোট রোল দিতে। টাকাপয়সা যা দেবে তাই নেব।' মাস্টারদা নবকুমারের হাত ধরল, 'অভিনয় আমি খারাপ করব না রে।'

'বেশ। কিন্তু এখনই বলব না।'

'সেটা তুই সুবিধেমতো বলিস।'

'কিন্তু তুমি এখনই যাত্রা ছেড়ো না।'

মাস্টারদা উঠে দাঁড়াল, 'দেখি। আমার কথা মনে রাখিস ভাই।'

সকাল দশটায় শেফালি-মায়ের সঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠে বসল নবকুমার। এই সময়টায় সোনাগাছি শান্ত। শহরের যে কোনও পাড়ার মতোন। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ধরে সোজা চলে এল ট্যাক্সি মেট্রো সিনেমার সামনে। এই জায়গাগুলো সে একটু-একটু চিনতে পারছে। খানিকক্ষণ যাওয়ার পর শেফালি-মা বললেন, 'ওই দ্যাখো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। ডানদিকে গড়ের মাঠ।'

নবকুমারের মনে পড়ল, চিড়িয়াখানায় যাওয়ার সময় এই রাস্তা দিয়েই তারা গিয়েছিল। সঙ্গে-সঙ্গে ছুটকির মুখ ভেসে উঠল মনে। মেয়েটার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। দেখা করতে চাইলে ওদের বাড়িতে যাওয়া যায় কিন্তু যাওয়ার ইচ্ছেটাই হয়নি। মেয়েটা, এমনকি ওর দিদিও, প্রেম ছাড়া কিছু জানে না। প্রেমের জন্যে সময় নষ্ট করার সময় তার নেই।

'ডানদিকে আশুতোষ কলেজ, আমরা বাঁ-দিকে যাব। ভাই, বাঁ-দিকে।' শেষ কথাটা ট্যাক্সি ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে বললেন শেফালি-মা।

রাস্তাটা দু-ভাগ হয়ে গিয়েছে। ডানদিকেরটা ধরে একটু এগোতেই শেফালি-মা বললেন, 'বাঁ-দিকের বাড়িটা পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের বাড়ি।' নবকুমার দেখল। বিশাল বাড়ি। পাঁচিল।

মোড়ের কাছাকাছি একটা সুন্দর দোতলা বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থামালেন। শেফালি-মা ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বললেন, 'এসো।'

দরজার পাশে বেলের বোতাম টেপা মাত্র একজন কাজের মেয়ে সেটা খুলে দিয়ে বলল, 'আসুন।'

শেফালি-মা বললেন, 'ওরা তো কেউ বাড়িতে নেই, তাই না?'

'না। দেশের বাড়িতে কী যেন ঝামেলা হয়েছে। তাই চলে গেছেন। কিন্তু আমাকে বলে গেছেন আপনাকে বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখাতে।'

দোতলা বাড়ি। ভেতরটা সুন্দর। মোট ঘর ছ'টা। পেছনে এক চিলতে বাগানও আছে। ছাদে উঠল ওরা। আশেপাশে লম্বা-লম্বা বাড়ি থাকায় দোতলা বাড়ির ছাদটার কোনও গোপনীয়তা নেই।

শেফালি-মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন লাগছে তোমার?'

'ভালো। খুব ভালো।'

'পাড়াটাও বেশ শান্ত।'

ঠিক তখনই একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল সামনের বাড়ির দরজায়। ছাদে দাঁড়িয়ে ওরা দেখল, একটা জিনস পরা মেয়ে ট্যাক্সি থেকে নেমে বাড়ির বেল বাজাল। কিন্তু কেউ দরজা খুলল না। মেয়েটা একটু পিছিয়ে এসে চিৎকার করল, 'কী হল? দরজা খোলো। ওপেন দ্য ডোর।'

কোনও সাড়া এল না। মেয়েটা খুব ক্ষিপ্ত হয়ে দরজায় লাথি মারতে লাগল। তাই দেখে রাস্তায় যারা হাঁটছিল তারা দাঁড়িয়ে গেল।

এইসময় ওই বাড়ির দোতলায় ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালেন এক প্রৌঢ়া, 'তোমার জন্যে এ-বাড়ির দরজা বন্ধ। অনেকবার বলেছি। তুমি শোনোনি। কাল সারারাত যেখানে ছিলে, সেখানেই চলে যাও।' বলে ফিরে গেলেন ভেতরে।

'হোয়াট? বললেই হল। আমি এ-বাড়ির মেয়ে। এখানে থাকার রাইট আছে আমার। ও কে। আমি থানায় যাচ্ছি। পুলিশ আমাকে হেল্প করবে বাড়িতে ঢুকতে।' বলতে-বলতে মেয়েটা ট্যাক্সিতে উঠে গেল। ট্যাক্সি চলে গেল। শেফালি-মা তাকালেন নবকুমারের দিকে। মাথা নেড়ে হাসলেন। তারপর বললেন, 'চলো।'

আটত্রিশ

ট্যাক্সিতে ফিরতে-ফিরতে শেফালি-মা বলেছিলেন, 'একেই বলে যাবি কোথায়? ওরে যম আছে তোর পিছে। সোনাগাছি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে ভবানীপুরে যাচ্ছি। আর দ্যাখো, বাড়ির সামনে ওরকম মেয়ে রোজ ঝামেলা বাধাবে।'

'ক'দিন করবে? একদিন, দু-দিন? দরজা না খুললেই তো হল।'

'ওই যে বলল, থানায় যাবে। গিয়ে বানিয়ে-বানিয়ে মা-বাবার বিরুদ্ধে বলবে। পুলিশ এসে মা-বাবাকে জিজ্ঞাসা করে মিটিয়ে নিতে বলবে। পাড়ার লোকেরাও বলবে হাজার হোক মেয়ে, বের করে দিলে থাকবে কোথায়!' মাথা নাড়লেন শেফালি-মা।

'অদ্ভুত ব্যাপার। মেয়ে যদি অন্যায় করে, বাইরে রাতে কাটায়, বললেও কথা কানে না তোলে তবু তাকে বাড়িতে থাকতে দিতে হবে?' নবকুমার একটু উত্তেজিত।

'আগে ত্যাজ্যপুত্র করা চালু ছিল, ত্যাজ্যাকন্যার কথা কেউ ভাবেনি। কারণ মেয়েরা তখন এমন কাজ করার সাহসই পেত না যার জন্যে বাবা-মা তাদের ত্যাগ করতে পারে। প্রেম করে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছে জানালে তবে তাদের জন্যে বাপের বাড়ির দরজা বন্ধ হত। এখন শিক্ষিত মেয়ে বন্ধুদের সঙ্গে হোটেলে নাচতে যাচ্ছে, ড্রিঙ্ক করছে, লেট নাইটে বাড়ি ফিরছে। এটা তো আকছার হচ্ছে। কেউ-কেউ সেই রাতে বাড়ি ফেরে না। সাতদিন এক বন্ধু পরের সাতদিন আর একজনের সঙ্গে হুল্লোড় করছে। বাবা-মা বলে-বলেও যখন পারেন না শোধরাতে, তখন মেনে নেন। চিৎকার চেঁচামেচি করে পাড়ার লোকদের জানাতে চান না। যাঁরা মানতে পারেন না তাঁরা দরজা বন্ধ করে রাখেন। কিন্তু এমন কোনও আইন নেই তার জন্যে চিরকাল দরজা বন্ধ রাখার।' শেফালি-মা শ্বাস ফেললেন।

'এরা, মানে এই মেয়েরা এসব করে কেন? টাকার জন্যে?'

নবকুমারের প্রশ্ন শুনে তাকালেন শেফালি-মা, 'কেউ-কেউ হয়তো এভাবেই টাকা রোজগার করে। কিন্তু বেশিরভাগ স্রেফ ফূর্তির জন্যে করে। জীবনটাকে স্বাধীনভাবে উপভোগ করতে চায় তারা। বাবা-মা তখন তুচ্ছ হয়ে যায়।'

'আমাদের গ্রামে এরকম ঘটনার কথা কেউ ভাবতেই পারবে না।'

'এখন পর্যন্ত হয়তো পারবে না। তবে অসুখটা তো ছোঁয়াচে। বলা যায় না।'

শেফালি-মাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে দুপুরের খাওয়া খেয়ে নিয়ে নবকুমার দুর্বারের অফিসে গিয়ে কবিতার সঙ্গে দেখা করল। কবিতা বলল, 'কেমন আছ নবকুমার?' কোনও সমস্যা হয়নি তো?'

'না। আমার সমস্যা হয়নি। মুক্তোর হয়েছে।'

'মুক্তো?'

'শেফালি-মায়ের কাছে কাজ করে। আপনাদের যে ব্যাঙ্ক আছে। উষা, উষা...?' মনে করার চেষ্টা করলে নবকুমার।

'উষা কোঅপারেটিভ।'

'হ্যাঁ। ওখানে ও মাসে-মাসে টাকা জমা দেয়। কিন্তু শেফালি-মা সামনের মাসে ভবানীপুরে চলে যাচ্ছেন। মুক্তোকেও যেতে হবে। অতদূর থেকে ওর এখানে আসা সম্ভব নয়। তাই আমাকে বলল, আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে, 'কী করবে ও?'

'তোমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছ?' অবাক হল কবিতা।

'হ্যাঁ।'

একটু যেন ভাবল কবিতা। তারপর বলল, 'একটা অ্যাপলিকেশন দিয়ে অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে সব টাকা তুলে নিয়ে ভবানীপুরের কোনও ব্যাঙ্কে নতুন অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে ওকে। সহজ ব্যাপার।' কবিতা বলল।

'ভবানীপুরে উষার কোনও অফিস আছে?'

নবকুমারের প্রশ্ন শুনে হেসে ফেলল কবিতা। বলল, 'যৌনকর্মীদের প্রয়োজন মেটাতে এই ব্যাঙ্কের জন্ম। মেয়েরা টাকা জমাতে পারে না। গুন্ডা বা বাড়িওয়ালির অত্যাচারে নিঃস্ব হয়ে থাকে। বাইরের কোনও ব্যাঙ্কে গিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলতে চাইলে নানান ঝামেলা। ওইসব ব্যাঙ্ক যেসব কাগজ চায় তা দেওয়া সম্ভব হয় না বেশিরভাগ সময়ে। আমাদের এলাকার মধ্যে উষা কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক হওয়ায় ওরা যে যেমন পারে এসে জমা দিচ্ছে। প্রয়োজনে টাকা তুলতে পারছে। এছাড়া আমাদের লোকজন বাড়ি-বাড়ি ঘুরে টাকা নিয়ে আসে রসিদ দিয়ে। যদি ওদের পক্ষে ব্যাঙ্কে আসা

সম্ভব না হয়। একদিন গিয়ে দেখে এসো। আর পাঁচটা ব্যাঙ্কের সঙ্গে কোনও পার্থক্য নেই। ব্যাঙ্কের কাজকর্ম জানেন এমন শিক্ষিত মানুষই ওখানে কাজ করেন। এই একটা ব্যাঙ্ক কোনওভাবে দাঁড় করানো গিয়েছে। বাইরে আরও ব্যাঙ্ক করার কথা আমরা ভাবতে পারি না। সত্যি কথা বলতে কী, সেটা চাইও না।'

ওরা কথা বলছিল দুর্বারের অফিসের বাইরের ঘরে বসে। ঠিক এইসময় ইতিকে ঘরে ঢুকতে দেখল নবকুমার। একেবারে আটপৌরে পোশাক, মুখে একটুও প্রসাধন নেই। একটা লম্বা খাতা টেবিলের ওপর রেখে সে নবকুমারের দিকে তাকিয়ে এক চিলতে হাসল, 'ভালো?'

নবকুমার নিঃশব্দে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

কবিতা বলল, 'ইতি, নবকুমারকে তোমার খাইয়ে দেওয়া উচিত।'

'না, না। মিছিমিছি কেন—।'

'মিছিমিছি নয় ভাই।' কবিতা বলল, 'তুমি ওর অসুখের খবরটা না দিলে যে কী হত। ডাক্তারবাবুও বলেছেন, ওর যে ধরনের পক্স হয়েছিল তা ঠিক সময়ে চিকিৎসা না হলে মারাত্মক কাণ্ড হয়ে যেত। আর খবরটা দিয়েছিলে বলে গুন্ডারা তোমাকে মেরেছিল। ও তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।'

নবকুমার হাসল, 'খাইয়ে দিলেই কৃতজ্ঞতা শেষ হয়ে যাবে?'

'অকৃতজ্ঞদের সেটা মনে হয়।' কবিতা বলল।

'আমি একটা সাধারণ কাজ করেছি, তার জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ঠিক নয়। আর সেদিন যারা আমাকে মারতে এসেছিল, তারা এখন বন্ধুর মতো হয়ে গেছে।'

নবকুমারের কথা শেষ হলে ইতি প্রথমবার কথা বলল, 'জানি।'

'জানিস মানে?' কবিতা তাকাল।

'ওরাই আমাকে বলেছে সবকথা। ওঁকে আসতেও বলেছিল, উনি আসেননি।'

'না গিয়ে ভালোই করেছে। সবাই তো তোর মতো নয়।' কবিতা বলল।

'তাহলে আমি উঠি—।' নবকুমার উঠে দাঁড়াল।

'তুমি ইতিকে এখানে দেখে অবাক হচ্ছ না?' কবিতা বলল, 'ও এখনও পুরো সুস্থ নয়। আমরা ওকে দুর্বারের কাজে নিয়েছি। আর কাজ শিখতে গিয়ে ও বলছে আর পুরোনো পেশায় ফিরে যাবে না। ও যা রোজগার করত সেই টাকা তো আমরা দিতে পারব না। কিন্তু সামান্য টাকাতেই ও রাজি হয়ে গিয়েছে। আমাদের এখন জায়গা দরকার। এই বাড়িতে কুলোচ্ছে না।'

হঠাৎ নবকুমারের মনে হল শেফালি-মা ভবানীপুরে চলে গেলে ওই বাড়ির দোতলা খালি হয়ে যাবে। বাড়িটা যদি তিনি বিক্রি করে না দেন তাহলে নিশ্চয়ই ভাড়া দেবেন। ওখানে কোনও ভদ্রপরিবার ভাড়া দিয়ে থাকবে না। দিতে হলে যৌনকর্মীদেরই দিতে হবে। সে বলল, 'আমি শেফালি-মাকে বলতে পারি।'

'ওঁর সন্ধানে জায়গা আছে? এ-পাড়ার বাইরে হলে কিন্তু অসুবিধে হবে।'

'আপনাকে বললাম যে, উনি আগামী মাসের এক তারিখে ওই বাড়ি ছেড়ে ভবানীপুরে চলে যাচ্ছেন। বাড়িটা হয় উনি ভাড়া দেবেন, নয় বন্ধ করে রাখবেন।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ। ঠিক। তাহলে তো আজই কথা বলতে হয়। ক'টা ঘর আছে?'

'চারটে তো হবেই। দোতলায়।'

'আমি কমিটিকে ব্যাপারটা জানাচ্ছি। শেফালি-মায়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বেশ ভালো। তুমি শুধু বলে রেখো, আমাদের না জানিয়ে তিনি যেন অন্য কোনও ব্যবস্থা না করেন।'

তারপরেই কবিতা ইতির দিকে তাকাল, 'তুই এক কাজ কর। নবকুমারকে দিয়ে বলানো ঠিক নয়। তুই এই কথাটা আমাদের তরফ থেকে বলে আয়। উনি কী বলছেন জানলে আজ বিকেলের মিটিং-এ সবাইকে বলব।'

ইতি মাথা নাড়তেই নবকুমার বাইরে বেরিয়ে এল। ইতি তার পেছনে আসছে কিন্তু পাশাপাশি হাঁটা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছিল না। সে পেছন ফিরে তাকাতেই ইতি হেসে ফেলল, 'ছেলেবেলায় গাঁয়ে এরকম দেখেছি।'

'কীরকম?'

'স্বামী হনহন করে গিয়ে যাচ্ছে, বউ পড়ে থাকছে পেছনে। আমার পাশে হাঁটতে কি অসুবিধে হচ্ছে?' হাঁটতে-হাঁটতে ইতি জিজ্ঞাসা করল।

'আমার অসুবিধে হবে কেন? তোমার কথা ভেবেই—।'

'এখন আমার কোনও অসুবিধে নেই। কারণ আমি আর কাউকে ভয় করি না। গুন্ডা, দালাল, বাড়িওয়ালি জেনে গিয়েছে আমার কাছ থেকে কিছু পাওয়ার নেই। মুখের এই দাগগুলো যদি চিরকাল থাকত খুব খুশি হতাম।'

'মুখে তো তেমন ছাপ পড়েনি।'

'কেন পড়ল না? ক্ষতবিক্ষত হয়ে থাকলে আর কেউ আমার দিকে তাকাত না।'

ওরা পাশাপাশি হাঁটছিল। সোনাগাছিতে দুপুরবেলায় ভিড় কম থাকে। যারা ছিল তারা উদাস চোখে তাদের দেখল।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর ইতি বলল, 'তাহলে আপনিও চলে যাচ্ছেন এখান থেকে? ভালোই হবে। এই নরকে কতদিন পড়ে থাকবেন।'

'সোনাগাছির বাইরেটা কি স্বর্গ বলে তোমার ধারণা?' নবকুমার বলল, 'এই নরকে যারা রোজ আসে ফূর্তি করতে তারা তো ওই স্বর্গের বাসিন্দা।'

'সেটা ঠিক। আমার না আজকাল খুব ইচ্ছে হয়, ওই লোকগুলোর বাড়ি-বাড়ি গিয়ে বলে দিয়ে আসতে, ওদের স্বরূপ জানিয়ে আসতে। তারপর মনে হয়, কী লাভ! ওরা আসে বলেই এখানকার মেয়েরা বেঁচে থাকতে পারে। আচ্ছা, আপনি তো কিছুদিন পরে এখানকার কথা ভুলে যাবেন। তাই না?'

'দ্যাখো, কলিকাতায় যে রাত্রে প্রথম এসেছিলাম সেই রাত্রেই এই পাড়ায় থাকার জায়গা পেয়েছিলাম। এখানকার কথা কি ভোলা যায়?'

'কী-কী মনে থাকবে?'

'সব। এই পাড়া, ঝগড়াঝাঁটি, দুর্বার সমিতি—।'

'আর?'

হেসে ফেলল নবকুমার। ইতি জিজ্ঞাসা করল, 'হাসছেন কেন?'

'রবীন্দ্রনাথের নাম শুনেছ?'

'বা রে! আমি জোড়াসাঁকোতে একদিন গিয়েছিলাম।'

'তাই! দ্যাখো, আমার আজও যাওয়া হল না।'

'যাবেন? কাল পঁচিশে বৈশাখ। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন।'

'কখন যেতে হবে?'

'ভোরবেলায়। শুনেছি তখন উৎসব হয়।'

'ঠিক আছে। যাব।'

'তাহলে ভোর সাড়ে-পাঁচটায় গলির মুখে ট্রাম স্টপেজে চলে আসবেন। আমি তো ওইদিনে কখনও যাইনি। আপনার জন্যে যাওয়া হবে।'

ওরা বাড়ির দরজায় পৌঁছে গিয়েছিল। এসময় দরজায় কোনও মেয়ে নেই। নবকুমার বলল, 'চলুন।'

'আপনি কিন্তু জবাবটা এখনও দেননি।'

'কীসের?'

'আর কী মনে থাকবে, জিজ্ঞাসা করতে হেসে পাশ কাটিয়েছেন!'

'কাল বলব। জোড়াসাঁকোতে গিয়ে।' নবকুমার ভেতরে ঢুকে পড়ল।

সিঁড়িতে, এখানে ওখানে মেয়েরা অলস সময় কাটাচ্ছিল। ইতিকে দেখে তারা অবাক। ইতি গম্ভীর মুখ করে নবকুমারের পেছন-পেছন দোতলায় উঠে এল। মুক্তো দাঁড়িয়েছিল দরজায়।

নবকুমার বলল, 'তোমাকে এখানকার ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে সব টাকা তুলে নিয়ে ভবানীপুরের ব্যাঙ্কে নতুন অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে।'

'ও বাবা। এ তো ঝামেলার ব্যাপার।' মুক্তোর মুখ শুকনো।

'কোনও ঝামেলা নেই। আমি দরখাস্ত লিখে দেব। তুমি সই করে দুর্বারে গিয়ে কবিতাদির সঙ্গে দেখা করবে। এর নাম ইতি। এর কাছেও যেতে পারো। শেফালি-মা কোথায়?' নবকুমার জিজ্ঞাসা করল।

'এইমাত্র খেয়ে দেয়ে শুয়েছে।'

ইতি বলল, 'তাহলে কি আমি বিকেলে আসব?'

'দাঁড়াও দেখি।' মুক্তো চলে গেল। এবং ফিরে এল তখনই, 'এসো।'

শেফালি-মা খাটে বসে বই পড়ছিলেন। ইতিকে দেখে অবাক হলেন।

নবকুমার বলল, 'মুক্তোর ব্যাঙ্কের ব্যাপারে খোঁজ নিতে দুর্বারের অফিসে গিয়েছিলাম। কবিতাদি বলল, আপনি যদি এই দোতলা ভাড়া দেন তাহলে আগে ওদের বলতে। ওদের জায়গার অভাব হচ্ছে।'

'এটি কে?'

'দুর্বারে কাজ করে। ওর নাম ইতি।'

'তোমার পক্স হয়েছিল?'

'হ্যাঁ।' নীচু গলায় বলল ইতি।

একটু ভাবলেন শেফালি-মা, 'তুমি কি সেই মেয়ে যার কথা দুর্বারকে বলায় দালালরা নবকুমারের ওপর হামলা করেছিল?'

মাথা নেড়ে নিঃশব্দে হ্যাঁ বলল ইতি।

'তুমি দুর্বারের কাজ করছ। ব্যাবসায় নেই?'

'না। আমি আর কখনও ওই জীবনে ফিরে যাব না।' জোর দিয়ে কথাগুলো বলল ইতি। আর তখনই ফোনটা বেজে উঠল।

ঊনচল্লিশ

রিসিভারটা তুলে হ্যালো বললেন শেফালি-মা। ওপাশের পরিচয় পেয়ে বললেন, 'ও হ্যাঁ বলুন। ঠিক আছে। ধন্যবাদ। হ্যাঁ। হ্যাঁ। আচ্ছা। বলুন। ও, হ্যাঁ, বেশ, বলে দেব। আপনি কি কথা বলতে চান? আচ্ছা, ঠিক আছে।'

রিসিভার রেখে দিয়ে শেফালি-মা বললেন, 'যাত্রাদলের বড়বাবু ফোন করেছিলেন। তোমাকে আজ তিনটের মধ্যে মন্দাক্রান্তার বাড়িতে যেতে বললেন। খুব জরুরি।'

'মন্দাক্রান্তা?' অবাক হয়ে নামটা উচ্চারণ করল নবকুমার।

বললেন, 'তুমি ওঁর সঙ্গে তার বাড়িতে গিয়েছ।'

মনে পড়ল। ভদ্রমহিলার নাম যে মন্দাক্রান্তা, তা সে জানত না।

শেফালি-মা বললেন, 'ওঁর বাড়ি কোথায়?'

'দক্ষিণে। ওখান থেকে একটা বাস এসে দর্জিপাড়া দিয়ে যায়।'

'তাহলে এখনই চলে যাও। নইলে পৌঁছতে পারবে না ঠিক সময়ে। সবসময় মনে রাখবে, যে সময় রাখতে পারে না তার উন্নতি হয় না। যাও।'

নবকুমার বেরিয়ে যাচ্ছিল। ইতি তাকে অনুসরণ করতে চাইলে শেফালি-মা ডাকলেন, 'আরে! তুমি যাচ্ছ কোথায়? এসো, এখানে বসো, তোমার সঙ্গে একটু গল্প করব। আমি না হয় কবিতাকে ফোন করে বলছি, তোমার যেতে একটু দেরি হবে।'

ইতি আড়ষ্ট পায়ে ফিরে এল।

দর্জিপাড়া থেকে সেই চেনা নম্বরের বাসটিতে উঠে নবকুমার আবার অসুবিধায় পড়ল। কন্ডাক্টর টিকিট চাইলে সে যেখানে নামবে সেই জায়গাটার নাম মনে করতে পারল না। বড়বাবু গাড়ি করে নিয়ে গিয়েছিলেন। রাত্রে সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তা অবধি হেঁটে এসে বাসে চেপেছিল, নামটা জানার কথা খেয়াল হয়নি। সে-রাতে কন্ডাক্টরের কথা মতো সে যে ভাড়া দিয়েছিল আজ তাই দিতে লোকটা তার দিকে ভালো করে দেখে টিকিট দিয়ে সরে গেল।

আজ বাসে বেশ ভিড় রয়েছে। হ্যান্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে নবকুমারের মনে হল, এত যাত্রীরা ঠিকঠাক ভাড়া দিয়ে যাচ্ছে কি না তা কন্ডাক্টর মনে রাখে কী করে? সে কন্ডাক্টর হলে কিছুতেই মনে রাখতে পারত না। এই লোকটা যদি পারে, তাহলে ধরে নিতে হবে ওর স্মরণশক্তি অসাধারণ।

বিবেকানন্দর নাকি একবার পড়েই মুখস্থ হয়ে যেত। এই লোকটা যদি পড়াশুনো করত তাহলে প্রত্যেক পেপারে স্টার পেত। পেটের নীচে একটা অন্যরকম অনুভূতি হতেই সে চট করে হাত নামাল। সঙ্গে-সঙ্গে একটা হাত সেখান থেকে সরে গেল। সে ঘুরে পাশের লোকটির দিকে তাকিয়ে অবাক হল। একটা বৃদ্ধ ভদ্রলোক হ্যান্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে ঝিমোচ্ছেন। পেছনে ঠাসা ভিড়। নিশ্চয়ই ওই ভিড়ের ভিতর থেকে হাতটা এসেছিল। সে সন্তর্পণে আঙুল বুলিয়ে বুঝতে পারল টাকাগুলো ভিতরের পকেটে এখনও রয়েছে।

তাকে তাকাতে দেখে বৃদ্ধ চোখ খুললেন, 'কিছু বলবে বাবা?'

'আপনার পকেট কেউ কখনও মেরেছে?' বেশ জোরে কথাগুলো বলল সে।

'কী করে মারবে? বাসভাড়া নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কন্ডাক্টরকে দিয়ে দিই। পকেট ফাঁকা হয়ে যায়। মেয়ের বাড়ি থেকে ফেরার সময় সে যে টাকাটা দেয় তাও কন্ডাক্টরকে দিয়ে দিই। শূন্য পকেট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, ওরা ঠিক তা বুঝতে পারে। কেন বলো তো?' বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করল।

'কলিকাতার পকেটমাররা খুব বিখ্যাত বলে শুনতাম। তাই জিজ্ঞাসা করলাম।'

বলতে-বলতে নবকুমার টের পেল তার পিছনের ভিড়টা কেমন আলগা হয়ে গেল। চারপাশে নির্লিপ্ত মানুষের মুখ।

অনেকটা সময় কেটে গেলে কন্ডাক্টর এগিয়ে এল, 'কোথায় নামবেন?'

'কেন?' নবকুমার তাকাল।

'আপনি যে টিকিট কেটেছেন তাতে এর পরে যাওয়া যাবে না।'

'ও!'

'আবার টিকিট কাটবেন, না নেমে যাবেন।'

নীচু হয়ে জানলা দিয়ে রাস্তা দেখল সে। সব রাস্তাই একরকম। কী মনে হল, বাস থামতেই নেমে এল সে।

কাউকে যে জিজ্ঞাসা করবে তার উপায় নেই। কী জিজ্ঞাসা করবে? মাথায় একটা বুদ্ধি

এল। সেই রাত্রে কন্ডাক্টর যখন দর্জিপাড়ায় যাওয়ার জন্য এই ভাড়াই নিয়েছিল এবং সেই ভাড়া শেষ হচ্ছে এখানে তখন নিশ্চয়ই জায়গাটা পিছনে ফেলে এসেছে সে। যে বাসস্টপ থেকে সে উঠেছিল, লোকদুটো দাঁড়িয়েছিল, সেই জায়গাটা খুঁজে বের করতে পারলেই মন্দাক্রান্তার বাড়িতে পৌঁছে যাবে সে।

উলটোদিকে হাঁটা শুরু করল নবকুমার। এখন বিকেলের ছায়া নেমেছে। পরপর তিনটে বাসস্টপ পার হয়ে এল কিন্তু কোনওটাকেই রাত্রের সেই বাসস্টপ বলে মনে হল না। চতুর্থটিকে এসে মনে হল এটা হলেও হতে পারে। রাত্রের আলোআঁধারে একবার দেখা জায়গাটাকে দিনেরবেলায় গুলিয়ে যাচ্ছিল। নবকুমার সেই রাস্তাটা খুঁজছিল যেটা ধরে সে এখানে পৌঁছে ছিল।

'এই যে ভাই, এই যে এদিকে—।' চিৎকারটা কানে এলে নবকুমার রাস্তার উলটোদিকের দোকানের দিকে তাকাল। ছোট্ট স্টেশনারি দোকানের ভেতর থেকে কেউ চেঁচিয়ে যে তাকেই ডাকছে, বুঝে এগোল সে।

'তুমি এ-পাড়ায় থাকো?' লোকটা জিজ্ঞাসা করল।

'না।'

'তাহলে এখানে কী করছ?' লোকটা হাসল, 'অতরাত্রে সোনাগাছির বাস খুঁজছিলে আবার এইসময় বাসস্টপে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাচ্ছ। হে-হে-হে। আমি তো গল্পটা সকলকেই করেছি। জিন্দেগিতে শুনিনি, কেউ রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাসের কন্ডাক্টরকে জিজ্ঞাসা করছে, এই বাস সোনাগাছি যাবে!'

বিরাট সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। সে ঠিক জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে। এই লোকটাই সেই রাত্রে আর-একজনের সঙ্গে বাসস্টপে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল।

নবকুমার বলল, 'আচ্ছা, চলি!'

'কোথায় যাবে? সোনাগাছিতে?' বলে হেঁ-হেঁ করে হাসতে থাকল লোকটা।

দ্রুত সরে এল নবকুমার। ওরকম বিচ্ছিরি হাসি সে কোনওদিন শোনেনি। সোনাগাছিতে গিয়ে দেখেছে কোনওদিন এই লোকটা? শব্দটা উচ্চারণ করে পচা মজা পায় যেন লোকটা। শুধু এই লোকটা কেন, সোনাগাছির বাইরে যারা থাকে তাদের অনেকেই এই দলে।

সেই রাস্তা ধরে বাড়িটার সামনে পৌঁছতেই সে মন্দাক্রান্তার কাজের লোকটিকে দেখতে পেল। লোকটা বলল, 'উঃ, কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি। মেমসাহেব ভয় পাচ্ছিলেন, আপনি হয়তো বাড়িটা চিনতে পারবেন না তাই আমাকে গেটে দাঁড়াতে বলেছেন। চলুন।'

নবকুমার চারপাশ তাকিয়ে দেখল। এর পরেরবার ভুল হবে না।

'এসো। তুমি বড্ড দেরি করে ফেলেছ।'

মন্দাক্রান্তা বললেন বিরক্ত মুখে। তার পাশে পরিচালক গীতিময় এবং আরও একটি লোক বসে আছে।

গীতিময় বললেন, 'জীবনে উন্নতি করতে হলে তোমাকে সময়ের গুরুত্ব বুঝতে হবে। বসো।' তারপর পাশের লোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এর নাম নবকুমার, আমার পরের ছবির হিরো। একে মানুষ করার দায়িত্ব তোমার।'

'গাধা পিটিয়ে আর কত ঘোড়া করে যাব। হিরো তৈরি করা যায় না। হিরো যে, সে হিরো হওয়ার জন্যই জন্মায়। এই ছেলেটি কীভাবে হেঁটে ঘরে ঢুকল তা দেখেছেন? মোস্ট আনস্মার্ট।' লোকটি কাঁধ নাচাল।

গীতিময় বললেন, 'প্রাণকৃষ্ণ, তুমি উত্তমবাবুর প্রথম দিকের ছবি দেখেছ? সাড়ে চুয়াত্তর পর্যন্ত? দেখে মনে হয়েছে লোকটা একদিন ইতিহাস তৈরি করবে?'

মন্দাক্রান্তা চুপচাপ হাসছিলেন। এবার বললেন, 'বড়বাবু চাইছেন না নবকুমার অভিনয় করুক।

চরিত্রটা ফুটে উঠবে ও যা সেইমতো বিহেভ করলে।'

'ঠিক। ওসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না প্রাণকৃষ্ণ। তুমি শুধু ওকে অ্যাক্টিংটা শিখিয়ে দাও। বিহেভ করলেই তো হবে না। ক্যামেরার সামনে ওকে অ্যাক্টিংও করতে হবে।' গীতিময় বললেন।

'বসুন ভাই।' প্রাণকৃষ্ণ বলল।

নবকুমারের মন বিগড়ে গিয়েছিল লোকটার কথা শুনে। বসে বলল, 'ইনি যখন বলছেন আমি একটা গাধা, পিটিয়েও আমাকে ঘোড়া করতে পারবেন না তখন কেন এত ঝামেলা করছেন বলুন তো? আমি তো আপনাদের বলিনি, চান্স দিন। এসব কথা শুনতে হবে জানলে এখানে আসতাম না।'

'বাঃ! ভয়েস তো ভালোই। স্ক্যানিংও ঠিক আছে। কবিতা পড়ো?'

'না।' গম্ভীর গলায় বলল নবকুমার।

'পড়তে হবে। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের দুটো কবিতা। একটা বিদায় অভিশাপ, দ্বিতীয়টা কর্ণকুন্তীসংবাদ। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অর্থ যেমন ডিমান্ড করে তেমনই উচ্চারণ করতে হবে। তুমি কালকের মধ্যে বিদায় অভিশাপ মুখস্থ করে ফেলবে। পরশু তোমাকে দেখিয়ে দেব কীভাবে ওটা অভিনয় করা উচিত।' প্রাণকৃষ্ণ উঠে দাঁড়াল, 'দাদা, আজ চলি।'

'হ্যাঁ। তোমার তো দেরি হয়ে গেছে। পরশু কখন আসবে বলে যাও।'

'এখানে না। এন টি ওয়ানে চারটের সময়, আপনার ভেতরের ঘরটা হলে ভালো হয়।' প্রাণকৃষ্ণ বলল।

মন্দাক্রান্তা জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে কি আপনার অসুবিধে হবে?'

'হ্যাঁ। ডাইরেক্ট বাস নেই। ট্যাক্সিভাড়া নিশ্চয়ই প্রোডিউসার দেবে না। তা ছাড়া, স্টুডিওর আবহাওয়ায় গেলে ওর পক্ষে মানিয়ে নেওয়া সহজ হবে। দাদা, এটিকে হেলে সাপ ভাবার কোনও কারণ নেই। ফণা আছে। চলি।' প্রাণকৃষ্ণ বেরিয়ে গেল।

গীতিময় বললেন, 'প্রাণকৃষ্ণের কথায় কিছু মনে করো না। ওর মুখ ওইরকম কিন্তু খুব ভালো কোচ। বড়-বড় অভিনেতা অভিনেত্রীরা এখনও ওর শরণাপন্ন হয়। ও হ্যাঁ, ম্যাডাম, আপনার এখানে ওর সঙ্গে দেখা হবে শুনে প্রোডাকশান কন্ট্রোলার একটা কাজ আমার ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। সম্পর্ক ভালো বলে না বলতে পারিনি।' ব্যাগ খুলে টাইপ করা প্যাডের কাগজ বের করলেন গীতিময়। মন্দাক্রান্তা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার?'

'কন্ট্রাক্ট ফর্ম। বেশিরভাগ ছবিতেই এটা করা হয় না।' কিন্তু বড়বাবু খুব নিয়মনিষ্ঠ। সব লেখা আছে। নবকুমার, এখানে সই করো। ম্যাডাম আপনি উইটনেস থাকবেন।' গীতিময় বললেন।

'ওটা কী?' নবকুমার জিজ্ঞাসা করল।

'তুমি এই ছবিতে অভিনয় করবে, শ্যুটিং এবং ডাবিং-এর সময় উপস্থিত থাকবে, শ্যুটিং-এর ডেটে অন্য কোনও কাজ করবে না এবং তার বদলে তোমাকে পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। এই কাগজে এসব লেখা আছে। বড়বাবুর হয়ে প্রোডাকশন কন্ট্রোলার সই করেছে। এখানে তুমি সই করো।' গীতিময় কাগজটির একটি জায়গা দেখিয়ে পেন এগিয়ে দিলেন।

'আমি যদি অভিনয় করতে না পারি?' নবকুমার দ্বিধাগ্রস্ত।

'চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। সেটাও এখানে লেখা আছে।'

নবকুমার মন্দাক্রান্তার দিকে তাকাল। তিনি বললেন, 'দেখি কাগজটা।'

গীতিময় তাঁকে কাগজটা দিলে ঝটপট পড়ে ফেলে হাসলেন মন্দাক্রান্তা, 'বড়বাবু দেখছি একটু উদার হয়েছেন।'

'হ্যাঁ। একেবারে মেঘ না চাইতেই জল।'

মন্দাক্রান্তা উইটনেসের জায়গায় সই করে বললেন, 'সই করে দাও।'

সই করল নবকুমার। তারপর কাগজটাতে চোখ রাখতেই দেখতে পেল 'পার ডে টু থাউজেন্ড' লেখা রয়েছে, দু-হাজার! প্রতিদিন অভিনয় করলে দুহাজার টাকা করে পাওয়া যাবে।

গীতিময় কাগজ ব্যাগে পুরে উঠে দাঁড়ালেন, 'পরশু যখন স্টুডিওতে যাবে তখন এই কন্ট্রাক্টের জেরক্স কপি আর দু-হাজার টাকা অ্যাডভান্স পেয়ে যাবে। ম্যাডাম, আমি চলি। আবাব তো দেখা হচ্ছেই।'

গীতিময় চলে গেলে হাততালির আওয়াজ কানে আসতেই মন্দাক্রান্তার দিকে তাকাল নবকুমার। মন্দাক্রান্তা বললেন, 'অভিনন্দন। আশা করছি আজ একটি তারকার জন্ম হল। খুব রেগে গিয়েছিলে। কেন?'

'উনি যা তা বলছিলেন।'

'সত্যিটা মেনে নিতে শেখো। তোমার হাঁটার স্টাইল বদলাতে হবে। অপুর সংসার দেখেছ?'

'হ্যাঁ।'

'ঝিন্দের বন্দি? সৌমিত্র চ্যাটার্জি অপুর চরিত্রে যে আনস্মার্ট হাঁটাচলা করতেন ঝিন্দের বন্দিতে সেই একই লোক কী স্মার্ট হয়ে গিয়েছিলেন।' উঠে দাঁড়ালেন মন্দাক্রান্তা, 'ওঠো তো।'

নবকুমার এতক্ষণে ভালো দেখতে পেল। একটা ভেলভেট রঙের পোশাক পরেছেন মন্দাক্রান্তা যার একটা কাঁধ খোলা, নীচটা শেষ হয়েছে হাঁটুর নীচে।

তার সামনে এসে মন্দাক্রান্তা মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখলেন। তারপর হেসে বললেন, 'তোমাকে অনেক বদলাতে হবে। চুলের ছাঁট, পোশাক, সব। আচ্ছা, ঘরের ওপাশে চলে যাও তো। হ্যাঁ, এবার বেশ স্মার্ট হয়ে হেঁটে এখানে এসো।' নবকুমার চেষ্টা করল। আবার হাসলেন মন্দাক্রান্তা। 'এত স্টিফ হয়ে হাঁটছ কেন? দাঁড়াও, তোমাকে একটা সিনেমা দেখাই। লোকটার হাঁটা কপি করে তবে রোজ এখান থেকে যাবে।' বাঁ-হাত বাড়িয়ে নবকুমারের চুল এলোমেলো করে দিলেন মন্দাক্রান্তা।

চল্লিশ

একটা ছিপছিপে লম্বা লোক ফুটপাত দিয়ে হেঁটে আসছে। দুপাশের লোকজন ঘুরে-ঘুরে তাকে দেখছে। লোকটা থেমে আর-একজনের সঙ্গে কথা শুরু করতেই সিডি বন্ধ করে আবার প্রথম জায়গায় নিয়ে গেলেন মন্দাক্রান্তা। বললেন, 'দ্যাখো, হাঁটার সময় ভদ্রলোকের কাঁধ বুক কীরকম থাকে। পায়ের স্টেপ কম করো। কীভাবে গোড়ালি থেকে পাতা পড়ছে। হাতদুটো নিয়ে ওঁর কোনও প্রবলেম হচ্ছে না। দ্যাখো।'

বার দশেক দেখানোর পর মন্দাক্রান্তা বললেন, 'বাট, ট্রাই টু কপি হিম।'

লোকটা নিশ্চয়ই ইংরেজি সিনেমার কোনও নামকরা অভিনেতা। এতবার দেখেও ওর মতো হাঁটতে পারবে কি না বুঝতে পারছিল না নবকুমার। লোকটা হাঁটছে, মনে হচ্ছে কোনও তাড়া নেই, কিন্তু তরতরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। নবকুমার ঘরের শেষপ্রান্তে গিয়ে লোকটাকে নকল করার চেষ্টা করল। কিন্তু হাঁটতে গিয়েই সে বুঝতে পারছিল তার পা ঠিকঠাক পড়ছে না। মন্দাক্রান্তা হাত তুলে তাকে থামতে বলে আবার সিডি চালালেন, 'ভালো করে লক্ষ করো। ওঁর কোনও টেনশন নেই, একেবারে রিল্যাক্স হয়ে হাঁটছেন। দেখলে? আবার চেষ্টা করো।'

হাঁটার সময় গোড়ালি আগে ফেলছে লোকটা এবং পা ফেলার মুহূর্তে কোমর আলতো দোলাচ্ছে। এবার নবকুমার সেটুকুই অনুসরণ করল।

মন্দাক্রান্তা বললেন, 'বেশ ইমপ্রুভ করেছ। আরও কয়েকবার প্র্যাকটিস করো। ছবিটা কি

দেখতে চাও?'

মাথা নেড়ে বেশ কয়েকবার হাঁটার পরে যখন নবকুমারের মনে হল, নিজেকে একেবারে অন্যরকম মনে হচ্ছে তখনই হাততালি দিলেন মন্দাক্রান্তা। এগিয়ে এসে দু-হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে গালে-গাল ছুঁইয়ে বললেন, 'শাবাশ।'

'ঠিক হয়েছে?' দু-হাতের বাঁধনে অস্বস্তিতে থেকেও জিজ্ঞাসা করল নবকুমার।

'প্রায় ঠিক। এখন থেকে যখনই হাঁটবে এইভাবে হাঁটবে। বাংলা ছবির কোনও হিরো এভাবে হাঁটে না। ফলে দর্শকরা তোমার ফ্যান হয়ে যাবে। তুমি কত লম্বা?'

'আমি? অনেকদিন মাপিনি।'

'বোকার মতো কথা বলবে না। তোমার কি আর লম্বা হওয়ার বয়েস আছে? আমার মনে হয় পাঁচ-এগারো কারণ আমি পাঁচ-ছয়।' হাত সরিয়ে নিলেন মন্দাক্রান্তা। নবকুমারের মনে হচ্ছিল এতক্ষণ একটা মোলায়েম স্বপ্নে ডুবে ছিল।

'কী হল তোমার।'

'কই, কিছু হয়নি তো।'

'তাহলে মুখে রক্ত জমল কেন?' হেসে ফেললেন মন্দাক্রান্তা। তারপর সিডি সরিয়ে রাখতে-রাখতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার গার্লফ্রেন্ডের নাম কী?'

'আমার কোনও গার্লফ্রেন্ড নেই।' সোফায় বসল নবকুমার।

'সেকী! এরকম হ্যান্ডসাম ইয়ংম্যানের দিকে কেউ তাকায়নি। গ্রামে?'

'না।'

'শুনেছি কলকাতায় পৌঁছেই রেডলাইট এরিয়ায় জায়গা পেয়েছিলে। ওরা নিশ্চয়ই ছাড়েনি। সেক্স এক্সপেরিয়েন্স দিয়ে দিয়েছে।' মন্দাক্রান্তা তাকালেন।

'না-না।' প্রতিবাদ করে উঠল নবকুমার। 'ওরা বেঁচে থাকার জন্যে পয়সার বিনিময়ে ওসব করে। তার বাইরে ওরা একদম মাথা ঘামায় না। আমাকে সবাই ভালো চোখে দ্যাখে।'

'তার মানে তুমি বলতে চাইছ, ওদের জীবনে প্রেম নেই?'

'জানি না। আমাদের গ্রামে বহু বছর আগে বিয়ে হওয়া, ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়ে দেওয়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম আছে কি না যেমন বোঝা যায় না।'

'মাই গড! তুমি তো দারুণ কথা বলো। তার মানে তুমি একটা বর্ণচোরা আম।' ঘড়ি দেখল মন্দাক্রান্তা, 'আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দাও। হ্যাঁ? প্লিজ!' ঘাড় বেঁকিয়ে কথাগুলো বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

এখন বিকেল। এই ঘরে বসে ঠান্ডা পরিবেশে অবশ্য সেটা বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু এখন বেরিয়ে গেলে তার পক্ষে বাস ধরে ঘরে পৌঁছে যাওয়া সহজ হত। সে চারপাশে তাকাল। এতবড় বাড়িতে মন্দাক্রান্তা ছাড়া আর কাউকে সে দেখতে পায়নি। কাজের লোকজন অবশ্য আছে। এত বড় বাড়ি, নিজস্ব লিফট, পায়ের তলায় কার্পেট। তার মানে মন্দাক্রান্তা খুব ধনী মহিলা। ওর স্বামী বা ছেলেমেয়ে কোথায় থাকে? হঠাৎ অনেক দিন আগের একটা বাংলা ছবির সংলাপ তার মনে পড়ল। 'কৌতূহল থাকা ভালো তবে তার সীমারেখা রাখা উচিত।'

মন্দাক্রান্তা বেরিয়ে এলে হতবাক হয়ে গেল নবকুমার। চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্য যেন মন্দাক্রান্তাকে জড়িয়ে ফেলেছে। পরনে সাদা প্যান্ট, ওপরে সাদা গেঞ্জিকে খানিকটা ঢেকে রাখা পাতলা কাপড়ের সাদা জ্যাকেট, চোখে রঙিন চশমা, যার ফ্রেমও সাদা, চুলগুলো এক ইঞ্চি চওড়া সাদা রিবনে আচ্ছাদিত।

'কী হল?' সামনে এসে দাঁড়ালেন মন্দাক্রান্তা।

'না, মানে—, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?'

'করে ফ্যালো।'

'আপনি সিনেমায় অভিনয় করেন না কেন?'

'ও বাব্বা। এই প্রশ্ন? ওঠো, আমরা বেরুব।'

লিফটে নীচে নামতেই নবকুমার দেখল একটা লম্বা গাড়ির দরজা খুলে ড্রাইভার দাঁড়িয়ে আছে। মন্দাক্রান্তা পেছনের সিটে ঢুকে বললেন, 'এসো। বসো।'

কী নরম আসন। গাড়ি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। কী আরাম। ড্রাইভার তার আসনে বসে মাথা নীচু করে অপেক্ষা করেছিল। মন্দাক্রান্তা 'ফোরাম' বলতে সে গাড়ি চালু করল। নবকুমার জানলার ধারে বসে রাস্তার দিকে তাকাল। রঙিন কাচ। বাইরের পৃথিবীটাকে অন্যরকম দেখাচ্ছে।

'সিনেমায় অভিনয় করতে হলে জোরাল আলোর সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়। আমার স্কিন সেটা সহ্য করতে পারে না। এমনকি কড়া রোদে হাঁটলেই আমার মুখে হাতে র‍্যাশ বেরিয়ে আসে। তাই আমার দ্বারা রং মাখা হল না।' মন্দাক্রান্তা হাসলেন, 'সবার তো সব হয় না।'

'চিকিৎসা করানো যায় না?'

'অনেক করিয়েছি। ডাক্তার বলেন, আপনার রোদ্দুরে হাঁটা অথবা জোরাল আলোর সামনে দাঁড়ানোর দরকার কী!' মন্দাক্রান্তা কথা ঘোরালেন, 'তোমার বাসস্থান নিয়ে কী ভাবলে?'

'আমরা ভবানীপুরে উঠে যাচ্ছি।'

'বাঃ। কবে থেকে?'

'সামনের এক তারিখে যাওয়ার কথা। শেফালি-মা ওখানে একটা বাড়ি কিনেছেন। ভবানীপুর থেকে টালিগঞ্জ কতদূরে?'

'কাছেই। গাড়িতে মিনিটদশেক লাগবে। খুব ভালো হল। এখন থেকে তোমার কাছে যা ভালো অথবা খারাপ তার থেকে অনেক বেশি মূল্যবান, সাধারণ মানুষ যারা টিকিট কিনে ছবি দেখবে, তারা যা ভাবছে। তুমি তোমার ঘরে পছন্দসই জীবনযাপন করতে পার, কিন্তু ঘরের বাইরে পা রাখলেই তোমাকে মানুষের পাল্‌স বুঝে চলতে হবে।'

ফোরাম শব্দটির যে মানে নবকুমার জানে, তা গুলিয়ে গেল ড্রাইভার যখন বলল, 'মেমসাব, ফোরাম।'

'ঠিক আছে। তুমি পার্ক করো, আমি মোবাইলে বলে দেব।'

গাড়ির দরজা খুলে নীচে নামতেই নবকুমার একটা সুদৃশ্য বিশাল বাড়ি দেখতে পেল। প্রচুর লোক, অনেক গাড়ি সামনে। মান্দাক্রান্তা হনহন করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। হাঁটতে গিয়েই মনে পড়ে যেতে নবকুমার হাঁটার ধরন বদলাল।'

শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কয়েক একর জুড়ে দারুণ সাজানো দোকানগুলোকে তার স্বপ্নের মতো মনে হল। পাশ ফিরে তার হাঁটা দেখে মন্দাক্রান্তা হেসে বললেন, 'গুড।' তারপর চলন্ত সিঁড়িতে পা রাখলেন। ওঁকে অনুসরণ করল নবকুমার। এইরকম সিঁড়িতে উঠতে বেশ মজা লাগছিল ওর।

দোতলার একটা দোকানের কাচের দরজা খুলে মন্দাক্রান্তা ঢুকতেই এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে নমস্কার করলেন। নবকুমার বুঝতে পারল এখানে মন্দাক্রান্তা পরিচিত। ভদ্রলোক মন্দাক্রান্তার সঙ্গে কথা বলে নবকুমারের সামনে এলেন, 'এক মিনিট, একটু কষ্ট দেব আপনাকে। আসুন।' কাউন্টারের পেছনের একটা ঘরে তাকে নিয়ে যাওয়া হল। আর একটি লোক তার জামা এবং প্যান্টের মাপ নিল।

তারপর বাইরে আসতেই সেই মাপ অনুযায়ী গোটা ছয়েক বিভিন্ন রঙের দারুণ কেতাদুরস্ত শার্ট বের করে সামনে রাখল ভদ্রলোক। সেগুলো খুঁটিয়ে দেখে, কোনওটাকে বাতিল করে অন্য রঙের শার্ট পছন্দ করার পর প্যাক করে দিতে বলল মন্দাক্রান্তা। ভদ্রলোক বললেন, 'প্যান্ট একটু অল্টার করে দিতে হবে, আপনার বাড়িতে কি পাঠিয়ে দেব?'

'প্লিজ। রংগুলো যেন ম্যাচ করে।'

'সিওর।'

বিল এলে পকেট থেকে একটা প্লাস্টিকের কার্ড বের করে এগিয়ে দিলেন মন্দাক্রান্তা। তারপর সইসাবুদ করে বললেন, 'পার্কিং-এ আমার গাড়ি রয়েছে। গাড়ির নাম্বার—।'

পাশের লোকটি বলল, 'আপনার গাড়ি আমি চিনি ম্যাডাম।'

বাইরে বেরিয়ে এসে নবকুমার জিজ্ঞাসা করল, 'এসব কেন করছেন?'

'চুপ করো।'

'এতগুলো জামাপ্যান্ট আমার জন্যে কিনলেন কেন? অত দামি পোশাক আমি কখনও পরিনি।'

'কখনও সিনেমায় অভিনয় করেছ?'

হকচকিয়ে গেল নবকুমার। মন্দাক্রান্তা ততক্ষণে দারুণ ঝকঝকে একটি জুতোর দোকানে ঢুকে গেছেন। শো-কেসে সাজানো জুতোগুলোর দিকে তাকাল নবকুমার। সবচেয়ে কম দাম একুশশো টাকা। সে দেখল, দোকানের ভেতর থেকে ইশারায় তাকে ডাকছেন মন্দাক্রান্তা। দেওয়াল কাচের বলে দেখতে অসুবিধে হল না। সে ভেতরে ঢুকতেই একটি লোক বসতে বলল। যে চেয়ারে সে বসল তার সামনে দাগ দেওয়া প্লাস্টিকের ওপর পায়ের মাপ নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। চটি খুলে পায়ের মাপ দিতে লোকটা উঠে গেল। মন্দাক্রান্তা তাঁর পছন্দের একটা জুতো আর একটা স্যান্ডল কিনলেন। কার্ড ব্যবহার করে দাম মিটিয়ে দিলেন। বললেন, 'এই জুতো পরে হাঁটতে সুবিধে হবে তোমার।'

নবকুমার জিজ্ঞাসা করল, 'দাম কত পড়ল?'

যে লোকটি জুতো প্যাক করছিল সে বলল, 'মোট দাম সাড়ে আট হাজার।'

নবকুমারের মনে হল সে অজ্ঞান হয়ে যাবে।

গাড়ি ফিরে এল মন্দাক্রান্তার বাড়িতে। এখন সন্ধে পেরিয়ে রাত নেমেছে। নবকুমার বলার চেষ্টা করছিল বেশি রাত হলে তার ফিরতে অসুবিধে হবে। মন্দাক্রান্তা বললেন, 'আমার গাড়ি তোমাকে কাছাকাছি পৌঁছে দেবে। সেখান থেকে তুমি সহজে হেঁটে যেতে পারবে। তোমাকে আজ আমার সঙ্গে ডিনার করতে হবে।'

বাড়িতে ঢুকে অন্য একটি ঘরে তাকে বসতে বলে মন্দাক্রান্তা বেরিয়ে গিয়েছিলেন। জামা জুতো গাড়িতেই পড়ে রইল। এগুলো নিয়ে গেলে শেফালি-মা কী বলবেন? তার খেয়াল হল, বেশি রাত হলে শেফালি-মা বিরক্ত হন। বলেছেন, রাত হলে ফোনে জানিয়ে দিতে। সে দেখল ঘরের এককোণে টেলিফোন রয়েছে। শেফালি-মায়ের নাম্বার স্মৃতিতে ছিল। সেটা ডায়াল করল সে। তৃতীয়বার রিং হতে শেফালি-মায়ের গলা শুনতে পেল, 'হ্যালো।'

'আমি নবকুমার।'

'কোথায় তুমি? সেই যে গেলে, আর কোনও খবর নেই। কখন আসছ?'

'আমাকে এখানে প্র্যাকটিস করতে হচ্ছিল। খেয়ে যেতে বলেছেন।'

'আসবে কী করে?'

'গাড়ি দেবেন বলেছেন।'

'আচ্ছা। সাবধানে এসো।' শেফালি-মা ফোন রেখে দিলেন।

রিসিভার নামিয়ে নবকুমার ভাবল, কলিকাতায় আসার পর একমাত্র শেফালি-মায়ের ব্যবহার তাকে খুব আরাম দেয়। অন্যদের অচেনা বলে মনে হয়।

একটা কাজের লোক ঘরে ঢুকল চাকাওয়ালা কাঠ-টেবিল নিয়ে। তার ওপরে-নীচে রঙিন বোতল, জলের বোতল, বরফ ভরতি পাত্র। রেখে চলে গেল। রাতের খাবারের আগে এখানে নিশ্চয়ই

এসব খাওয়া হয়।

মন্দাক্রান্তা ঘরে ঢুকতেই মিষ্টি গন্ধ নাকে এল। এখন অন্য পোশাক। কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত আকাশ নীল সেমিজের মতো কিছু। শুধু পার্থক্য হল, কাঁধের ওপর দু-দিকে দুটো গিঁট। একদম অন্যরকম দেখাচ্ছে ওঁকে।

'লেটস সেলিব্রেট।' গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে বরফ ফেললেন মন্দাক্রান্তা। তারপর কী ভেবে দ্বিতীয় গ্লাসে জল মিশিয়ে দিলেন।

'নাও।' জলভরতি হুইস্কির গ্লাস এগিয়ে ধরলেন তিনি।

'আমি মদ খাই না।'

'আমি জানি। বি স্মার্ট। এক পেগ খেলে চরিত্র নষ্ট হয় না। কাম অন। পরিবেশটা নষ্ট করো না।'

অতএব নিতে হল। গ্লাসে গ্লাস ঠেকিয়ে মন্দাক্রান্তা বললেন, 'উল্লাস। প্রার্থনা করছি তুমি বিখ্যাত নায়ক হবে।'

দশ মিনিটেই গ্লাস শেষ। উঠে দাঁড়ালেন মন্দাক্রান্তা, 'চলো, ডিনার করি।' তাঁকে অনুসরণ করে অন্য একটি ঘরের খাবার টেবিলে এল নবকুমার। মন্দাক্রান্তা বললেন, 'তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ তোমার জন্যে আমি এসব কেন করছি?'

'হ্যাঁ।' স্পষ্ট বলল নবকুমার।

'উত্তরটা পরে তোমাকে দেব। আর হ্যাঁ, আজ তুমি শার্ট বা জুতো এখানে রেখে যাবে। যখন ভবানীপুরে বাড়িতে এসে থাকবে তখন ওগুলো নিয়ে যেও। এসো। খাওয়া শুরু করা যাক।' মন্দাক্রান্তা বসলেন।

একচল্লিশ

গতরাত্রে বাড়ি ফিরেছিল মন্দাক্রান্তার গাড়িতে। দর্জিপাড়ার বাসস্টপে তাকে নামিয়ে চলে গিয়েছিল ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছিল। নবকুমার দেখল, এখন সোনাগাছির গলি ফাঁকা। সেই চেঁচামেচি, গান, মেয়েদের দরজায় দাঁড়ানোর পরিচিত দৃশ্য এখন নেই। এমনকি তাদের বাড়ির দরজা ভেজানো। সেখানে কোনও মেয়ে খদ্দেরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে নেই। ঠেলতেই দরজা খুলে গেল।

নীচের ঘর থেকে কেউ বলল, 'এসে গিয়েছে। এবার দরজা বন্ধ করে দে।'

একটি মেয়ে দরজা বন্ধ করে চলে যাচ্ছিল। নবকুমার জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে?'

'কাল মমতা বাংলা বনধ ডেকেছে।' মেয়েটি দাঁড়াল না।

বনধ? বনধ মানে হরতাল। তাদের গ্রামগঞ্জে হরতাল হলে বাস চলত না। বাজার বসতো না। কিন্তু ছোট দোকান খোলা থাকত। লোকে রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াত। কাল যদি হরতাল হয়, তাহলে আজ কেন মানুষ ভয় পাচ্ছে?

দোতলায় উঠে আসতেই মুক্তোর দেখা পেল নবকুমার, 'তোমার দেখছি পাখা গজিয়ে গিয়েছে। যাও, শেফালি-মা তীর্থের কাক হয়ে বসে আছে।'

'সেকী! উনি ঘুমাননি?'

মুক্তো জবাব না দিয়ে দরজা বন্ধ করতে চলে গেল।

শেফালি-মা বই পড়ছিলেন। তাকে ঢুকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কীভাবে ফিরলে? ওরা পৌঁছে দিয়ে গিয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'খেয়ে এসেছ?'

'হ্যাঁ।'

'কী হল আজ?'

'কন্ট্রাক্টে সই করাল। পরশু স্টুডিওতে যেতে বলেছে।'

'কেন?'

'ট্রেনিং দেবে বলে ডেকেছে।'

'ও। তাহলে আজ ওয়ার্কশপ করোনি?'

'না।'

'তাহলে এত রাত হল কেন?'

নবকুমার দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে সবকথা খুলে বলল। তাকে মন্দাক্রান্তা কীভাবে হাঁটতে হবে তা শিখিয়েছে। তারপর খুব দামি দোকানে নিয়ে গিয়ে শার্ট-প্যান্ট জুতো কিনে দিয়েছে। সে আপত্তি করলেও শোনেনি। বাড়িতে ফিরে গিয়ে খাইয়ে তবে ছেড়েছে। হুইস্কির কথাটা বলতে পারল না নবকুমার। হুইস্কি খেয়ে তার কোনও প্রতিক্রিয়া হয়নি বলে না-বলতে সুবিধে হল।

'মন্দাক্রান্তার বয়স কীরকম?'

'জানি না। আমার চেয়ে বড়।'

'দেখতে?'

'খুব সুন্দর। সবসময় সেজে থাকেন।'

'বড়বাবুর কে হয় ও?'

'আমি জানি না।'

'আবার কবে যেতে বলেছে তোমাকে?'

'কাল।'

'হুঁ। কাল তুমি বাড়ির বাইরে পা দেবে না। নন্দীগ্রামে পুলিশের গুলিতে অনেক কৃষক মারা গিয়েছে। তার প্রতিবাদে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কাল বাংলা বনধ ডেকেছেন। গাড়িঘোড়া চলবে না। দোকানপাট বন্ধ থাকবে। সরকার হয়তো জোর করে কিছু বাস চালাতে চাইবে, কিন্তু তুমি কোথাও যাওয়ার চেষ্টা করবে না।'

মাথা নাড়ল নবকুমার।

'যাও, শুয়ে পড়ো। অনেক রাত হয়ে গিয়েছে।'

যেতে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল নবকুমার, 'নন্দীগ্রাম কোথায়? সেখানে পুলিশ কেন কৃষকদের গুলি করে মেরেছে?'

'তুমি খবরের কাগজ পড়ো না?'

'না। পাই না—।'

'কাল মুক্তো তোমাকে এক মাসের কাগজ দিয়ে আসবে। পড়ে জেনো।'

'কিন্তু বনধ তো আগামীকাল। আজ এখানে সব চুপচাপ, দরজা বন্ধ কেন?'

'প্রতিবার যখন এক পার্টি বনধ ডাকে তখন তাদের বিরোধী পার্টি আগের রাত্রে সোনাগাছির রাস্তায় মিছিল করে, ভয় দেখায় যেন কেউ বনধ না করে। অকারণে বোমা ফাটায়। আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে। সেকারণেই এই এলাকার সবাই ভয় পাচ্ছে এবারও সেরকম কাণ্ড হবে।' শেফালি-মা বললেন।

নিজের ঘরে চলে এল নবকুমার। হাত-মুখ ধুয়ে পাজামা পরে বিছানায় শুতেই মন্দাক্রান্তার মুখ, শরীর ভেসে উঠল চোখের সামনে। শেফালি-মায়ের মতো বোধহয় মন্দাক্রান্তাও তাকে ভালোবেসে

ফেলেছে। তার কুষ্ঠিতে লেখা আছে সে মানুষের ভালোবাসা সহজেই পাবে। কিন্তু মন্দাক্রান্তা একদম আলাদা। মনে হয়, সবসময় যদি ওর পাশে থাকা যেত।

খঞ্জনির আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। দূর থেকে এগিয়ে আসছে গান। লুকিয়ে বিছানা থেকে নেমে জানলায় গিয়ে দাঁড়াল নবকুমার। সেই বয়স্ক মানুষেরা গান গাইতে-গাইতে হাঁটছেন, 'রাই জাগো রাই জাগো, শুকসারি বলে—।'

চোখের আড়ালে চলে গেলেন ওঁরা। নবকুমারের মনে হল, বুক জুড়িয়ে গেল।

দাঁত মাজার পরে চেয়ারে বসতেই মুক্তো নিয়ে এল এক বান্ডিল কাগজ। সামনে রেখে বলল, 'নাও, বাসি খবর সারাদিন ধরে গেল। চা আনছি।'

মুক্তো চলে গেলে নবকুমার কাগজগুলো গুছিয়ে নিল।

দুপুরের মধ্যে পড়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। জলখাবার দেওয়ার সময় আজকের কাগজটাও দিয়ে গিয়েছিল মুক্তো। প্রথম পাতায় বড় অক্ষরে ছাপা হয়েছে, আজ বাংলা বনধ। তার নীচে 'নন্দীগ্রামে আগুন জ্বলছে। আরও মৃত্যুর আশঙ্কা। বনধ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে অ্যাম্বুলেন্স, হাসপাতাল, খবরের কাগজ, দমকল।'

আজকের খবরটা পড়ে ফেলার পর মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল তার। শিল্প স্থাপিত না হলে দেশের উন্নতি হবে না, একথা সত্যি। কিন্তু শিল্পের জন্যে জমি দরকার। এই দেশে চাষ হয় না এমন জমি অনেক রয়েছে। সেগুলো বন্দর এবং এয়ারপোর্ট থেকে অনেকদূরে। তাই কৃষকদের কাছে আবেদন করা হয়েছিল, তারা প্রয়োজনীয় জমি যেন সরকারকে বিক্রি করে দেন। কৃষকদের অধিকাংশই রাজি হননি। প্রথম কথা, ওই জমিতে তাঁরা তিনবার চাষ করেন, দ্বিতীয়ত পিতৃপুরুষের সূত্রে পাওয়া জমির মালিকানা তাঁরা হাতছাড়া করতে চান না। তৈরি হয়ে গেল জমিরক্ষা কমিটি।

সরকার আলোচনার পথে না গিয়ে, ধৈর্য ধরে তাঁদের না বুঝিয়ে সংঘর্ষের পথে গেলেন। পুলিশ অকারণে মহিলা এবং শিশুদের পেছন থেকে গুলি করে মারল। মাথা দোলাল নবকুমার। ঠিক হয়েছে। বনধ ডাকা উচিত কাজ হয়েছে। যদি এই ঘটনা তাদের গ্রামে ঘটত? কিন্তু বনধ ডেকে এই সমস্যার সমাধান হবে? ওই নির্দোষ নিহতরা কি প্রাণ ফিরে পাবে? অথবা কৃষকরা কি তাঁদের জমি রক্ষা করতে পারবেন? যদি পারেন তাহলে শিল্পের উন্নতি কী করে হবে? খবরের কাগজ পড়ে নবকুমারের মনে হচ্ছিল, যদি মুখ্যমন্ত্রী এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনও পূর্ব শর্ত না রেখে আলোচনায় বসতেন তাহলে একটা পথ খুঁজে পাওয়া যেত। কিন্তু দু-পক্ষই যেভাবে শর্ত আঁকড়ে আছেন তাতে পথ খোঁজার ইচ্ছে আদৌ আছে কি না তাতে সন্দেহ হচ্ছে।

সকাল থেকে ওই খবরগুলোর সঙ্গে বাস করে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল নবকুমারের। বিকেলে মাস্টারদাকে দেখে অবাক হল সে।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি এলে কী করে? আজ তো সব বনধ?'

'পা গাড়িতে। এমন কি দূর? তোর খবর কী?'

'ভালো।'

'কীরকম ভালো?'

'কাল স্টুডিওতে যেতে হবে রিহার্সাল দিতে।'

'তার মানে তো কাজ পাকা?'

'হ্যাঁ।'

'চরিত্রটা কীরকম? সিরিয়াস?'

'জানি না। শুনেছি খুব নিরীহ। মানে সাহেব বিবি গোলামের ভূতনাথ, অভয়ের বিয়ের অভয়। ভূতনাথকে আমি দেখেছি, অভয় কে তা জানি না।'

'কিছু ভাবিস না। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যাত্রাটা তুই দেখেছিস? হ্যাঁ। ঠাকুর কীভাবে হাঁটতেন মনে আছে?' বলে মাস্টারদা ঘরের ওপাশে গিয়ে হাঁটাটা দেখাল।

হেসে ফেলল নবকুমার।

'হাসছিস কেন? বেশি সরল মানুষ এইভাবেই হাঁটে।' মাস্টারদা বলল, 'তুই ডায়লগগুলো নিয়ে আয়, আমি ফাটাফাটি অভিনয় শিখিয়ে দেব।'

'ঠিক আছে।' কথা ঘোরালে নবকুমার, 'যাত্রার খবর কী?'

'খারাপ। নিরুপমাদির চাকরি গিয়েছে।'

'সেকী?'

'একদম মনে রাখতে পারে না সংলাপ। সুধাময়দা আর ম্যানেজ করতে পারল না। কানেও কম শুনছে।'

'এখন কী করে ওর চলবে?'

মাস্টারদা তাকাল, 'শোনো নবকুমার। এই পশ্চিমবাংলায় হাজার-হাজার মানুষ রোজগার না থাকা সত্ত্বেও বেঁচে আছে। কীভাবে বেঁচে আছে, জানতে চেও না। জানলে পাগল হয়ে যাবে। এই যে রাস্তাঘাটে এত লোক হাঁটে তাদের কজন দিনে একটাকার মুড়ি খেয়ে আছে, কেউ বুঝতে পারবে? কাল কখন আসব?'

'কেন?'

'আরে, স্টুডিওতে তোর একা যাওয়া ঠিক হবে না। নায়করা কখনও একা ঘোরে না। আমিও তোর সঙ্গে যাব। লোকে যদি ভাবে, আমি তোর চামচে তা ভাবুক। কিন্তু আমাকে একটা চান্স পাইয়ে দিস।'

মাস্টারদা বেরিয়ে গেল। ওকে নিয়ে যাওয়াটা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছিল না নবকুমার। সে জানলায় এল। আশ্চর্য! কখন সোনাগাছি আবার তার নিজস্ব চেহারায় ফিরে গিয়েছে সে টেরই পায়নি। আলো জ্বলছে। রিকশা চলছে, বেলফুল বলে হেঁকে গেল ফুলওয়ালা। রাস্তার ওপাশের বাড়ির দরজায় ক'টা মেয়ে সেজেগুজে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু বনধ তো চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে। সেই সময়সীমা শেষ হতে তো আজকের রাতটা চলে যাওয়ার কথা।

'বিদেয় হয়েছে শেষ পর্যন্ত!' মুক্তো ঘরে এল।

'মুক্তোদি, বনধ উঠে গিয়েছে?'

'না তো।'

'তাহলে সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে কী করে?'

'যারা বনধ ডেকেছিল, তারা দুপুর অবধি চলার পর খুশি হয়ে ঘোষণা করেছে বনধ সার্থক। কিন্তু যারা বনধ চায় না সেই পার্টি শাসিয়ে গিয়েছে বিকেলের পর যদি বনধ চলতে থাকে তাহলে এ-পাড়ার কোনও মেয়েকে কাল থেকে ব্যাবসা করতে দেওয়া হবে না। ও পক্ষকে সকালে খুশি করা হয়েছে, এ-পক্ষকে এখন করা হচ্ছে। তবে স্বাভাবিক নয় গো, স্বাভাবিকের মতো হয়েছে।' মুক্তো বলল।

'মানে?'

'খদ্দের কোথায়? কে আসবে? রাস্তায় বাস গাড়ি তো নেই। ট্যাক্সিও চলছে না। তা সত্ত্বেও যদি কেউ আসে সেই আশায় দাঁড়িয়ে আছে ওরা। হ্যাঁ, যে জন্যে এসেছিলাম, মা ডাকছে তোমাকে।' মুক্তো বলল।

শেফালি-মায়ের ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল নবকুমার। চেয়ারে নয়, একটা মোড়ায় বসে কথা বলছে ইতি। ও এখানে কেন?

শেফালি-মা বললেন, 'এসো। বড়বাবু আমার শর্ত মেনে নিয়েছেন। এই বয়সে আবার যাত্রা করতে যেতে হবে। আগে মুক্তো আমার সঙ্গে যেত। জিনিসপত্র হাতে-হাতে এগিয়ে দেওয়া, সবকিছু খেয়াল রাখার কাজটা ও করত। এখনও ওরও বয়স হয়েছে, এই সংসার সামলাচ্ছে। দু-দিক পেরে উঠবে না। তাই ইতিকে কাজটা দিচ্ছি।'

নবকুমার চুপ করে থাকলেও অনেক প্রশ্ন কিলবিলিয়ে উঠল মনে।

শেফালি-মা হাসলেন, 'ও তো সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরোনো কাজটা করবে না। মরে গেলেও না। ওর বাড়িওয়ালি ছাড়ছিল না। যে গুন্ডাগুলো তোমাকে মেরেছিল তারাই বাড়িওয়ালিকে রাজি করিয়েছে ছেড়ে দিতে। বোধহয় তোমাকে ওরা এখন পছন্দ করছে। দুর্বারের সঙ্গেও আমার কথা হয়েছে। ওরাও খুব খুশি। তাই ইতি আমাদের সঙ্গে ভবানীপুরের বাড়িতে যাবে।'

মাথা নাড়ল নবকুমার।

ইতি বলল, 'মা, ওঁর বোধহয় পছন্দ নয়—।'

শেফালি-মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার আপত্তি আছে?'

নবকুমার বলল, 'আপনি যা স্থির করেছেন তা তো না ভেবে করেননি। ও থাকলে আপনার নিশ্চয়ই উপকার হবে। তাহলে আমি কেন আপত্তি করব?'

'এই তো, হল?' শেফালি-মা তাকালেন ইতির দিকে।

আর সেই সময় দূরে প্রচণ্ড শব্দে বোম ফাটতে লাগল। পরপর অনেকগুলো। বাইরে লোকজনের চিৎকার শুরু হল। মুক্তো ঘরে ঢুকে উত্তেজিত গলায় বলল, 'বোমাবাজি শুরু হয়ে গিয়েছে। সবাই দরজা বন্ধ করছে। এই মেয়েটাকে এখন ফিরে যেতে দিও না।'

বিয়াল্লিশ

মিনিটদশেক পরে পাড়াটা শান্ত হয়ে গেল। কোথাও কোনও শব্দ নেই। নিজের ঘরে ফিরে এসে জানলায় দাঁড়িয়েছিল নবকুমার। বোমার আওয়াজ কী ভয়ঙ্কর! এখনও কানের ভেতর সেই শব্দ যেন লেগে আছে।

রাস্তা জনশূন্য। সন্ধের মুখে যারা সেজেগুজে দাঁড়িয়েছিল তারা উধাও। সব দরজা বন্ধ। আলো নিভে গিয়েছে। মনে হচ্ছিল চারপাশে কোনও মানুষ নেই। এত তাড়াতাড়ি সবকিছু পালটে গেল ওই বোমার শব্দ শুনে! কারা বোমা ফাটাল? অত আওয়াজের বোমা তারা কোথায় পেল? নিশ্চয়ই কিনতে পাওয়া যায়। তাহলে যারা বিক্রি করে তাদের পুলিশ ধরে না কেন? জানলা থেকে সরে এল নবকুমার।

রাতের খাবার নিয়ে এল মুক্তো, 'তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ো।'

'এখনই খাব?'

'তাহলে ঢেকে রাখি। যখন ইচ্ছে হবে খেও!'

'বাইরেটা অদ্ভুত চুপচাপ হয়ে গিয়েছে।' নবকুমার বলল।

'কতক্ষণ! বড় জোর আধঘণ্টা। তারপর দেখবে আগের মতো হয়ে যাবে। নীচের মেয়েরা শুনেছে একটা লোক নাকি খুন হয়েছে। পুলিশ বডি নিয়ে চলে গেলে ভয় কেটে যাবে।' মুক্তো বলল।

'লোকটাকে খুন করতে এসেছিল?'

'মাস্তানদের ব্যাপার। খেয়ে নিও।' মুক্তো চলে গেল।

তাহলে একটা মাস্তানকে খুন করতে কিছু মাস্তান বোমা মেরেছে। নবকুমার ভাবল, আচ্ছা, এই কলিকাতায় কত মাস্তান আছে? পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরে পুলিশ তো সহজেই তাদের একটা তালিকা তৈরি করতে পারে। তারপর তাদের বলতে পারে, হয় মাস্তানি ছাড়ো, নয়তো তোমাদের সুন্দরবনের ওপাশে কোনও নির্জন দ্বীপে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। দেখা যেত, কোনও পাড়ায় আর কেউ মাস্তানি করছে না। সুন্দরবনে গিয়ে বাঘ এবং কুমিরের সঙ্গে তো মাস্তানি করা যাবে না।

মুক্তোর কথাই ঠিক হল। খেয়ে নিয়ে হাতমুখ ধুয়ে বেরিয়ে আসতেই রিকশার ঠুনঠুন শব্দ কানে এল। একটা মেয়ে হেসে কাউকে কিছু বলল। দ্রুত জানলায় গিয়ে অবাক হয়ে গেল নবকুমার। রাস্তায় আলো জ্বলছে। মেয়েরা আগের মতো দরজায় দাঁড়িয়ে গল্প করছে। যেন কিছুই হয়নি এখানে।

একটু পরে মুক্তো এল থালা গ্লাস নিয়ে যাওয়ার জন্যে, 'যাক খেয়ে নিয়েছ। মা তোমাকে একবার যেতে বলল।'

নবকুমার শেফালি-মায়ের ঘরে এল। ইতি তখনও মোড়ায় বসে রয়েছে।

শেফালি-মা বললেন, 'রাস্তাঘাট নাকি এখন স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে। তাই শুনে এই মেয়েটা ফিরে যেতে চাইছে। মুক্তোকে বলেছি ওকে পৌঁছে দিয়ে আসতে। তুমিও সঙ্গে যাও।'

ইতি মুখ তুলল, 'না, না। আমার কিছু হবে না, আমি একাই যেতে পারব। এইটুকু তো পথ, কোনও অসুবিধে হবে না।'

শেফালি-মা ধমকালেন, 'এই মেয়ে, চুপ করো। যদি কিছু হয়ে যায়, তাহলে লোকে বলবে সব জেনেও আমি তোমাকে একা পাঠালাম কী করে?'

'আমার জন্যে ওঁরাও তো বিপদে পড়তে পারেন।'

'মুক্তোর যথেষ্ট বয়স হয়েছে। আর সঙ্গে একজন ছেলে থাকলে ফেরার সময় মুক্তোর একা লাগবে না। যাবে তুমি?' প্রশ্নটা যেহেতু নবকুমারকে তাই সে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

তাড়াতাড়ি পোশাক বদলে এল নবকুমার। এ-বাড়ির নীচের মেয়েদের দুজন দরজায় দাঁড়িয়েছিল। তারা অবাক হয়ে ওদের বেরোতে দেখল। মুক্তো এবং ইতি এগিয়ে যাচ্ছিল, পেছনে নবকুমার। রাস্তার ডানদিক চেপে হাঁটছিল ওরা।

মন্দিরের কাছে পৌঁছে ডানদিকে ঘুরতে হবে ওদের। নবকুমার দেখতে পেল বাঁ-দিকের একটা রাস্তায় মানুষেরা ভিড় করে আছে। মুক্তো বলল, 'চলো, চলো, ওসব দেখতে হবে না।'

ইতিকে ওর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে ফিরছিল ওরা। মোড়ের কাছে আসতেই একজন চিৎকার করল, 'সরে যাও, সরে যাও, পুলিশ আসছে।' সঙ্গে-সঙ্গে ভিড়টা পাতলা হয়ে মিলিয়ে গেল। নবকুমার দেখতে পেল একটা লোক ফুটপাথ ঘেঁষে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। দূর থেকে ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে না। মুক্তো বলল, 'হাঁ করে কী দেখছ? চলো।'

'এই যে গুরু! তুমি এখন এখানে?'

নবকুমার তাকিয়ে দেখল ছেলেটাকে। একসময় যার সঙ্গে মারপিট হয়েছিল, এখন বন্ধুর মতো আচরণ করছে। সে বলল, 'আমরা ইতিকে পৌঁছে দিতে এসেছিলাম।'

'কেসটা দেখেছ?'

'কোন কেস?'

'ওই যে শুয়ে আছে। দুই পার্টির মধ্যে লড়াই হচ্ছিল যখন, তখন কী দরকার ছিল ওর ওখান দিয়ে যাওয়ার?' ছেলেটা জিভে শব্দ করল।

'লোকটা কি মাস্তান ছিল?'

'না-না। এ পাড়ায় কেন এসেছিল, ও-ই জানে। কাস্টমার নয়। বোমাটা পড়ল ওর পাশে আর ও লটকে গেল।'

'কিন্তু লোকটা তো বেঁচে থাকতেও পারত। ওকে কেউ হাসপাতালে নিয়ে যায়নি কেন? বোমার শব্দ তো অনেক আগে হয়েছিল, এতক্ষণ পড়ে আছে।' নবকুমার বলল।

'কে নিয়ে যাবে? পাগল। যে ওকে ছোঁবে পুলিশ তার বারোটা বাজিয়ে দেবে। খবর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সোনাগাছির রাস্তায় বডি পড়ে থাকলে যখন সময় হয় তখন পুলিশ আসে।' ছেলেটা বলল।

মুক্তো ধমকালো, 'তুমি যাবে কি না?'

ছেলেটা বলল, 'আরে ঘাবড়াচ্ছ কেন মাসি, আমি তো আছি।'

'কেমন আছ তা জানি। পুলিশ দেখলেই লেজ তুলে পালাবে।'

এইসময় একটা পুলিশের ভ্যান এসে শরীরটার পাশে দাঁড়াল। তখন ওই জায়গায় কোনও মানুষ নেই। দুজন সেপাই ভ্যান থেকে নেমে চারপাশে তাকাল। এত দূরে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করার ইচ্ছা বোধহয় তাদের হল না। ড্রাইভারের পাশে বসা অফিসার নীচে নামলেন না। তাঁর নির্দেশেই সম্ভবত ওরা শরীরটাকে তুলল। তুলতেই এতদূর থেকেও নবকুমারের মনে হল কীরকম চেনা-চেনা লাগছে। ধন্দে পড়ল সে। তারপর ছেলেটাকে বলল, 'লোকটাকে একটু দেখতে চাই। যাবে?'

ছেলেটা বলল, 'না। গেলে তোমাকেও ভ্যানে তুলবে। কে না কে লোক তাকে দেখতে চাইছ কেন?'

'ওকে কোথায় নিয়ে যাবে?'

'প্রথমে থানায়, তারপরে মর্গে।'

'থানায় গেলে দেখা যাবে?' নবকুমার দেখল ভ্যানটা বেরিয়ে গেল।

ছেলেটা ভাবল, 'ওখানে গেলে অবশ্য তেমন ভয় নেই। আচ্ছা, চলো।'

মুক্তো চেঁচিয়ে উঠল, 'একী? তুমি হঠাৎ এইসময় থানায় যাবে কেন? শেফালি-মা খুব রাগ করবেন। কে-না-কে মারা গিয়েছে আর তুমি তাকে দেখতে যাচ্ছ?'

'আমার মনে একটা সন্দেহ এসেছে। না দেখে থাকতে পারব না। তুমি শেফালি-মাকে বলবে, আমি ফিরে এসে সব জানাব।' পা বাড়াল নবকুমার।

পুলিশ ভ্যান চলে যাওয়ার পরে জায়গাটা একদম স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে। এই রাত্রেও একটা ট্যাক্সি ঢুকল গলির ভেতর।

'তোমার পকেটে মাল আছে গুরু?' হাঁটতে-হাঁটতে ছেলেটা জিজ্ঞাসা করল। খেয়াল হল নবকুমারের। ইতিকে পৌঁছে দিতে সে টাকা নিয়ে বেরুবার কথা ভাবেনি। মাথা নাড়ল নবকুমার।

'এই রে! অনেকটা হাঁটতে হবে তাহলে। নইলে এই ট্যাক্সিটা ধরা যেত।'

'এখন বনধ নেই?'

'সকালে শুরু হয়েছিল, এখন সব বনধ আলগা হয়ে গিয়েছে।'

একটা রিকশাওয়ালাকে পাকড়াও করল ছেলেটা, 'অ্যাই, থানায় যাব আর আসব, কত নিবি?'

রিকশাওয়ালা যা বলল তা শুনে ছেলেটা হাসল, 'তাহলে যাব আর তোর রিকশায় আসব না। তোকে থানায় ঢুকিয়ে দেব।'

দরাদরি করে রিকশায় উঠল ছেলেটা। পাশে বসে নবকুমার বলল, 'বাড়িতে ফিরে এসে ভাড়াটা দিলে হবে না?'

'কেন হবে না! ওটা আমি ম্যানেজ করে দেব। কিন্তু গুরু, দূর থেকে বডি দেখে তুমি হঠাৎ খেপে গেলে কেন?'

রিকশা ছুটছিল। হাওয়া লাগছিল শরীরে। নবকুমার মাথা নাড়ল, 'হয়তো আমি ভুল করছি।

যদি ভুল করি তাহলে আমি খুব খুশি হব।'

'ভুল করলে খুশি হবে? যাঃ শালা! এরকম কথা জিন্দেগিতে শুনিনি। লোকটাকে তুমি চিনতে পেরেছ?' ছেলেটা সিগারেট ধরাল।

'না। কিন্তু—।'

ছেলেটা আর কথা বাড়াল না।

এখন অনেক রাত। কলকাতার রাস্তা এত শুনশান সাধারণত থাকে না। বনধ-এর জন্যে বাস ট্যাক্সি না বের হওয়ায় রাতের কলকাতা ঘুমোচ্ছে। তাই শূন্য পথ দিয়ে রথের মতো ছুটে এসে থানার সামনে থামল রিকশা। দুটো ভ্যান এবং একটা জিপ দাঁড়িয়ে আছে।

ছেলেটা বলল, 'থানায় ঢুকবে না।'

'তাহলে?'

'একটু দেখা যাক।' উলটোদিকের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ওরা দেখল, থানায় কোনও ব্যস্ততা নেই। একটা সেপাই এগিয়ে এল। তখনও খোলা সিগারেটের দোকান। এসে বলল, 'থানার সামনে বলে সারাদিন খোলা রেখে বেশ ব্যাবসা করলি।'

দোকানদার বলল, 'ধুর! কাস্টমার কোথায়? বসে মাছি তাড়াচ্ছি। নিন।'

সিগারেট এগিয়ে দিল দোকানদার। পাশে ঝোলানো নারকেল দড়ির আগুনে সিগারেট ধরিয়ে সেপাই বলল, 'শালা, মরার আর সময় পেল না।'

'কে?' দোকানদার তাকাল।

'আমি জানব কী করে? সোনাগাছির রাস্তায় যার ডেডবডি পড়ে থাকে তার পরিচয় জানার কী দরকার।'

'কীভাবে মারা গেল দত্তদা?'

'বোম খেয়েছে। সমাজবিরোধী। শালা এখন মর্গে ছুটতে হবে।' সিগারেট টানতে-টানতে লোকটা বলল।

কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল ওরা। ছেলেটা নীচু গলায় নবকুমারকে বলল, 'আমি যা বলব তুমি তাতে সায় দেবে। বুঝলে?'

নবকুমার কিছু বলার আগে ছেলেটা এগিয়ে গেল। সেপাই-এর সামনে গিয়ে বলল, 'নমস্কার। আপনি কি দত্তদা?'

সেপাই অবাক হল, 'হ্যাঁ। কী ব্যাপার?'

'জগৎদা আপনার কাছে আমাদের পাঠাল।'

'জগৎদা?'

'আমাদের পার্টির।'

'ও হ্যাঁ। জগৎদা আমার কাছে আপনাদের পাঠাল? কী ব্যাপার?'

'জগৎদা বললেন, বড়সাহেবদের কাছে যাওয়ার দরকার নেই। তোরা দত্তদার কাছে যা।' ছেলেটা হাসল।

'ও। তা সমস্যা কী?'

'ওই যে, ওর নাম বাবু। ওর মা খুব কান্নাকাটি করছে। ওর দাদা আজ সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল আর ফেরেনি।'

'তা আমি কী করব? ভেতরে গিয়ে ডায়েরি করো।'

'তাই করত ও। কিন্তু একটু আগে একজন এসে বলল, ওর দাদা মার্ডার হয়ে গিয়েছে। মাকে খবরটা দিইনি। জগৎদা বললেন, সত্যি কি না আপনার কাছ থেকে কনফার্ম করতে।'

'মার্ডার? কোথায় মার্ডার হয়েছে? সোনাগাছিতে?'

'তা জানি না।' ছেলেটা ঘুরে দাঁড়াল, 'এই, তোর দাদা কি সোনাগাছিতে যেত? সত্যি কথা বল।'

নবকুমার ঘাবড়ে গিয়ে মাথা নেড়ে না বলল।

সেপাই সিগারেট মাটিতে ফেলে বলল, 'একটাই মার্ডার হয়েছে। সোনাগাছিতে ডেডবডি পাওয়া গিয়েছে।'

'তার নাম কী?'

'নাম জানি না। ওই গাড়িতে বডি আছে এখনও। দরজা খুলে চটপট দেখে নাও। সাহেবরা যেন না দ্যাখে। জগৎদা পাঠিয়েছে বলে—।' কথা শেষ করল না সেপাই।

ছেলেটা ইশারায় ডাকল নবকুমারকে। যে ভ্যানটার দিকে তারা এগিয়ে যাচ্ছিল সেটা নয় পরেরটা, জানিয়ে দিল সেপাই পেছন থেকে। দরজাটা টানতেই খুলে গেল। ভেতরটা অন্ধকার।

ছেলেটা বলল, 'মুখ দেখা যাচ্ছে না দত্তদা।'

সেপাই উঠে গেল ভ্যানের ভেতরে। পকেট থেকে লাইটার বের করে আলো জ্বালল লোকটা, 'দেখে নাও।'

দেখা মাত্রই অসাড় হয়ে গেল নবকুমার। পাজামা পাঞ্জাবি পরা ছোটখাটো চেহারা দেখে দূর থেকে তার সন্দেহ হয়েছিল। এখন ভ্যানের মধ্যে পড়ে থাকা রক্তাক্ত এই শরীরটা তাকে বলল, সে ভুল করেনি। ছিটকে সরে গিয়ে রাস্তায় উবু হয়ে বসে পড়ল সে। এবং তখনই শরীর কাঁপিয়ে কান্না ছিটকে উঠল গলা দিয়ে।

কিন্তু তাকে টানতে লাগল ছেলেটা। ভ্যান থেকে সেপাই বেরুনোর আগেই তাকে টেনে নিয়ে এল রিকশাওয়ালার কাছে। জোর করে তাকে তুলে সে রিকশাওয়ালাকে বলল, 'জলদি চালাও।'

ছুটল রিকশা। ছেলেটা ধমকাল, 'তুমি কি পাগল! লোকটা তোমার চেনা জানলে পুলিশ তোমায় কী হয়রানি করবে তা বুঝতে পারছ না? কে হয় তোমার?'

'কেউ না।' গলা জড়িয়ে গেল নবকুমারের।

'তাহলে কাঁদছ কেন?' ঝাঁঝিয়ে উঠল ছেলেটা।

ঢোক গিলল নবকুমার। মাস্টারদা মরে গেল? তার কাছ থেকে বেরিয়ে মানুষটা মরে গেল!

তেতাল্লিশ

মাস্টারদার শরীর পড়ে আছে ভ্যানে, অথচ সে ফিরে যাচ্ছে সোনাগাছিতে।

কিন্তু ছেলেটি তাকে বোঝাল, এখন নবকুমারের কিছু করার নেই। আহত হয়ে বেঁচে থাকলে অনেক কিছু করা যেত, বাঁচানোর চেষ্টা করতে নবকুমার ঝুঁকি নিতে পারত। কিন্তু লোকটা যখন বেঁচে নেই, তখন আর কী করতে পারে সে? থানায় গিয়ে যদি বলে, ওই মৃতদেহ তার পরিচিত তাহলেও লাশ মর্গে নিয়ে যাবে, পোস্টমর্টেম হবে। আর পুলিশ রগড়াবে নবকুমারকে। তার কোনও কথাই বিশ্বাস করতে চাইবে না। তার চেয়ে কাল সকাল হলে ভেবেচিন্তে লোকটার পরিচিত মানুষদের নিয়ে থানায় আসাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

রিকশা ছুটছিল। হঠাৎ কেঁদে উঠল নবকুমার। মাস্টারদার মুখ, কথাগুলো মনে আসতেই কান্না ছিটকে বের হল। ছেলেটা চুপ করে থাকল।

সোনাগাছিতে ঢুকে রিকশাওয়ালা দাঁড়িয়ে গেল। রিকশা থেকে নেমে ছেলেটা জিজ্ঞাসা করল,

কত দিতে হবে? রিকশাওয়ালা মাথা নাড়ল, কী বলব? আপনার যা ইচ্ছে তাই দিন।

ছেলেটা পকেট থেকে একটা কুড়ি টাকার নোট বের করে লোকটার হাতে দিয়ে নবকুমারকে বলল, 'তুমি চলে যাও। কাল সকালে তোমার সঙ্গে দেখা হবে। আচ্ছা চলো, তোমাকে এগিয়ে দিচ্ছি।'

'না-না। আমি একাই যাচ্ছি।' নবকুমার হাঁটতে লাগল।

ছেলেটা ডাকল, 'শোনো।'

নবকুমার দাঁড়াল। ছেলেটা কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'একটু মাল খাবে? মাল খেলে তোমার কষ্ট কমে যাবে। ঘুম আসবে।'

মাথা নাড়ল নবকুমার।

এখন মধ্যরাত পেরিয়ে গিয়েছে। সোনাগাছি গ্রামের রাস্তার মতো নিস্তব্ধ। বাড়ির দরজা বন্ধ। সে শব্দ করতে একটি মেয়ে এসে খুলে দিল, 'কে মারা গিয়েছে?'

জবাব না দিয়ে ওপরে উঠে আসতেই মুক্তো দেখা দিল, 'শেফালি-মা তোমার জন্যে জেগে বসে আছে।'

ঘরে ঢুকতেই শেফালি-মা কিছু বলতে গিয়েও সামলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে?'

'মাস্টারদা মরে গিয়েছে।'

'অ্যাঁ? চমকে গিয়েছে শেফালি-মা।

'ওর শরীর থানায় নিয়ে গিয়েছে। কাল সকালের আগে কিছু করা যাবে না।'

'তুমি থানায় গিয়ে নিজের চোখে দেখে এসেছ?'

নিঃশব্দে মাথা নাড়ল নবকুমার।

'কী করে এসব হল?'

'আমার সঙ্গে দেখা করে ফেরার সময় বোমাবাজির মধ্যে পড়েছিল বোধহয়। বিনা দোষে মরে গেল মানুষটা। উঃ! আমাকে মাস্টারদা কলিকাতায় নিয়ে এসেছিল। থাকায় জায়গা, চাকরি সব তার জন্যে পেয়েছি। সেই মানুষটা দুম করে কোনও কারণ ছাড়াই মরে গেল।'

পাথরের মতো বসেছিলেন শেফালি-মা। হঠাৎ দরজার ওপাশে কান্নার শব্দ উঠল। মুক্তো কাঁদছে। অবাক হয়ে গেল নবকুমার। যেভাবে মাস্টারদার সঙ্গে মুক্তো কথা বলত তাতে মনে হত দু-চক্ষে দেখতে পারে না ওকে। অথচ এখন সে ডুকরে-ডুকরে কাঁদছে। এই কান্নাটা বিন্দুমাত্র বানানো নয়।

শেফালি-মা বললেন, 'কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। যাও শুয়ে পড়ো।'

অন্ধকার ঘরে চুপচাপ বসেছিল নবকুমার। এই ঘরে এসে মাস্টরদা তার কাছে কত কথা বলে গিয়েছে। প্রথম-প্রথম অভিভাবকের মতো ব্যবহার করত, শাসন করত। শেষের দিকে তাকে সাহায্যের জন্যে অনুনয় বিনয় করত। লোকটার বাড়িতে কে-কে আছে তা কখনও জিজ্ঞাসা করা হয়নি। যদি স্ত্রী সন্তান থাকে তাহলে তাদের খবর দেওয়া দরকার। কীভাবে দেবে? তাহলে কাল সকালেই দেশে যেতে হয়। হঠাৎ মনে হল, বড়বাবুর গদিতে নিশ্চয়ই মাস্টারদার ঠিকানা আছে। মাস্টারদা বলেছিল, তাকে চিঠি পাঠিয়ে ডেকে আনা হয়েছিল।

যারা বোমা ছুঁড়েছিল তারা মাস্টারদাকে চেনে না, শত্রুতা নেই। তা সত্ত্বেও ওর শরীরে বোমা ছুড়ে মারল কেন? যে মেরেছে তার শাস্তি হওয়া দরকার। এ পাড়ার মানুষরা নিশ্চয়ই হামলাকারীদের চেনে। নবকুমার ঠিক করল, কালই এ ব্যাপারে খোঁজখবর করবে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। গানের শব্দে ঘুম ভাঙল। তখনও ভালো করে আলো ফোটেনি।

সেই প্রভাতফেরীর দল গান গাইতে-গাইতে যাচ্ছে। কিন্তু আজ গানের লাইন বদলে গিয়েছে। দুজনের গলায় গান বাজছে। জানলায় গেল নবকুমার। আজ যেন দলটা একটু বড় হয়েছে। দুজন বয়স্ক মানুষ গাইছেন, 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা—।'

এই গান তারা স্কুলে প্রার্থনার সময় গাইত। সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ে গেল, আজ পঁচিশে বৈশাখ। ইতি বলেছিল ভোরবেলায় ট্রামস্টপে দাঁড়িয়ে থাকবে। তাকে নিয়ে যাবে জোড়াসাঁকোয়। কিন্তু মাস্টারদা এখন মর্গে শুয়ে আছে। তার পক্ষে কোথাও যাওয়া অসম্ভব।

মুখ ধুয়ে সে বাইরে এসে দেখল শেফালি-মায়ের দরজা তো বটেই, মুক্তো যে ঘরে শোয় তার দরজাও খোলেনি। একটু ইতস্তত করল নবকুমার। ইতি নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে আছে ট্রামস্টপে। ওকে খবরটা দেওয়া দরকার। নেমে এল নবকুমার।

এ-বাড়ির সদর দরজা এখনও খোলা হয়নি। নবকুমার আজ প্রথম সেটা খুলল। রাস্তায় লোকজন নেই। হাঁটতে-হাঁটতে মোড়ের মাথায় পৌঁছে সে তাকাল মুখ ঘুরিয়ে। মাস্টারদা যেখানে পড়েছিল সেখানে এই কাকভোরে এক ফুলওয়ালা বসেছে ফুল নিয়ে। ওপাশের মন্দিরে ঢোকার আগে লোকে ওর কাছ থেকে ফুল কিনবে।

চিৎপুরে পৌঁছেই ইতিকে দেখতে পেল নবকুমার। কী আশ্চর্য, ইতি আজ সাদা শাড়ি পরে এসেছে। একেবারে পালটে গিয়েছে ওর চেহারা। চুল বেঁধেছে টানটান করে। তাকে দেখে হেসে বলল, 'এমন কিছু দেরি হয়নি।'

নবকুমার গম্ভীর মুখে বলল, 'আমার আজ যাওয়া হবে না।'

'কেন?'

'আমাকে এখানে যিনি এনেছিলেন, তাকে কাল রাত্রে গুন্ডারা বোমা মেরে খুন করেছে। আমার সঙ্গে দেখা করে ফিরে যাওয়ার পথে তিনি খুন হন। পুলিশ ওঁর শরীর নিয়ে গিয়েছে। আজ থানায় গিয়ে সেই শরীর ছাড়িয়ে শ্মশানে নিয়ে যেতে হবে। ওঁর বাড়িতে খবর দিতে হবে। বুঝতেই পারছ, আমার মন খুব খারাপ হয়ে আছে। আমি ভাবতেই পারছি না।'

'কাল এখানে একজন বোমায় মারা গিয়েছে। তিনি—?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু সকাল ন'টার আগে থানায় গেলে কেউ কোনও কথাই বলবে না।'

'তাই?'

'হ্যাঁ। এভাবে কেউ মারা গেলে শুনেছি পুলিশের ডাক্তার কাটাছেঁড়া করে দেখে তারপর বডি দেয়। তার জন্যেও অনেক সময় লাগবে।'

'আমি কী করব? আমি ভাবতেই পারছি না—।'

'উনি কি আপনার আত্মীয়?'

'না। কিন্তু উনি চেয়েছিলেন বলেই আমি এখানে আসতে পেরেছি।'

'তাহলে থাক। চলুন, ফিরে যাই।'

'তুমি যাও। ওখানে যাবে বলে বেরিয়ে ফিরে যাচ্ছ কেন?'

ইতি একটু ভাবল। তারপর বলল, 'একটা কথা বলব?'

'হ্যাঁ।'

'ওখানে গেলে আপনার মন থেকে ভার নেমে যাবে। আধঘণ্টা থেকে না হয় চলে আসবেন।' ইতি মুখ তুলল।

সেইসময় একটা ট্রাম আসছিল বাগবাজারের দিক থেকে।

ইতি বলল, 'চলুন।'

ইতস্তত করল নবকুমার। সে না গেলে যদি ইতির যাওয়া বন্ধ হয় তাহলে খারাপ লাগবে।

সে বলল, 'আমি টাকা নিয়ে বের হইনি।'

ট্রামটা থামতেই ইতি বলল, 'ঠিক আছে। উঠুন।'

এই সাতসকালেই গান ভেসে আসছে গলির ভেতর থেকে। বিরাট লাইন পড়েছে। নবকুমার জিজ্ঞাসা করল, 'লাইনে দাঁড়াতে হবে?'

'যারা বাড়ির ভেতরে ঢুকে দেখতে চায় তাদের জন্যে লাইন। অনেক সময় লাগবে। পাশ দিয়ে চলুন, আমরা বাড়ির বাইরে থাকব।' ইতি হাঁটতে লাগল।

একটা বিশাল প্যান্ডেল। গিজগিজ করছে লোক, এই সময়েই। ওপাশে মঞ্চে একজন গায়ক গাইছেন, 'নয়ন ছেড়ে গেলে চলে, এলে সকল মাঝে—।' নবকুমারের মনে হল এই গান যেন মাস্টারদার উদ্দেশ্যে গাওয়া হচ্ছে। গান শুনতে-শুনতে মন একটু-একটু করে হালকা হয়ে যাচ্ছিল।

নবকুমার লক্ষ করল, পঁচিশে বৈশাখের এই ভোরবেলায় যাঁরা ওখানে এসেছেন তাঁদের পোশাকে রুচি আছে। মহিলারাও কেউ চড়া সাজে সাজেননি। সে বাড়িটার দিকে তাকাল। এই বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থাকতেন। হয়তো সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে তাঁর পা পড়েছিল। সেই ছেষট্টি বছর আগে যিনি চলে গিয়েছেন পৃথিবী থেকে, তাঁর জন্মদিনে মানুষ কেন এভাবে ছুটে আসে?

একের-পর-এক গান কবিতা শিল্পীদের কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছিল।

ইতি জিজ্ঞাসা করল, 'চা খাবেন?'

অবাক হয়ে তাকাল নবকুমার। ইতি বলল, 'ওখানে বিক্রি হচ্ছে।'

মাথা নাড়ল নবকুমার, না। ট্রামের টিকিট ইতি কেটেছে। ফেরার সময়েও কাটবে। ওকে আর খরচ করতে দেওয়া উচিত নয়।

ইতি হাসল, 'আমার খুব ইচ্ছে করছে।'

'গান শুনতে ভালো লাগছে না?'

'কেন লাগবে না? তার সঙ্গে চা খাওয়ার শত্রুতা থাকবে কেন? আসুন।'

বাড়িতে ফেরার পরে মিশ্র ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়েছিল নবকুমার। মাস্টারদার জন্যে যে কষ্ট প্রবল হয়েছিল, সেটা যেন একটু মিইয়ে গিয়েছে। জোড়াসাঁকোর বাড়িটা, শিল্পীদের গাওয়া গান, মানুষের ঢল আর-এক পৃথিবীর দ্বার তার কাছে খুলে দিয়েছে। এ এক অদ্ভুত মন নিংড়ানো অনুভূতি।

সকাল ন'টায় শেফালি-মা তাকে ডেকে বললেন, 'তুমি এখনই গদিতে যাও। বড়বাবু তোমাকে যেতে বলেছেন।'

'বড়বাবু?'

'মাস্টারের খবরটা তাকে এইমাত্র দিয়েছি। যা ব্যবস্থা করার উনি করবেন।'

একটু হালকা লাগল নবকুমারের। শেফালি-মা বললেন, 'যা হওয়ার তা তো এ-পাড়ার মধ্যেই হবে। তুমি দুপুরে বাড়িতে এসে খেয়ে যাবে।'

মাথা নাড়ল নবকুমার।

খারাপ খবর বাতাসের আগে দৌড়ায়। নইলে সকাল সাড়ে-দশটায় গদিতে এত ভিড় জমত না। সবাই জেনে গিয়েছে, নবকুমারের সঙ্গে দেখা করে ফেরার সময় মাস্টার বোমার ঘায়ে মারা

গিয়েছে। সুতরাং সবাই জানতে চাইছিল ঠিক কী ঘটেছে। নবকুমারের যতটুকু জানা ততটুকু তাকে বারবার বলতে হচ্ছিল। একজন জিজ্ঞাসা করল, 'বোমা কি ডাইরেক্ট মাথায় লেগেছিল?'

'আমি দেখিনি। সেখানে আমি ছিলাম না।'

আর একজন বলল, 'কী দরকার ছিল মাস্টারের সোনাগাছিতে যাওয়ার। সোনাগাছির বোমাবাজিতে মারা গিয়েছে একথা তো বাড়ির লোককে বলা যাবে না।'

সাড়ে-দশটায় বড়বাবু গাড়ি থেকে নামলেন। ভিড় তাঁকে রাস্তা করে দিল। নিজের ঘরে ঢুকে তিনি নবকুমারকে ডেকে পাঠালেন।

আবার ওই এক প্রশ্ন, একই উত্তর দিল নবকুমার।

'তুমি ওর বাড়ির লোকদের চেনো?'

'না।'

'তোমার সঙ্গে পরিচয় কী করে হয়েছিল?'

'আমাদের গ্রামের স্টেশনের চায়ের দোকানে।'

'হুঁ। আমাদের কাছে যে ঠিকানা আছে, তার থানায় খবর পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে বাড়ির লোক খবরও পেয়ে গিয়েছে। ওরা যদি বিকেলের মধ্যে চলে আসে তাহলে—। পুলিশ বিকেলেই বডি ছেড়ে দেবে।' যেন নিজেকেই কথাগুলো বলছিলেন বড়বাবু।

'আমি যাই?'

'অ্যাঁ? হ্যাঁ। সবাইকে বলো, বিকেলে এখানে চলে আসতে। মাস্টারকে নিয়ে শ্মশানে যাবে সবাই।' বড়বাবু বললেন।

'আচ্ছা।'

'ওহো, তুমি আসবে না। তোমার না এলেও চলবে।'

'আমি শ্মশানে যাব না?'

'গিয়ে কী করবে? তোমার তো আজ বিকেলে জরুরি কাজ আছে।'

অবাক হয়ে তাকাল নবকুমার।

'অদ্ভুত ছেলে তো। তোমার তো এন টি ওয়ানে যাওয়ার কথা। যে চলে গিয়েছে, তার দাহ দেখার থেকে যে কাজটা করলে ভবিষ্যতে উপকার হবে, সেটা করা অনেক জরুরি। নবকুমার, আবেগ মানুষকে অন্ধ করে দেয়। তাই সেই আবেগের রাশ না টানলে পতন অনিবার্য। যাও।' বড়বাবু ফোন তুললেন।

নবকুমারের মনে হল সে একটা পুতুল ছাড়া আর কিছু নয়।

চুয়াল্লিশ

'আমি যখন যাত্রায় ঢুকেছিলাম, তখন শশীভূষণবাবুকে বলা হত যাত্রাসম্রাট। ঠিক সময়ে রিহার্সালে আসতেন, শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাড়ি যেতেন না। বলতেন, "একজন পেশাদার অভিনেতাকে একশোভাগ পেশাদার হতে হবে। এই যখন আমার অভিনয় নেই, অন্যে মঞ্চে আছে তখন আড্ডা না মেরে তাদের অভিনয় দেখতে হবে। কারণ, আমি যে পালায় অভিনয় করছি, তার পুরোটাই আমার জেনে রাখা উচিত?" খুব নাম করেছিলেন তিনি। একদিন পাকপাড়ায় আমাদের শো। যে সময়ে আমাদের পৌঁছানোর কথা, তার পনেরো মিনিট পরে এলেন শশীভূষণ। এসে হাতজোড় করে ক্ষমা চাইলেন সবার কাছে। আমরা খুব লজ্জা পেলাম। ওরকম দেরি তো অনেকেরই হয়, কেউ তো তার জন্যে ক্ষমা চাই না। পালা শেষ হল। প্রচুর হাততালি পেলেন শশীভূষণ। তিনি যখন

মেক-আপ তুলছেন তখন একজন লোক এসে ম্যানেজারকে বলল, "জ্যাঠামশাই-এর কত দেরি হবে? আর তো অপেক্ষা করা যাচ্ছে না।" ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করেছিল, "কোথাও যাওয়ার কথা আছে নাকি?" লোকটি বলেছিল, "হ্যাঁ, শ্মশানে। আজ বিকেলে ওঁর একমাত্র ছেলে মারা গিয়েছে। আমরা তাকে নিয়ে শ্মশানে ওঁর জন্যে অপেক্ষা করছি।"

একটানা কথাগুলো বলে তাকালেন শেফালি-মা, 'কিছু বুঝলে?'

অবাক হয়ে গিয়েছিল নবকুমার। ছেলে মারা গিয়েছে অথচ বাবা এসে অভিনয় করছেন? কী করে পারলেন?

শেফালি-মা বললেন, 'অনেকদিন বাদে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। শশীভূষণ বলেছিলেন, "দ্যাখো যে চলে গিয়েছে, সে তো আর ফিরবে না। তার পাশে বসে যদি আমি হা-হুতাশ করতাম লোকে বলত, আহা পুত্রশোকে কাতর হয়েছে লোকটা। কিন্তু যারা পালা দেখবে বলে টিকিট কেটেছিল, উদ্যোক্তরা যে আয়োজন করেছিল, আমি অভিনয় না করলে পালা বন্ধ হয়ে গেলে সেসব ভণ্ডুল হয়ে যেত। মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হত। সবার ওপরে, যে মানুষগুলো দর্শক হয়ে আসেন বলে আমরা অভিনেতারা ধন্য হই, তাদের বঞ্চিত করার কোনও অধিকার আমার নেই। ছেলে চলে গিয়েছে, খুব কষ্ট হয়েছিল সেদিন। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে সেই কষ্টের ওপর ধুলো জমছে। কিন্তু ওই দিনের দর্শকরা অনেকদিন তাঁদের দেখার অভিজ্ঞতার কথা বলবেন।"

একটু থেমে নবকুমারকে দেখে শেফালি-মা বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু বড়বাবু যখন দায়িত্ব নিয়েছেন, তখন তোমার তো কিছু করার নেই। মাস্টার চলে গিয়েছে। কিন্তু তুমি যদি আজ স্টুডিওতে না যাও তাহলে তোমার ক্ষতি হবে। আমি জানি, তুমি অকৃতজ্ঞ নও। মাস্টারকে কোনওদিন ভুলতে পারবে না। সেটাই হবে প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো।'

নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও কোথায়, নবকুমার জানে না। শেফালি-মা বলেছিলেন, 'টালিগঞ্জের ট্রামডিপোর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে লোকে বলে দেবে। তুমি এক কাজ কোরো। শোভাবাজারের মেট্রো স্টেশন তো কাছেই। ওখানে নেমে পাতালরেলে ওঠো, শেষ স্টেশন টালিগঞ্জ। ওখানেই ট্রাম ডিপো।'

তাগাদা দিয়ে মুক্তো তাকে বের করল আড়াইটের সময়। প্রাণকৃষ্ণ বলেছেন, ঠিক চারটের সময় গীতিময়বাবুর অফিসে তিনি অপেক্ষা করবেন। পানের দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করে শোভাবাজার পাতালরেল স্টেশনে পৌঁছে গেল নবকুমার। মাটির তলায় ট্রেন। সিঁড়ি ভেঙে নামতে-নামতে দেখল পাশ দিয়ে চলন্ত সিঁড়ি ওপরে চলে যাচ্ছে। কখনও এমনটা সে দ্যাখেনি। কাউন্টারে ভিড় ছিল না। টালিগঞ্জ কত জানতে চাইলে খাঁচার ভেতরে বসা লোকটা জিজ্ঞাসা করল, 'সিঙ্গল না রিটার্ন?'

গেলে তো ফিরে আসতেই হবে। সে রিটার্ন বলতে লোকটা ষোলো টাকা চাইল। চার টাকা ফেরত নিয়ে নবকুমার ভাবল মাটির নীচে ট্রেন চলবে, তাই ভাড়া বেশি নিল। এই সময় ট্রেনে ভিড় থাকে না। বসার জায়গা পেয়ে গেল সে। আজ সকালে জোড়াসাঁকোয় গিয়ে মন কিছুটা হালকা হয়েছিল, শেফালি-মায়ের কথা শুনে সেই মন শক্ত করতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু জীবনের প্রথম পাতাল যাত্রায় চমক এত প্রবল হল যে এই মুহূর্তে মৃত্যুশোক উধাও হয়ে গেল।

টালিগঞ্জ স্টেশনে ট্রেন থামতেই নবকুমার অবাক হয়ে দেখল, যাত্রীরা প্রায় পড়ি-কি-মরি করে দৌড়চ্ছে। যেন এখনই ট্রেনে আগুন ধরে যাবে তাই পালাতে চাইছে সবাই। বাইরে বেরুবার গেটের সামনে ততক্ষণে লম্বা লাইন পড়ে গিয়েছে। সে এক বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলা, 'কী হয়েছে? সবাই দৌড়াচ্ছে কেন?'

'আগে গেলে অটোর জন্যে লাইনে দাঁড়াতে হবে না। তাই ছুটছে।' বৃদ্ধ বললেন।

নবকুমার দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। ফাঁকা ট্রেনটা চলে গেল ওপাশে। যখন গেট জনশূন্য, তখন বাইরে বেরিয়ে এল সে। সামনে কোনও ট্রাম নেই অথচ শেফালি-মা বলেছেন এখানে ট্রামের ডিপো আছে। একজন লোক উদাসভঙ্গিতে আকাশ দেখছিল। নবকুমার তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে কীভাবে যাওয়া যায়?'

'আপনি যেভাবে যেতে চাইবেন।' লোকটি মুখ নামাল না।

'আমি প্রথমবার যাচ্ছি—!'

'তাহলে যাবেন না। গিয়ে কোনও লাভ হবে না।'

'কেন?'

'সিনেমায় নামার ইচ্ছে নিয়ে যাচ্ছেন তো? কেউ চান্স দেবে না। শুধু খেলাবে, পকেট হালকা করে দেবে। এই যে আমি রোজ বিকেলে এখানে এসে ওঁর দিকে তাকিয়ে থাকি, কেন জানেন?' লোকটি নবকুমারকে দেখল।

'কার দিকে?'

'দূর মশাই! ওইদিকে তাকান, ওইখানে—!'

অনেকটা উঁচুতে দাঁড়িয়ে থাকা মূর্তিটাকে দেখল নবকুমার। লোকটি বলল, 'রোজ আমি উত্তমদাকে বলি, ভাগ্যিস ষাট বছর আগে লাইন দিয়েছিলে তাই নাকানিচোবানি খেয়েও শেষপর্যন্ত সম্রাট হতে পেরেছিলে। এখন যদি ট্রাই নিতে তাহলে আমার মতো অবস্থা হত।'

মূর্তিটা যে উত্তমকুমারকে ভেবে করা হয়েছে, তা বুঝতে পারল নবকুমার।

সে মুখ নামিয়ে দেখল লোকটা কয়েক হাত দূরে সরে গিয়েছে।

শেষপর্যন্ত রিকশা নিল নবকুমার। গত রাতে মানুষটানা রিকশায় চেপে তাকে যেতে হয়েছিল থানায়। মাস্টারদার শরীর দেখতে। আজ যাচ্ছে স্টুডিওতে, অভিনয় শিখতে। স্টুডিওতে সিনেমার শ্যুটিং হয়। সেখানে নিশ্চয়ই সিনেমার নায়ক নায়িকারা গিজগিজ করে। তাহলে দারোয়ান তাকে ঢুকতে দেবে কেন? একটু নার্ভাস বোধ করল সে। রিকশাটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠতেই সে শক্ত করে দুটো দিকে আঁকড়ে ধরল।

একটা আধা বন্ধ গেটের সামনে রিকশা দাঁড়াল, 'ছয় টাকা দিন।'

অর্থাৎ এটাই স্টুডিওর গেট। টাকা দিয়ে ইতস্তত করতেই গেটটা খুলে গেল। একটা দামি গাড়ি বেরিয়ে গেল। গাড়ির কালো কাচ বন্ধ। ভেতরে কে আছে বোঝা গেল না। সে ভেতরের দিকে পা বাড়াতেই গেট যে বন্ধ করছিল সেই লোকটা জিজ্ঞাসা করল, 'কার কাছে যাবেন?'

'গীতিময়বাবু। পরিচালক।'

'সোজা গিয়ে ডানদিকের রাস্তা ধরে প্রথম বাড়ি।' লোকটা গেট বন্ধ করল।

বাঁ-দিকে বিশাল গুদামঘর। বন্ধ দরজা। কয়েকজন লোক এপাশে চেয়ার পেতে গল্প করছে। নবকুমার অনেকটা হেঁটে এসে দাঁড়াল। এই সময় একটা গাড়ি ভেতর থেকে বেরিয়ে ঠিক তার পাশে থামল। দরজা খুলে যিনি নামলেন, তাঁকে দেখে অবাক হয়ে গেল সে। মাত্র দু-হাত দূরে দাঁড়িয়ে দেবশ্রী রায়কে দেখে ওর মনে হল সিনেমায় ওঁকে যেমন দেখায় তার থেকে এখন অনেক কমবয়সি বলে মনে হচ্ছে। দেবশ্রী ঢুকে গেলেন ওপাশের দরজা দিয়ে পাশের বাড়িতে।

একজনকে জিজ্ঞাসা করে বারান্দায় উঠতেই নবকুমার গীতিময়ের গলা শুনতে পেল। দরজায় পরদা ঝুলছে। ভেতরে বসে গীতিময় বলছেন, 'আমার কিস্যু করার নেই। যদি প্রোডিউসার হিরো সিলেক্ট করে দেন তাহলে আমি কী করতে পারি?'

'আশ্চর্য! আপনার কোনও মেরুদণ্ড নেই? এত বছর ছবি করছেন, এখনও প্রোডিউসারকে লাঠি ঘোরাতে দিচ্ছেন? ঋতুপর্ণ, বুদ্ধদেব দূরের কথা অঞ্জন দাসকে প্রোডিউসার ডিক্টেট করতে পারবে? হর বা স্বপনের কথা বাদ দিলাম। আপনি কী?' একটি লোক বেশ উত্তেজিত গলায় বলল।

গীতিময়ের গলা শুনল নবকুমার, 'তা ছাড়া তোমার দাদাকে এই চরিত্রের সঙ্গে মানাবে না। বোকাসোকা, গ্রাম্য তরুণ। বুঝলে?'

'রাখুন তো। উত্তমকুমারকে চাকরের রোলে কেউ ভাবতে পারত? রাইচরণ করেনি উত্তমকুমার? গতবার দাদাকে গ্যাস দিতে প্রায় হাফ টাকায় হিরো করে কথা দিয়েছিলেন, আপনার সব ছবিতে দাদাই হিরো হবে। বলেননি?'

'বলেছিলাম। আচ্ছা, একটা রাস্তা এখনও খোলা আছে।'

'কী রাস্তা?'

'নতুন ছেলেটা রিহার্সাল দেবে। প্রাণকৃষ্ণকে তো জান। ছেড়ে কথা বলে না। সে যদি বলে, এই ছেলে ধ্যাড়াবে তাহলে আমি বড়বাবুকে রাজি করাবোই। কথা দিচ্ছি।'

'তার মানে একটা নতুন ছেলে ফেল করলে দাদা চান্স পাবে। ছি-ছি।'

'আরে এভাবে নিচ্ছ কেন? যে টাকা ঢালছে তাকে তো ম্যানেজ করতে হবে!'

কথাগুলো যে তাকে নিয়ে হচ্ছে, তা বুঝতে অসুবিধে হয়নি নবকুমারের। একবার ভাবল ফিরে যাবে। এই দাদাটি কে তা সে বুঝতে পারছে না। কিন্তু তাকে নিয়ে যখন ঝামেলা হচ্ছে তখন...।

'এই যে। ঠিক টাইমে এসে গিয়েছ দেখছি। তা এখানে দাঁড়িয়ে কেন?'

মুখ ফিরিয়ে দেখতেই লোকটাকে চিনতে পারল নবকুমার। প্রাণকৃষ্ণ।

সে বলল, 'ভেতরে ওঁরা কথা বলছেন—!'

'তোমাকে চারটেয় সময় ডাকা হয়েছে। তুমি ভেতরে ঢুকবে। কথা শেষ করার দায়িত্ব ওদের। এসো।' পরদা সরিয়ে প্রাণকৃষ্ণ ভেতরে ঢুকল। পেছনে নবকুমার।

প্রাণকৃষ্ণ বলল, 'দাদা, তোমার ক্যান্ডিডেট ঠিক সময়ে এসেছে। ওঁকে নিয়ে আমি পাশের ঘরে বসতে পারি?'

'নিশ্চয়ই। তুমি কখন এসেছ নবকুমার?' গীতিময় একটু অস্বস্তি নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

'এই তো, কিছুক্ষণ!'

'ভেতরে ঢোকোনি কেন?'

'আপনারা কথা বলছিলেন।'

সামনে বসা লোকটি গম্ভীরমুখে উঠে দাঁড়াল, 'আমি চলি। যা বলেছেন মনে রাখবেন।'

মাথা নাড়লেন গীতিময়, 'অদ্ভুত ব্যাপার। এই চরিত্রে যে যাবে না তাকে কেন নিচ্ছি না তার কৈফিয়ত চাইতে এসেছে।'

প্রাণকৃষ্ণ কোনও কথা বলল না। পাশের দরজা দিয়ে নবকুমারকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে ঢুকে ফ্যান চালু করল। একটা টেবিল, দু-দিকে দুটো চেয়ার। ওরা দু'দিকে বসল। প্রাণকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করল, 'চলো, বিদায় অভিশাপটা প্রথমে শুনি।'

'আমি মুখস্থ করার সময় পাইনি।' নবকুমারের বলতে খারাপ লাগল।

'সে কী! কেন?' মুখে একরাশ বিরক্তি প্রাণকৃষ্ণের।

'যিনি আমাকে কলিকাতায় নিয়ে এসেছিলেন তিনি পরশু রাত্রে মারা গিয়েছেন। আমার মন খুব ভেঙে পড়েছিল।'

'হুম। সেটা জোড়া লেগেছে?'

'চেষ্টা করছি।'

'তাহলে আর কী হবে। মুখস্থ হলে খবর দিও।'

'আপনি যদি কিছু না মনে করেন তাহলে একটা অনুরোধ করব?'

'বলো।'

'কবিতাটা আপনি যদি শোনান।'

হাসল প্রাণকৃষ্ণ। চোখ বন্ধ করল। তারপর ধীরে-ধীরে আবৃত্তি শুরু করল। ওর বলার ভঙ্গি, গলার স্বর যেন নবকুমারের মনে ছবি এঁকে যাচ্ছিল। শেষপর্যন্ত কচ যখন বলল, 'আমি বর দিনু দেবী, তুমি সুখী হবে। ভুলে যাবে সব শোক বিপুল গৌরবে।' তখন এক তিরতিরে কষ্ট ছড়িয়ে গেল চারপাশে।

মুগ্ধ হয়ে নবকুমার জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি অভিনয় করেন না কেন?'

প্রাণকৃষ্ণ হাসল, 'সবার দ্বারা সব হয় না। তাই।'

'কিন্তু আপনি কী সুন্দর অভিনয় করলেন—।'

'বেশ। বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব অধ্যাপক কম্পিউটার সায়েন্স পড়ান তারা তো ছাত্রদের থেকে অনেক বেশি মেধাবী। পাশ করা ছাত্ররা যদি বিদেশে বড় চাকরি পেয়ে চলে যেতে পারে তাহলে তাঁরা কেন যাচ্ছেন না? তাঁদের চাহিদা নিশ্চয়ই অনেক বেশি হওয়া উচিত।' তাকাল প্রাণকৃষ্ণ।

'হয়তো ওঁরা শিক্ষকতা করতেই ভালোবাসেন।'

'তাহলে তো জবাবটা পেয়ে গেলে।' প্রাণকৃষ্ণ বলল, 'তুমি স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ নিশ্চয়ই মুখস্থ বলতে পারবে?'

মাথা নাড়ল নবকুমার, 'হ্যাঁ।'

'যেভাবে উচ্চারিত হওয়া উচিত সেইভাবে উচ্চারণ করো।'

প্রায় দেড়ঘণ্টা বাদে ছাড়া পেল নবকুমার। সেই বাল্যকালে শেখা অক্ষরগুলোর বেশ কয়েকটাকে আজ নতুনভাবে আবিষ্কার করল সে। শ, স, ষ-এর আলাদ উচ্চারণ, কখন ঠোঁট গোল করতে হবে, কখন নয়, জিভ এবং তালুর মধ্যে কখন সংযোগ হবে কখন নয়, বুঝতে-বুঝতে সময়টা কেটে গেল।

গীতিময় ঘরে ঢুকলেন, 'কীরকম বুঝছ প্রাণকৃষ্ণ।'

'আহা, তুমি তো একটা চাল টিপলেই বলে দিতে পার ভাত হয়েছে কি না?'

'চাল গরম জলে ফেলেছি দাদা। এখনও টিপিনি। আজ উঠি। তুমি কাল ঠিক চারটের সময় এখানে এসো নবকুমার। বিদায় অভিশাপ মুখস্থ করে আসবে।'

প্রাণকৃষ্ণ উঠতেই গীতিময় বললেন, 'বড়বাবু ফোন করেছিলেন। তোমাকে বলতে বললেন, তোমার পরিচিত যিনি মারা গিয়েছিলেন, তাঁর শেষকৃত্য ঠিকঠাক সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে।'

পঁয়তাল্লিশ

নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর গেটের বাইরে এসে কোনও রিকশা দেখতে পেল না নবকুমার। এখন সন্ধে ঘন হয়েছে। পাঁচজন যাত্রী নিয়ে অটোরিকশাগুলো চলে যাচ্ছে ট্রাম ডিপোর দিকে। রিকশায় আসতে বেশি সময় যখন লাগেনি, তখন পথটা হেঁটেই যাওয়া যেতে পারে। এখন তার কোনও তাড়া নেই।

হাঁটা শুরু করল নবকুমার। প্রাণকৃষ্ণকে তার খুব ভালো লেগেছে। গুণী মানুষ। অভিনয় খুব ভালো বোঝেন কিন্তু নিজে করেন না। গীতিময়বাবুও ভালো ব্যবহার করছেন। কিন্তু ওই যে লোকটাকে, কোন নায়ককে দাদা বলছিল, তার ধমক উনি সহ্য করছিলেন কেন? ওরা নিশ্চয়ই তাকে অপছন্দ করবে। করে করুক, তার কিছু করার নেই। গীতিময়বাবু সামলাবেন। বড়বাবু তো প্রযোজক। তিনি বুঝবেন।

হঠাৎ ভাবনাটা মাথায় এল তার। বড়বাবু প্রয়োজক, গীতিময়বাবু পরিচালক তাহলে ওই সুন্দরী মন্দাক্রান্তা কে? ওঁকে তো সবাই চেনেন। এই সিনেমার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। হঠাৎ নিজেকে মূর্খ বলে মনে হল। এখানকার সবাই বলে কর্পোরেশনের জল পেটে পড়লে নাকি

লোকে বদলে যায়। দূর! সে এখনও সেই গ্রামের ছেলে হয়ে আছে। নইলে যে তার জন্যে অত দামি উপহার কিনেছে, আদর করে খাইয়েছে, তার আসল পরিচয় সে জেনে নেয়নি?

এই সময় পেছন দিক থেকে একটা গাড়ি এসে তার পাশে দাঁড়াল এবং গীতিময়বাবুর গলা শুনতে পেল নবকুমার, 'এ কী! তুমি হেঁটে যাচ্ছ?'

সে মুখ ফিরিয়ে দেখল। গীতিময়বাবু ড্রাইভারের পাশে বসে আছেন। পেছনের সিটে একজন যুবতী, যাঁর মুখে চড়া রং।

নবকুমার বলল, 'হাঁটতে আমার ভালো লাগে।'

'অ। ভাইটি, ওই ভালো লাগা তোমার গ্রামের রাস্তায় হেঁটে উপভোগ করো। আজ বাদে কাল তুমি হিরো হবে আর পাবলিক বলবে ও তো সেদিনও রাস্তায় ফেউ-ফেউ করে ঘুরত, তাতে তোমার গ্ল্যামার বাড়বে? যাও, ট্যাক্সি নাও।' গীতিময় শেষ করলেন ধমকের মতো।

'গীতিদা, এই আপনার নতুন হিরো?' পেছন থেকে প্রশ্ন ভেসে এল।

'হ্যাঁ।'

'উনি কোথায় যাবেন জিজ্ঞাসা করুন।'

গীতিময় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী, চিৎপুরে যাচ্ছ?'

সে চিৎপুরে যাচ্ছে না, সোনাগাছিতে ফিরছে।

সোনাগাছিতে থাকার কথা গীতিময়বাবুর জানা থাকা সত্ত্বেও চিৎপুর বললেন। নবকুমার হাসল।

'তাহলে ওকে উঠে আসতে বলুন। আমি না হয় আজ গ্রে স্ট্রিট ধরে সল্টলেকে যাব।' যুবতী বলল।

'না-না। তোমার অসুবিধে হবে। তুমি নিশ্চয়ই বাইপাস দিয়ে যাও।' গীতিময়বাবু আপত্তি করলেন।

'কিস্যু হবে না। রোজ এক রাস্তা দিয়ে যেতে ভীষণ বোর লাগে।'

'অ। নবকুমার, গাড়িতে উঠে এস। আজ না হয় আরামে যাও। কপাল করেছ বটে! কলকাতায় এসেই ফিল্মে চান্স পাচ্ছ, প্রথমদিন স্টুডিওতে পা দিয়ে নায়িকার গাড়িতে লিফট—! ওঠো। আমাকে তুমি হাজরায় নামিয়ে দিও।'

'গোবিন্দ, গীতিদা হাজরায় নামবে।' তারপর ঈষৎ ঘুরে বলল, 'আমার নাম উর্মিলা সেন। আমার কোনও ছবি আপনি কি দেখেছেন?'

'আমি বেশি সিনেমা দেখিনি। আপনার নাম শুনেছি।' নবকুমার বলল।

'সেটা একদিকে ভালো। বেশি দেখলে অন্যকে নকল করতে ইচ্ছে করে। শুনেছি, উত্তমকুমারকে অনেকে নকল করত। এখন বুম্বাদা বা মিঠুনদাকে নকল করে।'

'উর্মিলা, ওর নাম নবকুমার।'

'যাক। আর-একজন কুমার এল লাইনে। এখন তো কুমার কেউ নেই।'

তারপর হঠাৎ গাড়ির ভেতরটা চুপচাপ হয়ে গেল। ঠান্ডা বাড়ছে। উর্মিলাই মুখ খুলল, 'ওকে প্রাণদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছেন?'

গীতিময় মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ।'

'প্রাণদার এখন ডিমান্ড খুব বেড়ে গিয়েছে। জানেন তো?'

'হ্যাঁ। একটু আগে কথা হচ্ছিল। ও আর কাজ করতে ইচ্ছুক নয়।'

'কী বলছেন গীতিদা। ডিস্ট্রিবিউটাররা নতুন ছবির ডিস্ট্রিবিউশন নেওয়ার সময় প্রাণদাকে ছবি দেখিয়ে জানতে চাইছে, ছবিটা চলবে কি না। এখন যে ছবি দুটো সুপারহিট হয়েছে সেই দুটো দেখে প্রাণদা বলেছিল খুব ভালো চলবে। তাই সবাই ভাবছে, প্রাণদা যদি বলে ছবি চলবে না তাহলে

রাইট কিনে লোকসানে ডুবতে হবে না। এইজন্যে ওরা পঞ্চাশ হাজার করে টাকা দিচ্ছে প্রাণদাকে।'

'কিন্তু প্রাণকৃষ্ণ আর নিতে রাজি নয়। বলল, আমি তো ভগবান নই। বললাম ছবি চলবে আর সেই ছবি ফ্লপ করল, তখন কী হবে? গালাগাল খেতে হবে। ঠিকই বলেছে।' গাড়ি থেমে যেতে গীতিময়বাবু দরজা খুললেন, 'আমি তাহলে আসছি। নবকুমার, কাল দেখা হবে।'

গাড়ি আবার চলতে শুরু করলে উর্মিলা বলল, 'আমাকে গীতিদাই প্রথম ফিল্মে সুযোগ দিয়েছিলেন। দু-বছরে পাঁচটা ছবি করেছি।'

'উনি আপনাকে আগে থেকে চিনতেন?'

'না। একসময় গ্রুপ থিয়েটার করতাম। সেখান থেকে টিভি সিরিয়ালে চান্স পেলাম। মেগা সিরিয়ালে মাসে পনেরো দিন কাজ থাকত। বারো হাজার টাকা পেতাম। টাকাটা বাবাকে দিয়ে দিতাম। সংসারে একটু স্বাচ্ছন্দ্য এল।'

'বাঃ।'

'তখন শ্যুটিং হত এ-বাড়ি ও-বাড়িতে। ট্রামে-বাসে যেতাম শ্যুটিং করতে। দেখতাম, যারা আমার সঙ্গে সিরিয়ালে অভিনয় করছে তারা মাসখানেকের মধ্যেই মোবাইল কিনে ফেলছে, ছয়মাসের মধ্যে দামি মোবাইল, বছরখানেক যেতেই মারুতি গাড়ি। সিগারেট খাওয়া শুরু করেছে, দামি পোশাক পরছে। অথচ ওরা আমার মতোই রোজগার করে। জিজ্ঞাসা করলে বলেছে মডেলিং করে, দোকান উদ্বোধন করে প্রচুর টাকা পাচ্ছে। আমারও যে ওইরকম অফার পেতে ইচ্ছে করত না, তা নয়। কিন্তু বুঝলাম, ওসব করতে গেলে শরীর নিয়ে গাঁইয়া হয়ে থাকা চলবে না। ঠিক তখনই গীতিদা খবর দিলেন দেখা করার জন্যে। ফিল্মে এসে সিরিয়াল করা ছেড়ে দিলাম।' হাসল উর্মিলা। পাঁচটা ছবি করে এত টাকা পেয়েছে যে এমন দামি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ি কিনতে পেরেছে। তাকে যে টাকা দেওয়া হবে তাতে বোধহয় একটা রিকশাও কেনা যাবে না। উর্মিলা বলল, 'এখন থেকে আপনার সঙ্গে প্রায়ই দেখা হবে।'

নবকুমার তাকাল। উর্মিলা হাসল, গীতিদার এই ছবির নায়িকা আমি। আপনি স্ক্রিপ্ট শুনেছেন?'

'না।' মাথা নাড়ল নবকুমার।

'ফাটাফাটি। আপনার সঙ্গে আমার দারুণ মজার কয়েকটা সিন আছে।'

'ও।' গীতিময়বাবু তাকে কিছুই বলেনি। অথচ উর্মিলাকে বলেছেন অথবা পড়তে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তাকে বলা দরকার বলে মনে করেননি।

'গীতিদা বলছিলেন, আপনি গ্রাম থেকে এসেছেন।'

'হ্যাঁ।'

'এখানে আত্মীয়র বাড়িতে থাকেন?'

একটু ইতস্তত করে মাথা নাড়ল নবকুমার। মুখে কিছু বলল না। শেফালি-মাকে আত্মীয়ের চেয়ে বেশি বলে ভাবা যেতে পারে।

'গ্রে স্ট্রিট এসে গিয়েছে। গোবিন্দ, দাঁড়াও।'

গাড়ি থামল। উর্মিলা জিজ্ঞাসা করল, 'এখান থেকে যেতে অসুবিধে হবে না তো?' মাথা নেড়ে না বলল নবকুমার।

'স্টুডিওতে দেখা তো হবেই। ও হ্যাঁ, একটা কথা বলছি, কিছু মনে করবেন না।' হাসল উর্মিলা, 'শ্যুটিং-এর বাইরে দেখা হলে যদি আমি আপনাকে না চেনার ভান করি, সবসময় না, হঠাৎ-হঠাৎ, তাহলে কিছু মনে করবেন না। প্লিজ। চলো, গোবিন্দ।'

গাড়িটা ডানদিকে বাঁক নিয়ে বেরিয়ে গেল। এতক্ষণ উর্মিলার কথা, ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছিল নবকুমার। সিনেমার নায়িকা, কিন্তু কোনও অহংকার নেই। কথা বলার সময় মনে হচ্ছিল, কত দিনের

পরিচিত। কলকাতার সাধারণ মেয়েদের নিয়ে গ্রামে নানান গল্প চালু আছে। তারা নাক আকাশে রেখে চলে, গ্রামের ছেলে দেখলে ব্যঙ্গ করে। উর্মিলা তাদের থেকে অনেক বিখ্যাত হওয়া সত্ত্বেও কী স্বাভাবিক। কিন্তু শ্যুটিং-এর বাইরে দেখা হলে ও মাঝে-মাঝে না চেনার ভান করবে কেন? এমন কেউ কি থাকবে, যে পছন্দ করবে না উর্মিলা অন্য কারোর সঙ্গে কথা বলুক। তার মানে, উর্মিলা সেই মানুষটাকে ভয় পায়। কেন ভয় পায়? কৌতূহল বেড়ে যাচ্ছিল।

বাড়িতে ফিরে শেফালি-মায়ের ঘরে ঢুকল না নবকুমার। সেখানে অনেকগুলো গলা শোনা যাচ্ছে। মুক্তো বলল, 'দুব্বারের ওরা এসেছে। তুমি এখনই একটা দরখাস্ত লিখে দাও, ওদের হাতে দিয়ে দেব। আর তো বেশি সময় নেই।'

'তাহলে তোমার ব্যাঙ্কের পাসবই আর-একটা সাদা কাগজ এনে দাও।'

নিজের ঘরে ঢুকে পোশাক পালটাল না নবকুমার। তাহলে শেফালি-মা এই বাড়ির দোতলাটা দুর্বারকে দিয়ে যাচ্ছেন। খুব ভালো হল।

পাসবই আর কাগজ দিয়ে মুক্তো জিজ্ঞাসা করল, 'চা খাবে? ওদের জন্যে করেছিলাম, কিছুটা রয়ে গিয়েছে। আনব?'

'না।' মাথা নাড়ল নবকুমার। তারপর পাসবই-এর নম্বর দেখে দরখাস্তটা লিখে ফেলল সে ইংরেজিতে। লেখার পর ভালো করে দেখে নিল। না, কোনও ভুল হয়নি। বলল, 'এখানে সই করো। তুমি বাংলাতেই করতে পারো।'

'কেন? শেফালি-মা আমাকে ইংরেজিতে সই করতে শিখিয়েছে।' প্রতিটি অক্ষর আলাদা-আলাদা লিখে সই করল মুক্তো, 'এই সইটা টাকা রাখার সময় করেছিলাম।'

'বাঃ। যাও। দিয়ে যাও।'

মুক্তো দরখাস্ত নিয়ে চলে গেল। হঠাৎ মাথায় এল, মাস্টারদাকে যারা শ্মশানে নিয়ে গিয়েছিল তারা কি গদিতে ফিরে এসেছে? খবর পেয়ে মাস্টারদার আত্মীয়রা কি এসেছিল? অবশ্য এসব ভাবনার কোনও মানে এখন নেই। পৃথিবীর কোথাও আর মানুষটাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। দরজায় শব্দ হল। নবকুমার দেখল, ইতি দাঁড়িয়ে আছে। আজ তার পরনে প্রায় গোড়ালি ঢাকা স্কার্ট। বলল, 'শেফালি-মা আপনাকে ডাকছেন।'

'ও। কখন এসেছ?'

'মিনিট চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ। আপনার কাজ হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

হাসল ইতি, 'তাহলে আপনার ছবি দেওয়ালে দেখতে পাব?'

'দেওয়ালে?'

'সিনেমা আসার আগে পোস্টারে ছবি থাকে। আপনি তো নায়ক।'

'ও বাব্বা। সে তো অনেক দূরের কথা। ভালো না লাগলে ওরা আমাকে বাদ দিয়ে দিতে পারে। আমি ওসব নিয়ে ভাবি না। চলো।'

শেফালি-মায়ের ঘরে ঢুকতেই চন্দ্রিমা, কবিতা এবং আর-এক ভদ্রলোককে দেখতে পেল নবকুমার। চন্দ্রিমা বললেন, 'কনগ্র্যাচুলেশন।'

কবিতা বলল, 'খুব খুশি হয়েছি। আমাদের এখানে আসার পর তুমি বাংলা সিনেমার নায়ক হয়ে গিয়েছ। জানি, পরে চিনতে পারবে না। কিন্তু সবাইকে গর্ব করে বলতে পারব।'

শেফালি-মা বললেন, 'নবকুমার, মহিলা দুর্বার সমিতিকে দোতলাটা ব্যবহার করতে দিচ্ছি। ওরা তো ভালো কাজ করছে। তাই ভাড়া নিতে চাই না, বাড়িটা যেন ভালোভাবে রাখে। আর ট্যাক্স যা হয়, তা ওরাই দেবে।'

'তার মানে তো দিয়ে দেওয়াই হল।' নবকুমার হাসল।

'না। বাড়ি আমার নামেই থাকছে। যদি শুনি ওরা ঠিকঠাক কাজ করছে না তখন উঠে যেতে বলব। অবশ্য আমি আর ক'দিন বাঁচব।'

কথাটার প্রতিবাদ করল সবাই।

শেফালি-মা বললেন, 'আমি বাপু ওসব পারব না। কাগজপত্র যা তৈরি করার তোমরা তৈরি করে কালই নিয়ে এস, আমি সই করে দেব।'

দুর্বারের নেত্রীরা মাথা নেড়ে হাসিমুখে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে ইতিও।

শেফালি-মা বললেন, 'বসো। আজ স্টুডিওতে কী-কী হল?'

স্টুডিওতে ঢোকার পর যা-যা ঘটেছিল সব বলল নবকুমার। এমনকি উর্মিলা তাকে যে লিফট দিয়েছে তাও।

শেফালি-মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'মেয়েটি জানে, তুমি এখানে থাকো?'

'না। গীতিময়বাবু ওকে বলেছেন আমি চিৎপুরে যাব।'

'আর তো ক'দিন! তারপর তোমাকে এই সমস্যায় পড়তে হবে না। শোনো নবকুমার, তুমি চোখ-কান খোলা রাখবে। তবে কে কী বলল তা নিয়ে একদম মাথা ঘামাবে না। যে কাজ তোমাকে করতে বলা হবে সেটা আন্তরিকভাবে করবে। আর হ্যাঁ, প্রোডিউসার যদি গাড়ি পাঠান তাহলে সেটা ব্যবহার করবে। কিন্তু কখনওই অল্প পরিচিত কারও গাড়িতে উঠবে না। এই মেয়েটির নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত সমস্যা আছে। কী দরকার সেই সমস্যার সঙ্গে জড়ানোর?' শেফালি-মা উঠে একটা বই বের করে এগিয়ে দিলেন, 'নাও। কাল যাওয়ার আগে মুখস্থ করে যেও।'

নবকুমার সঞ্চয়িতাটা নিয়ে উঠে পড়ল। ঠিক তখনই ফোন বাজল। শেফালি-মা বললেন, 'দ্যাখো তো, এত রাতে কার ফোন?'

নবকুমার ফোনের কাছেই দাঁড়িয়েছিল। রিসিভার তুলে 'হ্যালো' বলল।

একটি মহিলাকণ্ঠ নম্বরটা যাচাই করল। নবকুমার বলল, 'হ্যাঁ।'

'তুমি কি নবকুমার?'

'হ্যাঁ।'

'মাই গড! চিনতে পারছ না? আমি মন্দাক্রান্তা।' হাসি কানে এল।

ছেচল্লিশ

হকচকিয়ে গেল নবকুমার। বলল, 'হ্যাঁ, বলুন।'

'একটু আগে গীতিময়দা ফোন করেছিলেন। প্রাণকৃষ্ণ তোমার খুব প্রশংসা করেছে। শুনে ভালো লাগল। তুমি কাল কখন স্টুডিওতে যাচ্ছ?'

'চারটের সময়।'

'এখানে চলে এসো। লাঞ্চ করে এখান থেকে যাবে। গুডনাইট।'

লাইন কেটে দিলেন মন্দাক্রান্তা। ধীরে-ধীরে রিসিভার নামিয়ে রাখল নবকুমার। শেফালি-মায়ের দিকে তাকাল সে। তিনি তখন একটা চাদর ভাঁজ করতে ব্যস্ত। কে ফোন করেছিল তা একবারও জানতে চাইলেন না। নবকুমার বলল, 'ওই ভদ্রমহিলা ফোন করেছিলেন। বড়বাবু যাঁর বাড়িতে নিয়ে

গিয়েছিলেন। মন্দাক্রান্তা। বললেন উনি খবর পেয়েছেন যে আজ রিহার্সাল ভালো হয়েছে। তাই—!' খুব সঙ্কোচের সঙ্গে বলল নবকুমার।

'বাঃ। ভালো কথা। যাও, খাওয়াদাওয়া করে নাও।'

শেফালি-মায়ের ঘর থেকে বেরিয়েও স্বস্তি হচ্ছিল না নবকুমারের। ভদ্রমহিলা খুব সাধারণ কথা বলেছেন। কিন্তু এই রাত্রে শেফালি-মায়ের ঘরে দাঁড়িয়ে সেই কথা শুনতে তার ইচ্ছে করছিল না। শেফালি-মা বিরক্ত হতেই পারেন। কিন্তু তাঁর কৌতূহল না দেখানোটা আরও বেশি অস্বস্তির।

আজ সকাল থেকে বৃষ্টি নেমেছে। জানলা বন্ধ রাখতে হয়েছে। বিদায় অভিশাপ মুখস্ত করতে বসেছিল নবকুমার। বেশ কয়েকবার পড়ার পর তার মনে হল মনে রাখার একটা উপায় আছে। কচ যা বলল তার উত্তরে দেবযানীর সংলাপ, তা শুনে কচের সংলাপ খেয়াল রাখলেই মনে থেকে যাবে। অনেকটা নাটকের সংলাপ যেভাবে অভিনেতারা মুখস্থ রাখেন, সেইভাবে। দেখতে-দেখতে দুপুরের আগেই পুরোটা না দেখে বলতে পারল সে। প্রাণকৃষ্ণবাবু বলেছেন একদম সাদামাটা মুখস্থ করবে। কোনও আবেগ দেবে না প্রথমে। তবু শেষ সংলাপদুটো উনি যেভাবে বলেছিলেন সেইভাবে বলার চেষ্টা করতেই ইতির মুখ মনে এল। কিছু না জেনে ইতি দেবযানীর সংলাপ নিজের মতো করে বলেছিল। তার পরই খেয়াল হতে লাফিয়ে উঠল নবকুমার। বাইরে টিপটিপিয়ে বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই। তার ছাতা নেই। কিন্তু তাকে বেরুতেই হবে।

নবকুমারকে হন্তদন্ত হয়ে বেরুতে দেখে মুক্তো এগিয়ে এল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'একটু দরকার আছে।'

'ছাতা নিয়ে যাও, নইলে ভিজে যাবে।'

'বেশি জোরে তো জল পড়ছে না—!'

'বেশি তক্ক কোরো না তো। এই জল চুলে বসলে নির্ঘাত জ্বর হবে।' মুক্তো পাশের ঘরে ঢুকে একটা ছাতা নিয়ে ফিরে এল।

নবকুমার হাসল, 'তুমি খুব ভালো।'

মুক্তো ঠোঁট বেকাল, 'আ-হা!'

রাস্তায় দু-তিনটে লোক ছাতি মাথায় হাঁটছে। মেয়েরা দরজায় নেই। মোড় থেকে বাঁ-দিকে ঘুরে এসটিডি বুথের সামনে দাঁড়িয়ে নবকুমার দেখল একটিমাত্র টেলিফোনে অল্পবয়সি মেয়ে কথা বলছে। বৃদ্ধ বুথের মালিক বললেন, 'ওপরে আসুন। এখনই ওর হয়ে যাবে।'

নবকুমার ওপরে উঠতেই টেলিফোনে কথা বলতে-বলতে মেয়েটি তার দিকে তাকাল। তারপর রাগত গলায় বলল, 'খবরদার, আমার কাছে আসবে না। বউকে র‍্যান্ডি বানিয়ে তার রোজগারে বাপ-মাকে খাওয়াচ্ছ, তাতেও লজ্জা নেই। এখন ব্যাবসার জন্যে টাকা চাইছ! এখানে এলে তোমাকে খাসি বানিয়ে ছেড়ে দেব, হ্যাঁ। অনেক সহ্য করেছি। আর নয়। মনে থাকে যেন।' রিসিভার রেখে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, 'কত দিতে হবে?'

'ছয়টাকা।' মিটার দেখে বলল বৃদ্ধ।

'কতক্ষণ কথা বলেছি যে ছয়টাকা চাইছ?' মেয়েটি ঝাঁঝিয়ে উঠল।

'চারমিনিট।' বৃদ্ধ নির্বিকার গলায় জানাল।

গজগজ করতে-করতে টাকা দিয়ে মেয়েটি বেরিয়ে যেতে বৃদ্ধ নবকুমারকে ইশারা করল। রিসিভারের কাছে গিয়ে নবকুমারের খেয়াল হল। মন্দাক্রান্তার ফোন নম্বর কত? নম্বর চেয়ে নেওয়ার প্রয়োজন সে বোধ করেনি। এখন কীভাবে কথা বলবে? বৃদ্ধের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দ্রুত নেমে এল সে বুথ থেকে। লোকটা যা ভাবে ভাবুক। হাঁটতে-হাঁটতে মনে পড়ল তার কাছে গীতিময়বাবুর

দেওয়া কন্ট্রাক্ট ফর্ম আছে। সেখানে বড়বাবুর ঠিকানা ফোন নম্বর দেখেছে সে। বড়বাবুকে একবার সে ফোন করেছিল অনেকদিন আগে। সেই নম্বর এখন মনে নেই। কন্ট্রাক্ট ফর্ম থেকে নম্বর দেখে নিয়ে করা যেতে পারে। কিন্তু কী বলবে তাকে? মন্দাক্রান্তা আজ দুপুরে ওঁর বাড়িতে খেতে বলেছিলেন। খেতে যাবে না সে, এটা যেন বড়বাবু জানিয়ে দেন! অসম্ভব ব্যাপার! শোনামাত্র বড়বাবুর মুখের চেহারাটা কী হবে তা সে অনুমান করতে পারল। অতএব বাড়িতে ফিরে মুক্তোকে বলতে হল, দুপুরে সে খাবে না। এখনই রিহার্সালে যেতে হবে।

মুক্তো রাগ করল, 'বলা নেই কওয়া নেই, খাব না বললেই হল? রান্না তো অর্ধেক হয়ে গিয়েছে।' নবকুমার দাঁড়াল না। সাজিয়ে-গুছিয়ে মিথ্যে বলার অভ্যেস তার কোনওকালেই ছিল না। এই শহরে আসার পরে তাকে মাঝে-মাঝেই সেটা বলতে হচ্ছে। বুঝেছে এখানে সত্যি আঁকড়ে থাকলে বিপদে পড়তে হয়।

দ্রুত স্নান শেষ করে, তৈরি হয়ে, শেফালি-মায়ের ঘরে গিয়ে দেখল শেফালি-মা বাইরে বেরুবার জন্যে তৈরি।

'আপনি কোথাও যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ। তোমাকে সঙ্গে যেতে বলব বলে ভেবেছিলাম, কিন্তু মুক্তো বলল তুমি বেরিয়েছ। ফিরে এসে জানিয়েছ যে এখনই রিহার্সালে যেতে হবে। তাই কাজটা নিজেই সেরে আসি।' শেফালি-মা বললেন।

অস্বস্তিতে পড়ল নবকুমার। শেফালি-মা কখনও একা বের হন না। মন্দাক্রান্তার ফোন নম্বর জানা থাকলে স্বচ্ছন্দে ওঁর সঙ্গে সে যেতে পারত।

শেফালি-মা বললেন, 'আমি ভবানীপুরের বাড়িতে যাব। আজ চেক দিয়ে দেব। স্ট্যাম্প পেপার কেনা হয়েছে। তাতে বিক্রির ব্যাপারটা লেখা হয়ে গিয়েছে। সইসাবুদ হবে। তারপর উকিল আদালতের কাজগুলো সেরে ফেলবে।' শেফালি-মা হাসলেন, 'তুমি কি ওই দিকে যাচ্ছ? গেলে আমার সঙ্গে ট্যাক্সিতে যেতে পারো।'

অস্বস্তিতে পড়ল নবকুমার। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ঠিক করল শেফালি-মায়ের কাছে মিথ্যে বলবে না। সে বলল, 'আমি কীভাবে যেতে হয় জানি, কিন্তু পাড়াটার নাম জানি না।'

'তাই? কিন্তু এটা ঠিক নয়। পাড়ার নাম সবসময় জেনে নেবে। তোমার রিহার্সাল স্টুডিওতে হচ্ছে না তাহলে?'

'না। ওই যে মহিলা, মন্দাক্রান্তা, ওঁর বাড়িতে।'

'ওঁকে ফোন করে জেনে নাও কলকাতার কোন দিকে উনি থাকেন।'

'আমি যে ওঁর ফোন নম্বর জানি না।'

শেফালি-মা রিসিভারের কাছে এগিয়ে গিয়ে বোতাম টিপে একটা যন্ত্রে কিছু দেখে বললেন, 'কাল রাতের শেষ ফোনটা যদি ওঁর হয়ে থাকে তাহলে এই নম্বরে ফোন করো।' নম্বরটা ডায়াল করে রিসিভার এগিয়ে দিলেন শেফালি-মা।

রিং হচ্ছে। তারপর একটি পুরুষ কণ্ঠ হ্যালো বলতে নবকুমার বলল, 'মন্দাক্রান্তা—!'

'ম্যাডাম বাথরুমে। একঘণ্টা পরে ফোন করবেন।'

'শুনুন, আমার নাম নবকুমার—।'

'ও হ্যাঁ। আপনি! হ্যাঁ, বলুন।'

লোকটা কে অনুমান করে নবকুমার বলল, 'ওঁকে বলবেন আমার যেতে একটু দেরি হবে। আমি খাওয়াদাওয়া করে দুটো আড়াইটের মধ্যে পৌঁছে যাব। আচ্ছা, আপনাদের পাড়াটার নাম কী?'

'মনোহরপুকুর।'

'ঠিক আছে।' রিসিভার নামিয়ে রাখল নবকুমার।

শেফালি-মা বললেন, 'অত দেরিতে যাওয়ার কী হল?'

'আমি আপনার সঙ্গে যেতে চাই।'

'ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কাজের সময় কখনও বদল করবে না। এতে বদনাম হয়। তোমার এখনও শুরু হয়নি। গোড়াতেই লোকে খারাপ ভাবুক আমি চাই না। কোন পাড়ায় থাকে?'

বলল, 'মনোহরপুকুর।'

'ও। তাহলে খেয়ে নাও। মুক্তো মাংস রেঁধেছে। তুমি খাবে শুনলে ও খুশি হবে।'

শেফালি-মায়ের সঙ্গে ট্যাক্সিতে চেপে ভবানীপুরের বাড়ির সামনে আসতে পেরে ভালো লাগল নবকুমারের। সে সঙ্গে আসতে চাওয়ার পর ভদ্রমহিলার মুখে খুশি-খুশি ভাব স্পষ্ট হয়েছিল। উনি বেশ স্বস্তি পেয়েছেন। আসার পথে নানা গল্প। এই শহর আগে কীরকম ছিল, কোথায়-কোথায় নাটকের প্রেক্ষাগৃহ ছিল, তাদের কী নাম এবং কী-কী নাটক হত, এইসব। মন্দাক্রান্তার বাড়িতে নিশ্চয়ই খুব ভালো দুপুরের খাবার খাওয়া যেত, হয়তো সেসব খাবার সে কখনও খায়নি কিন্তু এই আসাটার কাছে সেটা কিছু না। ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে রাস্তায় নামতেই শেফালি-মা বললেন, 'তোমার বাড়ি ফিরতে কত দেরি হবে?'

'আমি জানি না।'

'ঠিক আছে। আমি এখানকার কাউকে নিয়ে চলে যাব। তুমি আর দেরি কোরো না। এখনই রিহার্সালে চলে যাও। এখন গেলে দুটোর অনেক আগে পৌঁছে যাবে। এখান থেকে যেতে পারবে তো?'

'জিজ্ঞাসা করে চলে যাব।'

'দাঁড়াও।' শেফালি-মা ট্যাক্সিওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করল, 'মনোহরপুকুরে যাবেন।'

লোকটা হাসল, 'মিটার ডাউন করেই পৌঁছে যাব। এত শর্ট ডিস্টান্স আমাদের পোষায় না। ঠিক আছে, আসুন।'

শেফালি-মা তিরিশ টাকা নবকুমারের হাতে দিয়ে বললেন, 'ট্যাক্সিতেই যাও।'

নবকুমার আপত্তি জানাল, 'আমার কাছে টাকা আছে।'

'থাকুক।'

অতএব বাধ্য হয়ে ট্যাক্সিতে উঠে ওপাশের জানলার পাশে যেতেই উলটো দিকের বাড়ির ব্যালকনিতে চোখ গেল। সেদিন যে মেয়েটা বাড়িতে ঢুকতে চেয়ে খুব চেঁচামেচি করছিল সে ওখানে দাঁড়িয়ে দিব্যি হেসে-হেসে মোবাইলে কথা বলছে। ট্যাক্সিটা এগিয়ে গেল।

আজ বাড়িটাকে চিনতে অসুবিধে হল না। ট্যাক্সির ভাড়া কুড়ি টাকার বেশি ওঠেনি। এইটুকু পথ সে হেঁটেই আসতে পারত! ট্যাক্সি ছেড়ে দিতেই নবকুমারের মনে হল এখনও যখন দুটো বাজে নি তখন মন্দাক্রান্তা তাকে খাওয়ার কথা বলতেই পারেন। সেক্ষেত্রে না বললে রাগ করবেন।

সে দ্রুত বাড়ির সামনে থেকে সরে গেল। একজন ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে সময় জেনে বুঝল তাকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। এই রাস্তাটা শুনশান। বড়-বড় বাড়ি, সেগুলোতে লোকজন আছে কি না বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে না। মিনিট পনেরো পরে একটা গাড়ি মন্দাক্রান্তার বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে উলটোদিকে চলে গেল। গাড়িটাকে খুব চেনা-চেনা লাগল নবকুমারের। হেসে ফেলল সে। এই শহরে পা দেওয়ার পর নানান চেহারার এত গাড়ি সে দেখছে যে অনেক গাড়িকেই একরকমের মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ওই গাড়ির

ভেতরে কেউ বসেছিল কি না বোঝা যায়নি। মন্দাক্রান্তাই বেরিয়ে যায়নি তো? বাথরুম থেকে বেরিয়ে কাজের লোকের মুখে খবরটা শুনে যদি ফোন করে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই মুক্তো ওঁকে বলেছে কেউ বাড়িতে নেই। অস্বস্তি শুরু হল।

হঠাৎ পাশের বাড়ির জানলা খুলে গেল। একজন মোটাসোটা মহিলা বাজখাই গলায় বললেন, 'এই যে! এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন? কী চাই?'

'কিছু না।' মাথা নাড়ল নবকুমার।

'কিছু যদি না হবে তাহলে এখানে কী মতলব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ?'

'বিশ্বাস করুন, আমার কোনও মতলব নেই।'

'দেখে শুনে তো লম্পট বলে মনে হচ্ছে না। আমার মেয়ে এখানে নেই। অ্যাদ্দিন সব মোটর সাইকেলে পাক দিত। এখুনি যদি না চলে যাও তাহলে পুলিশে ফোন করব।'

নবকুমার আর দাঁড়াল না। দ্রুত পা চালিয়ে মন্দাক্রান্তার বাড়ির প্যাসেজে ঢুকে পড়ল। প্যাসেজের পরেই বাগান। সেখানে পৌঁছে যাওয়ার পর কাউকে না দেখে একটু দাঁড়াল। অদ্ভুত ব্যাপার তো! এই শহরের রাস্তায় কেউ একলা দাঁড়িয়ে থাকলে লোকে তাকে সন্দেহ করবে? ওঁর মেয়ে বাড়িতে থাকুক বা না থাকুক তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকার কী সম্পর্ক? যারা মোটর সাইকেলে পাক দিত তাদের দলে তো সে ছিল না। হয়তো ওই ভদ্রমহিলা তাঁর মেয়েকে নিয়ে খুব সমস্যায় আছেন। তাই সবাইকে সন্দেহ করেন।

'আরে! আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন?'

নবকুমার দেখল। হেসে বলল, 'একটু আগে এসে পড়েছি, তাই—।'

'আসুন, আসুন—!' লোকটা বলল, 'ম্যাডাম একটু আগে লাঞ্চ খেয়েছেন।'

'ও। তাহলে—!'

'আমাকে বলেছেন, আপনি এলেই যেন ওপরে নিয়ে যাই।'

সেই বসার ঘরে তাকে বসতে বলে লোকটা চলে গেল। মিনিটখানেকের মধ্যে মন্দাক্রান্তা ঘরে ঢুকলেন। তাঁকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল নবকুমার। আজ ওঁর পরনে দুধসাদা সালোয়ার কামিজ, মাথায় একটা সাদা পট্টি। ঘরে ঢুকে মন্দাক্রান্তা একগাল হেসে বলল, 'তোমাকে যে কী বলে ধন্যবাদ জানাব। নবকুমার, তুমি খুব ভালো।'

হকচকিয়ে গেল নবকুমার। সে আশঙ্কা করেছিল মন্দাক্রান্তা খুব রেগে থাকবেন।

'একটা জরুরি কাজে—।' কথা শেষ করল না নবকুমার।

'খুব ভালো হয়েছে। আজ সকালে উর্মিলা ফোন করেছিল। তোমার প্রশংসা করছিল বলে আমি বলে ফেলেছিলাম তুমি আজ লাঞ্চ করতে আসবে। ব্যস। ঠিক বারোটার সময় চলেও এল। তোমার ফোনের খবরটা ওকে বলতে আর থাকতে চাইল না। লাঞ্চ করে বেরিয়ে গেল।' হাসলেন মন্দাক্রান্তা, 'নবকুমার, সাবধান!'

সাতচল্লিশ

নবকুমার অবাক হয়ে গেল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'উনি আমার সঙ্গে দেখা করতে কেন এলেন?'

'জিজ্ঞাসা করেছিলাম।' মন্দাক্রান্তা বললেন, 'বলল, তোমার মধ্যে একটা সহজ মানুষকে ও দেখতে পেয়েছে। তুমি এখনও ফিল্মের লোক হয়ে যাওনি। তাই ওর কথা বলতে ইচ্ছে করেছে।'

বলে মন্দাক্রান্তা নবকুমারের দিকে রহস্যময়ীর মতো তাকালেন, ঠোঁটে একচিলতে হাসি। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার ভালো লাগছে না?'

'নাঃ।' নবকুমার মাথা নাড়ল।

'ওমা! সে কী! উর্মিলার মতো অল্পবয়সি সুন্দরী যেচে তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাইছে আর তোমার সেটা ভালো লাগছে না? শুনলে লোকে তোমাকে পাগল বলবে।'

'কে কী বলল তাতে আমার কিছু যায় আসে না।' ভালো লাগছিল না নবকুমারের, 'সুন্দরী হলেই তার সব ইচ্ছে মানতে হবে! তা ছাড়া, ও তো আপনার চেয়ে সুন্দরী নয়।'

চোখ বড় এবং মুখ হাঁ হয়ে গেল মন্দাক্রান্তার। সেটা সামলে নিয়ে বললেন, 'বসো। খাওয়াদাওয়া হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার রিহার্সাল কখন?'

'চারটের সময়।'

ঘড়ি দেখলেন মন্দাক্রান্তা। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কবে ভবানীপুরে যাচ্ছ?'

'এক তারিখে। আমি শেফালি-মায়ের সঙ্গে যাচ্ছি।' নবকুমার বলল।

তাকালেন মন্দাক্রান্তা। নবকুমার যে তাঁকে সংশোধন করে দিল তা বুঝলেন। তারপর শ্বাস ফেললেন, 'তোমাকে একটা কথা বলি। আমরা বেশিরভাগ সময়ে ভাবি যা করছি ঠিক করছি। যা ভাবছি সেটাই ঠিক। আমাদের যে ভুল হতে পারে তা সে সময় মাথায় আসে না। তার ফলে মানুষ আমাদের অপছন্দ করতে শুরু করে। তাই, আমাদের কখনও এমন কথা বলা উচিত নয়, এমন দাঁড়ি টানা উচিত নয় যার পরে আর কথা বলা যাবে না। তুমি যদি মাঝখানের পথ ধরে হাঁটো, তাহলে দেখবে সমস্যা বাড়বে না।'

নবকুমার তাকাল, 'আমি বুঝতে পারলাম না।'

হাসলেন মন্দাক্রান্তা, 'তুমি বললে, কে কী বলল তাতে তোমার কিছু যায় আসে না। তাই তো? নিজের সিদ্ধান্ত এত সরাসরি বলার কী দরকার? যদি বলতে, তাই নাকি? লোকে যদি আমাকে পাগল ভাবে তাহলে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে হবে। এটা শুনলে লোকে তোমাকে উদ্ধত যেমন ভাববে না তেমনি তুমিও তো তোমার বিশ্বাস থেকে নড়ছ না। তাই না?'

মাথা নাড়ল নবকুমার, 'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, তোমার মনে হয় না, আমি কেন ডেকেছি?'

'আপনি আমার ভালো চান, তাই।'

'বড়বাবু আমাকে স্টুডিওর অফিসে গিয়ে বসতে বলেন। কিন্তু সেখানকার আবহাওয়া, মানুষজনের কথাবার্তা আমার ভালো লাগে না। আবার বাড়িতে একা-একা থাকতে-থাকতে হাঁপিয়ে উঠি। কথা বলার লোক নেই। তোমাকে দেখে মনে হয়েছিল, তোমার সঙ্গে সহজে গল্প করা যায়।' মন্দাক্রান্তা বললেন।

'আপনি একা কেন?' নবকুমার জিজ্ঞাসা করলেন।

'কেউ নেই তাই একা।' হাসলেন মন্দাক্রান্তা।

'আচ্ছা, আপনি এই সিনেমার সঙ্গে কীভাবে যুক্ত?'

'আমি ছবিতে ফিনান্স করছি।'

'তার মানে আপনার টাকায় ছবিটা হচ্ছে?'

'মানে তো তাই দাঁড়ায়।'

নবকুমার অবাক হয়ে তাকাল। একটা সিনেমা তৈরি করতে লক্ষ-লক্ষ টাকার দরকার হয় বলে সে শুনেছে। ছবি যদি দর্শকদের ভালো না লাগে তাহলে সেই টাকা আর ফেরত আসে না। মন্দাক্রান্তা যদি টাকা ফেরত না পান? তাকে এই ছবির নায়ক করা হয়েছে। যদি দর্শকরা

তাকে অপছন্দ করে তাহলে সিনেমাটা কেউ দেখবে না। খুব নার্ভাস হয়ে গেল নবকুমার। সে মুখ নামাল।

ব্যাপারটা চোখ এড়াল না মন্দাক্রান্তার, 'ওমা! তোমার কী হল?'

'আমার জন্যে যদি আপনার ক্ষতি হয়ে যায়?'

বেশ জোরে হেসে উঠলেন মন্দাক্রান্তা, 'কী বোকা ছেলে রে বাবা!'

'আপনি বললেন আপনার টাকায় ছবিটা তৈরি হচ্ছে। একটা ছবি তৈরি করতে কত টাকা লাগে আমি জানি না—!'

'পঞ্চাশ লক্ষ টাকা বাজেট।' মন্দাক্রান্তা ধরিয়ে দিল।

'প-ঞ্চাশ লক্ষ?'

'এখন বাংলায় এক কোটির ওপর বাজেটের ছবি হয়।'

'যদি কেউ ছবিটা না দেখে তাহলে তো আপনি—!'

'হ্যাঁ। ছবি ফ্লপ করলে টাকাটা জলে যাবে।'

'কী দরকার ছিল আপনার ছবি করার! আর যদি করতেই হয় তাহলে মিঠুন চক্রবর্তী বা প্রসেনজিৎকে নায়ক করে ছবি করলেন না কেন? ঠিক চলত।'

'কী করব বলো? এই নায়কের চরিত্রে ওঁদের মানাবে না যে!'

'আমার খুব ভয় করছে।'

'কেন?'

'আপনার জন্যে!'

হাসলেন মন্দাক্রান্তা। নবকুমারের কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'আমার জন্যে তুমি এত ভাবছ কেন? তুমি তো আমার কিছুই জান না।'

নবকুমার সরল গলায় বলল, 'আমার মনে হয়েছে আপনি আমার কথা ভাবেন।'

'আর কেউ তোমার কথা ভাবে না?'

'হ্যাঁ। দুজন। আপনি আর শেফালি-মা। কলিকাতায় এসে আপনাদের মতো দুজন মানুষের দেখা পেয়েছি বলে আমি খুব খুশি।'

'শেফালি-মাকে তোমার ভালো লাগে?'

'হ্যাঁ। খুব। আমার নিজের মা গাঁয়ের মানুষ। বেশি পড়াশোনা নেই, সব কথা গুছিয়ে বলতেও পারেন না। কিন্তু তিনি আমার গর্ভধারিণী। তাঁকে দুঃখ দিতে চাই না। ভেবেছি কলিকাতায় এসে ভালো রোজগার করে মাকে গ্রাম থেকে এনে নিজের কাছে রাখব। কোনও কাজ করতে দেব না। এটা যদি করতে পারি তাহলে আমি ছেলের কাজ করতে পারব। কিন্তু কলিকাতায় এসে শেফালি-মায়ের কাছে যে স্নেহ পেয়েছি তা আমি কারও কাছে পাইনি।' নবকুমার বলল।

'ওঁর কাছে তুমি সত্যিকারের স্নেহ পেয়েছে, আমি তো কিছুই দিইনি।'

নবকুমার হাসল, কিছু বলল না।

মন্দাক্রান্তা বললেন, 'তোমাকে একটা কথা বলি। যে টাকা আমি ফিনান্স করছি সেই টাকা আমার নয়। আমার নামটাই ব্যবহার করা হচ্ছে?'

নবকুমার বুঝতে পারল না। মন্দাক্রান্তা বললেন, 'টাকাটা যার তিনি নিজের নামে খরচ করবেন না। খাতায় কলমে থাকছে, টাকাটা আমি তাঁকে কয়েকটা ছবি বানাবার জন্যে দিচ্ছি। অর্থাৎ নিজের টাকাই তিনি আমার মাধ্যমে খরচ করবেন।'

'কিন্তু আপনি এত টাকা কী করে দিচ্ছেন তা কেউ জানতে চাইবে না?'

'নিশ্চয়ই। অনেক পরিকল্পনা করে আমার নামে টাকাটা আইনসিদ্ধ করা হয়েছে। ধরো, কেউ একজন রেসে পাঁচ লক্ষ টাকার জ্যাকপট পেয়েছে। ট্যাক্স দেওয়ার পর সে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা

পাবে। তাকে পৌনে চার লক্ষ টাকা দিয়ে টিকিটটা কিনে নিয়ে আমার নামে রেসকোর্সের কাছে টাকাটা ক্লেম করা হল। যেন, আমিই টিকিটটা দশটাকা দিয়ে কিনেছিলাম। এইরকম নানান উপায়ে ধীরে-ধীরে বাজেটের টাকা জোগাড় করা হল। তার জন্যে ট্যাক্স দেওয়ায় সেটা পুরো সাদা টাকা হয়ে গেল।' হাসলেন মন্দাক্রান্তা, 'আমার নামের টাকা, অথচ আমার নয়। অতএব ছবি ফ্লপ করলে আমার কোনও ক্ষতি হবে না। বুঝলে?'

'আপনি রাজি হলেন কেন?'

'কেন হব না? নিজের টাকা না পরের টাকা তা এতদিন আমি এবং আর-একজন জানতাম। আজ তুমি জানলে। কিন্তু ফিল্ম দুনিয়ার সবাই আমাকে খাতির করছে আমি ফিনান্স করছি বলে। এই মজাটা কেন উপভোগ করব না?'

'কিন্তু ছবি যদি ভালো চলে তাহলে আপনি কী পাবেন?'

'দেখা যাক।' হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন মন্দাক্রান্তা।

'একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?'

মন্দাক্রান্তা মাথা নাড়লেন, 'না। আর কোনও কথা নয়। এবার তোমাকে স্টুডিওতে যেতে হবে। সবসময় সময় মেনে চলবে। এক কাজ করো। আমার গাড়িতে তুমি স্টুডিওতে যাও।'

'না-না। আমি বাসে চলে যাব।'

'আঃ। বড় তর্ক করো। ঠিক আছে। তুমি টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোতে গিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে রিকশা নিয়ে স্টুডিওতে যেও।'

'আপনি আমাকে গাড়িতে যেতে জোর দিচ্ছেন কেন?'

'গেলে আমার ভালো লাগবে'। বেশ জোর দিয়ে বললেন মন্দাক্রান্তা।

নবকুমার এগিয়ে যাচ্ছিল, মন্দাক্রান্তা বললেন, 'আবার কবে দেখা পাব?'

'যখন বলবেন তখনই আসব।'

'যদি তখন তোমার শ্যুটিং থাকে?'

'না—মানে—!'

'নবকুমার, তুমি যখন কথা বলবে তখন এমন কিছু বলবে না যা করতে তুমি হয়তো সক্ষম হবে না। দাঁড়াও।' মন্দাক্রান্তা ভেতরে চলে গেলেন। ফিরে এলেন একটা কাগজ নিয়ে, 'এতে আমার মোবাইল নম্বর লেখা আছে। তোমার যখনই সময় এবং ইচ্ছে হবে তখনই ফোন করে আমায় জানিও।'

কাগজটা পকেটে রেখে দিল নবকুমার।

মন্দাক্রান্তার আরামদায়ক গাড়ির ঠান্ডা মেশিন চালু রয়েছে। বেশ ভালো লাগছিল নবকুমারের। এই প্রথম এমন দামি গাড়িতে সে একা পেছনের সিটে বসে আছে। নিজেকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ মানুষ বলে মনে হচ্ছিল। কালো কাচ থাকায় রাস্তার লোকজন তাকে দেখতে পাচ্ছে না। অথচ এরকম গাড়ির মালিক হতে পারার স্বপ্ন দেখার কথা সে এখনও ভাবতে পারে না। আচ্ছা, এই গাড়ির মালিক কি মন্দাক্রান্তা? ওই বাগানওয়ালা বিরাট বাড়িটা কি ওঁর? নাকি সিনেমায় টাকা ফিনান্স করার মতো এইসব কিছু শুধু ওঁর নামেই রয়েছে, আসল মালিক অন্য কেউ। কে সে? কথাটা তুলতে চেয়েছিল কিন্তু মন্দাক্রান্তা তাকে থামিয়ে দিয়েছিলেন? লোকটা কি বড়বাবু?

একটু কাঁপুনি এল। বড়বাবুর সঙ্গে মন্দাক্রান্তার নিশ্চয়ই একটা সম্পর্ক আছে। ওঁর যাত্রার গদিতে সে মন্দাক্রান্তাকে প্রথম দ্যাখে। বড়বাবুই তাকে নিয়ে আসে মন্দাক্রান্তার বাড়িতে। কিন্তু কে

মন্দাক্রান্তা, তার কাছে কেন নিয়ে যাচ্ছেন সেই ব্যাখ্যা করার কোনও প্রয়োজন বোধ করেননি। মন্দাক্রান্তার বাড়িতে যাওয়ার জন্যে বড়বাবুই শেফালি-মাকে টেলিফোন করে জানান। মন্দাক্রান্তা যে তাঁর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করছেন, সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দামি জামাপ্যান্ট জুতো কিনে দিয়েছেন, এ খবর কি বড়বাবু জানেন?

এক ঘণ্টা রিহার্সাল দেওয়ার পর দশ মিনিট বিশ্রাম। প্রাণকৃষ্ণ খুশি হয়ে বেয়ারাকে ডেকে চায়ের অর্ডার দিলেন। আজ অফিসে গীতিময়বাবু নেই।

একটু ইতস্তত করে নবকুমার জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, যিনি ছবি প্রযোজনা করেন আর যিনি ফিনান্স করেন তাঁদের পার্থক্য কী?'

প্রাণকৃষ্ণ বলল, 'প্রযোজক হলেন ছবির মালিক। ফিনান্সার শর্ত অনুযায়ী প্রয়োজককে টাকা ধার দেন ছবিটা করার জন্যে। কখনও শর্ত থাকে ছবি রিলিজ করার পরে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকাটা শোধ করতে হবে সুদ সহ। কখনও ফিনান্সের টাকা দেন ছবির লাভের ওপর একটা পার্সেন্টেজের বিনিময়ে।'

'তার মানে প্রযোজক নিজের টাকায় ছবি করেন না?'

'সবাই নয়। অনেকেই করেন। কেউ-কেউ ফিনান্সের সাহায্য নেন। পাঁচ-দশ লাখ টাকা পকেট থেকে বের করার পর ফিনান্সের সাহায্য নেন। হঠাৎ এসব প্রশ্ন করছ কেন?' প্রাণকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমি এসব জানি না তো—।'

'এসব যত না জানবে তত তোমার মঙ্গল হবে।'

'কেন?'

'তুমি আদার ব্যাপারি, জাহাজের খবর নিয়ে কী করবে?'

চা এল। চুমুক দিয়ে প্রাণকৃষ্ণ বলল, 'এবার তোমার সংলাপ নিয়ে বসব।'

'আমার সংলাপ?' নবকুমার বুঝতে পারল না।

'ছবিতে তোমাকে যে সংলাপ বলতে হবে তার কথা বলছি।'

এই সময় পাশের ঘরে একটি মহিলাকণ্ঠ বেশ জোরে জিজ্ঞাসা করল, 'গীতিদা নেই? আসেনি?'

গীতিময়ের বেয়ারা বলল, 'সেট দেখতে গিয়েছেন।'

'ও। পাশের ঘরে কেউ আছে?'

'প্রাণদা আর নতুন হিরো।'

দ্রুত পায়ের শব্দ এগিয়ে এল। নবকুমার দরজার দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল উর্মিলাকে, 'প্রাণদা, তুমি আমাকে বাদ দিয়ে রিহার্সাল দিচ্ছ?'

'পরিচালক প্রযোজকের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করছি। ওঁরা হয়তো মনে করেন তোমার রিহার্সালের দরকার নেই।' প্রাণকৃষ্ণ বলল, 'ওহো, তোমার সঙ্গে নবকুমারের বোধহয় আলাপ হয়নি—। এই ছবির হিরো ও।'

শব্দ করে হাসল উর্মিলা। পরিচয় হয়েছে কি হয়নি তা না জানিয়ে বলল, 'আমার শ্যুটিং চলছে অন্য ছবির। তোমরা কাজ করো। চলি।'

উর্মিলা চলে গেল। অবাক হয়ে গেল নবকুমার। যার সঙ্গে সে এক গাড়িতে গিয়েছে, যে তার সঙ্গে দেখা করবে বলে মন্দাক্রান্তার বাড়িতে হাজির হয়েছিল, সে যেন এখন তাকে চিনতেই

পারল না। নবকুমারের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রাণকৃষ্ণ বলল, 'সেটের বাইরে এরা যে অভিনয় করে সেটা না শিখে সেটের ভেতরে যাতে ভালো অভিনয় করতে পারো, সেই দিকে মন দাও।'

আটচল্লিশ

ঘণ্টাখানেক অনুশীলনের পরে প্রাণকৃষ্ণ স্ক্রিপ্ট বন্ধ করে গম্ভীর গলায় বলল, 'তুমি আমাকে মুশকিলে ফেলে দিলে নবকুমার।'

বুঝতে না পেরে নবকুমার তাকিয়ে থাকল।

'অভিনয়ের ব্যাপারে আমি মিথ্যে বলতে পারি না। তোমার পরিচালক-প্রযোজক জিজ্ঞাসা করবেন কিন্তু আমি তোমার পক্ষে বলতে পারব না।' মাথা নাড়ল প্রাণকৃষ্ণ।

'আমার কী ভুল হচ্ছে?'

'ভুল? তুমি তো আমাকে কপি করে যাচ্ছ। আমি যেমন বলছি তেমন বলছ। তোমার মনে রাখার ক্ষমতা আছে তাই এটা পারছ। কিন্তু এখানে থেকে যাওয়ার পর একবারও অনুশীলন করোনি তা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি। ছবিতে যে চরিত্রে তোমার অভিনয় করার কথা তার সম্পর্কে বিস্তারিত বলেছি। তুমি সেই চরিত্রের ভেতর না ঢুকে আমার সংলাপ বলার ধরনটাকে কপি করেছ। যদি চরিত্রটাকে বুঝতে তাহলে তোমার মতো করে বলার চেষ্টা করতে। ভুল হলে আমি সংশোধন করে দিতাম। কপি করে কখনও জীবনে দাঁড়ানো যায় না। তবু আসার আগে একটা চেষ্টা করছিলে। উর্মিলাকে দেখার পর সেসব জলাঞ্জলি দিলে। তাহলে তোমার পেছনে আমি সময় নষ্ট করব কেন?'

মাথা নাড়ল নবকুমার। তারপর বলল, 'আপনি ঠিক বলেছেন। আমি অনুশীলন করিনি। ওই ভদ্রমহিলাকে দেখে আমি অন্যমনস্ক হয়েছিলাম, তার কারণ ছিল। ঠিক আছে, আপনি গীতিময়বাবুকে বলে দিন, আমার দ্বারা হবে না।'

প্রাণকৃষ্ণ অবাক, 'তার মানে? তুমি অভিনয় করবে না?'

'আপনি বলুন, সবার দ্বারা সব হয়? প্রথম দেখায় আপনি তো বলেছিলেন। তা ছাড়া, আমি তো নিজে অভিনয় করতে চাইনি, বড়বাবুর হুকুমেই—।' কথা শেষ করল না নবকুমার। ওর গলা ধরে গিয়েছিল।

নবকুমার উঠতে যাচ্ছিল। প্রাণকৃষ্ণ বলল, 'বোসো। সামান্য একটা চরিত্রে সুযোগ পাওয়ার জন্যে নতুন ছেলেমেয়েরা জুতোর সুকতলা খইয়ে ফেলে। এরকম চরিত্র পেলে জীবন পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারে। আর তুমি আমার দ্বারা হবে না বলে উঠে যাচ্ছ! ঠিক আছে, তোমার এই মানসিকতা আমার পছন্দ না হলেও একটা অনুরোধ করছি। যেভাবে তুমি ছেড়ে যেতে চাইছ সেইভাবে আঁকড়ে ধরো। তোমার অহংবোধ যদি এত তাড়াতাড়ি আক্রান্ত হয় তাহলে এই অহংবোধ নিয়ে কাজটাকে সফল করার চেষ্টা করছ না কেন? ঠিক আছে, আগামীকাল চারটের সময় এস। নবকুমার, হেরে গিয়ে সরে দাঁড়ালে তুমি নিজের কাছেই ছোট হয়ে যাবে।'

বাইরের ঘরে কথাবার্তা শুরু হয়ে গিয়েছিল। গীতিময় দরজায় এলেন ব্যস্ত হয়ে, 'তোমাদের কাজ কি এখনও চলবে?'

প্রাণকৃষ্ণ উঠে দাঁড়াল, 'আবার আগামীকাল।'

'গুড। নবকুমার, এ-ঘরে এস।'

প্রাণকৃষ্ণের সঙ্গে গীতিময়ের ঘরে ঢুকে নবকুমার দেখল, দুজন প্রৌঢ় দাঁড়িয়ে আছেন। গীতিময় তাঁদের বললেন, 'চটপট মাপ নিয়ে যাও। কী-কী বানাবে তা বলে দিয়েছি। এক তারিখের মধ্যে

সব রেডি চাই।'

'আপনার সবসময় শিরে সংক্রান্তি।' একজন প্রৌঢ় বলল। তারপর এগিয়ে এসে নবকুমারকে বলল, 'হাতদুটো দুপাশে ছড়িয়ে দাঁড়ান ভাই।' মিনিটদুয়েকের মধ্যে জামা, পাঞ্জাবি, প্যান্টের মাপ নিয়ে লোকদুটো চলে গেলে গীতিময় বললেন, 'যাক, তোমার ড্রেস-সমস্যা মিটল।'

প্রাণকৃষ্ণ বলল, 'সেটা বলতে পারো না। বাবু নবকুমার যদি মনে করেন ওঁর অভিনয় ঠিক হচ্ছে না তাহলে তিনি নাও করতে পারেন।'

গীতিময় হাঁ হয়ে গেলেন, 'তার মানে?'

'আমি এখনও ঠিকঠাক পারছি না।' নবকুমার সরাসরি বলে দিল।

'আঃ! সেটা দেখার জন্যে প্রাণকৃষ্ণ আছে। তুমি বলার কে? কন্ট্রাক্ট ফর্মে সই করেছ, অ্যাডভান্স নিয়েছ এখন বলছ করতে না-ও পারো!' গীতিময় অগ্নিশর্মা।

প্রাণকৃষ্ণ বলল, 'যদি আমার মনে হয় ও পারছে না—।'

'তাহলে বলব তুমি তার জন্যে দায়ী। তোমার মতো ঝানু লোক যদি প্রথমদিন রিহার্সাল দিয়ে বুঝতে না পারে তাহলে আমি কার ওপর নির্ভর করব।' একটু ভেবে নিয়ে গীতিময়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন? একদমই পারছে না?'

'একেবারে না বলব না।'

'তাহলে চেষ্টা করো। এখনও তো কয়েকদিন সময় আছে। এটা তো থিয়েটার নয়, আমি ছোট-ছোট শট নেব। ওকে চরিত্রটার মধ্যে ঢুকিয়ে দাও, তাহলেই হবে। অভিনয় যা করার আমি করিয়ে নেব।' গীতিময় বললেন, 'বড়বাবুর কানে গেলে আমরা বারোটা বাজিয়ে দেবেন। আজ ফোনে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি বলে দিয়েছি, ভাস্টলি ইমপ্রুভড্।'

প্রাণকৃষ্ণের সঙ্গে অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে এল নবকুমার। প্রাণকৃষ্ণ বলল, 'এসব শুনে নার্ভাস হয়ে যেও না। বাড়িতে যা অনুশীলন করতে বলেছি তা মন দিয়ে করো। আমি বলছি, তুমি পারবে। আচ্ছা, আসি ভাই।'

প্রাণকৃষ্ণ উলটোদিকে চলে গেল। এখন সন্ধে নেমে গিয়েছে। আলো জ্বলছে স্টুডিও চত্বরে। কয়েকটি চেনা মুখ দেখতে পেল নবকুমার। এদের হয় টিভি নয় সিনেমায় দেখেছে সে। সে হাঁটতে শুরু করতেই পেছন থেকে একজন ডাকল, 'ও দাদা, শুনছেন?'

নবকুমার পেছন ফিরল। একটা কিশোর তার সামনে এসে বলল, 'দিদি আপনাকে ডাকছেন। এখনই শ্যুটিং শেষ হবে। গ্রিনরুমে বসতে বললেন।'

'আমাকে?' অবাক হল নবকুমার।

'হ্যাঁ। আসুন।' ছেলেটা হাঁটতে লাগল।

নবকুমার তার পাশে চলে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'দিদির নাম কী?'

'আমাদের ছবির হিরোইন।' ছেলেটা পা চালাল।

কোনও হিরোইন তাকে ডেকে পাঠাতে পারে না। ওঁদের কারও তাকে চেনার কথা নয়। গ্রিনরুমের দিকে ছেলেটিকে অনুসরণ করে যেতে-যেতে তার খেয়াল হল। এই হিরোইন নিশ্চয়ই উর্মিলা। উর্মিলা দেখে গিয়েছে সে গীতিময়বাবুর অফিসে বসে রিহার্সাল দিচ্ছে। ছেলেটাকে তখন থেকে নিশ্চয়ই পাহারায় লাগিয়েছে। কেন? হঠাৎ মনে হল, উর্মিলা বোধহয় তাকে কিছু বলতে চায়। দুপুরে মন্দাক্রান্তার বাড়িতে সেইজন্যেই গিয়েছিল।

ছোট-ছোট কয়েকটা ঘর। ছেলেটা যে ঘরের দরজা খুলে পরদা সরিয়ে তাকে ভেতরে ডাকল সেটা একটু বড়। ঘরের ভেতর আয়না, টুল, চেয়ার এবং একটা ডিভান পাতা। ওপাশে টেবিলের ওপর জামাকাপড়ের স্তূপ। জলের বোতল, ব্যাগ। ঘরে কেউ নেই।

ছেলেটা বলল, 'এখানে বসুন। দিদি একটু পরে আসবে।'

ছেলেটা বেরিয়ে গেলে নবকুমার চেয়ারে বসল। ঘরের বাতাসে একটা সুবাস ভাসছে। মেয়েলি গন্ধ। একটু পরে দরজায় শব্দ হল। তারপর পরদা সরিয়ে মুখ বাড়ালেন যিনি তাঁকে চিনতে অসুবিধে হল না। কিছুদিন আগেও একচেটিয়া নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করতেন। এখন চেহারা বেশ ভারী হওয়ায় চরিত্রাভিনেতা হয়েছেন।

'উর্মি কি এখনও শ্যুট করছে?'

মানে বুঝতে পারল না নবকুমার। শ্যুট করা মানে গুলি ছোড়া। সে বলল, 'আমি জানি না।'

'অ।' চোখ বড় করলেন ভদ্রলোক। তারপর কাঁধ নাচিয়ে পরদা ফেলে বেরিয়ে গেলেন। ইনি যখন উর্মিলাকে উর্মি বলে সম্বোধন করলেন তখন বোঝাই যাচ্ছে বেশ কাছের মানুষ। মিনিটপাঁচেক যেতে নবকুমার উঠে দাঁড়াল। এইভাবে একা বসে থাকার কোনও মানে হয় না।

এই সময় সেই ছেলেটি কয়েকটা জিনিস হাতে নিয়ে মেক-আপ রুমে ঢুকে দাঁত বের করে বলল, 'দিদি এসে গিয়েছেন।'

তার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে উর্মিলা পরদা সরিয়ে ভেতরে ঢুকল, 'আই অ্যাম সরি। কিছু মনে করবেন না। কো-অ্যাক্টর ফেল করায় পাঁচবার টেক হল। কী করে যে এইসব লোক অভিনয়ের জন্যে টাকা নেয়, কে জানে! এই, ওঁকে চা দিয়েছিস?'

ছেলেটা মাথা নাড়ল, না।

'তোর আর বুদ্ধি কখনও হবে না। যা, স্পেশ্যাল চা নিয়ে আয়।'

'আমি একটু আগে চা খেয়েছি, আর খাব না।' নবকুমার গম্ভীর।

এইসময় এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন, 'বসো, মেক-আপটা তুলে দিই। হেয়ার ড্রেসার কোথায়?'

বাইরে থেকে একটি মেয়ের গলা ভেসে এল, 'আসছি।'

নতুন দৃশ্য দেখল নবকুমার। মাঝবয়সি এক মহিলা সযত্নে উর্মিলার মাথা থেকে এক ফালি পরচুলা খুলে নিল। সেটা ভাঁজ করে বাক্সে রেখে দিল। মেক-আপ ম্যান ওর মুখ থেকে রং তুলতে শুরু করলেন। সেসব হয়ে যাওয়ার পরে উর্মিলার মুখ চকচকে লাগছিল। এই সময় পরদা সরিয়ে সেই বিগত নায়ক ঘরে ঢুকে ডাকলেন, 'হাই উর্মি।'

উর্মিলা আয়নায় লোকটাকে দেখে মাথা দোলাল।

'খুব খাটতে হচ্ছে?' বিগত নায়ক চেয়ারের পাশে চলে আসতে মেকআপ ম্যান আর মেয়েটি বেরিয়ে গেলেন। উর্মিলা জবাব দিল, 'পেটের দায় বড় দায়।'

'বাব্বা! দায়টা কত বড় একটু জানতে পারি?'

'কেন? মিটিয়ে দেবেন?' উঠে দাঁড়াল উর্মিলা।

'চেষ্টা করতে পারি। আচ্ছা, তুমি এই আপনি বলাটা ছাড়তে পারো না। আজকাল টিভি সিরিয়াল করতে যেসব পুঁচকে মেয়েরা আসছে তারাও প্রথমদিন থেকে তুমি বলে কথা শুরু করে।' বিগত নায়ক হাসলেন।

'যে যাতে অভ্যস্ত সে তো তাই করবে। বলুন, কী ব্যাপার?'

'তুমি চ্যাটার্জির পার্টিতে কখন যাচ্ছ?'

'এখনও ভাবিনি।'

'আঃ। ন'টা? দশটা?'

'কেন?'

'তাহলে যাওয়ার আগে টলি ক্লাবে চলে এসো। আধঘণ্টা গপ্পো করে একসঙ্গে যাওয়া যাবে। ও কে?'

'চেষ্টা করব।'

'ওইসব বললে শুনব না। আমি তোমার জন্যে আটটা থেকে অপেক্ষা করব। যাই!' বিগত নায়ক চলে গেলেন।

উর্মিলা বলল, 'খুব খারাপ লাগছে আপনার, জানি! আর এক মিনিট অপেক্ষা করুন, আমি চেঞ্জ করে আসছি।'

সে পাশের ঘরে চলে গেলে একটি মেয়ে ঘরে ঢুকে উর্মিলার জিনিসপত্র গোছাতে লাগল। সালোয়ার কামিজ পরে বেরিয়ে এসে উর্মিলা জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন লাগছে?'

'ভালো।'

শুনে চোখ ছোট করে হাসল উর্মিলা।

'আপনি আমাকে ডেকেছেন কেন তা এখনও জানতে পারিনি।'

'আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্যে।'

'বলুন।'

'এই তো কথা বলছি।'

'বিশেষ কোনও কথা—!'

'কী আশ্চর্য! আপনার সঙ্গে বিশেষ কোনও কথা বলার মতো সময় কি আমি পেয়েছি?'

'ও।' মাথা নাড়ল নবকুমার, 'তাহলে আমি কি যেতে পারি?'

'কেন?'

অবাক হয়ে তাকাল নবকুমার।

উর্মিলা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার এখন কোনও জরুরি কাজ আছে?'

'না।'

'তাহলে চলুন, এখান থেকে বেরিয়ে কোথাও গিয়ে এক কাপ কফি খেতে-খেতে কিছুক্ষণ বকবক করি। সকাল থেকেই ইচ্ছে হচ্ছে নিঃস্বার্থ আড্ডা মারতে।'

যে মেয়েটি গোছগাছ করছিল তাকে কিছু নির্দেশ দিয়ে উর্মিলা নবকুমারকে নিয়ে বেরিয়ে এল। বাঁধানো প্যাসেজে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে লোকজন। নবকুমারের কানে চাপা সংলাপ ভেসে এল। 'মালটা কে?' 'বয়ফ্রেন্ড?' 'ভ্যাট।' 'ও তো নিজেই মুরগি হয়ে আছে। মুরগি ধরার ক্ষমতা নেই।'

ড্রাইভার দরজা খুলে দিল। নবকুমারের মনে পড়ল, এই লোকটার নাম গোবিন্দ।

মাঝখানে অনেকটা দূরত্ব রেখে ওরা বসতেই গোবিন্দ গাড়ি চালু করল। স্টুডিও-র গেট পেরিয়ে গাড়ি ছুটছিল ট্রাম ডিপোর দিকে। উর্মিলা বলল, 'গোবিন্দ, কান্ট্রি ক্লাবে যাব। সেই বুঝে জ্যাম এড়িয়ে চলো।'

'আপনি বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন না?'

'না। আজ দেরিতে ফেরার জন্যে কাউকে কৈফিয়ত দিতে হবে না।'

'কিন্তু আপনার তো কোথাও যাওয়ার কথা আছে।'

'দূর। ওসব জায়গায় যেতে-যেতে ঘেন্না ধরে গিয়েছে। সেজেগুজে গিয়ে মেকি কথা বলা, মদের গ্লাস নিয়ে দাঁত দেখানো তারপর সাজিয়ে রাখা একই ধরনের খাবার খেয়ে বাড়ি ফেরা।' উর্মিলা কাঁধ নাচাল।

'কিন্তু সবাই তো খুঁজবে আপনাকে।'

'খুঁজুক। দেখলেন তো ওই বুড়ো ভামটাকে। পার্টিতে আমার পাশে-পাশে ঘুরবে বলে লাইন করছিল।' উর্মিলা বলল, 'ছাড়ুন এসব। প্রাণদা কীরকম শেখাচ্ছে?'

'খুব ভালো।'

'মুশকিল হল, উনি সত্যি ভালো শেখান, কিন্তু সেটা সেটে করতে গেলে দেখি পরিচালক সময় দিচ্ছেন না। কোনও-কোনও পরিচালক গোদা অ্যাক্টিং পছন্দ করেন। তখন খুব খারাপ লাগে প্রাণদার কথা ভেবে। আচ্ছা, আপনার কি আমার সঙ্গে যেতে ভালো লাগছে না?'

'সত্যি কথা বলছি, খুব টায়ার্ড লাগছে। মন ভালো নেই। সারাদিন ছুটোছুটি, এখন ইচ্ছে করছে ঘরে ফিরে গিয়ে টানটান হয়ে শুয়ে পড়তে।' নবকুমার বলল।

চুপচাপ তাকিয়ে থেকে হাত বাড়াল উর্মিলা, 'হাত মেলান।' নবকুমার হাত মেলালে সে বলল, 'গোবিন্দ, কান্ট্রি ক্লাবে যেতে হবে না। নবদাকে সেদিন যেখানে নামিয়েছিলে সেখানে নামিয়ে দাও।'

ঊনপঞ্চাশ

বাড়িতে ফেরা মাত্র মুক্তো একটা পোস্টকার্ড এগিয়ে দিল, 'তোমার চিঠি। যাত্রাদলের গদিতে এসেছিল। শেফালি-মাকে ফোন করেছিলেন বড়বাবু। আমাকে গিয়ে নিয়ে আসতে হল।'

পোস্টকার্ড হাতে নিয়ে নবকুমার দেখল ওটা বাবা লিখেছে।

'তুমি এখানকার ঠিকানা দাওনি কেন ওদের?'

'তখন রোজ ওখানে যেতাম—!'

'কালই ভবানীপুরের ঠিকানা জানিয়ে চিঠি দেবে। হাঁটতে কষ্ট হয়, ট্যাং-ট্যাং করে আমাকে অত দূরে ছুটতে হল। চা খাবে?'

'না।'

ঘরে এসে আলো জ্বালিয়ে চিঠিটা পড়ল নবকুমার। 'স্নেহের খোকা। আশা করি ঈশ্বরের কৃপায় সুস্থ আছ। কিছুদিন হইল তোমার মা পেটের যন্ত্রণায় গুরুতর অসুস্থ। তাহাকে সদরের হাসপাতালে ভরতি করিতে হইবে। কিন্তু আমার অর্থাভাব এত প্রবল যে, কী করিব বুঝিতে পারিতেছি না। সত্বর চার-পাঁচ হাজার টাকার প্রয়োজন। ইতি, আশীর্বাদক তোমার বাবা।'

হঠাৎ বুকের ভেতরটায় দারুণ চাপ এবং সেই চাপ থেকে কান্না ছিটকে বের হল। নবকুমার বিছানায় বসে দু-হাতে মুখ ঢেকে কিছুক্ষণ কাঁদল। তার শরীর কিছুতেই স্থির হচ্ছিল না। প্রাণপণে চেষ্টা করছিল যাতে এ-ঘরের বাইরে শব্দ না যায়।

মিনিটকয়েক বাদে একটু শান্ত হয়ে আবার চিঠিটাকে দেখল সে। ওপরের ডানদিকে বাড়ির ঠিকানা লেখা। চিঠিটা পোস্ট হয়েছে তিনদিন আগে। তার কাছে যা আছে তা এই মুহূর্তে পাঠাতে ইচ্ছে করছে। যেমন করে হোক মাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে। মায়ের মুখটা মনে পড়ল। এই পৃথিবীর কোনও জটিলতা মাকে স্পর্শ করেনি। জীবন যে কত জটিল, কত হিংস্র তা মায়ের অজানা। মা মানে একজন স্নেহ অভিমানে সারল্যে ভরপুর মানবী ছাড়া আর কিছু নয়। ওঁকে যা বোঝানো হয়, তাই ঠিক ভেবে নেন। তাঁর কলিকাতায় আসার ব্যাপারে মায়ের বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না। ছেলেকে কাছছাড়া করতে চাননি তিনি।

মাস্টারদা থাকলে হয়তো একটা ব্যবস্থা হত। মাস্টারদা যদি বড়বাবুকে বলত, নবকুমারকে পাঁচ হাজার টাকা দিন, ওর মায়ের চিকিৎসার জন্যে প্রয়োজন, তাহলে তিনি হয়তো অর্ধেক টাকা দিতেন। বাকিটা সে তার সঞ্চিত টাকা থেকে দিতে পারত। কিন্তু মাস্টারদা না থাকায় তাকেই বলতে হবে কথাটা। কিন্তু বড়বাবু যদি না দেন?

দরজায় শব্দ হল। ঘরে ঢোকার সময় ওটা ভেজিয়ে দিয়েছিল, অভ্যেস। নবকুমার উঠে দরজা খুলে খুব অবাক হল, শেফালি-মা দাঁড়িয়ে আছেন।

'আপনি?'

'তোমার শ্যুটিং কবে থেকে শুরু হচ্ছে?'

'বোধহয় পরশু কি তার পরের দিন।'

'এই দফায় তোমার কাজ কতদিনের?'

'আমি জানি না।'

'আঃ!' শেফালি-মা বিরক্ত হলেন, 'এসব তো প্রাথমিক ব্যাপার। তোমার যেমন জেনে নেওয়া উচিত, ওদেরও জানানো দরকার। কাকে ফোন করলে জানতে পারবে?'

নবকুমার ভেবে পেল না। গীতিময়বাবু নিশ্চয়ই জানেন। কিন্তু তাঁর ফোন নম্বর জানা নেই। বড়বাবু কী বলতে পারবেন? কবে শুরু হচ্ছে, তা নিশ্চয়ই তিনি জানেন। কিন্তু তাকে কবে-কবে লাগবে এটা না-ও জানতে পারেন। মন্দাক্রান্তাকে ফোন করলে কেমন হয়? মন্দাক্রান্তা নিশ্চয়ই গীতিময়বাবুর ফোন নম্বর জানে।

'যে মহিলার ফোন এসেছিল তিনি বলতে পারবেন না?' শেফালি-মা জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমি ঠিক জানি না। ওঁকে ফোন করব?'

'নিশ্চয়ই।'

'শেফালি-মায়ের ঘরে এল ওরা। শেফালি-মা নিজেই ডায়াল করে দিলেন। একটু পরেই মন্দাক্রান্তার গলা শুনতে পেল নবকুমার। সে বলল, 'আমি নবকুমার বলছি।'

'হোয়াট এ সারপ্রাইজ! তুমি-এর মধ্যেই ছাড়া পেলে?' মন্দাক্রান্তা শব্দ করে হাসলেন।

'তার মানে?'

'শুনলাম তোমাকে ছবির নায়িকা হাইজ্যাক করে নিয়ে গিয়েছে?'

'কে বলল?'

'এখানে রসালো খবর বাতাসের আগে ছোটে।'

'আমি এখন বাড়িতে। আমার একটা কথা জানা খুব জরুরি। আপনি কি বলতে পারবেন? আমার শ্যুটিং ঠিক কবে থেকে শুরু হচ্ছে আর ঠিক কবে-কবে আমাকে লাগবে?'

'এটা তো প্রোডাকশান ম্যানেজার বলতে পারবে। কেন বলো তো?'

'আমাকে একবার দেশে যেতে হবে।'

'সে কী! এখন?'

'আমার মা খুব অসুস্থ।'

'ওহো। তুমি পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করো, আমি তোমাকে জানাচ্ছি।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে নবকুমার বলল, 'উনি এখনই জানাবেন বললেন।'

'তোমার মায়ের পেটে কি আগেও যন্ত্রণা হত?' শেফালি-মা জিজ্ঞাসা করলেন।

'জানি না। মা কখনও বলেনি।'

'কত বয়স ওঁর?'

'আমার চেয়ে সতেরো বছরের বড়। এখনও চল্লিশ হয়নি।'

'তোমাদের গ্রামে হেলথ সেন্টার নেই?'

'না। পাশের গ্রামে আছে। কিন্তু সেখানে ওষুধপত্র পাওয়া যায় না।'

'সদর হাসপাতাল কতদূরে?'

'বাসে দেড়ঘণ্টা লাগে। তবে বাড়াবাড়ি হলে লোকে রোগীকে কলিকাতায় নিয়ে আসে। কিন্তু

সবাই তো সেটা পারে না।'

'কেন?'

'টাকা-পয়সার জোগাড় করতে পারে না।'

এই সময় ফোন বাজাল। শেফালি-মা বললেন, 'ধরো। তোমার ফোন।'

রিসিভার তুলল নবকুমার। মন্দাক্রান্তার গলা, 'তুমি কাল গিয়ে পরশু ফিরে আসতে পারো। তরশু বিকেলে তোমার শ্যুটিং হওয়ার কথা। যদি দ্যাখো খুব সমস্যা, তাহলে তরশু এসো। তবে তার আগে আমাকে একটা ফোন করবে। আমি গীতিময়বাবুকে বলব, তার পরের দিন থেকে তোমার কাজ আরম্ভ করতে। এতে হবে?'

'অবশ্যই। আপনি আমার খুব উপকার করলেন।'

'তুমি সত্যিই একটা বুদ্ধু। বন্ধুর বিপদে পাশে দাঁড়ানো মানে তার উপকার করা নয়। রাখছি। গুড নাইট।'

শেফালি-মাকে জানাল নবকুমার।

শেফালি-মা বললেন, 'তাহলে তুমি ভোর-ভোর বেরিয়ে ট্রেন ধরো।'

মাথা নাড়ল নবকুমার, 'সকালে যাওয়া যাবে না।'

'কেন?'

'বড়বাবু বারোটার আগে গদিতে আসেন না। অন্তত চার হাজার টাকা না নিয়ে গেলে কোনও কাজ হবে না। আমার কাছে যা আছে তাতে হবে না। বাকি টাকাটা ওঁর কাছে ধার চাইতে হবে।'

কথাগুলো বলে দরজার দিকে হাঁটছিল নবকুমার। শেফালি-মা বললেন, 'দাঁড়াও।' তারপর টেবিলের ওপর রাখা একটা বইয়ের ভেতর থেকে চিলতে কাগজ বের করলেন, 'তুমি কাল ভোরেই যাবে। মনে হয় তুমি পৌঁছবার আগেই ওঁরা টাকা পেয়ে যাবেন।'

শেফালি-মা কাগজটা এগিয়ে দিতে সেটা নিয়ে নবকুমার দেখল ওটা একটা রসিদ। পাঁচ হাজার টাকা টি এম ও করা হয়েছে নবকুমারের বাবার নামে, আজ দুপুর তিনটের সময়। সে হতভম্ব হয়ে গেল।

শেফালি-মা বললেন, 'যাও। খেয়ে শুয়ে পড়ো। মুক্তো তোমাকে ভোরবেলায় ডেকে দেবে।'

কথাগুলো কানে ঢুকল না। নবকুমার দু-হাতে মুখ ঢেকে হাউহাউ শব্দে কেঁদে উঠল। শেফালি-মা এগিয়ে এলেন, 'কাঁদছ কেন? তোমার মা ভালো হয়ে যাবেন।'

'আপনি-আপনি—আমি আপনার কেউ নই। আমাকে ভালো করে জানেনও না। কিন্তু চিঠিটা দেখে আপনি এতখানি উপকার করবেন আমি চিন্তাও করিনি।' প্রতিটি শব্দ কান্নায় জড়ানো ছিল।

শেফালি-মা হাসলেন, 'তুমি কি ভেবেছ আমি টাকাটা দান করেছি?'

মুখ থেকে হাত সরাল নবকুমার, 'না-না!'

'ঠিক। আমি তোমাকে ধার দিয়েছি। ওঁদের এখন টাকার দরকার। তাই। কিন্তু এই ছবি থেকে যে টাকা তুমি পাবে তার থেকে পাঁচ হাজার আমাকে ফেরত দেবে। ব্যস। যাও।' শেফালি-মা নবকুমারের কাঁধে হাত রাখলেন।

ভোর-ভোর ডেকে দিয়েছিল মুক্তো। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিজের জমানো টাকা প্যান্টের ভেতরের পকেটে ঢুকিয়ে বাইরে আসতেই মুক্তো বলল, 'সাবধানে যেও। পারলে মাকে ফোন কোরো।'

'শেফালি-মা?'

'ঘুমোচ্ছেন। তুমি যাও, আমি বলে দেব।'

জামাপ্যান্ট ইত্যাদি নেওয়ার জন্যে মুক্তো যে ব্যাগটা দিয়েছিল, সেইটে হাতে নিয়ে ভোরের রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। এখনও সোনাগাছির ঘুম ভাঙেনি। পৃথিবীর যে-কোনও শান্ত নির্জন জনপদের সঙ্গে এখানকার কোনও পার্থক্য নেই।

ট্রেনে বসার জায়গা পেয়ে গেল। এত সকালের ট্রেনে ভিড় নেই। ট্রেন ছাড়তেই মাস্টারদার মুখ মনে পড়ল। সেইসঙ্গে শীত-শীত বোধ এল। মাস্টারদা নেই। মাস্টারদার উৎসাহে তার সঙ্গে কলিকাতায় এসেছিল সে। অভিভাবকের মতো তাকে সামলে নিয়ে এসেছিল মাস্টারদা। অথচ কলিকাতা থেকে দেশে যাওয়ার সময় এই ট্রেনে মাস্টারদা নেই। শুধু ট্রেনে কেন, পৃথিবীর কোথাও নেই। চোখ বন্ধ করল। বুকের ভার ক্রমশ বাড়ছে। আচ্ছা, একটা মানুষ পৃথিবীতে একটু-একটু করে বড় হয়ে কত কী করার স্বপ্ন দেখে, আশা হতাশায় দোলে কিন্তু বেশ টগবগে হয়ে থাকে, কিন্তু মরে যাওয়ার পরে তার সবকিছু কেন শেষ হয়ে যাবে? শুধু যারা বেঁচে থাকার সময় কিছু রেখে দিয়ে যান, যেমন বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, মারা যাওয়ার পরেও তাঁরা অন্যরকমভাবে বেঁচে থাকেন বহুবছর। কিন্তু সাধারণ মানুষের উল্লাস অথবা কান্নাগুলো যারা থেকে গিয়েছে, তাদের স্মৃতিতে থাকবে না? তাদের দেহ ছাই হয়ে গেলেও বাতাসে তাদের অস্তিত্ব কি মিশে থাকবে না!

'এই যে ভাই, কাঁদছ কেন? কিছু হয়েছে?'

প্রশ্ন শুনে চোখ খুলল নবকুমার। একজন বৃদ্ধ তার সামনের সিটে বসে তাকিয়ে আছেন। সে চোখ মুছল। কথা না বলে মাথা নেড়ে বোঝাল, কিছু হয়নি।

এই ট্রেনেই ছুটকিদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। ওরা কেমন আছে কে জানে। ছুটকির দিদির সেইসব কথাবার্তা শোনার পর তার আর যেতে ইচ্ছে করেনি ওদের বাড়িতে। এতদিন মনে রাখেনি। এইভাবে কত লোকের সঙ্গে পরিচয় হয় আবার তারা জীবন থেকে মুছে যায়। নবকুমার জানলার বাইরে তাকাল।

ট্রেনের গতি এখন খুব কম। ওপাশে বাড়ি দোকান দেখা যাচ্ছে। একটা সিনেমার পোস্টার চোখে পড়ল। মিঠুন চক্রবর্তী দুর্গার মতো অনেকগুলো হাত নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। হলে সিনেমা আসার সময় এইরকম পোস্টার তাদের গ্রামেও পড়ে। সে যদি শেষপর্যন্ত ঠিকঠাক অভিনয় করতে পারে এবং সিনেমাটা যদি হলে দেখানো শুরু হয় তাহলে নিশ্চয়ই এইরকম পোস্টার চারধারে সাঁটা হবে। সেই পোস্টারে কি তার মুখের ছবি থাকবে? যদি থাকে তাহলে ছুটকিরা নিশ্চয়ই সেই ছবি দেখে তাকে চিনতে পারবে। খুব অবাক হয়ে যাবে ওরা।

হঠাৎ খেয়াল হল নবকুমারের। গীতিময়বাবু তাকে ছবির নামটা বলেননি। এমনকি মন্দাক্রান্তাও নয়। ওরা না বলুক, সে নিজে জিজ্ঞাসা করেনি কেন? নিজেকে একটা গবেট ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছিল না নবকুমারের।

আজ ট্রেন ঠিক সময়ে চলছিল। দুপুরের কাছাকাছি চেনা নামের স্টেশনগুলো দেখে সে বেশ আরাম পেল। তারপর ওদের নামের স্টেশনে ট্রেন থামতেই লাফিয়ে নীচে নামল। দ্রুত প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরুতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল। চেকারবাবু ধারে কাছে নেই। সে আশেপাশে তাকিয়ে দূরে লোকটাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেল, 'এই নিন টিকিট।'

লোকটার মুখ হাঁ হয়ে গেল। একে আগে দেখেনি সে।

স্টেশনের বাইরে পা দিতেই রিকশাওয়ালাগুলো তার দিকে তাকাল। একজন বলল, 'কলিকাতায় থাকা হয় এখন?'

মাথা নাড়ল নবকুমার। প্রশ্ন করেই রিকশাওয়ালা উৎসাহিত হল অন্য যাত্রী দেখে। ওরা জানে, রিকশায় ওঠার ছেলে সে নয়।

রতন পেছন ফিরে চা বানাচ্ছিল। নবকুমার গম্ভীর গলায় বলল, 'এক কাপ চা।'

'দিচ্ছি।' রতন না তাকিয়ে বলল।

দুটো গ্লাস চা বানিয়ে একজনকে দিয়ে দ্বিতীয়টা নবকুমারের দিকে এগিয়ে ধরেই সে চিৎকার করল, 'আরে! তুই?'

'গলা শুনে চিনতে পারিসনি।' চা নিল নবকুমার।

হঠাৎ মুখের চেহারা বদলে গেল রতনের, 'কী হয়েছিল রে? আমি তো বিশ্বাস করতে পারিনি খবরটা পেয়ে!'

'বিশ্বাস করা যায় না। দু-দল বোম নিয়ে লড়াই করছিল, হঠাৎ তার মধ্যে গিয়ে—।'

'শুনেছি। সেটা নাকি বেবুশ্যেদের পাড়ায়। মাস্টারদা যে ওই পাড়ায় যেত তা আমি কখনও ভাবতে পারিনি। সবাই বলছে ওরকম লোকের ওইভাবেই মরণ হয়। কিন্তু আমার এই কথা মানতে ইচ্ছে করছে না।' রতন বলল।

'মাস্টারদা আমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।' নবকুমার বলল।

'ভ্যাট। তুই কি নষ্ট মেয়েদের পাড়ায় থাকিস?'

'কলিকাতায় নষ্ট আর ভালো পাশাপাশি থাকে। আমার সঙ্গে দেখা করে শর্টকার্ট করতে গিয়ে মারা গিয়েছে মাস্টারদা। যারা বদনাম ছড়াচ্ছে তাদের বলে দিস।' গ্লাস রেখে চায়ের দাম দিতে যাচ্ছিল নবকুমার। রতন বলল, 'ওটা থাক। বিকেলে আয়, কথা হবে।'

'বলতে পারছি না। মাকে নিয়ে হাসপাতালে যেতে হতে পারে।'

'কেন? মাসিমার কী হয়েছে?'

'জানি না। গিয়ে শুনব।' হাঁটা শুরু করল নবকুমার।

পঞ্চাশ

খানিকটা হেঁটে দাঁড়িয়ে গেল নবকুমার। দূরে তাদের গ্রাম দেখা যাচ্ছে। আকাশের অনেকটা গাছগাছালি আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে বাড়ি-ঘর নিয়ে। দেখেই বুকে মায়া জমল। কীরকম কষ্ট-কষ্ট বুকে টলমল করে উঠল। বাতাস নিল সে। বাতাসে ধুয়ে গেল শরীর।

কয়েক পা হেঁটেই রাস্তা বাঁক নিতেই দেখল মাঠে গরু চরছে। এখন চাষের সময় নয়। কোথাও কোনও শব্দ নেই। শহরের কান এখানে এসে খাঁ-খাঁ করতে লাগল। কী নেই, কী নেই!

সামনে জোড়া বেল গাছ! রাস্তার দু-ধারে দুটো। ঝাঁকড়া গাছ দুটোকে সে জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই দেখে এসেছে। সন্ধের পর কেউ একা এই গাছ দুটোর পাশ দিয়ে যায় না। সাদা ধুতি জড়ানো ব্রহ্মদৈত্যকে নাকি অনেকেই দেখেছে। খড়ম পায়ে শূন্যে হেঁটে বেল গাছের ডালে বসে দোল খান তিনি। গাঁয়ের মুখে তাঁর অবস্থান বলে মেছোভূত, গেছোভূত অথবা শাঁকচুন্নিরা এদিকে ঢুকতে সাহস পায় না। আগে প্রতি অমাবস্যা পূর্ণিমায় গাঁয়ের বৃদ্ধারা এসে ফুল জল দিয়ে যেতেন গাছ দুটোর গোড়ায়। এখন সেটার চল নেই।

'ও কে? নব না?' পাশ দিয়ে যেতে-যেতে সাইকেলটা থেমে গেল।

নবকুমার লোকটিকে চিনতে পেরে দাঁড়িয়ে গেল, 'কেমন আছেন সুমনকাকা?'

'আর কেমন আছি! খরচ করে ছেলেটার বিয়ে দিলাম, সে এখন ঘরজামাই হয়ে বসে আছে শ্বশুরবাড়িতে। এরপর কি ভালো থাকা যায়! হ্যাঁ, তুমি তো কলিকাতায় থাকো?'

'হ্যাঁ।'

'শুনেছি ভালো কাজ কাম করছ। বাবাকে টাকা পাঠাও। খুব ভালো লাগে। তা বাবা, একটা উপকার করতে পারবে?'

'বলুন।'

'আমার মেয়েটাকে কি তোমার মনে আছে? শিবানী। স্কুল ফাইনাল পাশ করে বসে আছে। দাদার ব্যাপার দেখে বলছে বিয়ে করবে না সে। আমি যে পাত্র খুঁজে জোর করে বিয়ে দেব সে ক্ষমতাও আর নেই। মেয়ের মাথায় ঢুকেছে সে চাকরি করবে। কলিকাতার মেয়েরা তো চাকরি করে। শিবানীর জন্যে একটু চেষ্টা যদি করো তাহলে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।' সুমন কাকার গলা ধরে এল।

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে নবকুমার বলল, 'আমি চেষ্টা করব।'

'তাহলেই হবে। এসো না আমাদের বাড়িতে। শিবানীর সঙ্গে আলাপ করে যেও। চলি। আমার একটু দেরি হয়ে গিয়েছে।' সাইকেল চলে গেল।

খারাপ লাগছিল খুব সুমনকাকার জন্যে। কিন্তু এ কী বলল সে? কোথায় চেষ্টা করবে? চেষ্টা করার মতো ক্ষমতা তার নেই তা ভুলে গিয়ে কী করে আশ্বাস দিল? আগে হলে স্পষ্ট বলত, সুমনকাকা, আমি আগে যাত্রার গদিতে প্রম্পটারের চাকরি করতাম। কলিকাতায় মেয়েদের যেখানে চাকরি হয়, সেখানকার কারও সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি। এখন আমি সিনেমায় অভিনয় করার জন্যে তৈরি হচ্ছি। সেখানে যদি শিবানীর কথা বলি তাহলে কেউ পাত্তা দেবে না। তা ছাড়া, সেখানে কেউ বাঁধাধরা চাকরি করে না। অথচ এই সত্যি কথাটা না বলে দিব্যি বলে দিল, আমি চেষ্টা করব? মাস্টারদা বলত কর্পোরেশনের জল পেটে পড়লে মানুষ বদলে যায়? তাহলে কি সে-ও বদলে গিয়েছে?

গ্রামে ঢুকে পড়ল সে। আশেপাশের অনেকেই তাকে উৎসুক চোখে দেখছে। জনার্দন আসছিল ওপাশ থেকে, তাকে দেখে চোখ বড় করে বলল, 'কীরে? চলে এলি?'

জনার্দন পাশের বাড়ির ছেলে। ছেলেবেলায় স্কুলে যেত না বলে ওর বাবা মাঠের কাজে লাগিয়ে দিয়েছিল। তাই নিয়ে আছে।

'মায়ের কী হয়েছে রে?'

'মা? তোর মা?' জনার্দন যেন বুঝতে পারছিল না।

'আচ্ছা ক্যাবলা তো তুই! মা বললে আমি কি তোর মায়ের কথা বোঝাব?'

'তোর মা-মানে কাকিমার? আমি জানি না তো! চল দেখে আসি।' জনার্দন সঙ্গ নিল। হাঁটতে শুরু করে বলল, 'তুই নাকি কলিকাতায় খুব বড় চাকরি করিস! বাড়িতে টাকা পাঠাস! অনেক টাকা মাইনে? কত মাইনে রে?'

'পাঁচ-ছয় হাজার। পরে বাড়বে।' বেমালুম মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

'বাপস। এত টাকা? শালা, সারাবছর জমিতে গরুর মতো খাটি আমি। বছরের খাওয়ার পর দু-হাজার থাকে কি না সন্দেহ। তোর কথা শুনলে বাবা বলবে, দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম বোঝোনি। না রে নব, আমার ছেলেকে আমি অনেক পড়াশোনা শেখাব। কিছুতেই পড়া ছাড়তে দেব না।'

'তোর ছেলে? তুই বিয়ে করেছিস কবে?' নবকুমার অবাক হল।

'এখনও করিনি। তবে করতে তো হবেই। তারপর ছেলেও আসবে। তাই না?' খিড়কি দরজায় পৌঁছে জনার্দন হাঁক দিল, 'ও কাকাবাবু, দেখুন কে এসেছে? হেঁ-হেঁ। বড়লোক হয়ে এসেছে।'

বাবা ঘরের ভেতর ছিল। বারান্দায় বেরিয়ে এসে নবকুমারকে দেখে খুশি হল, 'ও তুমি! শুনছ, নব বাড়ি এসেছে।'

সঙ্গে-সঙ্গে রান্নাঘর থেকে মা প্রায় তীরের মতো বেরিয়ে এল, 'ওমা, তুই এসেছিস! কী রোগা হয়ে গিয়েছিস রে! ইস, গলার হাড় বেরিয়ে গিয়েছে! নিশ্চয়ই খাওয়াদাওয়া ঠিকমতো করতিস না। যার এক গ্লাস জল গড়িয়ে খাওয়ার অভ্যেস ছিল না, সে কী করে পারবে? আয় বোস। আমি এক গ্লাস চিনিজল করে আনছি।'

জনার্দন হাসল, 'হে-হে। কী যে বলো কাকি। গাদাগাদা টাকা ও হাতে পায়। হুকুম করলেই মাছ মাংস চপ কাটলেট, রাবড়ি চলে আসবে।'

মা মুখ ফেরাল। 'বাবা জনার্দন, এখন তুমি বাড়ি যাও। ছেলেটা এতদিন পরে এল! একটু জিরোতে দাও ওকে। কেমন?'

বাবা বলল, 'তুই বরং একটা কাজ কর জনা! নবর বন্ধুদের খবর দিয়ে বল বিকেলে দেখা করতে।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও জনার্দন বেরিয়ে গেল। এবার নবকুমার জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার শরীর খারাপ না?'

'মানে?' মা হকচকিয়ে গেল।

'তোমার তো এখন হাসপাতালে থাকার কথা। বাবা লিখেছে তুমি পেটের যন্ত্রণায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছ। তোমাকে হাসপাতালে ভরতি করতেই হবে।' নবকুমার বলল।

মা একটু লজ্জা পেল, 'তোর বাবা এসব লিখতে চাইছিল না। আমিই জোর করে লিখিয়েছি। আমি হাসপাতালে ভরতি জানলে তুই না এসে পারবি না। তাই।'

বাবা বলল, 'ক'দিন থেকে খালি কেঁদেই চলেছে। তোকে নিয়ে নাকি কু-স্বপ্ন দেখছে। তারপর থেকে এক কথা, ওকে আসতে বলো।'

'তাই বলে তুমি এত বড় মিথ্যে লিখবে!' নবকুমার রেগে গেল।

বাবা এবার মাকে বলল, 'শোনো। আমি নিষেধ করেছিলাম, তুমি এবার জবাব দাও। এককথা, আমি ওকে না দেখলে মরে যাব!'

মা ফোঁস করে উঠল, 'মিথ্যে কেন হবে? রোজ বিকেলে পেটে চিনচিনে ব্যথা হয়। অম্বলে বুক জ্বলে যায়। তুই যে গেলি, এসবের খবর নিয়েছিস?'

'নতুন জায়গায় পায়ের তলায় মাটি থাকে না। আমাকে একটু সময় না দিয়ে হুট করে ডেকে পাঠালে। মিথ্যে বলে টাকা চাইলে। এক আধটা নয়, একেবারে পাঁচ হাজার। অত টাকা আমি কোথায় পাব তা একবারও ভেবেছ?'

'তাহলে পাঠালি কী করে!' বাবা হতভম্ব গলায় বলল।

নবকুমার মাথা ঝাঁকাল। শেফালি-মা না পাঠালে তার পক্ষে যে পাঠানো সহজ হত না তা এখন বলে কী লাভ হবে।

বাবা বলল, 'এক কথায় হুট করে পাঁচ হাজার পাঠিয়ে দিলি। ক'জন পারে? নিশ্চয়ই খুব ভালো রোজগার করছিস।'

'টাকাটা আমি ধার করে পাঠিয়েছি। মাসে-মাসে শোধ করতে হবে।'

'ওম্মা! তাহলে তুমি ফেরত দিয়ে দাও। ওর খুব কষ্ট হবে শোধ করতে।' মা বলে উঠল।

'ঠিক আছে। টাকাটা যে কারণে চেয়েছিলে, সেটা ভুলে যাচ্ছ কেন?'

'মানে?' বাবা জিজ্ঞাসা করল।

'গুরুতর না হোক মায়ের পেটে ব্যথা হয়, অম্বল হয়। তুমি কালই মাকে সদরের হাসপাতালে দেখাতে নিয়ে যাও। এখন তো টাকার জন্যে চিন্তা করতে হচ্ছে না।' নবকুমার ঘরের দিকে পা বাড়াল।

'না-না। আমার সদরে যাওয়ার দরকার নেই। ভজন ডাক্তারের হোমিওপ্যাথির গুলি খেলেই ঠিক হয়ে যাবে। তুমি আজ সন্ধেবেলায় ভজন ডাক্তারকে গিয়ে বলো।' মা বলল।

ঘুরে দাঁড়াল নবকুমার, 'তুমি যদি বাবার সঙ্গে কাল সদরের হাসপাতালে গিয়ে বড় ডাক্তারকে না দেখাও তাহলে আমি আজ রাত্রের ট্রেন ধরে কলিকাতায় চলে যাব।'

'আচ্ছা মুশকিলে পড়া গেল। আমি কাল সকালে যদি সদরে যাই তাহলে রান্না করব কখন? তুই না খেয়ে থাকবি নাকি?' মা না যাওয়ার জন্যে কারণ দেখাল।

'আমার জন্যে চিন্তা করতে হবে না। গ্রামের কারও বাড়িতে খেয়ে নেব।'

'খবরদার না।' মা শক্ত গলায় বলল।

'কেন?'

'এর মধ্যে আমার কাছে কেউ-কেউ এসেছিল। তুই ভালো চাকরি করছিস জানতে পেরে তাদের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে চায়। আমরা নেই জানলে তারা তোকে জামাইআদরে খাওয়াবে। কিন্তু কখ্খনো যাবি না তুই। এই গ্রামে তোর শ্বশুরবাড়ি হোক, আমি চাই না।'

'ঠিক আছে। আমি রতনের দোকানে খেয়ে নেব। ওর কোনও বোন নেই।' নবকুমার ঘরে ঢুকল।

প্রাইমারি স্কুলের মাঠের একপাশে মুদির দোকান, চায়ের ঠেক। ঠেক এই কারণে যে নিবারণ এখনও দোকান তৈরি করার পয়সা জোগাড় করতে পারেনি। ওপরে একটা প্লাস্টিকের ছাউনি টাঙিয়ে চা বানায়। বয়ামে বিস্কুট আছে। ভোরবেলায় ও সব নিয়ে আসে, রাত নামলে তুলে বাড়ি নিয়ে যায়।

ওরা আড্ডা মারছিল রাস্তার পাশে বাঁধানো বটতলায়। চাকরির সন্ধানে গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার আগে এই বাল্যবন্ধুদের সঙ্গে দিনের-পর-দিন আড্ডা মেরেছে নবকুমার। এদের দুজন এখনও বেকার, একজন বাসে কন্ডাক্টরি করে, চতুর্থজন প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার।

মাস্টার বলছিল, 'তুই বিশাল ঝুঁকি নিয়েছিলি। অবশ্য সাফল্য পেতে গেলে ঝুঁকি নিতেই হয়। তা নিজেই বাড়ি ভাড়া করে থাকিস?'

নবকুমার একটু ভাবল, তারপর বলল, 'না। একজন বৃদ্ধা মহিলা একা থাকেন। আমাকে তিনি থাকতে দিয়েছেন। ওঁর ছেলেমেয়ে আত্মীয়স্বজন কেউ নেই।'

কন্ডাক্টর বলল, 'শালা, তোর কপাল খুলে গিয়েছে রে। বুড়ি মরলে সব কিছুর মালিক তো তুই হবি। কাগজে লিখিয়ে নে নব। নইলে মরার খবর পেয়ে শকুনের মতো দাবিদাররা উড়ে এসে তোকে তাড়াবে।'

নবকুমার শুধু একটি শব্দ নাক দিয়ে বের করল, 'হুমম্।'

প্রথম বেকার বন্ধু জিজ্ঞাসা করল, 'কীরকম মাইনে পাস রে?'

'ছয় হাজার।'

'বাঃ। চাকরিটা কী? কী করতে হয় তোকে?'

নবকুমার কথা হাতড়াল। তাকে সিনেমার নায়কের জন্যে নির্বাচন করা হয়েছে বললে কী প্রতিক্রিয়া হবে? মাইনের ব্যাপারটা মিথ্যে বলতে এখন আর আটকায়নি। জর্নাদনকে বলার পর থেকেই সঙ্কোচ চলে গিয়েছিল। বোধহয় বারবার বললে মিথ্যা কথা সত্যির মতো সহজ হয়ে যায়। সে বলল, 'ওই চাকরি। ধরে নে না, একটা চাকরি।'

'তার মানে?' দ্বিতীয় বেকার বন্ধু জিজ্ঞাসা করল।

'আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যে চাকরি করি, তা আগামী ছয় মাসের মধ্যে কাউকে বলা চলবে না। জানতে পারলেই ওরা ছাড়িয়ে দেবে।'

মাস্টার মাথা নাড়ল, 'বুঝতে পেরেছি।'

নবকুমার তাকাল, 'কী বুঝলি?'

'তুই নিশ্চয়ই সরকরি গোয়েন্দা বিভাগে চাকরি পেয়েছিস। ছয় মাসের টেম্পোরারি পিরিয়ড শেষ হলে তবে পাকা চাকরি।' বিজ্ঞের মতো বলল মাস্টার।

ফলে সবাই গপ্পো শুনতে চাইল। কীভাবে তাকে গোয়েন্দা হওয়ার ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে, অ্যাকশন করতে হচ্ছে কি না, ইত্যাদি।

নবকুমার বলল, 'চা খাবি?'

কন্ডাক্টর বলল, 'নিশ্চয়ই।' তারপর চেঁচিয়ে বলল, অ্যাই নিবা, চারটে চা আর সুজির বিস্কুট।

জলদি। নব দাম দেবে।'

'ওখানে কোথায় থাকিস তুই? ঠিকানাটা দিয়ে যাবি।' মাস্টার বলল।

'ভবানীপুরে। বেশ বড়লোকদের পাড়া।' বলতে-বলতে চোখের সামনে সোনাগাছির রাস্তা ভেসে উঠল। ওই পাড়ায় থাকে জানলে এদের মন চঞ্চল হবেই। কী দরকার বলার?

এই সময় দূরে দুজন ভদ্রমহিলাকে আসতে দেখা গেল। এঁদের কখনও দ্যাখেনি নবকুমার। ওরা যেভাবে হেঁটে আসছেন তাতে মনে হচ্ছিল এখানকার লোক।

মাস্টার নীচুগলায় বলল, 'চিনতে পারছিস?'

'না।' গলা নামাল নবকুমারও।

'সুমিতা, বড়গাঙ্গুলি বাড়ির মেয়ে আর ওর ননদ। বেড়াতে এসেছে।' মাস্টার বলল, 'আমাদের পাত্তা দেয় না। সুমিতার স্বামী নাকি বিরাট ব্যাবসায়ী।'

ওরা সামনে আসতেই নিবারণ চা-বিস্কুট দিয়ে গেল। নবকুমার দেখল বিবাহিতা মহিলা তার বয়সি, ননদটি কিঞ্চিৎ ছোট।

হঠাৎ ননদটি নবকুমারকে দেখে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তার বউদি এগিয়ে যাচ্ছিল। ঘুরে ডাকল, 'কীরে, আয়!'

ননদ ছুটল বউদির পাশে, ফিসফিসিয়ে কিছু বলল।

বউদি মাথা নাড়ল, 'ধ্যাৎ। হতেই পারে না।'

ননদ বলল, 'এত ভুল আমার হবে!'

'হ্যাঁ। তোর চোখে ন্যাবা হয়েছে। এদের আমি ছেলেবেলা থেকে চিনি।' বউদি হাসল, 'বেশ। চল।'

নবকুমার দেখল ওরা এগিয়ে আসছে। সামনে এসে বউদি, যার নাম সুমিতা, বলল, 'কেমন আছ তোমরা? সবাই গ্রামে থেকে গেলে?'

'হঠাৎ একথা? এর আগে তো চিনতেই পারছিলে না।' কন্ডাক্টর বলল।

'চিনে নতুন কী হবে? আমার ননদ একটা ভুল করছিল ওকে নিয়ে—।' সুমিতা দেখাল নবকুমারকে। তারপর ননদকে বলল, 'ভুল ভেঙেছে? ওর নাম, কী যেন, কী যেন—।'

মাস্টার বলল, 'নবকুমার।'

সঙ্গে-সঙ্গে সুমিতার ননদ চেঁচিয়ে উঠল, 'ছবির নীচে এই নামটাই তো লেখা ছিল।'

একান্ন

উত্তেজিত ননদের দিকে তাকিয়ে সুমিতা বলল, 'তুই ঠিক বলছিস?'

'ঠিক।' মাথা নাড়ল তরুণী।

সুমিতা তাকাল নবকুমারের দিকে, 'তুমি কী এখনও এই গ্রামে থাকো?'

'কেন?' নবকুমার জিজ্ঞাসা করল। অস্বস্তি শুরু হয়ে গিয়েছে তার।

'তোমার মতো দেখতে, তোমার নামেই নাম একজনের ছবি ও গতকাল কাগজে দেখেছে। তুমি তো এই গ্রামের ছেলে, তোমার ছবি নিশ্চয়ই নয়। আমরা শুনতাম, একইরকম দেখতে দুটো মানুষ পৃথিবীর দুটো প্রান্তে নাকি থাকে। কিন্তু কলকাতা তো এখান থেকে খুব দূরে নয়। আর-একজনের জন্যে তোমাকে বেশ সমস্যায় পড়তে হবে। আচ্ছা, চলি।'

সুমিতা তার ননদের হাত ধরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াতেই মাস্টার বলল, 'নব এখন কলকাতায় থাকে।'

'তাই? কী করো তুমি?' সুমিতা জিজ্ঞাসা করল।

কন্ডাক্টর বলল, 'চাকরি। হেভি মাইনে। কিন্তু চাকরিটা কী জিজ্ঞাসা কোরো না, বলা নিষেধ।'

'এমন কী চাকরি যা কাউকে বলা যাবে না?' সুমিতা জিজ্ঞাসা করল।

কন্ডাক্টর বলল, 'এখন টেম্পোরারি তো তাই।'

নবকুমার উসখুস করছিল। মেয়েটা যদি ভুল না করে তাহলে—! কিন্তু কেউ তো তার ছবি তোলেনি। অন্তত তাকে জানিয়ে নয়। যেদিন অডিশন দিয়েছিল সেদিন অবশ্য ভিডিওতে ছবি তোলা হয়েছিল, এমনি ক্যামেরাও ছিল। কোন কাগজে মেয়েটি দেখেছে তা জানা গেলে যাচাই করে নেওয়া যেত।

কপালে ভাঁজ পড়েছিল সুমিতার। অত্যন্ত অবিশ্বাস নিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার সঙ্গে কি সিনেমার লোকদের পরিচয় আছে?'

'আপনি এসব প্রশ্ন করছেন কেন বুঝতে পারছি না।' নবকুমার বলল।

মাস্টার বলল, 'অ্যাই, তুই ওকে আপনি বলছিস কেন?'

'দীর্ঘদিন দেখিনি। তোরা না বললে চিনতে-ই পারতাম না। তাই।'

সুমিতা চোখ বড় করে শুনল কথাগুলো। তারপর বলল, 'আই অ্যাম সরি। ও এমন পাগলামি করল—! তোমার, মানে আপনার মতো দেখতে একজন যার নামও নবকুমার, একটা সিনেমায়, নায়কের ভূমিকায় নেমেছে—।'

'এখনও শ্যুটিং আরম্ভ হয়নি।' পাশ থেকে ননদ শুধরে দিল।

'না হোক, তাই প্রশ্ন করেছিলাম।' সুমিতা শেষ করল। মাস্টার বলল, 'কী রে নব—!'

'ছয়মাস আগে আমি কিছু বলব না।'

তরুণী বলল, 'ছবির নামকরণ এখনও হয়নি। প্রোডাকশন নম্বর ওয়ান। পরিচালকের নাম গীতিময়। তাই না?'

'আপনি আমাকে কাগজটা দেখাতে পারেন?'

'হ্যাঁ। বাড়িতে আছে।' মেয়েটি মাথা নাড়ল।

'কোন বাড়িতে?' সুমিতা জিজ্ঞাসা করল।

'তোমাদের এখানে। কালকে আসার সময় কিনেছিলাম।'

'যাঃ। ওটা দিয়ে আবর্জনা মুড়ে আজ মাসি বাইরে ফেলে দিয়ে এসেছে।'

'এম্মা!' মেয়েটার মুখ ছোট হয়ে গেল।

বেকার বন্ধুদের একজন বলল, 'আমি দেখছি।'

গাছের গায়ে হেলান দিয়ে রাখা সাইকেলে উঠে সে ছুটল। মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, 'উনি কোথায় গেলেন?'

কন্ডাক্টর বলল, 'নতুন নিয়ম হয়েছে গ্রামের সব জঞ্জাল জড়ো করে নদীর ধারে রাখা হবে। রবিবার সেগুলো আগুনে পুড়িয়ে ফেলবে পঞ্চায়েতের লোকজন।'

মেয়েটা বলল, 'চলো না বউদি, আমরা ওখানে যাই।'

মাস্টার বলল, 'পারবেন না। দুর্গন্ধে দাঁড়াতে পারবেন না।'

সুমিতা বলল, 'সন্ধ্যা হয়ে আসছে, এবার বাড়ি চল।'

মাস্টার বলল, 'নব, তোর না হয় বলা বারণ, শুধু একটা কথা বল, তোকে যদি কেউ সিনেমায় নামার কথা না বলে তাহলে তোর ছবি ছাপা হল কী করে?'

'ওটা যে আমার ছবি, তা না দেখে কী করে বলব?'

সুমিতা ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'আচ্ছা মানুষ তো! খোলসা করে বলতে পারছেন না যে সিনেমায় অভিনয় করছেন কি না!'

'কী করে বলব? নিষেধ আছে।'

'এই যে শুনলাম, কী চাকরি করেন তা বলা নিষেধ। অভিনয় কি চাকরি?' সুমিতা তার

বিরক্তি চেপে রাখতে পারল না।

মাস্টার মাথা নাড়ল, 'বইতে পড়েছি আগে এমন হত। নিউ থিয়েটার্সের ছবিতে যাঁরা অভিনয় করতেন তাঁরা মাস মাইনের চাকুরে ছিলেন। উত্তমকুমারও একসময় মাইনে পেতেন। কিন্তু নবকুমারকে চাকরিটা দেবে কেন? ও তো কখনও অভিনয় করেনি।'

'কখনও করিনি বলিস না। কলেজ থিয়েটারে করেছি।'

'আর তার জন্যে কোটি-কোটি ছেলেকে বাদ দিয়ে তোকে অভিনয়ের চাকরি দেবে কেন?'

এই সময় ওদের বেকার বন্ধু ফিরে এল। সাইকেল থেকে নেমে ওটাকে গাছের গায়ে হেলান দিয়ে রেখে বলল, 'একটা কাগজ পেয়েছি। কিন্তু ভিজে গিয়েছে। কিছুটা ছিঁড়েছেও। এই কাগজটা কি?'

তরুণীকে কাগজটা দেখাল ছেলেটা। তরুণী চেঁচিয়ে উঠল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওই পেপার।'

বেকার বন্ধু চেষ্টা করল কাগজটা খুলতে। কিন্তু ভিজে গলে গিয়ে এ-ওর গায়ে এমনভাবে লেপটে রয়েছে যে খোলা অসম্ভব। দ্বিতীয় বেকার ছেলেটি কাগজটা সন্তর্পণে তুলে নিয়ে ছুটল নিবারণের কাছে। একটা সাঁড়াশি দিয়ে কাগজটা ধরে কয়লার উনুনের ওপর আগুন বাঁচিয়ে রাখল। যেমন করে রুটি সেঁকা হয় তেমনি করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কাগজটা সেঁকল কিছুক্ষণ ধরে।

তারপর বন্ধুদের কাছে ওটাকে নিয়ে এসে বলল, 'কোন পাতায়?'

তরুণী সোৎসাহে বলল, 'শেষের আগের পাতায়।'

'শেষ পাতার অর্ধেক উড়ে গিয়েছে। কেউ হেল্প করো।'

মাস্টার এগিয়ে গেল। সন্তর্পণে শেষ পাতা তুলতে যেতেই সেটা হাতে উঠে এল। জল শুকোলেও পাতাটা নেতিয়ে ছিল। শেষের আগের পাতা উলটে ধরতেই মাস্টার চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে! তাই তো!'

বুক টিপটিপ করতে লাগল নবকুমারের। সবাই যখন কাগজটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে তখন তার পা নড়ল না। মাস্টার একটু কষ্ট করে চেঁচিয়ে পড়ল, 'গীতিময়ের আগামী ছবির পরিকল্পনা শেষ। শ্যুটিং শুরু হচ্ছে এই মাসেই। টপ হিট নায়িকার বিপরীতে নায়কের চরিত্রে অভিনয় করার জন্যে নির্বাচিত হয়েছে নবাগত নবকুমার।' পড়া শেষ করে মাস্টার কাগজটা নিয়ে ছুটে এল, 'তুই দেখিসনি আগে?'

'না।' নবকুমার তাকাল। তারই ছবি। ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আছে। এটা নিশ্চয়ই সেই অডিশন নেওয়ার সময় তোলা।

কন্ডাক্টর বলল, 'গুরু, তুই এখন সিনেমায় হিরো। কয়েক মাসের মধ্যে তুই তো ওখানে গিয়ে কামাল করে দিলি!'

'একথাটা আমাদের কাছে চেপে যাচ্ছিলি?' মাস্টার বলল।

'কী করব! আমাকে বলা হয়েছিল কাউকে যেন না বলি!' নবকুমার বলল।

'কিন্তু ছয় হাজার টাকা মাইনে দেবে তোকে?'

কন্ডাক্টর বলল, 'ওটা মিথ্যে কথা। হিন্দি ছবির হিরোরা কোটি-কোটি টাকা পায়। একটা আইটেম ড্যান্সের জন্যে মল্লিকা নব্বুই লাখ পেয়েছে জানিস? বাংলাতে কম টাকা। অন্তত লাখপাঁচেক দেবে।'

'পাঁ-পাঁ—।' বলে থেমে গেল প্রথম বেকারবন্ধু।

সুমিতা বলল, 'অভিনন্দন। এখন সবাইকে গর্ব করে বলতে পারব আমাদের গাঁয়ের ছেলে সিনেমার হিরো হয়েছে। তখন ওরকম বলেছিলাম বলে কিছু মনে করবেন না।'

'না-না। ঠিক আছে।' হাসল নবকুমার।

'আমাকে একটা অটোগ্রাফ দেবেন?' তরুণী বলল।

'এখনই? এখনও শ্যুটিং হয়নি।'

'হওয়ার পরে আমি তো আপনার নাগাল পাব না!'

সুমিতা তার ব্যাগ খুলে কাগজ ও কলম বের করে দিল।' আপনি এই ব্যাগটার ওপর রেখে লিখুন।

জীবনের প্রথম অটোগ্রাফটা সই করল নবকুমার।

বাতাসের চেয়ে দ্রুত খবরটা ছড়িয়ে পড়ল গ্রামে। আমাদের ছেলে নবকুমার সিনেমার নায়ক হয়েছে। সন্ধের পর বাড়িতে ভিড়। মা-বাবা নাস্তানাবুদ। সবাই দেখতে চায় নবকুমারকে। খবরটা পেয়ে গিয়েছিল সে। বন্ধুদের সঙ্গে নদীর ধারে চলে গিয়েছিল ভিড় এড়াতে। দুটো সাইকেলে চারজন।'

'তুই স্টুডিওতে গিয়েছিলি?' কন্ডাক্টর জিজ্ঞাসা করল।

'কতবার?'

ঋতুপর্ণাকে দেখেছিস?'

'দেখব না? এখনও আলাপ হয়নি। হয়ে যাবে।'

মাস্টার জিজ্ঞাসা করল, 'ঋতুপর্ণ ঘোষের ছবিতে অভিনয় করতে বিপাশা বসু এসেছিল। সামনাসামনি দেখেছিস?'

'এই তোকে যেমন দেখছি ঠিক তেমনি।'

'সত্যি? কীরকম দেখতে রে সামনাসামনি?'

'ফাটাফাটি।'

'কলকাতায় গেলে আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিবি?'

'তখন কি ও কলকাতায় থাকবে?'

'আচ্ছা! হ্যাঁরে, তোর নায়িকার সঙ্গে প্রেমের সিন আছে?'

'না থাকলে লোকে পয়সা দিয়ে টিকিট কিনবে কেন?'

'তুই কী করে জড়িয়ে ধরবি?' জীবনে তো কোনও মেয়ের সঙ্গে প্রেম করিসনি। হাত-পা কাঁপবে না?'

'তার আগে রিহার্সাল করতে হবে।' গম্ভীর গলায় বলল নবকুমার।

'অ্যাঁ! রিহার্সাল? তাহলে তো বহুবার জড়াতে হবে।' মাস্টার চিন্তিত।

'কিসিং সিন আছে?' কন্ডাক্টর জিজ্ঞাসা করল।

'জানি না। এখনও পুরো স্ক্রিপ্ট পড়িনি।'

রাত দশটার পর যখন নবকুমার বাড়ির খিড়কি দরজা দিয়ে ঢুকল, তখন বাইরের কেউ অপেক্ষায় নেই। তাকে দেখামাত্র মা চিৎকার করে কাঁদতে-কাঁদতে ছুটে এল।

দু-হাতে নবকুমারকে জড়িয়ে ধরে স্থির হয়ে থাকল কিছুক্ষণ। যদিও ফোঁপানি থামছিল না। নবকুমার বেশ ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'কী হয়েছে?'

বারান্দা থেকে বাবা বেশ কঠিন গলায় বলল, 'সারা গ্রাম এ-বাড়িতে এসে জুটেছিল তোমাকে দেখতে। তুমি নাকি কলিকাতায় গিয়ে সিনেমার হিরো হয়ে গিয়েছ!'

নবকুমার জবাব দিল না। বাবা আবার বলল, 'তুমি যে এত বড় মিথ্যেবাদী, তা আমি জানতাম না। চাকরি করছ, মায়ের অসুখের চিঠি পেয়ে ধার করে টাকা পাঠিয়েছ চিকিৎসার জন্যে—এই সব মিথ্যে আমাদের বলার কী দরকার ছিল?'

'আমি মিথ্যে বলিনি।' মায়ের হাতের বাঁধনে তখনও আটকে ছিল নবকুমার।

'আবার মিথ্যে। নাঃ, কলিকাতায় গিয়ে তুমি উচ্ছন্নে গিয়েছ। সিনেমার নায়ক কত টাকা

রোজগার করে তা একটু আগে গ্রামের লোকজন বলে গেল। আমরা এখানে তোমার মুখ চেয়ে বসে আছি আর তুমি হাজার-হাজার টাকা রোজগার করে মহা ফূর্তিতে আছ। মাস গেলে দয়া করে এঁটোকাটা ছুড়ে দিচ্ছ। ছি-ছি নবকুমার, তোমার এত অধঃপতন হয়েছে?' বাবার গলায় হাহাকার। দু-হাতে মাথা চেপে ধরল বাবা।

'হ্যাঁ বাবা, তুই এখনও সিনেমার মেয়েমানুষের ছলাকলায় ভুলিসনি তো?'

'মা', কোনও মতে নিজেকে ছাড়াল নবকুমার, 'তোমরা ভুল শুনে কল্পনা করে নিচ্ছ। আমি একটা যাত্রাদলের প্রম্পটারের চাকরি করতাম। যাত্রার মালিক একটা সিনেমা বানাচ্ছেন। তিনি আমাকে নায়ক হওয়ার প্রস্তাব দেন। আমার মতো গ্রামের ছেলে তাঁর দরকার। আমাকে ওঁরা পরীক্ষা করেছেন। কিন্তু কিছুই ফাইনাল হয়নি এখনও।'

'কত টাকা দেবে?' বাবা জিজ্ঞাসা করল।

'কত আর। বড়জোর দশ হাজার। তা-ও অনেকদিন কাজ করার পরে।'

'এত কম? বিশ্বাস করি না। ওরা বলল দু-তিন লাখ—!'

'তাহলে তুমি আমার সঙ্গে চলো। নিজের কানে শুনে আসবে।'

'সিনেমায় যারা নামে তাদের চরিত্র ভালো থাকে না।'

'আমি তো নামছি না। যদি ওরা সুযোগ দেয়, তাহলে এই একটার পর আর কেউ আমাকে ছবির নায়ক করবে না। অতএব আমাকে চাকরি করতে হবে।'

'তুই থাকিস কোথায়? পোস্ট অফিসের মধুসূদনবাবু বলছিল তোকে যে ঠিকানায় চিঠি পাঠিয়েছি সেই চিৎপুর নাকি বেশ্যাপাড়ার গায়ে।'

শ্বাস ফেলল নবকুমার, 'আমি ভবানীপুরে থাকি। এসে দেখে যেও।'

মা বলল, 'হ্যাঁ রে, কোনও মেয়েমানুষের সঙ্গে তোর কি আলাপ হয়েছে?'

'উঃ!' মায়ের দিকে তাকাল নবকুমার, 'তুমি বিয়ের পরে ক'টা সিনেমা দেখেছ?'

'একটাও না।' মা মাথা নাড়ল, 'তোর বাবা নিয়ে যায়নি।'

'আমার বন্ধু মাস্টারের বাড়িতে টিভি আছে। একদিন দুপুরে গিয়ে বাংলা সিনেমা দেখে এসো। তোমার ভুল ভাঙবে। এসব কথা ছেড়ে এখন খেতে দেবে?'

মা ছুটল রান্নাঘরে। বাবা বলল, 'যদি ছবিতে তোমাকে দেখে লোকের ভালো লাগে? তারপর যদি অনেকে অনুরোধ করে?'

হঠাৎ খেপে গেল নবকুমার, 'আমি যদিতে বিশ্বাস করি না বাবা। যখন যা হবে তখন পরিস্থিতি বুঝে পা ফেলব। এই যে তুমি সারাজীবন অন্যকে দিয়ে চাষ করিয়ে কোনওরকমে বেঁচে আছ, এটা কি সুস্থ জীবন? যারা চাকরি করে, তাদের মনিবের মন বুঝে চলতে হয়। যাদের তুমি বেশ্যা বলছ তাদেরও পরিশ্রম করে টাকা পেতে হয়। আমি যদি সিনেমায় অভিনয় করি তাহলে সেটা ভালোভাবে করতে চেষ্টা করব। যেমন রোজগার হবে তেমন টাকা পাঠাব। সেই টাকা যদি তোমাদের নিতে ইচ্ছে না করে নিও না।'

কথা শেষ করে নবকুমার দেখল, বাবার মাথা যেন অনেকটা নুয়ে পড়েছে।

বাহান্ন

নবকুমার বাবার সামনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে?'

হাত সরাল মানুষটা, 'তোর এই দুর্মতি হল কেন? আমরা গরিব, গাঁয়ের মানুষ। আমাদের কি ওসব মানায়? তুই সিনেমায় নামবি, লোকে তোকে মাথায় করে নাচবে যদি ভালো করিস। ভিড় করে আসবে তোকে দেখতে। তোর চৌদ্দপুরুষকে কেউ দেখতে এসেছিল? তখন তোর অন্য

জীবন হয়ে যাবে। ঠাঁট-বাঁট, গাড়ি-বাড়ি, মদ-মেয়েমানুষে ডুবে থাকবি। যারা তোর পাশে সবসময় থাকবে তারা আমাদের ঝি-চাকর ভাববে। না পারবি তুই সম্পর্ক রাখতে, না পারব আমরা। তুই আমাদের থেকে বহুদূরে চলে যাবি রে নব। মরার আগে এই দেখে যেতে হবে আমাকে?'

'আশ্চর্য! এখনও রাম জন্মাল না আর তুমি রামায়ণ গাইছ।'

বাবা মুখ তুলল, 'তার মানে?'

'যারা সিনেমায় অভিনয় করে তাদের সবাই বাবা-মাকে ত্যাগ করে দিয়েছে?'

'তারা শহরের বাবা-মা, আদবকায়দা বোঝে!' বাবা কাতর গলায় বলল।

'ওঃ। শোনো, আমি একটা সিনেমায় সুযোগ পেয়েছি মানে এই নয় যে সারাজীবন সিনেমায় সুযোগ পাব। মানুষের যদি ভালো না লাগে তাহলে এই শুরুতেই শেষ হয়ে যাবে। ধরো, আমি যদি বড় চাকরি করতাম, বা ব্যাবসা করে কোটিপতি হয়ে যেতাম তাহলে কি তোমাদের মনে হত আমি তোমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাব?'

'না হত না। কারণ, তোকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ব্যাবসা করতে হত। তোকে দেখার জন্যে লোক ভিড় জমাত না। তা ছাড়া বড় চাকরি, বড় ব্যাবসা তুই কখনও করতে পারতিস না। আমাদের এই সমাজের কেউ পারেনি। তাই বলি, নব, তুই সিনেমায় নামিস না!' বাবা বলল।

'এখন না বলব কী করে? আমি ওদের চুক্তিতে সই করেছি।' মাথা নাড়ল নবকুমার, 'তা ছাড়া, আমি বলছি তুমি খুব ভুল ভাবছ। অনেক নীচুতলার মানুষ খুব বড় হয়ে গিয়েও তার মাটিকে ভুলে যায়নি। এই যে তুমি মায়ের অসুখের মিথ্যে খবর দিয়ে টাকা চাইলে আমি তো সঙ্গে-সঙ্গে তা পাঠিয়ে দিয়েছি।' বলেই ঢোক গিলল নবকুমার। কথাটা মিথ্যে। শেফালি-মা নিজে থেকে না পাঠালে সে হয়তো ধার-ধোর করে দু-তিন হাজার টাকা নিয়ে এখানে আসত, অত টাকা টিএমও করত না।

'আমার এক হাজার টাকা ধার ছিল। খুব চাপ দিচ্ছিল ধার শোধ করতে। তোর পাঠানো টাকা থেকে শোধ করে দিয়েছি। বাকিটা আছে, তুই নিয়ে যা।'

'বারে! মায়ের চিকিৎসার জন্যে পাঠানো টাকা আমি নেব কেন?'

'কী হবে চিকিৎসা করে? সবাইকে তো একদিন মরতে হবে। চিকিৎসা না করালে তোর মা না হয় একটু আগে মরবে। নিয়ে যা টাকাগুলো।'

'তুমি বাচ্চাদের মতো কথা বলছ!' বাবার পাশে বসল নবকুমার, 'আচ্ছা, একটা কথা বলি তোমাকে। আমি এমন কিছু লোককে জানি যারা সামান্য পিওনের চাকরি করে। বিয়ের পর বউকে শহরে নিয়ে গিয়ে বাপ-মাকে ভুলে গিয়েছে। টাকা পাঠানো দূরের কথা, একটা খবরও নেয় না। আমি তো সেরকম হয়ে যেতে পারি। তখনও তো তোমাদের কষ্ট হবে, তাই না? কিন্তু সিনেমায় অভিনয় করে আমি যদি নাম করি, তোমরা কষ্ট না পাও এমন কাজ যদি না করি তাহলে তো তোমরা খুশিতে থাকবে! কী বলো?'

'পাথরবাটি কি সোনার হয় বাবা।'

'না, হয় না। কিন্তু তেমন হলে সোনার বাটি ব্যবহার করতে দোষ কী?'

বাবা হেসে ফেলল, 'সোনার বাটি? আমি জীবনে দেখিনি।'

এই সময় মায়ের গলা কানে এল, 'খোকা, বাবাকে নিয়ে খেতে আয়। রাত অনেক হয়ে গিয়েছে। কাল সকালে তো আমাকে হাসপাতালে যেতে হবে।'

সাতসকালে বেরিয়েছিল ওরা। প্রথম বাস সদরে যায় ভোর সাড়ে-পাঁচটায়। সেখানে ট্রেন লাইন নেই। সাড়ে-সাতটায় পৌঁছে গিয়েছিল। বাসস্ট্যান্ড থেকে রিকশায় হাসপাতালে। দুটো রিকশা

নিতে হয়েছিল। বাবা মায়ের পাশে বসেনি। নেমে বলেছিল, 'মিছিমিছি রিকশা ভাড়া দিতে হল। এটুকু রাস্তা হেঁটেই আসা যেত।'

নবকুমার রেগে গেল, 'মাকে নিয়ে এক মাইল হাঁটতে? মা কি সুস্থ?'

বাবা কিছু বলল না। সে চেয়েছিল বাবা মাকে নিয়ে সদরের ডাক্তারকে দেখিয়ে আসুক। কাল রাতে খাওয়ার পর মা বলেছিল, 'আমি তোর বাবার সঙ্গে যাব না।'

'কেন?'

'তাহলে আমার ডাক্তার দেখানো হবে না। ও কিছুই জানে না।'

বাবা উদাস গলায় বলেছিল, 'কী করে জানব। আমি কি কখনও হাসপাতালে গিয়েছি?'

'আমিও তো যাইনি।' নবকুমার বিরক্ত হয়েছিল।

'তুই তো বড় শহরে আছিস। কথা বলতে পারিস।' বাবা বলেছিল।

খোঁজখবর নিয়ে কার্ড করিয়ে ডাক্তারের কাছে পৌঁছতে এগারোটা বেজে গেল। এর মধ্যে চা-বিস্কুট খেয়েছিল ওরা। মায়ের পেটে চিনচিনে ব্যথা শুরু হয়েছিল। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, 'লিখে দিয়েছি। টাকা জমা দিয়ে রিপোর্ট নিয়ে আসুন।'

'কোথায় যাব?'

'প্যাথলজি ডিপার্টমেন্ট।'

অনেক ছুটোছুটি করতে হল নবকুমারকে। আল্ট্রা সোনোগ্রাম করিয়ে জানা গেল, তখনই রিপোর্ট পাওয়া যাবে না। পরদিন আসতে হবে, তারা যে দু-ঘণ্টা বাসে চেপে এসেছে, আবার কাল এলে মায়ের কষ্ট হবে বলেও যখন গলানো গেল না, তখন অসহায় বোধ করল নবকুমার।

যে নার্স-মহিলা দায়িত্বে ছিলেন তাকে সে বলল, 'আমাকে পরশু সকালে কলিকাতায় পৌঁছতেই হবে। নইলে একটা বড় সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে।'

'কীসের সুযোগ?' নার্সমহিলা নির্লিপ্ত।

'সিনেমায় অভিনয় করার।'

চমকে তাকালেন ভদ্রমহিলা, 'আপনি সিনেমায় অভিনয় করবেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কী চরিত্র?'

'নায়কের চরিত্র।'

'আচ্ছা! সিনেমার নাম কী?'

'এখনও নামকরণ হয়নি। পরশু থেকে শ্যুটিং আরম্ভ।' 'নায়িকা কে?'

নামটা বলল নবকুমার। শুনে নার্স বললেন, 'এই প্রথম আমি একজন সিনেমার আর্টিস্টকে চোখে দেখলাম। দিন, রসিদটা দিন, দেখছি, কী করা যায়।'

তিনটের মধ্যে রিপোর্ট পেয়ে গেল নবকুমার। নার্সমহিলা বললেন, 'শুধু আপনার জন্যে আউট অফ টার্ন রিপোর্টটা বের করে দিলাম। যখন সবাই আপনাকে দেখেই চিনবে তখন যেন আমাকে ভুলে না যান। চলুন, আমি আপনার সঙ্গে ডাক্তারবাবুর কাছে যাচ্ছি।'

ডাক্তারের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। তিনি যখন উঠছেন তখন নবকুমার তাঁকে রিপোর্ট দেখাল। ডাক্তার প্রথমে বলেছিলেন পরের দিন আসতে। কিন্তু নার্সমহিলা তাঁকে নীচু গলায় কিছু বলতে তিনি রিপোর্ট নিলেন। চোখ বুলিয়ে ডাক্তার বললেন, 'পেশেন্ট কোথায়?'

'বাইরে আছে।'

'আপনি নিজেই ওকে ভরতি করে দিন। প্রেসক্রিপশনটা দেখি।'

নবকুমার পকেট থেকে বের করে সেটা এগিয়ে দিলে তার ওপর কিছু লিখলেন ডাক্তার,

'সব ঠিক থাকলে কাল সকালেই অপারেশন করব।'

'অপারেশন?' ঘাবড়ে গেল নবকুমার।

ডাক্তার বললেন, 'মেজর কিছু নয়। ওঁর অ্যাপেডিক্স বাদ দিতে হবে। ব্যথা তো আজই হয়নি। বহুদিন ধরে কষ্ট সহ্য করেছিলেন। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, ওঁকে আজ নিয়ে না এলে যে-কোনও মুহূর্তে মারাত্মক কিছু হয়ে যেতে পারত।' ডাক্তার চলে গেলেন।

বাইরে বেরিয়ে এসে নবকুমার দেখল বাবার কিনে নিয়ে আসা সিঙাড়া খাচ্ছে মা। বাবা ঠোঙা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'খেয়ে নে, গরম আছে।'

নবকুমার বলল, 'মা, চলো।'

বাবা জিজ্ঞাসা করল, 'আবার কাল আসতে হবে?'

'না। মাকে আজই ভরতি করতে হবে এখানে।'

'ভরতি?' বাবা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'কেন?'

'অপারেশন করবে। না করলে মা মারা যাবে।'

'উরেব্বাবা।' বাবা মাথা নাড়ল, 'সর্বনাশ। অপারেশন না করে ওষুধ দিলে হয় না?'

'না, হয় না। আজ ভরতি না করলে মা মারা যাবে। চলো।'

মা চুপচাপ ভরতি হয়ে গেল।

শুধু রাত্রে শোওয়ার জন্যে গ্রামে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। সদরের খুব সস্তার হোটেলে রাত কাটাল ওরা। সকালে দু-হাজার টাকা জমা দিতে হল হাসপাতালে। দশটা নাগাদ মাকে নিয়ে গেল অপারেশন থিয়েটারে।

চল্লিশ মিনিট পরে যখন বেডে ফিরিয়ে দিল তখনও মায়ের জ্ঞান আসেনি। ডাক্তার জানালেন খুব ভালো অপারেশন হয়েছে। তাঁরা অবাক হয়েছেন অ্যাপেন্ডিক্সের চেহারা দেখে। যে-কোনও মুহূর্তে ফেটে যেতে পারত ওটা। মা যে কী করে যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন, তা তাঁরা ভেবে পাচ্ছেন না। তিনদিনের মধ্যে মাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

বাবা বলল, 'তুই এলি বলে এসব হল। আমি একা পারতাম না। তুই দূরে সরে গেলে কার ওপর ভরসা করব বল?'

এই প্রথম নবকুমারের মনে হল তার বাবা খুব অসহায়।

এখন তার আর কিছু করার নেই। দু-বেলা গিয়ে মায়ের সঙ্গে কথা বলা আর প্রয়োজন হলে ওষুধ কিনে দেওয়া ছাড়া কী-বা করার আছে। তাকে আজই ফিরতে হবে। বাবা প্রথমে রাজি হচ্ছিল না। নবকুমার চলে গেলে অসহায় হয়ে পড়বে। অনেক বুঝিয়ে, হাসপাতালের লোকদের সঙ্গে কথা বলিয়ে শেষপর্যন্ত রাজি করাতে পারল নবকুমার। সমস্ত খরচ মিটিয়ে দেওয়ার পরেও বাবার হাতে টাকা থাকবে।

বিকেলের বাস ধরে কাছাকাছি ট্রেন-স্টেশনে যেতে হবে। সেখান থেকে আবার ট্রেন। বিদায় নেওয়ার সময় বাবার চোখে জল পড়ল। নবকুমার বলল, 'আমি যদি একটু দাঁড়িয়ে যাই তাহলে তোমাদের আমার কাছে নিয়ে যাব।'

'না-না। আমি গ্রাম ছেড়ে কোথাও গিয়ে শান্তি পাব না রে!'

খারাপ লাগছিল খুব। মাকে বাড়িতে ফিরিয়ে না নিয়ে গিয়ে চলে আসতে হচ্ছে, কীরকম অপরাধী বলে মনে হচ্ছিল নিজেকে। হঠাৎ মনে পড়ল। তার ফোন করার কথা ছিল। বাস থেকে নেমে ট্রেন স্টেশনের কাছে গিয়ে টেলিফোন বুথ দেখতে গেল নবকুমার। বুথের লোকটিকে বলল,

'কলিকাতায় ফোন করব।'

'নম্বর বলুন।'

মন্দাক্রান্তার নম্বর বলতে গিয়ে হোঁচট খেল সে। সরি বলে সরে এল বুথের কাছ থেকে। নাঃ, মন্দাক্রান্তার নম্বর এখন থেকে মুখস্ত করে রাখতে হবে।

কলকাতায় ট্রেনটা পৌঁছল ভোরবেলায়। রাস্তা ফাঁকা-ফাঁকা, বেশি লোকজন নেই, দোকানপাট খোলেনি। এই কলকাতার চেহারা বড় মনোরম। দোতলা বাসে চেপে বিডন স্ট্রিটে নেমে নবকুমার যখন সোনাগাছিতে ঢুকল, তখন সূর্য উঠব-উঠব করছে।

চট করে মনে হবে পাড়াটা মৃত। মানুষজন বাড়িঘর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গিয়েছে। সোনাগাছি এখন ঘুমোচ্ছে। এমন কি শেফালি-মায়ের বাড়ির মূল দরজাও খোলেনি? শব্দ করে-করে শেষপর্যন্ত নীচের মেয়েদের ঘুম ভাঙিয়ে দরজা খোলাতে হল। যে মেয়েটি ঘুম চোখে দরজা খুলেছিল সে বিরক্ত হয়ে কিছু বলতে গিয়েও সামলে নিল নবকুমারকে দেখে। তারপর সেই রাগটা প্রকাশ করতে শরীরের পশ্চাৎভাগ প্রবলভাবে দুলিয়ে চলে গেল নিজের ঘরে।

দোতলায় উঠল নবকুমার। উঠেই অবাক হয়ে গেল। দরজায় শেফালি-মা দাঁড়িয়ে আছেন।

'কেমন আছেন তোমার মা?'

'গতকাল অপারেশন হয়েছে। ডাক্তার বলেছেন ভয়ের কিছু নেই।'

'কী হয়েছিল।'

'অ্যাপেন্ডিসাইটিস। অ্যাপেন্ডিক্স কেটে বাদ দিতে হয়েছে।'

'কবে ছাড়বে?'

'তিনদিন রাখবে।'

'ও। তুমি চলে এলে কেন?'

'আমার তো কাজ শুরু হচ্ছে!'

গম্ভীর হলেন শেফালি-মা। বললেন, 'রাত জেগে ট্রেন জার্নি করে এসেছ। ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নাও। পরে তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

'আপনি এখনও বলতে পারেন। আমি একটুও টায়ার্ড নই।' নবকুমার বলল।

শেফালি-মা বললেন, 'ওই মন্দাক্রান্তা মেয়েটির সঙ্গে তোমার কেমন সম্পর্ক?'

'সম্পর্ক? আমি ঠিক জানি না।'

'তুমি জানো না, অথচ সে গত দু-দিনে অন্তত ছয়বার ফোন করে জানতে চেয়েছে তুমি গ্রামে ঠিকঠাক পৌঁছেছ কি না? তোমার মায়ের শরীর এখন কেমন? তুমি গিয়ে অবধি ওকে একটাও ফোন করোনি। ফোন তো তুমি আমাকেও করোনি। কিন্তু আমি তো ফোনের জন্যে ওর মতো ব্যাকুল হইনি! মা-মাসি-দিদিরা ধৈর্য রাখতে জানে। উদ্বিগ্ন হলেও একটা সময় পর্যন্ত তা নিজের মধ্যে রাখে। অন্য সম্পর্ক হলে মেয়েরা অল্পেই বাস্তবজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। মন্দাক্রান্তা তো তোমার থেকে বয়েসে বড়?' শেফালি-মা অন্যদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ।'

'কলকাতার মানুষ যা মেনে নেয় তা গ্রামের মানুষের পক্ষে গ্রহণ করা অসম্ভব। তোমার বাবা-মায়ের কথা মনে রেখো। যাও।'

শেফালি-মা নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন। ঘরে এসে খাটের ওপর কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল নবকুমার। মন্দাক্রান্তা কেন এতবার ফোন করেছেন? আজকের মধ্যে না ফিরলে ফোন করে জানতে চাইতে পারত। শেফালি-মা যে রুষ্ট হয়েছেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সম্পর্কের কথা জিজ্ঞাসা করলেন উনি। মন্দাক্রান্তার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক? ভাই-দিদির? বন্ধুর? কোনওটাই নয়। বন্ধু হতে

হলে সমান-সমান হওয়া উচিত। শেফালি-মা যে ইঙ্গিত দিয়েছেন সেটা ভেবে সে নিজের মনেই বলে উঠল, 'ধ্যেৎ।'

বেলা বারোটা নাগাদ স্টুডিওতে চলে এল নবকুমার। গীতিময়দার অফিস ফাঁকা। একটা পিওন গোছের লোক বলল, 'শ্যুটিং শুরু হয়ে গিয়েছে। ডানদিকের ফ্লোরে চলে যান।'

ঠিক তখনই গাড়িটা এসে থামল সামনে। ড্রাইভার নেমে দরজা খুলে দিতে বড়বাবু বেরিয়ে এলেন। নবকুমারকে দেখে বিরক্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'একী! তুমি এখানে?'

তিপ্পান্ন

নবকুমার থতমত হয়ে বলল, 'গীতিময়দার কাছে এসেছি।'

'এসেছ যে তা দেখতেই পাচ্ছি। তুমি শুনেছিলাম হাওয়া হয়ে গিয়েছে। ছবির শ্যুটিং হচ্ছে অথচ তোমার পাত্তা নেই। গীতিময়ের পাগল হওয়ার উপক্রম হয়েছে। আমি আজ বাধ্য হয়ে স্টুডিওতে এলাম নতুন হিরো সিলেক্ট করার জন্যে।' বড়বাবুর কণ্ঠস্বর চড়ছিল।

'আমি, আমি দুঃখিত। মায়ের অপারেশনের জন্যে—!' থেমে গেল নবকুমার।

'আমার সামনে থেকে সরে যাও। গীতিময়ের পাশের ঘরে গিয়ে বসো।' হুকুম করলেন বড়বাবু। সামনে দাঁড়াবার সাহস চলে গিয়েছিল। নবকুমার খোলা দরজা দিয়ে দ্বিতীয় ঘরে চলে এল।

শূন্য ঘর। চেয়ারে বসতেই পাঁচ হাজার টাকার কথা মনে এল। শেফালি-মাকে কী করে ধার শোধ করবে সে? তাকে বাদ দিয়ে কাউকে যখন নেওয়া হচ্ছে তখন এই কাজটা করে রোজগারের পথটা বন্ধ হয়ে গেল, ঠোঁট কামড়াল সে।

কিন্তু সে তো জানিয়েই শহর ছেড়ে গিয়েছিল। হ্যাঁ, গীতিময়বাবু বা বড়বাবুকে সে জানায়নি ঠিক। কিন্তু মন্দাক্রান্তাই তো তাকে যেতে বলেছিলেন মায়ের খবর শুনে। আশ্চর্য! মন্দাক্রান্তা এঁদের কিছুই জানালেন না! শেফালি-মাকে বারংবার ফোন করে বিরক্ত করেছেন আর গীতিময়বাবুকে বলতে ভুলে গিয়েছেন? নাকি ইচ্ছে করেই বলেননি? কিন্তু মন্দাক্রান্তা তো তার ভালো চান! কত ভালো ব্যবহার করেন, তিনি কেন ক্ষতি করতে চাইবেন?

নবকুমারের সব গুলিয়ে যাচ্ছিল। মন্দাক্রান্তা বলেছেন তিনি এই ছবিতে ফিনান্স করছেন। তাঁর নামেই টাকা খরচ হচ্ছে। অতএব তাঁকে বলে গেলে অন্যরা সেটা কেন গ্রাহ্য করবে না? মাস্টারদা বলত, কলিকাতা কর্পোরেশনের জল পেটে পড়লে গ্রাম-মফস্বলের মানুষের চরিত্র পালটে যায়। তার ক্ষেত্রে বোধহয় সেটা হয়নি। হলে আরও একটু চালাক হতে পারত।

এই ঘরে কেউ আসছে না। নবকুমারের মনে হচ্ছিল, এখানে বসে থাকার কোনও অর্থ হয় না। তার জায়গায় অন্য কেউ অভিনয় করবে আর সে ফেকলুর মতো দেখবে তা বড়বাবু চাইলেও সে চায় না। মায়ের মুখ মনে পড়ল। মা এবং বাবা খুব খুশি হবে। হোক। কিন্তু গ্রামের বন্ধুদের কাছে কী জবাব দেবে? যারা জেনে গিয়েছে যে নবকুমার ফিল্মের হিরো হচ্ছে তারাই তখন ব্যঙ্গ করবে। ভাববে মিথ্যে রটিয়ে গিয়েছিল। নিজেকে সৎ প্রমাণ করতে হলে তাকে সিনেমায় অভিনয় করতেই হবে। কিন্তু তাকে কে দেবে সুযোগ?

উঠে দাঁড়াল নবকুমার। মাথা নাড়ল। আচ্ছা, সে নিজে কী করেছে? এরকম একটা সুযোগ পেয়েও নিজেকে ঠিকঠাক তৈরি করার কোনও চেষ্টাই করেনি। স্কুলে স্যার যা পড়ান তা বাড়িতে

অনুশীলন করতে হয়। সেই কাজটা সে করেনি। ফাঁকিবাজি করে বৃহৎ কাজ সুষ্ঠুভাবে শেষ করা যায় না এটা তার বোঝা উচিত ছিল। সে হয়তো ব্যর্থ হত, তাই ভাগ্য তার কাছ থেকে কাজটা ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

এই সময় একটি কিশোর এসে জিজ্ঞাসা করল, 'চা খাবেন?'

হ্যাঁ বলতে গিয়েও না বলল নবকুমার। তার তো কোনও অধিকার নেই এদের পয়সায় চা খাওয়ার। ছেলেটি চলে গেলে মনে হল নগদ দাম দিয়ে সে তো স্বচ্ছন্দে চা খেতে পারত। ঘরের বাইরে গিয়ে চা-ওয়ালাকে ডাকতে যেতে আলস্য লাগল।

ঘণ্টাদুয়েক অপেক্ষা করার পরে নবকুমারের মন যখন নির্লিপ্ত হয়ে গিয়েছে তখন পাশের ঘরে কথা শোনা গেল। একজন বড়বাবু অন্যজন গীতিময়বাবু। গীতিময়বাবুর পিওন এসে দাঁড়াল, 'আপনাকে দাদা ডাকছেন।'

নবকুমার উঠল। পাশের ঘরে যেতে দেখল গীতিময়বাবুর চেয়ারে বড়বাবু বসে আছেন। পাশের চেয়ারে গীতিময়বাবু। তাকে দেখেই গীতিময়বাবু বললেন, 'তুমি খুব দায়িত্বহীনের মতো কাজ করেছ। প্রোডাকশনকে না জানিয়ে একদম উধাও হয়ে গিয়েছিলে?'

'আমার মা খুব অসুস্থ, এই টেলিগ্রাম পেয়ে আমি মন্দাক্রান্তাদেবীকে জানিয়েছিলাম। তিনি খবর নিয়ে আমাকে দু-দিনের জন্যে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। তার বেশি দেরি হলে ফোন করতে বলেছিলেন। আমি তিনদিনের মাথায় রওনা হয়েছি ওখান থেকে।' নবকুমার বলল।

'মন্দাক্রান্তা কেন? গীতিময়কে জানাতে পারনি? ডিরেক্টার হল প্রোডাকশনের ক্যাপ্টেন। তাকে না জানিয়ে তুমি চলে গেলে?' বড়বাবু গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন।

'ওঁর টেলিফোন নম্বর আমার জানা ছিল না।' নবকুমার বলল, 'আমি ভেবেছিলাম মন্দাক্রান্তাদেবী আপনাদের খবরটা দেবেন।'

'দিয়েছিল।' গীতিময়বাবু বললেন, 'কিন্তু তুমি কবে ফিরবে তা কনফার্ম করতে পারেনি। তুমি যে-বাড়িতে থাকো তারাও নাকি জানেন না কবে ফিরবে। কোনও ফোন না পেয়ে মন্দাক্রান্তা ধরেই নিয়েছিল যে হয়তো তোমার মাতৃবিয়োগ হয়েছে। এদিকে আমাদের সেট তৈরি। অন্যান্য আর্টিস্টদের ডেট নেওয়া হয়ে গিয়েছে। কোনওভাবেই শ্যুটিং পিছিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। বুঝতেই পারছ!'

'হ্যাঁ। আমি তাহলে আসি?' শক্ত হয়ে তাকাল নবকুমার।

গীতিময়বাবু বললেন, 'দ্যাখো, তুমি এর আগে কখনও অভিনয় করোনি। এই অবস্থায় আমি তোমাকে একটা সাজেশন দিতে পারি। তুমি আমার ছবিতে একটি ছোট চরিত্রে অভিনয় করতে পারো। একদিনের কাজ কিন্তু চারটে সংলাপ আছে। রাজি থাকো তো বলো!'

মাথা নাড়ল নবকুমার, 'না। দরকার নেই। আমি যাই?'

'আশ্চর্য! এই চরিত্রে সুযোগ পাওয়ার জন্যে কত ছেলে রাতদিন ধরনা দিচ্ছে আর তুমি মুখের ওপর বলে দিলে দরকার নেই। অভিনয়ের ওপর একটু শ্রদ্ধা থাকলে একথা বলতে পারতে না।' গীতিময়বাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

নবকুমার বেরিয়ে যাচ্ছিল, বড়বাবু বললেন, 'এদিকে এসো।'

নবকুমার দাঁড়াল। মুখ ফেরাল না। ভাবল, বেরিয়ে যাবে।

বড়বাবু বললেন, 'তোমাকে এখানে আসতে বলেছি।'

অতএব ফিরতে হল। বড়বাবু বললেন, 'আজ থেকে তোমার কাজ শুরু হওয়ার কথা ছিল। আমরা এই চরিত্রে একজনকে ভেবেছিলাম। কিন্তু তুমি যখন নায়কচরিত্র ছাড়া অন্য চরিত্রে অভিনয় করতে নারাজ, তখন তোমার এই জেদকে মেনে নিচ্ছি।'

গীতিময়বাবু হাসলেন, 'এই স্পিরিটটা যেন সারাজীবন বজায় থাকে। চলো!'

'কোথায়?'

'মেক-আপ নেবে। আজ তোমার একটা শট নেব।'

কেমন ঘোরের মধ্যে কেটে গেল। নিজের পোশাক ছেড়ে ড্রেসারের দেওয়া পোশাক পরে আয়নার সামনে বসতে হল। মেক-আপ ম্যান প্রথমে তার চুল একটু ছেঁটে দিলেন। তারপর মুখে তিনরকমের মেক-আপ ঘষতে লাগলেন। তারপর তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছিয়ে দুটো হাত দিয়ে ঝাড়লেন। শেষে বললেন, 'এবার চুল আঁচড়ে নিন।'

নিজের মুখ চুল অচেনা বলে মনে হল নবকুমারের।

একটি ছেলে এসে বলল, 'এসো। গীতিদা ডাকছেন।'

সেটের একটামাত্র আলো জ্বলছিল। স্ক্রিপ্ট নিয়ে নবকুমারকে দেখে বললেন, 'তুমি নায়িকার বাড়িতে প্রথম এসেছ। এইটে বাইরের ঘর। কাজের লোক তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে, কার সঙ্গে দেখা করতে চাও। তুমি একটা চিঠি এগিয়ে দেবে। লোকটা খামের ওপর নাম দেখে জিজ্ঞাসা করবে, আপনার নাম? তুমি বলবে, 'কমলকুমার দত্ত। হৃদয়পুর গ্রামে আমার বাড়ি। ব্যস, এটুকু। মনে থাকবে?'

নবকুমার মাথা নাড়ল। অ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টার দেখিয়ে দিল তাকে কোথায় দাঁড়াতে হবে। কাজের লোক কোনদিকে এসে দাঁড়াবে এবং ক্যামেরা কোথায় থাকবে। নবকুমার মনে-মনে 'হৃদয়পুর গ্রাম' শব্দদুটো আওড়াচ্ছিল।

'একটা মনিটার হয়ে যাক।' গীতিময়বাবু চিৎকার করলেন। সঙ্গে-সঙ্গে চারধারে প্রচুর আলো জ্বলে উঠল। সেই আলোয় চোখ ঝলসে যাচ্ছিল যেন। স্টার্ট, ক্যামেরা, অ্যাকশন বলা মাত্র ঠিক কাজের লোকের মতো দেখতে একজন ওপাশ থেকে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কাকে চান?' নবকুমার খামটা এগিয়ে দিল। সেটা নিয়ে লোকটা ঠিকানা দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার নামটা বলুন।'

হৃদয়পুর গ্রামের কথা মাথায় থাকায় সে বলে ফেলল, 'নবকুমার দত্ত, হৃদয়পুর গ্রামে আমার বাড়ি।' সঙ্গে-সঙ্গে কাট চিৎকার শোনা গেল।

ততক্ষণে অ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টার ছুটে এসেছে কাছে, 'কী নাম বললেন? আপনি যে চরিত্রে অভিনয় করছেন তার নাম কমলকুমার।'

খেয়াল হতেই কুঁকড়ে গেল নবকুমার। এ কী বলল সে? নবকুমার শব্দটা মুখে এল কেন? গীতিময়বাবু এগিয়ে গিয়ে ক্যামেরা ম্যানের সঙ্গে কথা বলছিলেন। সব শুনে গম্ভীর মুখে বললেন, 'ওকে। নেক্সট সিন।'

অ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টর ভুলটা স্মরণ করিয়ে দিল, 'দাদা, আর-একবার টেক করবেন না?'

'না। আজ যে-ক'টা শট হয়েছে ওর রেফারেন্স আসেনি। এখন থেকে কমলকুমারের জায়গায় নবকুমার লিখে রাখো। ও নিজের চরিত্রে অভিনয় করুক।' গীতিময়বাবু বললেন।

অ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টার হাসল। তারপর নবকুমারকে বললেন, 'আজ আর আপনার শট নেই। কাল সকাল ন'টায় চলে আসবেন। দশটায় টেক হবে। পঞ্চু, দাদাকে মেক-আপ রুমে নিয়ে যা। স্বপন, নেক্সট সিনের আর্টিস্ট ডাক।'

একজন প্রোডাকশনের ছেলে নবকুমারকে মেক-আপ রুমে পৌঁছে দিয়ে গেল। সে ভেতরে ঢুকতেই মেক-আপ ম্যান বললেন, 'অভিনন্দন ভাই। খুব খুশি হয়েছি।'

নবকুমার অবাক হয়ে তাকাল। ভদ্রলোক ধুতি এবং শার্ট পরেন, ফরসা, চশমা পরা। বললেন, 'প্রথমবার ক্যামেরার সামনে খুব কম অভিনেতাই ঠিকঠাক অভিনয় করতে পারেন।'

'আমি ঠিক করিনি। নাম ভুল বলেছি।'

'কিন্তু তোমার বলা নামটাই ডিরেক্টার ঠিক মনে করেছেন।'

'আশ্চর্য! আপনি এতদূরে এই ঘরে বসে ঘটনাটা জানলেন কী করে?'

'জামাটা ছাড়ো। উত্তমবাবু বলতেন টালিগঞ্জের বাতাসে খবর ওড়ে। খারাপ খবর হলে বাতাসের আগে ওড়ে। তুমি ধ্যাড়াচ্ছ কি না, ফেল করছ কি না তা শোনার জন্যে কত অল্পবয়েসি অভিনেতা হাঁ করে অপেক্ষা করছিল।' জামা খোলার পর নবকুমারের মুখে স্প্রে করলেন ভদ্রলোক। তারপর ছোট তোয়ালে দিয়ে মেক-আপ তুলতে লাগলেন, 'মন দিয়ে অভিনয় করো। আজ তুমি নার্ভাস ছিলে বলে নিজের নাম বলে ফেলেছ। এইটে কাটাতে হবে। তুমি যদি সিনসিয়ার হও তাহলে তার দাম পাবেই।'

'আপনি অনেক অভিনেতাদের দেখেছেন, মা?'

'হ্যাঁ। চল্লিশ বছর তো হয়ে গেল।'

'উত্তমকুমারকে মেক-আপ দিয়েছেন?'

'না। আমি তখন যাঁদের ছবিতে কাজ করতাম তাঁরা ওঁকে নিয়ে ছবি করতেন না। নতুন ধরনের ছবি। দর্শক দেখতে চাইত না। কিন্তু ফেস্টিভ্যালে যেত।'

'সবচেয়ে ভালো সম্পর্ক ছিল কার সঙ্গে?'

'অনিলদা, অনিল চ্যাটার্জি। ওরকম মানুষ হয় না। সব টেকনিসিয়ান্সদের খবর রাখতেন। কারও বিপদ শুনলেই সাহায্য করতেন, খুব বড় মন ছিল ভাই। তুমি কী চাকরিবাকরি করো?' মেক-আপ ম্যান জিজ্ঞাসা করলেন।

'না। আমি কিছুদিন আগে গ্রাম থেকে এসেছি।'

'অ। দ্যাখো, সিনেমায় নাম করা একেবারে ভাগ্যের ওপর নির্ভর করছে। তুমি খুব খাটলে, অথচ দর্শকরা দেখামাত্র তোমাকে অপছন্দ করতে পারে। বিশেষ করে হিরোর চরিত্র হলে। পার্শ্বচরিত্র হলে একটু-একটু করে দর্শক মেনে নেয়। তা ছাড়া, তুমি ভালো কাজ করলেও দর্শকরা ছবিটাকে পছন্দ করল না। ছবি ফ্লপ হলে তোমার ভাগ্যও শেষ হয়ে যাবে। এই লাইনে সাফল্য এলে সবাই নিজের কৃতিত্ব জাহির করে আর ব্যর্থ হলে অন্যের ওপর দোষ চাপায়। হিরো খারাপ বলে ছবি চলল না বলতে তো অসুবিধে নেই। আর সেটা রটে গেলে অন্য কেউ তোমাকে নিতে সাহস পাবে না।' মেক-আপ ম্যান হাসলেন। 'ভাগ্য ভালো হলে কথাই নেই। কিন্তু তুমি পাশাপাশি চাকরির চেষ্টা করো।'

'দাদা, আপনার নাম কী?'

'নিবারণ গুপ্ত।'

পোশাক পালটে বেরিয়ে যাওয়ার আগে, কী মনে হল, নবকুমার নিবারণবাবুকে প্রণাম করে পা বাড়াল। নিবারণবাবু বললেন, 'আরে! করো কী!' কিন্তু তার জবাব দেওয়ার জন্যে সে অপেক্ষা করল না।

গেটের দিকে এগোতেই পঞ্চু ছুটে এল, 'দাদা আপনাকে দেখা করতে বলেছেন।'

'উনি এখন কোথায়?'

'অফিসে। এখনই প্যাক-আপ হয়ে যাবে।'

অফিসঘরের দরজায় যেতেই ওঁদের দেখতে পেল। বড়বাবু, গীতিময়বাবু ছাড়াও আর-একজন বসে আছেন। সে বলল, 'ডেকেছেন?'

গীতিময়বাবু বললেন, 'আগামিকাল এই সিনগুলো শুট করব। এখন বাড়ি ফিরে গিয়ে সংলাপগুলো পড়ো। দয়া করে কাল নিজের সংলাপ বলো না।'

একটা ছোট ফোল্ডার হাত বাড়িয়ে নিল। বড়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওর ডেলিভারি
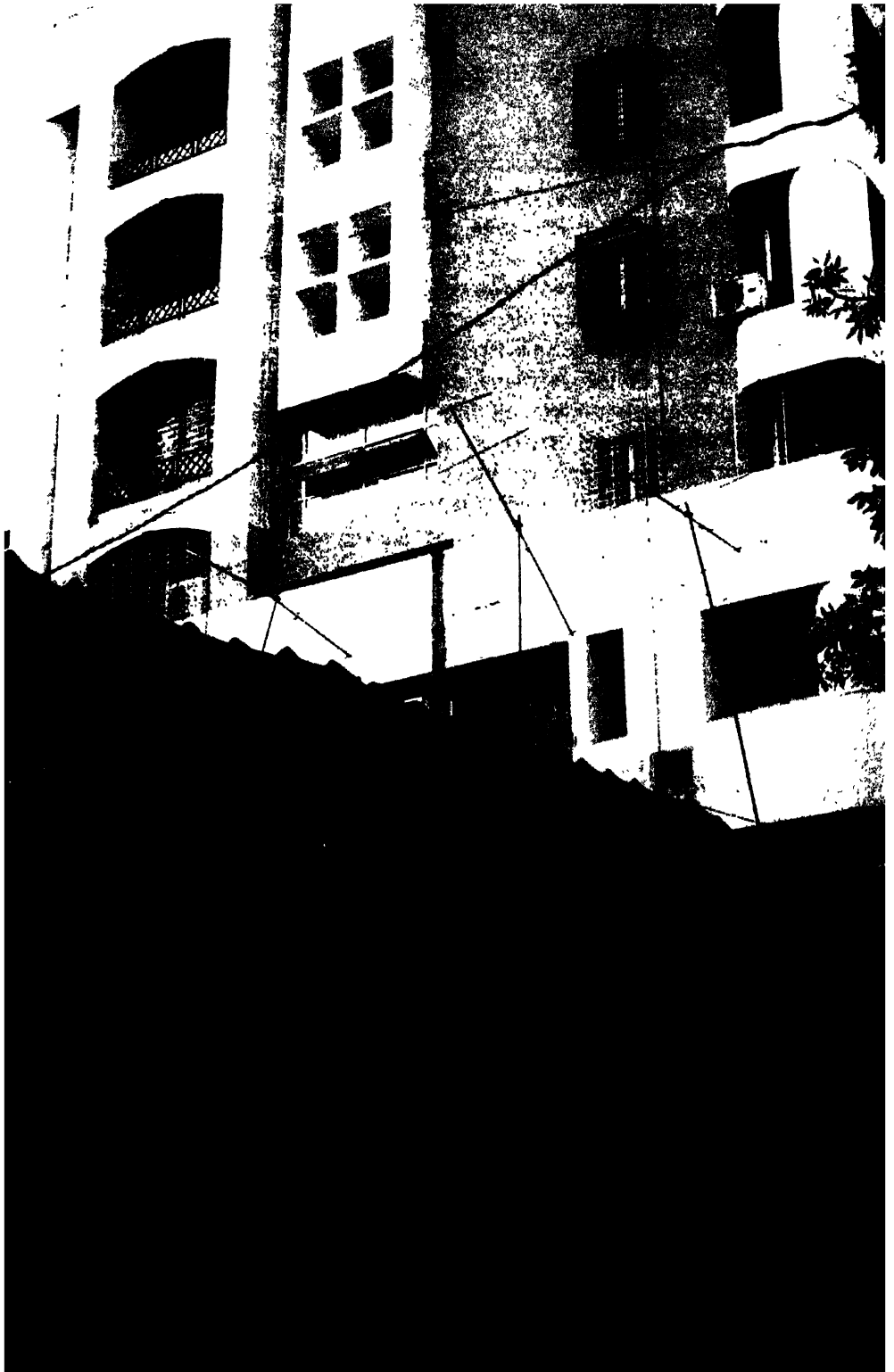
কীরকম ছিল?'

'ভালোই। নামটা চেঞ্জ করে দিতে হল?'

তৃতীয় ব্যক্তি হাসলেন, 'নামে কী এসে যায়।'

গীতিময়বাবু উঠে দাঁড়ালেন, 'চলুন, ফ্লোরে যাব। ওখানেই কথা বলব। এখনই প্যাক আপ হয়ে যাবে। নবকুমার প্রোডাকশন্‌স থেকে তোমাকে ট্যাক্সির ভাড়া দিয়েছে? দেয়নি? ওটা নিয়ে যাবে। শ্যুটিং-এর দিন আসা-যাওয়ার জন্যে ট্যাক্সিভাড়া পাবে।' বড়বাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গীতিময়বাবু ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

নবকুমার আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বড়বাবু বললেন, 'বোসো।'

নবকুমার টেবিলের উলটোদিকের চেয়ারে বসল।

'মাস্টার তোমাকে আমার কাছে নিয়ে এসেছিল। আমি এক কথায় তোমাকে প্রম্পটারের চাকরি দিয়েছিলাম। তারপর এই ছবির কাজ শুরু করতেই মনে হল প্রতিষ্ঠিত অভিনেতা না নিয়ে তোমাকে কাস্ট করলে চরিত্রটি ভালো ফুটবে। তুমি বোধহয় বুঝলেই না কী বিশাল সুযোগ পেয়ে গেলে। হ্যাঁ, আমি খুশি, তুমি শেফালিদেবীকে আবার যাত্রা করতে রাজি করিয়েছ। কিন্তু এবছর ওই পালা নামানো যাবে না। ওঁর সাজেশন মতো নতুন করে পালা লিখতে হচ্ছে। আমি তোমাকে এখন যে কথাটা বলছি তা অবশ্যই তোমাকে শুনতে হবে। তুমি আজ থেকে মন্দাক্রান্তার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখবে না।'

আচমকা মুখ থেকে শব্দটা বেরিয়ে এল, 'কেন?'

'আমি বলছি, তাই। আমার খেলার পুতুল যদি অন্য একটি পুতুলের সঙ্গে খেলতে চায় তাহলে আমি কিছুতেই বরদাস্ত করব না। কথাটা মনে রাখবে। যাও।' বড়বাবু হাত নাড়লেন।

চুয়ান্ন

গীতিময়বাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চারপাশে তাকাল নবকুমার। স্টুডিও-র আলোগুলো চুপচাপ জ্বলে যাচ্ছে। কোথাও কোনও বিকট শব্দ নেই। একটা গাড়ি ঢুকল ভেতরে, হর্ন না বাজিয়ে ওপাশে চলে গেল।

একটু বাদে বড়বাবুকে গাড়িতে উঠতে দেখল। গাড়িটাও নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

নবকুমার মাথা নাড়ল। তার কিছুই করার নেই। বড়বাবুই তাকে মন্দাক্রান্তার কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। সেই তিনিই বলছেন, এখন থেকে যেন ওঁর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক না রাখে। কিন্তু কেন রাখবে না তা স্পষ্ট করে বলেননি। ওঁর বলার ভঙ্গিতে যে ইঙ্গিতটা ছিল তা বুঝতে অসুবিধে হয়নি। আর এখানেই তার আপত্তি! বড়বাবু কী করে ভাবলেন যে সে মন্দাক্রান্তার সঙ্গে প্রেম করছে? কোথায় মন্দাক্রান্তা আর কোথায় সে! তা ছাড়া, মন্দাক্রান্তা তার থেকে বয়সে বেশ কয়েক বছরের বড়। আজ অবধি প্রেম করার চিন্তা তার মাথায় যেমন আসেনি, তেমনি মন্দাক্রান্তাও কখনও তেমন দুর্বলতা দেখাননি। তাহলে?

নবকুমারের কাছে মন্দাক্রান্তার সঙ্গে তার সম্পর্কটা একদম আলাদা। এরকম সম্পর্ক যে হতে পারে তা তার জানা ছিল না। প্রেমিক-প্রেমিকা কখনোই নয়, আবার ভাইবোনও নয়। বন্ধুত্বও বলা যাবে না। মন্দাক্রান্তা তার ভালো চান, সে গেলে খুব খুশি হন। মন্দাক্রান্তার কাছে গেলে তারও মন ভালো হয়ে যায়। সম্পর্ক এইরকম হলে তার নাম কী দেওয়া যায়, তা নবকুমারের জানা নেই।

কিন্তু এসব কথা বড়বাবুকে বলার মতো সাহস ছিল না নবকুমারের। ওই মানুষটির সঙ্গে বিরোধ করলে তার কোনও লাভ হবে না। এই শহরে মফস্বল থেকে বি এ পাশ করা একটি যুবকের

কোনও দাম নেই। একটা ভদ্রগোছের চাকরি কেউ তাকে দেবে না। নেহাতই কপাল জোরে সে ছবিতে সুযোগ পেয়েছে। অবাধ্য হলে বড়বাবু মুহূর্তেই তাকে বাতিল করে দিতে পারেন। নিজের অর্থ নষ্ট হলেও সেটা করতে তিনি দ্বিধা করবেন না বলে নবকুমারের বিশ্বাস।

কিন্তু একথা কি বড়বাবু মন্দাক্রান্তাকেও বলেছেন? বললে কী প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন তিনি? হঠাৎ মনে হল, বড়বাবু নির্বোধ নন। নিশ্চয়ই তিনি মন্দাক্রান্তার সঙ্গে এ-বিষয়ে কোনও কথা বলবেন না। যে বিদ্রোহ নবকুমার করতে পারে না তা করা মন্দাক্রান্তার পক্ষে সম্ভব। তা ছাড়া, বড়বাবু জানেন সে মন্দাক্রান্তার বাড়িতে না গেলে ওদের দেখা না হওয়াই স্বাভাবিক। মন্দাক্রান্তা স্টুডিওতে আসেন না। একমাত্র টেলিফোনে তিনি নবকুমারকে বলতে পারেন বাড়িতে যেতে। কিন্তু নবকুমার যদি টেলিফোন না ধরে তাহলে যোগাযোগের আর কোনও রাস্তা নেই।

ক্রমশ খারাপ লাগাটা বাড়তে লাগল। সে কোনও অন্যায় করেনি, মন্দাক্রান্তাও, তবু বড়বাবুর নির্দেশে তাকে সরে যেতে হবে। হঠাৎ যদি মন্দাক্রান্তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় এবং তিনি জিজ্ঞাসা করেন কেন সে যোগাযোগ করছে না, তাহলে সত্যি কথাটাই বলতে হবে। আর সেটা বলা মানে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করা।

বাড়ি ফিরে এল নবকুমার। সোনাগাছির মধ্যে দিয়ে হেঁটে এল কিন্তু কোনওদিকে তাকাল না। নিজেকে খুব ছোট লাগছিল। বাড়িতে ঢোকামাত্র মুক্তো বলল, 'দু-বার ফোন এসেছিল। বাব্বা!'

'কে করেছিল?'

'কে আবার? তোমার সে—!'

ঢোক গিলল নবকুমার। মন্দাক্রান্তা এমন অবুঝ হচ্ছেন কেন? শেফালি-মায়ের কাছ থেকে ফোন নম্বর নিয়ে ওকে জানিয়ে দেওয়া উচিত, দয়া করে আমাকে ফোন করবেন না। সে শেফালি-মায়ের দরজার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ভেতরে আসব?'

'এস।'

পরদা সরিয়ে ভেতরে ঢুকল সে। শেফালি-মা বালিশে ঠেস দিয়ে বই পড়ছিলেন। সেটা বন্ধ করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাজ হয়েছে?'

'হ্যাঁ।' হঠাৎ মনে আসতে সে এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল শেফালি-মাকে।

'আহা! সফল হও। বসো ওখানে।'

চেয়ারে বসল নবকুমার। শেফালি-মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিকেলে কিছু খেয়েছ?'

মাথা নাড়ল নবকুমার, 'খিদে পায়নি।'

'আজ কতক্ষণ শ্যুটিং হল?'

'একটুখানি। একটা সংলাপ বলতেই শেষ হয়ে গেল।'

'আজকের দিনটার কথা মনে রেখো। আজ থেকে তোমার নতুন জীবন শুরু হল।'

'আমি একটুর জন্যে বাদ হওয়া থেকে বেঁচে গিয়েছি।'

'সেকী? কেন?'

'আমি গ্রামে গিয়ে খবর দিইনি বলে ওঁরা ধরে নিয়েছিলেন মায়ের কিছু হয়ে গেছে, এখন আমি ফিরতে পারব না, তাই অন্য কাউকে প্রায় ঠিক করে ফেলেছিলেন।'

'তা তো হওয়ার কথা নয়। তুমি এখান থেকে মন্দাক্রান্তাকে ফোন করে ব্যাপারটা জানিয়েছ, সে ডিরেক্টারের সঙ্গে কথা বলে রিং ব্যাক করেছে। তুমি তো দেরি করে ফেরোনি! মন্দাক্রান্তা কি ওঁদের জানায়নি?' শেফালি-মা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

'নিশ্চয়ই জানিয়েছিলেন।'

'তুমি মন্দাক্রান্তাকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করো। সে আজও দুবার তোমার খোঁজ নিয়েছে।'

'শেফালি-মা—!' নবকুমার থেমে গেল। শেফালি-মা তাকালেন।

'আমি ওঁকে ফোন করে বলতে চাই যেন আর আপনাকে বিরক্ত না করেন।'

'হঠাৎ?'

'মানে?'

'হঠাৎ একথা মনে এল কেন তোমার?'

'আমি যখন ছিলাম না তখন বারবার ফোন করেছেন, আজও দুবার। আপনি তো বিরক্ত হতেই পারেন!' নবকুমারের সত্যি কথাটা বলতে সঙ্কোচ হচ্ছিল।

'না। আমি তোমাকে বলেছিলাম কারণ, কার মনে কী অভিসন্ধি আছে তা বোঝা মুশকিল। মনে হয় সে বেশ শিক্ষিতা, টাকা-পয়সার অভাব নেই। তুমি খুব সাধারণ পরিবার থেকে এসেছ। তোমাকে সে ব্যবহার করতে চাইছিল কি না বুঝতে পারিনি। ফিরে আসোনি বলে এত তার উদ্বেগ আমার কাছে দৃষ্টিকটু মনে হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে তুমি ওকে ফোন করতে নিষেধ করবে, এ কেমন কথা!' শেফালি-মা বললেন।

'শেফালি-মা, আজ শ্যুটিং-এর পরে বড়বাবু আমাকে ডেকে বলেছেন, আমি যেন কোনওভাবেই মন্দাক্রান্তার সঙ্গে সম্পর্ক না রাখি।' নবকুমার বলে ফেলল।

কপালে ভাঁজ পড়ল শেফালি-মায়ের, 'কেন?'

'উনি কোনও ব্যাখ্যা করেননি। কিন্তু ওঁর কথার ধরনে বোঝা যাচ্ছিল আমার সঙ্গে ভদ্রমহিলা যে যোগাযোগ রাখছেন তাতে উনি খুব বিরক্ত।' নবকুমার বলল।

'উনিই তো আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ। ওঁর বাড়িতে বড়বাবুই নিয়ে গিয়েছিলেন!'

'তুমি খোলাখুলি জানতে চাইলে না কেন?'

'বড়বাবু কৈফিয়ত দেওয়া পছন্দ করেন না।'

'তাই তুমি মন্দাক্রান্তাকে বলবে কোনও সম্পর্ক না রাখতে!' হাসলেন শেফালি-মা, 'কিন্তু ও-তো তোমার সঙ্গে প্রেম করতে চায়নি। প্রেম ছাড়াও বন্ধুত্ব হয় তা তোমার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পরে ও বুঝেছিল?'

'আপনি কী করে জানলেন? নবকুমার হেসে ফেলল।

'খানিক আগে মন্দাক্রান্তা আমাকে ফোন করেছিল।'

'আবার?'

'তোমার শ্যুটিং বেশ ভালো হয়েছে, এই খবরটা আমাকে জানাল। স্টুডিওতে খোঁজ নিয়ে সে জেনেছে। শুনে আমারও ভালো লাগল। তারপর কথা হতে-হতে ও অনেক কিছু বলে ফেলল। আমি মেয়েটাকে যা ভেবেছিলাম, সম্ভবত ও সেরকম নয়। যাকগে, তোমার বড়বাবুর আদেশ তোমাকে পালন করতেই হবে। কিন্তু নিজে থেকে ওকে তুমি কিছু বলবে না। তুমি যদি ফোন না করো বা বাড়িতে থাকলে ফোন রিসিভ না করো তাহলে তো ও বুঝেই যাবে সব।' শেফালি-মা বললেন।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল নবকুমারের। হঠাৎ মনে হল সে যুদ্ধক্ষেত্রে রয়েছে। চারধারে চিৎকার, কান্না, ধরধর, মারমার হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে। সেইসঙ্গে দরজায়-দরজায় শব্দ। সে নিঃশব্দে জানলায় গেল। ওপাশের রাস্তা দিয়ে কয়েকজন পুলিশ লাঠি উঁচিয়ে ছুটে গেল। তারপর দুটো লরি এসে দাঁড়াতেই লাফিয়ে নামতে লাগল প্রচুর পুলিশ। ওপাশের বাড়ির সদর দরজা ভাঙতে লাগল তাদের কেউ-কেউ।

'জানলা থেকে সরে এস। তাড়াতাড়ি।' ফিসফিস করে বলল মুক্তো। কখন সে ঘরে ঢুকেছে টের পায়নি নবকুমার।

'এসব কী হচ্ছে?' নবকুমার গলা নামাল।

'যা হচ্ছে হোক, তোমার কী? তুমি চুপচাপ শুয়ে থাকো।' মুক্তো চলে যেতে গিয়েও দাঁড়াল, 'খবরদার আলো জ্বালবে না।'

'পুলিশগুলো গুন্ডাদের মতো আচরণ করছে কেন?'

'সোনাগাছিতে এলে পুলিশ আর গুন্ডা এক হয়ে যায়। কোথায় গিয়ে বোম মেরে খুন করে এসে একদল সোনাগাছিতে লুকিয়েছে, তাদের ধরতে বাড়ি-বাড়িতে তল্লাশি চালাচ্ছে ওরা।' মুক্তো চলে গেল। এ-বাড়িতে কোনও আলো এই মুহূর্তে জ্বলছে না। কিন্তু রাস্তার আলো অনেক বাধা কাটিয়ে যেটুকু ঢুকছে তাতে আবছা হলেও মানুষের চলাফেরা দেখা যায়।

মিনিটপাঁচেক বাদে শেফালি-মায়ের বাড়ির বন্ধ দরজায় প্রবল শব্দ হল, 'অ্যাই খোল! খোল দরজা?' তারপরে গলা চড়ল, 'স্যার, দরজা খুলছে না।' 'ভাঙ তাহলে।'

এবার দরজা প্রবল ধাক্কায় ছিটকে খুলে গেল। তার পরেই চিৎকার চেঁচামেচি। ঘরের দরজা খুলতে বাধ্য করছে পুলিশ। মেয়েরা ভয় পেয়ে কাঁদছে।

'স্যার, নীচে কেউ নেই।'

'ওপরটা দ্যাখো।'

বুটজুতোর শব্দ ওপরে উঠে আসতেই শেফালি-মায়ের গলা শুনতে পেল নবকুমার, 'দাঁড়ান।'

'সরে যাও, বাড়ি সার্চ করব।' একজন হুমকি দিল।

'সার্চ-ওয়ারেন্ট নিয়ে এসেছেন?'

'অ্যাঁ! সোনাগাছিতে সার্চ করতে ওয়ারেন্ট লাগে না।'

'লাগে। আপনার অফিসারকে ডাকুন।'

নবকুমার ঘর থেকে বেরিয়ে প্যাসেজের প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াল।

'স্যার, এই মেয়েছেলেটা সার্চ ওয়ারেন্ট দেখতে চাইছে।' লোকটা চেঁচাল।

একজন অফিসার উঠে এল ওপরে, 'তুমি কে?'

'মুক্তো! আলোগুলো জ্বেলে দে।' শেফালি-মার আদেশমাত্র মুক্তো আলো জ্বালল, 'তুমি নয়, আপনি। আমি এই বাড়িটি কিনেছি।'

'অ। বাড়িওয়ালি। শুনুন, এটা ইমাজেন্সি। তিনটি ভয়ঙ্কর খুনি এখানে লুকিয়েছে। আপনার বাড়িতে তারা থাকতেও পারে। আমাদের খুঁজতে দিন।' অফিসার বললেন।

'আমার এই ওপরতলায় কেউ লুকোতে আসেনি।' শেফালি-মা বললেন।

'স্যার, ওকে সরিয়ে ভেতরে ঢুকব?' প্রথম লোকটি জিজ্ঞাসা করল।

শেফালি-মা দু-দিকে দুটো হাত প্রসারিত করলেন, 'তাহলে আমাকে মেরে ঢুকতে হবে।'

অফিসার বললেন, 'তার মানে আপনি কাউকে লুকোতে চাইছেন।'

এই সময় প্রথম লোকটি নবকুমারের ছায়ামূর্তি দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠল, 'ওই যে, ওই যে একটা ছেলে, লুকিয়ে দেখছে।'

শেফালি-মা মুখ ফিরিয়ে নবকুমারকে দেখে বললেন, 'নবকুমার, এদিকে এস।'

নবকুমার এগিয়ে এলে তিনি বললেন, 'একে কী আপনাদের সেই খুনি গুন্ডা বলে মনে হচ্ছে? এছাড়া আর কোনও ছেলে দোতলায় নেই।'

'এ কে? খদ্দের?' অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন।

'ও আমার ছেলে।'

'বেশ্যাপাড়ায় কেউ সত্যি কথা বলে না।' অফিসার হাসল।

অনেকক্ষণ ধরে ভেতরে-ভেতরে ফুঁসছিল নবকুমার। আচমকা সে ফেটে পড়ল, 'এই যে মুখ সামলে কথা বলবেন, 'উনি কে আপনি জানেন?'

'জানি না। জানতে চাই না। তবে আমাকে চোখ রাঙানির জন্যে তোমার কপালে কী আছে তা একটু পরে জানতে পারবে।' খপ করে নবকুমারের চুলের মুঠি ধরে হ্যাঁচকা টান দিতেই সে বাইরে ছিটকে চলে এল। অফিসার চাপা গলায় বললেন, 'এটাকে ভ্যানে তোল।'

সঙ্গে-সঙ্গে দুটো পুলিশ নবকুমারের ওপর নির্মম হাতে লাঠির আঘাত করতে-করতে নীচে নিয়ে এল। বাইরে এসে ভ্যানে তুলল। নবকুমারের মনে হচ্ছিল সে মরে যাবে! সর্বাঙ্গে যন্ত্রণা হচ্ছিল। ভ্যানের মেঝেতে বসে তার মনে হচ্ছিল, শরীরের সবক'টা হাড় টুকরো হয়ে গিয়েছে। সে জোরে-জোরে শ্বাস নিচ্ছিল। এই সময় ভ্যানে আরও কয়েকজনকে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। তারপর নিস্তব্ধ রাতের কলকাতা কাঁপিয়ে ভ্যান চলে এল থানায়। টেনে হিঁচড়ে ভ্যান থেকে নামিয়ে ওদের একটা ছোট্ট খাঁচায় ঠাসাঠাসি করে ঢুকিয়ে দেওয়া হল।

সকাল হতে-না-হতেই একটি সেপাই চেঁচিয়ে ডাকল, 'নবকুমার কে আছেন?'

চোখ খুলল নবকুমার। লোকটা আবার চেঁচাল, 'এই নামে কেউ নেই?'

নবকুমার উঠে দাঁড়াল। দাঁড়াতেই কোমরে ব্যথা জানান দিল।

'আপনি?' দরজার তালা খুলে লোকটা বলল, 'আসুন।'

খুঁড়িয়ে হেঁটে লোকটার পেছন-পেছন সে যে ঘরে ঢুকল, সেখানে একজন অফিসারের উলটোদিকের চেয়ারে বসে আছেন শেফালি-মা এবং মন্দাক্রান্তা। অবাক হয়ে গেল সে। মন্দাক্রান্তাকে এই থানায় সে দেখতে পাবে কল্পনাতেও ছিল না।

শেফালি-মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'খুব কষ্ট হচ্ছে?'

নবকুমার হাসার চেষ্টা করল। সেটা নীরক্ত দেখাল।

অফিসার বললেন, 'কাল গভীর রাতে আনা হয়েছিল বলে এখনও খাতায় নাম তোলা হয়নি। ওয়েল, আমি দুঃখিত ছাড়া এই মুহূর্তে আর কী বলতে পারি!'

শেফালি-মা বললেন, 'পুলিশ কি কোনওদিন মানবিক হতে পারবে না?'

'আমরা চেষ্টা করছি।' ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, 'ওকে নিয়ে যেতে পারেন।'

ওরা থানার বাইরে বেরিয়ে এল। এবং এই প্রথমবার মন্দাক্রান্তা বললেন, 'ওকে এখনই ডাক্তার দেখানো দরকার।'

পঞ্চান্ন

সোজা হয়ে দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছিল নবকুমারকে। মাথা কাজ করছিল না। শেফালি-মা ওর হাত ধরে বললেন, 'এত ভোরে তো ডাক্তার পাওয়া মুশকিল! কোনও নার্সিং হোমে নিয়ে যেতে হবে।'

'আগে ওকে নিয়ে গাড়িতে বসি। তুমি হাঁটতে পারবে?' মন্দাক্রান্তা জিজ্ঞাসা করলেন।

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল নবকুমার। কিন্তু পা ফেলে বুঝল, বেশ কষ্ট হচ্ছে।

গাড়ির পেছনের সিটে তাকে বসিয়ে দিলেন ওঁরা।

মন্দাক্রান্তা বললেন, 'আমি এদিকটা একদম চিনি না। আপনার জানাশোনা নার্সিং হোম—?'

মাথা নাড়লেন শেফালি-মা, 'না। নেই।'

'তাহলে ওকে দক্ষিণে নিয়ে যাই। আমার পরিচিত একজন ডাক্তারের নার্সিং হোমে ভরতি করতে অসুবিধে হবে না।' মন্দাক্রান্তা বললেন।

'অসুবিধে কেন হবে?'

'ওর এই অবস্থা পুলিশ করেছে জেনে ভয় পেতে পারে। ঝামেলায় কেউ যেতে চাইবে না।'

'ও।' শেফালি-মা মাথা নাড়লেন, 'বেশ, ওখানেই চলো।'

দক্ষিণ কলকাতার নার্সিং হোম। মাঝারি মানে হলেও ভালো ব্যবস্থা আছে। মন্দাক্রান্তার অনুরোধে ওরা ভরতি করে নিল নবকুমারকে। বেলা আটটার মধ্যে ব্যথার জায়গাগুলোর এক্সরে রিপোর্ট পেয়ে গেলেন ডাক্তার। দেখে বললেন, 'ছেলেটির কপাল ভালো, কোনও হাড় ভাঙেনি। মাথায় যেহেতু চোট লাগেনি তাই এখন পেইন কিলার খেয়ে ক'দিন শুয়ে থাকলে ঠিক হয়ে যাবে। আশঙ্কার কোনও কারণ নেই।'

'কোনও কমপ্লিকেশন হবে না তো?' মন্দাক্রান্তা জিজ্ঞাসা করলেন।

'আগাম বলতে পারব না। না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। হলে ব্যবস্থা নিতে হবে।'

'তাহলে—?' মন্দাক্রান্তা দ্বিধায় পড়লেন।

'বাড়িতে নিয়ে যেতে পারেন। এখন শুধু বিশ্রামের প্রয়োজন। ব্যথাটা কয়েকদিনের মধ্যে কমে যাবে।' ডাক্তার বললেন।

টাকাপয়সা যা লাগল, মন্দাক্রান্তাই দিলেন। তারপর বললেন, 'আমার ড্রাইভারকে বলি একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে?'

'কেন?'

'ফিরবেন তো।'

'ওখানে চট করে ডাক্তার পাওয়া মুশকিল। ভাবছি, ভবানীপুরের বাড়িতে নিয়ে যাব।'

'আপনারা কি ওখানে থাকার ব্যবস্থা করেছেন?'

'না। আর ক'দিন পরে যাব। তবে ওর থাকতে অসুবিধে হবে না।'

'আমি একটা প্রস্তাব দেব?'

'বলো।'

'আপনি যতদিন ভবানীপুরের বাড়িতে উঠে না আসছেন, ততদিন নবকুমার আমার বাড়িতে থাক। আমার ওখানে ওর কোনও অসুবিধে হবে না।' মন্দাক্রান্তা বললেন।

শেফালি-মা একটু ইতস্তত করলেন। তারপর ম্লান হাসলেন, 'তুমি যে বললে তাতে আমি খুব খুশি হলাম। কিন্তু ভাই, পরের উপকার করতে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে এনো না। আমি জানি, তোমার কাছে নবকুমার থাকলে বড়বাবু খুশি হবেন না।'

'কেন?'

'তার ব্যাখ্যা আমি দিতে পারব না।'

'আপনি জানলেন কী করে?'

'আমি বলতে চাইনি। জানতে চাইছ যখন তখন বলি, গতকালই বড়বাবু নবকুমারকে নির্দেশ দিয়েছেন তোমার সঙ্গে সম্পর্ক না রাখতে।' শেফালি-মা বললেন।

শোনামাত্র ঠোঁট কামড়ালেন মন্দাক্রান্তা।

শেফালি-মা বললেন, 'জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে লড়াই করা যায় না ভাই।'

'দাঁড়ান।' ব্যাগ থেকে মোবাইল ফোন বের করে দ্রুত বোতাম টিপলেন মন্দাক্রান্তা, সেটটা কানে চেপে চোখ বন্ধ করলেন। তারপর ওপাশের সাড়া পেয়ে বললেন, 'আমি বলছি...। না, মর্নিংটা মোটেই ভালো নয়। কাল রাতে অকারণে পুলিশ নবকুমারকে মারধোর করেছে। ভোরবেলায় খবর পেয়ে ওকে থানা থেকে ছাড়িয়ে নার্সিং হোমে ভরতি করেছিলাম। হাড় ভাঙেনি, কিন্তু শরীরে খুব

ব্যথা। ডাক্তার বলছেন নার্সিং হোমে রাখার দরকার নেই। বাড়িতে রেস্ট নিতে হবে। আপনাকে জানিয়ে দিলাম।'

ওপাশের কথা শুরু হতে লাউডস্পিকার অন করে দিলেন মন্দাক্রান্তা।

'কী বলছ তুমি?' বড়বাবুর রাগী গলা শোনা গেল, 'ওকে পুলিশ ধরেছিল, তুমি কেন ছাড়াতে গেলে? কে তোমাকে খবর দিয়েছে? সে?

'না। পুলিশ এত মেরেছে যে সে কথা বলার মতো অবস্থায় ছিল না। শেফালি-মা আমায় ফোনে জানান।' মন্দাক্রান্তা জানাল।

'হু ইজ হি? তোমার কে হয়? একটা দায়িত্বজ্ঞানহীন ছেলে বেশ্যাপাড়ায় পুলিশের সঙ্গে মারপিট করে অ্যারেস্টেড হয়েছে আর তুমি তাকে ছাড়াতে গেলে! হোয়াই?' বড়বাবুর গলার ঝাঁঝ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল।

'আমার মনে হয়েছে নবকুমারকে সাহায্য করা দরকার।'

'কেন?'

'প্রথমত ও কখনোই মারপিট করতে পারে না। পুলিশই ভুল করেছে। দ্বিতীয়ত, নবকুমার আপনার ছবির নায়ক। ও জেলে থাকলে ছবির ক্ষতি হয়ে যাবে।'

'তুমি কি ভেবেছ, এর পরে আমি ওকে নিয়ে ছবি করব? গতকাল মাত্র একটা শট হয়েছে। গীতিময়কে বলছি সেটা ফেলে দিতে। কত ক্ষতি হবে? বড়জোর হাজার টাকা। আমার ড্রাইভার তার চারগুণ মাইনে নেয়। আজ শ্যুটিং বন্ধ থাকবে। কাল থেকে আর-একজনকে নিয়ে কাজ শুরু হবে।'

'আপনি ওকে বিনা দোষে বাদ দেবেন?'

'শোনো মন্দাক্রান্তা, আমার এক সামান্য কর্মচারীর জন্যে তোমার এই দুর্বলতা আমি মোটেই পছন্দ করছি না। ওকে বাদ দেওয়ার পেছনে এটাও একটা কারণ।'

'বেশ। আপনি যা ইচ্ছে তাই করুন। কিন্তু নবকুমার খুব অসুস্থ। ডাক্তার বলছেন, কয়েকদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে। আমি ওকে আমার ওখানে নিয়ে যাচ্ছি।'

'তুমি কি পাগল হয়ে গিয়েছ?'

'না। পাগল যদি কেউ হয়ে থাকে তাহলে তা আপনি।'

'মন্দাক্রান্তা, তুমি ওই ছোকরাকে বাড়িতে নিয়ে যাবে না।'

'আপনি যদি ওর প্রতি একটু সহানুভূতিশীল হতেন, তাহলে আমি আপনার কথার অবাধ্য হতাম না। রাখছি।'

'না। শোনো, ঠিক আছে। ওর ক'দিন লাগবে সুস্থ হতে?'

'দিনসাতেক।'

'বেশ। সাতদিন বাদে শ্যুটিং শুরু করতে বলছি। কিন্তু তুমি ওকে তোমার বাড়িতে নিয়ে যাবে না। মনে থাকে যেন!'

'বেশ।'

'গীতিময় ওকে কন্ট্যাক্ট করবে কোথায়? সোনাগাছিতে?'

মন্দাক্রান্তা শেফালি-মায়ের দিকে তাকালেন, 'আপনার ভবানীপুরের বাড়ির ঠিকানাটা—?'

শেফালি-মা বলতেই সেটা জানিয়ে দিলেন মন্দাক্রান্তা। তিনি মোবাইল বন্ধ করতেই শেফালি-মা বললেন, 'তোমার ওপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। তোমার মঙ্গল হোক।'

'ছি-ছি! এ কী বলছেন? আপনি আমার চেয়ে কত বড়।'

'কিন্তু তোমার মধ্যে যে আগুন দেখলাম, সেটা ক'টা মেয়ের মধ্যে আছে? সারাজীবন আমি

লড়াই করেছি, কিন্তু কখনও জিতিনি। হার না-মানা তো জেতা নয়। যাকগে, নবকুমারকে যদি এখানে একটা বেলা রাখা যেত তাহলে আমি তার মধ্যে ভবানীপুরের বাড়িটা গুছিয়ে নিতে পারতাম। একটু কথা বলবে?'

শুধু একবেলা নয়, পরেরদিন দুপুর পর্যন্ত একদিনের চার্জের বিনিময়ে নবকুমারকে নার্সিং হোমে রাখার ব্যবস্থা করে ফেললেন মন্দাক্রান্তা।

দুপুরের পর মুক্তোর সঙ্গে বিছানাপত্র এবং কিছু জিনিসপত্র নিয়ে ভবানীপুরের বাড়িতে গিয়েছিলেন শেফালি-মা। বাড়িটা পরিষ্কারই ছিল। মোটামুটি গোছগাছ করার পর মুক্তো জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা কি কাল থেকেই চলে আসব?'

'হুট করে তো আসা যায় না। ও-বাড়ির ব্যবস্থা তো করতে হবে। দুর্বারের সঙ্গে কথা বলতে হবে। ওরা যদি দু-তিনদিনের মধ্যে দায়িত্ব নিয়ে নেয়, তাহলে চলে আসব।'

'এই দু-তিনদিন ছেলেটা একা থাকবে কী করে?'

'একা থাকবে কেন? তুই থাকবি।'

'সে কী? তুমি ও-বাড়িতে কী করে থাকবে?'

'ইতিকে বলব সঙ্গে থাকতে।'

'তার চেয়ে ইতিকে এখানে পাঠিয়ে দাও। ও তো আসতেই চেয়েছে।'

'তোর মাথাটা গিয়েছে।'

'কেন?'

'দুটো অল্পবয়সি ছেলেমেয়েকে এই খালি বাড়িতে রাখব?'

'না-না। নবকুমার সেরকম ছেলেই না। আর ইতিকেও তো কয়েকদিন দেখলাম। মোটেই ছ্যাবলামি করে না। তুমি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছ।' মুক্তো বলল।

'আমি ওদের ভয় পাচ্ছি না। যদি কেউ, পাড়ার লোক অথবা পুলিশ এই বাড়িতে ঢুকে জিজ্ঞাসা করে তোমরা কে, কী তোমাদের সম্পর্ক, তাহলে উত্তর শুনে তারা খুশি হবে? তখন আমাকে ছুটে আসতে হবে ওদের রক্ষা করতে।' শেফালি-মা বললেন।

পরদিন দুপুরে শেফালি-মা এবং মুক্তো নবকুমারকে নার্সিং হোম থেকে রিলিজ করে ভবানীপুরের বাড়িতে নিয়ে এলেন। আজ ব্যথা অনেক কম। হাঁটার সময় শুধু কোমরের কাছে লাগছে।

মুক্তোকে বাজারে পাঠিয়ে নবকুমারের বিছানার পাশে গিয়ে শেফালি-মা বুঝলেন, ছেলেটা কাঁদছে। পাশে বসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আবার ব্যথা হচ্ছে?'

মাথা নাড়ল নবকুমার, 'না।'

'তাহলে? ডাক্তার তো বলেছেন ক'দিন বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

'আমি এখন কী করব? আমাকে একটা চাকরি যেমন করেই হোক জোগাড় করতে হবে। নার্সিং হোমে যে লোকটা আমার পাশের বেডে ছিল সে আমাকে ক'দিন বাদে দেখা করতে বলেছে। আমাকে নিজের নামে একটা পাসপোর্ট বের করতে হবে। হলেই চাকরি।'

'কী চাকরি?'

'জানি না। ওর কাছে গেলে তখন বলবে।'

'তার মানে তুমি সিনেমায় অভিনয় করবে না?'

'আমার কপালে নেই। না হলে পেয়েও হারাব কেন? বড়বাবু এখন নিশ্চয়ই আমার মুখ দেখতে চাইবেন না। কাল বিকেলেই অন্য কাউকে নিয়ে শ্যটিং শুরু করে দিয়েছেন।'

শেফালি-মা হাসলেন, 'এমন তো না-ও হতে পারে। তুমি সুস্থ হয়ে ওঁদের সঙ্গে দেখা করলেই জানতে পারবে। আগে থেকে ভাবছ কেন?'

'আপনি কবে এখানে আসবেন?'

'দেখি। দু-তিনদিনের মধ্যেই আসার চেষ্টা করব।'

'আপনিই কি মন্দাক্রান্তাকে খবর দিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'না দিলেই হত। বড়বাবু জানলে ওঁর অসুবিধে হবে।'

'আমার একার পক্ষে এই বয়সে থানা-পুলিশ করতে সাহস হয়নি। তা ছাড়া, আমি জানতাম আমার মতনই সে তোমার ভালো চায়।'

'কিন্তু বড়বাবু—।'

'আঃ। ওঁকে নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না। মন্দাক্রান্তা জানে কীভাবে ওঁকে ঠান্ডা করা যায়। তুমি এসব নিয়ে ভেবো না। হ্যাঁ, আর-একটা কথা, কাল আমি ভেবেছি। আমার পক্ষে আর যাত্রা করা সম্ভব নয়।' শেফালি-মা বললেন।

'সে কী?' উঠে বসতে গিয়েও আবার শুয়ে পড়ল নবকুমার।

'এখন আর শরীর ধকল নিতে পারবে না। তা ছাড়া, তোমাদের বড়বাবুর আচরণ আমার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।'

'ওঁকে জানিয়েছেন?'

'এখনও জানাইনি। তুমি সুস্থ হলে জানাব।'

মুক্তো বাজার নিয়ে ফিরে এলে তাকে সব বুঝিয়ে একটা ট্যাক্সি ডেকে আনতে বললেন শেফালি-মা। ঠিক তখনই গাড়ির শব্দ শোনা গেল। থেমে গেল এই বাড়ির সামনে। বেল বাজলে মুক্তো গেল খুলতে। ফিরে এসে বলল, 'দুজন ভদ্রলোক এসেছেন, ওর সঙ্গে দেখা করতে।'

'কারা?' শেফালি-মা তাকালেন।

'নাম জিজ্ঞাসা করিনি। বলল, স্টুডিও থেকে এসেছে।'

'নিয়ে আয় এখানে।'

মুক্তোর সঙ্গে ঘরে ঢুকল গীতিময়বাবু এবং একজন সহকারী পরিচালক। শেফালি-মাকে নমস্কার করে গীতিময়বাবু বললেন, 'আমি চলচ্চিত্র পরিচালক, গীতিময়। ও কেমন আছে এখন?'

'আপনারা কথা বলুন।' শেফালি-মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

একটা চেয়ার টেনে বসলেন গীতিময়, 'হাঁটতে পারছ?'

নবকুমার বলল, 'হ্যাঁ। তবে লাগছে।'

'তোমার তো মনে রাখা উচিত ছিল, কত বড় দায়িত্ব নিয়েছ। সমস্ত ঝামেলা থেকে দূরে থাকা উচিত ছিল। পুলিশ কেন তোমাকে মারল?'

'জানি না। আমি কোনও অন্যায় করিনি।'

'অন্য কোনও প্রোডিউসার হলে কালই তোমাকে বাদ দিয়ে দিত। বড়বাবু সাতদিন শ্যুটিং বন্ধ রেখেছেন। তার মধ্যে ভালো হয়ে ওঠো। আচ্ছা, চলি।'

গীতিময়বাবুরা বেরিয়ে গেলে শেফালি-মা ঘরে এলেন, 'কী, খুশি তো?'

'অদ্ভুত লাগছে। আমি ভাবতেই পারিনি, বড়বাবু আবার সুযোগ দেবেন।'

শেফালি-মা বললেন, 'পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে গেলে মানুষ ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য হয়। বড়বাবু সেরকম বাধ্য হয়েছে।'

'কী হয়েছিল? কেন বাধ্য হয়েছেন বড়বাবু?'

'নাইবা শুনলে আমার মুখে। যদি তোমার বোধ থাকে তাহলে ঠিক বুঝতে পারবে? নইলে তুমি আর কীসের মানুষ!' শেফালি-মা-র কথা শেষ হতেই বাইরে ট্যাক্সির শব্দ শোনা গেল।

ছাপ্পান্ন

সেট তৈরি হয়ে পড়ে আছে। অথচ শ্যুটিং হচ্ছে না। বড়বাবু স্টুডিওতে আসছেন না, ফোন করলে ধরছেন না। শুধু প্রোডাকশন ম্যানেজারকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছেন, নবকুমার সুস্থ হয়ে না ওঠা পর্যন্ত ছবির শ্যুটিং বন্ধ থাকবে।

নবকুমারকে দেখে স্টুডিওতে ফিরে যেতেই টেকনিশিয়ান্সরা ভিড় করে এল, হিরো কবে থেকে শ্যুটিং করতে পারবে?

গীতিময় তাদের জানালেন, খুব বেশি দেরি হলে দিন সাতেক সময় লাগবে। যেহেতু প্রোডিউসার সেট ভাঙার কথা বলেননি তাই এই সময়ের ফ্লোর ভাড়া তিনি দেবেন। যারা দৈনিক পেমেন্ট পান তারা সেটা পাবেন। চারধারে খুশির হওয়া বইল। বড়বাবুর নাম ছড়াল। কত বড় হৃদয় হলে একটি তরুণ নবাগতের জন্যে মানুষ এত ত্যাগ স্বীকার করতে পারেন, তা নিয়ে আলোচনা চলল।

একটু হালকা হলে গীতিময় আবার বড়বাবুকে ফোন করলেন। রিং হচ্ছিল। গীতিময় যখন হতাশ হয়ে লাইন কেটে দিচ্ছিলেন, ঠিক তখনই বড়বাবুর গলা শুনতে পেলেন। তিনি বেশ উত্তেজিত গলায় বললেন, 'নবকুমারকে দেখতে গিয়েছিলাম। তেমন কিছু সিরিয়াস নয়। চার-পাঁচ দিনেই সুস্থ হয়ে যাবে।'

'তাই নাকি?' বড়বাবুর গলায় কোনও উত্তাপ নেই।

'হ্যাঁ। আপনি শ্যুটিং বন্ধ রাখতে বলেছেন। কিন্তু ফ্লোরের ভাড়া, রোজের টাকা তো দিতেই হচ্ছে। আমরা তো নবকুমার যেসব দৃশ্যে নেই, সেগুলোর কাজ ওই সেটে করতে পারি।' গীতিময় প্রস্তাব দিলেন।

'টাকাটা যখন আমি দিচ্ছি তখন ব্যাপারটা আমাকেই বুঝতে দিন।'

'ও। হ্যাঁ। নিশ্চয়ই।' থতমত গলায় বললেন গীতিময়।

'এখন তো এক সেটে তিনটে ছবি বানানো হচ্ছে। দর্শকরা হলে সেট দেখতে যায় না, ডায়ালগ শুনতে আর অ্যাক্টিং দেখতে যায়। মহাপরিচালকরা যদি এভাবে কাজ করে ছবির খরচ কমাতে পারেন তাহলে আপনি পারবেন না কেন?'

'আমি...মানে, ঠিক বুঝতে পারলাম না—।'

'যে সেট বানিয়েছেন সেই সেটে অন্য গল্পের ছবি করা যায় কি না ভেবে দেখুন। কাল ফোন করবেন।' বড়বাবু রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

গীতিময় হতভম্ব হয়ে চেয়ারে বসে পড়লেন। এই লোকটাকে তিনি একটুও বুঝতে পারেন না। কথাবার্তা আগের সময়ের জমিদারদের মতো, মেজাজও সেইরকম। কিন্তু পরিচালকের কাজে নাক গলান না। অন্য প্রযোজকদের সঙ্গে কাজ করতে গেলে প্রতি মুহূর্তে তাদের উপদেশ গিলতে হয়, বড়বাবুর ক্ষেত্রে তা হয় না। কিন্তু এটা কী বললেন উনি?

টালিগঞ্জে এখন একই সেটে একজন পরিচালক একাধিক ছবি বানাচ্ছেন। ছবিগুলোর গল্পের পটভূমি এক থাকছে শুধু চরিত্র আর নাটক বদলে যাচ্ছে। একই অভিনেত্রী সকালে কৌশল্যা সাজছেন দশরথের পাশে সিংহাসনে বসে, আবার বিকেলে তিনিই গান্ধারী সেজে বসছেন ধৃতরাষ্ট্রের পাশে। রাজদরবারের সেট অটুট থাকছে। দর্শক বোঝার চেষ্টাও করছেন না। বড়জোর সপ্তাহখানেক, তারপরই

যখন এই ছবির কাজ শুরু হবে তখন এই সেটে নতুন গল্প ভাবার কথা কেন বললেন বড়বাবু?

গীতিময় এতকাল যেভাবে কাজ করে এসেছেন তা মহাপরিচালকদের কাজের ধারা থেকে একদম আলাদা। বড়বাবুর ফোন পেয়ে তাঁর খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। তাঁর পক্ষে এক সেটে দুটো ছবি পরিচালনা করা সম্ভব নয়। আর এই কথাটা বললেই বড়বাবু নিশ্চয়ই তাঁকে বাতিল করবেন। সেই রাতে ঘুম আনতে দুটো স্লিপিং ট্যাবলেট খেতে হল তাঁকে।

সকালে তাঁর মন্দাক্রান্তার কথা মনে পড়ল। মন্দাক্রান্তার সঙ্গে বড়বাবুর একটা নিকট সম্পর্ক আছে বলে অনেকেই মনে করে। যদিও মন্দাক্রান্তা কখনও শ্যুটিং-এ আসেন না। ওঁর সঙ্গে বড়বাবুই তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, মন্দাক্রান্তা তাঁর ফিনান্স করছেন। যে-কোনও বুদ্ধিমান মানুষের মতো বড়বাবুর দেওয়া তথ্য মেনে নিয়েছিলেন গীতিময়। ছবির কাজে কয়েকবার মন্দাক্রান্তার বাড়িতে যেতে হয়েছে তাঁকে। ওই বাড়িতে বড়বাবুর ব্যক্তিত্ব একটু নরম বলে মনে হয়েছিল তাঁর। মন্দাক্রান্তা কিছু বললে বড়বাবু চট করে উড়িয়ে দেন না।

গীতিময়ের মনে হল এ-ব্যাপারে মন্দাক্রান্তার সঙ্গে পরামর্শ করলে একটা রাস্তা খুলে যেতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রেও একটা ঝুঁকি থাকছে। বড়বাবুর কানে যদি কথাটা যায় তাহলে হিতে বিপরীত হয়ে যাবে। আবার দ্বিধায় পড়লেন গীতিময়। তার পরেই খেয়ালে এল নবকুমারের কথা। যেদিন তিনি নবকুমারকে মন্দাক্রান্তার বাড়িতে দেখেছিলেন সেদিনই মনে হয়েছিল ছেলেটি সম্পর্কে মহিলার মনে দুর্বলতা তৈরি হচ্ছে। এই ব্যাপারটা কাজে লাগানো যেতে পারে।

টেলিফোন করে সকাল সাড়ে-দশটায় মন্দাক্রান্তার বাড়িতে এলেন গীতিময়। আজ মন্দাক্রান্তার পরনে বাসন্তী রঙের শাড়ি এবং ওই রঙের কনুই পর্যন্ত নামা ব্লাউজ। কপালে চন্দনের টিপ। হেসে বললেন, 'কেমন আছেন?'

'একদম ভালো নয়।' গীতিময় সোফায় বসলেন।

কারণ জিজ্ঞাসা না করে তাকালেন মন্দাক্রান্তা উলটোদিকের সোফায় বসে।

'দেখুন, নতুন ছবি শুরু করতে-না-করতেই গোলমাল শুরু হয়ে গেল। আমি বুঝতে পারছি, নবকুমারের কোনও দোষ ছিল না। কিন্তু ও আহত হয়েছে বলেই তো শ্যুটিং স্থগিত হয়ে গেল। কাজের মধ্যে থাকা অবস্থায় কাজ বন্ধ করতে কারও ভালো লাগে?'

'না। লাগে না। কিন্তু দুর্ঘটনা তো বলে কয়ে আসে না। তা ছাড়া, বড়বাবু তো মাত্র সাতদিন শ্যুটিং বন্ধ করতে বলেছেন। দুদিন তো হয়েই গেল।' মন্দাক্রান্তা বললেন।

'কিন্তু সেটের ভাড়া, টেকনিশিয়ান্সদের টাকা গুণতে হচ্ছে বলে আমি বড়বাবুকে বলেছিলাম, নবকুমার যেসব দৃশ্যে নেই, ওই সেট আছে সেগুলো এই ক'দিনে তুলে ফেলি। কিন্তু—!' থেমে গেলেন গীতিময়।

'উনি রাজি হননি?'

'না।'

'কী বললেন?'

মুখ তুললেন গীতিময়বাবু, 'ওঁর কথায় আমি খুব অবাক হয়ে গিয়েছি। বললেন, ওই সেট ঠিক রেখে আমি গল্প ভেবে আজকের মধ্যেই যেন জানিয়ে দিই কবে থেকে নতুন ছবির শ্যুটিং শুরু করব। তার মানে নবকুমারকে নিয়ে যে ছবি করার কথা সেটা আর হবে না।'

গীতিময় ইচ্ছে করেই নবকুমারের নাম উল্লেখ করলেন।

'আমি তো এসব কিছুই জানি না।' মন্দাক্রান্তার কপালে ভাঁজ পড়ল।

'বড়বাবুর সঙ্গে আপনার এ ব্যাপারে তাহলে আলোচনা হয়নি?'

'না।'

'এখন সমস্যা হল, আজকের মধ্যে আমি কী করে ওই সেটের সঙ্গে মানানসই গল্প ভাবি!

আর গল্প ভাবলেই তো হবে না, চিত্রনাট্য করতে হবে, শিল্পী নির্বাচন—', মাথা নাড়লেন গীতিময়, 'হুট করে বললে ভালো শিল্পীরা ডেট দেবেন কেন? অন্তত মাসদেড়েকের প্রস্তুতি দরকার। কথাটা বললে বড়বাবু আমাকে বাতিল করে দেবেন।'

খানিক ভাবলেন মন্দাক্রান্তা। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার ছবির কাজ সাতদিন বন্ধ রাখতে বলেছেন বড়বাবু। কবে বলেছেন?'

'গতকাল সকালে।'

'আপনি নবকুমারের কাছে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। আপনি যে ঠিকানা দিয়েছিলেন সেই বাড়িতেই গিয়েছিলাম।'

'কেমন দেখলেন?'

'বলল শরীরে খুব ব্যথা। মুখে হাতে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। মনে হয়েছিল দিনসাতেক লাগবে সুস্থ হতে। বড়বাবুকে তাই বলেছিলাম।'

ঘড়ি দেখলেন মন্দাক্রান্তা। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কীসে এসেছেন?'

'ট্যাক্সিতে।'

'আপনি একটা কাজ করুন। আপনার ছবির মেক আপ ম্যানকে ফোন করে ডাকিয়ে নিন। ওকে এখনই ওই ঠিকানায় চলে আসতে বলুন।'

'মেক-আপ ম্যান?' গীতিময় হকচকিয়ে গেলেন।

'হ্যাঁ। আপনার নিশ্চয়ই মোবাইল আছে। ওকে আসতে বলুন। না থাকলে ওই ফোন থেকে কল করুন। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে আসছি।' মন্দাক্রান্তা দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে মেক-আপ ম্যানকে ফোন করলেন, 'তুমি কোথায়?'

'ট্রাম ডিপোতে। আপনাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম। শ্যুটিং ঠিক কবে শুরু হবে?'

'কেন?'

'চুপচাপ বসে আছি। আর-একটা ছবি থেকে ডাকছে। আপনার কাজ এখন না হলে ওটা ধরতে পারি।' কমল বলল।

'আমি মরছি নিজের জ্বালায়, আর তুমি আছ ধান্দায়। এখনই মেট্রোয় চেপে আশুতোষ কলেজের সামনে চলে এস। জরুরি দরকার আছে।'

'এখনই—?'

'হ্যাঁ। দয়া করে আমাকে ডুবিও না।' ফোন কেটে দিলেন গীতিময়।

গীতিময় ড্রাইভারের পাশে বসতে যাচ্ছিলেন। মন্দাক্রান্তা বললেন, 'আপনি পেছনে বসুন। আপনি ছবির পরিচালক, সম্মানীয় ব্যক্তি।'

গদগদ হলেন গীতিময়। মন্দাক্রান্তা থেকে অনেকটা দূরত্ব রেখে বসে বললেন, 'ম্যাডাম, একটা কিছু করুন যাতে সব দিক বাঁচে।'

'কী করলে সেটা সম্ভব?'

'যে ছবি নিয়ে এতদিন ভেবেছি, সেটাই করতে চাই।'

মাথা নাড়লেন মন্দাক্রান্তা। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার মেক-আপ ম্যান আসছে?'

'হ্যাঁ। আশুতোষ কলেজের সামনে দাঁড়াবে।'

'উনি নিশ্চয়ই আমাকে চেনেন না?'

'না চেনাই স্বাভাবিক।'

'তাহলে আমি কে, সেটা ওকে বলার দরকার নেই।'

'কী বলব?'

'কিছু বলারই দরকার নেই।' তারপর হাসলেন, 'বলবেন, আমি ডাক্তার। নার্সিং হোমের।'

আশুতোষ কলেজের সামনে কমল দাঁড়িয়েছিল। তাকে তুলে নিয়ে নবকুমারদের নতুন পাড়ায় চলে এল মন্দাক্রান্তার গাড়ি।

বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নেমে বেল টিপলেন গীতিময়। মুক্তো দরজা খুলল বিরক্ত মুখে। গীতিময় বললেন, 'নিশ্চয়ই আমাকে চিনতে পারছেন। সে কেমন আছে?'

'আজ একটু ভালো।'

গীতিময় ওঁদের ভেতরে ডাকলেন। এখনও ফার্নিচার আসেনি এ-বাড়িতে। মন্দাক্রান্তা মুক্তোকে বললেন, 'চলুন, আগে আমি ওঁকে দেখে আসি।'

মন্দাক্রান্তা ভেতরে চলে যেতেই কমল জিজ্ঞাসা করল, 'এই মহিলা কে?'

'ডাক্তার। নবকুমার যে নার্সিং হোমে ছিল, সেখানকার।'

'ও। তা আপনি আমাকে আসতে বললেন কেন?'

'বলছি। এত ব্যস্ত হওয়ার কী আছে?' গীতিময় প্রশ্নটা এড়াতে চাইলেন।

নবকুমার শুয়ে ছিল। মন্দাক্রান্তাকে ঘরে ঢুকতে দেখে সে অবাক, 'আপনি?'

'কেমন আছ?'

'একটু ভালো।'

'উঠে বসতে পারবে?'

'পারব। কিন্তু হাঁটতে গেলে কষ্ট হচ্ছে।'

'কষ্টটা কী শরীরের ভেতরে হচ্ছে না হাড়ে বা নার্ভে?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'যদি, ধরো, কাল তোমাকে শ্যুটিং-এ যেতে বলা হয় তাহলে পারবে?'

'কালই? আমি তো ভালো করে হাঁটতে পারছি না।'

'পেইন কিলার খেয়ে ব্যথা কমাতে হবে। নবকুমার, এই চ্যালেঞ্জটা তোমাকে নিতেই হবে।' মন্দাক্রান্তার গলার স্বর গাঢ় হল।

'আমি করতে না পারলে কি বাদ পড়ে যাব?' নবকুমার ওঠার চেষ্টা করল।

'তুমি না পারলে বড়বাবু আর-একটা ছবি শুরু করবেন। বলা বাহুল্য, সেই ছবিতে তুমি থাকবে না। আমি এটা চাই না।' মন্দাক্রান্তা বললেন।

উঠে বসে চোখ বন্ধ করল নবকুমার। এটুকু করতেই তাকে ব্যথা সামলাতে হচ্ছে। মন্দাক্রান্তা সেটা বুঝতে পেরে বললেন, 'কাল না হলে পরশু তোমাকে পারতেই হবে।'

মাথা নাড়ল নবকুমার, 'পারব না। করতে চাইলে খুব খারাপ হবে। বড়বাবুর টাকা নষ্ট হোক আমি চাই না। উনি মহৎ মানুষ, আমাকে সুযোগ দিয়েছিলেন দয়া করে। আমি ওঁর কোনও ক্ষতি করতে চাই না।'

'তাহলে তুমি আমার ক্ষতি চাও?'

'মানে?'

'তুমি যদি রাজি না হও, তাহলে আমার ক্ষতি হয়ে যাবে।'

'কেন?'

'সে তুমি বুঝবে না। তোমাকে বোঝাবার সময়ও নেই।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নবকুমার বলল, 'বেশ, যা বলবেন তাই করব।'

খুশি হলেন মন্দাক্রান্তা। তারপর দরজায় দাঁড়ানো মুক্তোকে বললেন, গীতিময়দের এ-ঘরে

ডেকে নিয়ে আসতে।

নবকুমার মন্দাক্রান্তার দিকে তাকাতে তিনি বললেন, 'তোমার পরিচালক আর মেক-আপ ম্যান এসেছেন।'

বলতে-না-বলতেই ওঁরা ঘরে ঢুকলেন। গীতিময় হাসলেন, 'কেমন আছ? বেশ ইমপ্রুভ করেছ বলে মনে হচ্ছে।'

মন্দাক্রান্তা মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ। পেইন কিলার খেলে কাজ করতে পারবে। এখন দেখুন ওর হাতমুখের ছড়ে যাওয়া দাগগুলো মেক-আপে ম্যানেজ করতে পারবেন কি না।'

সঙ্গে-সঙ্গে মেক-আপ ম্যানকে ডেকে নিয়ে আসার কারণ বুঝতে পারলেন গীতিময়। তিনি মেকআপ ম্যানকে বললেন, 'দ্যাখো। ম্যানেজ করতে পারবে?'

মেক আপ ম্যান ঝুঁকে দেখল তারপর মাথা নাড়ল, 'এখনও কাঁচা আছে। বোঝা যাবেই। তা ছাড়া, সেপটিক হয়ে যেতে পারে।'

'কী তুমি মেক-আপ করো! এই ত্রুটি ঢাকতে পারবে না?' ধমকালেন গীতিময়।

'চেষ্টা করব।' সঙ্গে-সঙ্গে কথা ঘোরাল লোকটা।

মন্দাক্রান্তা হাসলেন, 'আপনাদের ছবির গল্প আমি জানি না। আচ্ছা, এমন তো হতে পারে উনি কোনও গোলমালের মধ্যে পড়ে আহত হয়েছেন, তাহলে এই দাগগুলো থাকলে স্বাভাবিক বলে মনে হবে।'

চোখ বন্ধ করলেন গীতিময়। তারপর এক গাল হেসে বললেন, 'থ্যাঙ্কু ম্যাডাম। দারুণ হবে। গ্রামের ছেলে নবকুমার কলকাতায় এসে—, দারুণ হবে। কিন্তু ম্যাডাম, কাল পরশুর মধ্যে নবকুমার শ্যুটিং করতে পারবে তো?'

সাতান্ন

মন্দাক্রান্তা নবকুমারের দিকে তাকালেন, 'এটা ওর ওপর নির্ভর করছে।'

গীতিময় একটু এগিয়ে গেলেন, 'নবকুমার, কালকের দিনটা ছেড়ে দাও। পরশু উঠে দাঁড়াতে পারবে না? চেষ্টা করো ভাই। আমি আরও ভালো ডাক্তার নিয়ে আসছি। একটু হাঁটাহাঁটি আর কিছু সংলাপ। প্রথম দিকে, ধরো দু-তিনদিন, আমি এত অল্প কাজ রাখব যাতে তোমার একটুও পরিশ্রম না হয়।'

'আমি পারব।'

'গুড। হ্যাঁ, তোমার মুখের যা অবস্থা তাতে এখন দাড়ি কামানোর প্রশ্নই ওঠে না। শ্যুটিং-এও এই দাড়ি কাজে লাগাব। তাতে দর্শকরা তোমার জন্যে কষ্ট পাবে।'

গীতিময় বলামাত্র মেক-আপ ম্যান বলল, 'কিন্তু দাদা, কন্টিন্যুইটিতে জার্ক হয়ে যাবে। উনি যে শট দিয়েছেন তাতে দাড়ি কামানো ছিল।'

'জানি। এক মিনিটেরও শট নয়। ওটা ফেলে দিলে কোনও ক্ষতি হবে না। ঠিক আছে, ওকে বিশ্রাম করতে দাও।' বলেই খেয়াল হল তাঁর। মন্দাক্রান্তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী বলেন ম্যাডাম?'

মন্দাক্রান্তা মাথা নেড়ে বসার ঘরে চলে আসতে ওঁরা তাঁকে অনুসরণ করলেন। মন্দাক্রান্তা মুক্তোকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'শেফালি-মা কোথায়?'

'আগের বাড়িতে। দুপুরে এসে দেখা করে যান।'

'কবে থেকে এখানে পাকাপাকি আসবেন?'

'বলতে পারছি না। ওই বাড়ি নিয়ে কীসব গোলমাল হয়েছে—, ঠিক বলতে পারব না। আপনি ফোন করে জেনে নেবেন।' মুক্তো বলল।

'নবকুমার বাথরুমে একাই যায় না তোমাকে ধরতে হয়?'

'আজ তো একাই গেল।'

মুক্তোর কথা শুনে খুশি হলেন গীতিময়, 'বাঃ, চমৎকার। তাহলে আমরা যদি পরশু সকাল ন'টায় গাড়ি পাঠাই নিশ্চয়ই ওকে তৈরি রাখতে পারবেন?'

'তৈরি রাখা মানে?' মুক্তো বুঝতে পারল না।

'স্নানটান করে শ্যুটিং-এ যাওয়ার জন্যে রেডি থাকবে?'

'বেশ।'

'ম্যাডাম, তাহলে চলুন—!'

মন্দাক্রান্তা একটু ইতস্তত করেও নীরবে বেরিয়ে গেলেন। গীতিময় ফুটপাতে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করলেন, 'আর গাড়িতে উঠব না। ম্যাডাম, আপনি শুধু দেখুন—।' বাকি কথাটা মেক-আপ ম্যান থাকার কারণে বলতে গিয়েও পারলেন না।

'ঠিক আছে, আমাকে ফোন করবেন', মন্দাক্রান্তা গাড়িতে উঠতেই ড্রাইভার সেটা চালু করে বেরিয়ে গেল। ঠিক তখনই একটা ট্যাক্সি উলটোদিকের বাড়ির সামনে এসে থামল। গীতিময় মেক-আপ ম্যানকে বললেন, 'ট্যাক্সিটাকে ধরো।'

মেক-আপ ম্যান এগিয়ে যেতেই উলটোদিকের বাড়ির মেয়েটি দরজা খুলে প্রায় এক ঝটকায় তার শরীরটা ট্যাক্সি থেকে নামাল। তারপর ড্রাইভারকে বলল, 'ওয়েট করুন।'

গীতিময় দেখলেন মেয়েটি বেল বাজাচ্ছে। টিপেই ছেড়ে না দিয়ে বোতামটায় চাপ দিয়েই চলেছে বলে একটানা আওয়াজ বাইরে থেকেও শোনা যাচ্ছে। লম্বা, সুন্দর ফিগার মুখ-চোখে ঈষৎ পাঞ্জাবি মেয়ের আদল এবং সর্বাঙ্গে স্মার্টনেস থাকায় দেখা মেয়েদের চেয়ে ওকে আলাদা বলে মনে হচ্ছিল। মাথার ভেতর একটা তিরতিরে ইচ্ছে কাজ শুরু করল। ঠিক এইরকম চেহারার একটি চরিত্র তাঁর ছবিতে আছে। টালিগঞ্জের অভিনেত্রীদের মধ্যে যিনি এই চরিত্রের কাছাকাছি যান তাঁর বয়স হয়েছে। কিন্তু বিকল্প না পাওয়ায় তাঁকেই নিতে হচ্ছে। এই মেয়েটি যদি অভিনয় পারে—।

'ট্যাক্সি ছাড়েনি।' মেক-আপ ম্যান ফিরে এসে জানাল।

'চলো।'

হাঁটতে-হাঁটতে মেক-আপ ম্যান বলল, 'মেয়েটাকে দেখলেন?'

'হুঁ।'

'চোয়ালের কাছটা একটু মেরে দিলে ফাটাফাটি দেখাবে।'

'শোনো, নবকুমারের ক্ষতস্থানগুলো নিয়ে ভাবো। ওগুলোকে ধরে এমন মেক-আপ করো যেন দর্শকের মনে হয়, আহা কী কষ্ট পাচ্ছে বেচারা।'

'তার মানে ওটাকে না আড়াল করে বাড়াতে বলছেন এখন?'

'হুম।'

'চেষ্টা করব।'

'করতেই হবে।'

'আচ্ছা, আপনি ওই নার্সিং হোমের ডাক্তার মহিলার সামনেই বললেন বাইরে থেকে আরও ভালো ডাক্তার নিয়ে যাবেন!'

'তো?'

'আমি অবাক হয়ে দেখলাম উনি অসন্তুষ্ট হলেন না। আমাদের পাড়ার ডাক্তার যদি শোনে বড় ডাক্তারের কথা ভাবছি তাহলে তার মুখ হাঁড়ি হয়ে যায়।'

'এটা নির্ভর করে সম্পর্কের ওপর। ওই যে একটা খালি ট্যাক্সি, যাও ওটাকে ধরো।' কথা ঘোরাতে পেরে স্বস্তি পেলেন গীতিময়।

যতই উত্তেজিত হোন, বড়বাবুর সম্মতি ছাড়া শ্যুটিং শুরু করতে সাহসী হচ্ছিলেন না গীতিময়। বড়বাবু যদি বেঁকে বসেন, তাহলে খরচের ধাক্কা তাঁর পক্ষে সামলানো সম্ভব নয়। অথচ স্টুডিওতে ফিরে এসে অন্তত দশবার ফোন করেছেন তিনি। প্রতিবার বড়বাবুর ফোন বলছে, সুইচ অফ। বাড়ির ল্যান্ড লাইনে ফোন করলে শুনতে হচ্ছে, উনি এখন বাড়িতে নেই। যাত্রার গদিতে ফোন করা নিষেধ বলে ইচ্ছে হওয়া সত্ত্বেও ডায়াল করেননি গীতিময়। প্রোডাকশনের ম্যানেজার এল। লোকটা অতিশয় ধুরন্দর। অথচ একেই পছন্দ করেন বড়বাবু। বলেন, ইনএফিসিয়েন্ট সৎ লোক আমার দরকার নেই। তার চেয়ে এফিসিয়েন্ট অসৎ লোক থাকলে কাজটা হবে।

পান চিবোতে-চিবোতে প্রোডাকশন ম্যানেজার উলটোদিকের চেয়ারে বসে বলল, 'নতুন গল্প ভাবলেন? না ভাবলে আমি একটা ফাটাফাটি প্লট দিতে পারি।'

'তুমি আবার কবে থেকে গল্প লিখতে শুরু করলে?'

'লিখতে নয় দাদা, ভাবতে। এর মধ্যে দুটো প্লট বিক্রি করেছি।'

'বড়বাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'কথা হয়েছে।'

'কীভাবে হল? কোন নম্বরে?'

'আমি তো ফোন করিনি। উনি করেছিলেন।'

'কী বলেছেন?'

'দেখুন, আমি এর কথা ওকে বলি না। উনি যখন বলেননি আপনাকে কথাটা বলতে পারি, তখন আপনার জিজ্ঞাসা করা ঠিক নয়। তবে আমাদের বড়বাবুর কপাল ভালো। পুরো টাকা ভাঁড়মে যেত, বেঁচে গেলেন।' প্রোডাকশন ম্যানেজার বলল।

'তাই?' চোখ বড় করলেন গীতিময়।

সোজা হল লোকটা, 'একটা গ্রামের ছোকরা, কোনও অভিজ্ঞতা নেই অভিনয়ের, তার ওপর সোনাগাছিতে গুন্ডাগিরি করে, তাকে ধরে নিয়ে এসে সিনেমার হিরো বানিয়ে দিলেন। তার পক্ষে ছবি টানা সম্ভব? আমার তো মনে হয় গ্রামের ব্যাপারটা ভড়কি, ও সোনাগাছিতে জন্মেছিল। মুখে কখনও হাসি দেখেছেন? সবসময় ভয়ে-ভয়ে থাকে। ভাগ্যিস পুলিশ ওকে পেঁদিয়েছিল, তাই ছবি বন্ধ হয়েছে।'

'আমি ওকে আবিষ্কার করিনি। বড়বাবু ওকে নিয়ে এসেছিলেন।'

'লাকি লোক। শুরুতেই ভুল সংশোধন করতে পেরেছেন। যাকগে, আমি চারজন বড় শিল্পীর সঙ্গে কথা বলেছি। ডেট ম্যানেজ হয়ে যাবে।' লোকটা উঠে বেরিয়ে গেল।

বিকেল চারটের সময় গীতিময়ের মোবাইলে বড়বাবুর নম্বর ফুটে উঠল। দ্রুত অন করতেই গলা শুনতে পেলেন, 'কতদূর এগোলে?'

সাহসী হলেন গীতিময়, 'নতুন গল্প বেছে আপনার সঙ্গে আলোচনা করে তার ওপর ছবি করার সিদ্ধান্ত নিলে চিত্রনাট্য করাতে অন্তত মাসখানেক লাগবেই। সেইসঙ্গে কাস্টিং ঠিক করে অন্যান্য ব্যবস্থা ঠিক করতে আরও মাসখানেক লাগবেই। আমরা এই ছবিটা নিয়ে কাজ করছি মাসতিনেক আগে থেকে। ততদিন ফ্লোর আটকে রাখা মানে প্রচুর টাকা অকারণে নষ্ট করা। তা ছাড়া—।'

'তা ছাড়া কী?'

'নবকুমার তো সুস্থ হয়ে উঠেছে। ইচ্ছে করলে পরশু থেকেই শ্যুটিং করা যেতে পারে। কাগজপত্র তৈরি আছে, অন্যান্য শিল্পীদের ডেটও ধরা আছে। আপনি তো এই ছবি তৈরি করতে

আগ্রহী ছিলেন।' গীতিময় বললেন।

'নবকুমার পরশু থেকে শুটিং করতে পারবে এই খবরটা তোমায় কে দিল?'

'আমি আজ ওর ভবানীপুরের বাড়িতে গিয়েছিলাম।'

'কেন গিয়েছিলে?'

'ও কতটা ইমপ্রুভ করল তা দেখতে চেয়েছিলাম।' গীতিময় বললেন, 'ম্যাডামও সঙ্গে গিয়েছিলেন। উনি আপনাকে এ ব্যাপারে কিছু বলেননি?'

বড়বাবু জবাব না দিয়ে ফোন রেখে দিলেন। কপালে ভাঁজ পড়ল গীতিময়ের। তাঁর মনে হল বড়বাবু শুধু নবকুমারকে অপছন্দ করছেন না, ম্যাডামকেও এড়িয়ে চলছেন। এরপর কোপ পড়বে তাঁর ওপর। টালিগঞ্জে এখন এত পরিচালক, যাদের বেশিরভাগই কাজ না জেনে কথার ফুলঝুরি ছড়ায়, একজন প্রযোজক হাতছাড়া হয়ে গেলে আর-একজনকে পাওয়া প্রায় লটারিতে পুরস্কার পাওয়ার মতো হয়ে যায়। মরিয়া হয়ে মন্দাক্রান্তাকে ফোন করলেন গীতিময়। মন্দাক্রান্তার মোবাইল সুইচ অফ।

গতকালই বড়বাবুকে চিঠিটা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন শেফালি-মা। খুব ভদ্রভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন, শারীরিক কারণে তাঁর পক্ষে নিয়মিত অভিনয়ের ধকল সম্ভব হবে না বলে তিনি বড়বাবুর প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারছেন না। তবে বড়বাবু যে তাঁকে মনে রেখে এরকম প্রস্তাব দিয়েছেন তাতে তিনি কৃতজ্ঞ বোধ করছেন। সেই চিঠি চিৎপুরের গদির ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। বড়বাবুর প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

আজ সকালে দুর্বারের মেয়েদের আসার কথা ছিল। কবিতারা এসে জানাবে, তারা কবে থেকে এই ফ্ল্যাটের দায়িত্ব নেবে। সোনাগাছিতে খালি ফ্ল্যাট তালাবন্দি রেখে যাওয়া ঠিক হবে না। কেউ জোর করে দখল করে নিলে খালি করতে অনেক ঝামেলায় জড়াতে হবে। সকাল দশটাতেও যখন ওরা এল না, তখন শেফালি-মা ফোন করলেন। কবিতাই ফোন ধরল। চিনতে পেরে বলল, 'আমি আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম। শেফালি-মা, আর ক'টা দিন যদি সময় দেন তাহলে ভালো হয়।'

'কেন? তোমাদের অসুবিধে হবে এমন কিছু তো আমি করতে বলিনি।'

'না-না। আমরা চাইছি পুরো বাড়িটা নিতে। ওই বাড়িতে যেসব যৌনকর্মী আছে তাদের অন্য জায়গায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত সেটা সম্ভব নয়। পুরো বাড়িটা পেলে আমরা ওখানে চিকিৎসাকেন্দ্র এবং কিছু পেশেন্টকে রাখতে পারি। এখন এখানে জায়গার সমস্যা হচ্ছে খুব।' কবিতা বলল।

'বুঝতে পারলাম। কিন্তু আমি খালি ফ্ল্যাট রেখে যেতে পারছি না। যা করার দিনতিনেকের মধ্যে করো ভাই।' ফোন রেখে দিলেন শেফালি-মা। তাঁর কাছ থেকে ফ্ল্যাট নেওয়ার পরেও নীচের মেয়েদের সরানোর ব্যবস্থা করতে পারে ওরা!

বেলা এগারোটা নাগাদ দুটো লোক এল দেখা করতে। মুক্তো না থাকায় ইতিকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন শেফালি-মা। জিজ্ঞাসাবাদ করে সে এসে জানাল, 'দুজন লোক এসেছে। কেন এসেছে তা শুধু আপনাকেই বলতে চাইছে।'

অগত্যা বেরুতে হল। দরজায় যে দুজন দাঁড়িয়ে তার একজনের চেহারা জমিদার মশাইয়ের সরকারের মতো। অন্যজনের মুখচোখ-পোশাকে সোনাগাছির ভাড়াটে মাস্তানের ছাপ স্পষ্ট। শেফালি-মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'বলুন?'

'আপনি তো শেফালি-মা?' সরকারমশাই দু-হাত মাথায় ঠেকিয়ে নমস্কার করে বললেন, 'ওঃ। কত যাত্রা দেখেছি আপনার। ভোলা যায় না।'

'আপনার প্রয়োজনটা বলুন।' শেফালি-মা বিরক্ত।

'শুনলাম আপনি বাড়িঘর বিক্রি করে এ-পাড়া থেকে চলে যাচ্ছেন। আপনার মতো নামী মানুষ এতকাল এই নরকে পড়েছিলেন, এটাই তো আশ্চর্যের ব্যাপার। আমি এ-ও শুনলাম এখনও কোনও খদ্দের পাকা হয়নি। তাই নিজেই চলে এলাম আপনাকে সাহায্য করতে। এই দোতালাটা আর একতলার কয়েকটা ঘর। দক্ষিণা কী দিতে হবে বলুন।' সরকার বেশ বিনয়ের সঙ্গে বললেন।

'আমি তো এই বাড়ি বিক্রি করছি না।'

'সে কী? খালি ফেলে রাখবেন? জবরদখল হয়ে যাবে যে!'

'আমার সঙ্গে দুর্বার সমিতির কথা হয়েছে। ওরা বাড়িটা ব্যবহার করবে।'

নিঃশব্দে হাসলেন সরকার। মাথাটা দুপাশে দুলতে লাগল। সেটা থামিয়ে বললেন, 'ওদের দিন শেষ। গবমেন্ট দিল্লিতে আইন পাস করতে চলেছে। যেসব লোক এই এলাকায় মজা মারতে ঢুকবে তাদের খপ করে ধরে জেলে ভরা হবে। এই এলাকায় যেসব বাড়িওয়ালি মেয়েগুলোকে ঘর ভাড়া দেবে, তাদের সাত বছর জেল আর চার লাখ টাকা জরিমানা হবে। আইনটা চালু হল বলে! হলে এই রেডলাইট এলাকায় কোনও মেয়ে ঘর ভাড়া পাবে না, খদ্দেরও জুটবে না। তখন বাঁচার জন্যে পালাবে এখান থেকে। দুর্বারের কোনও মেম্বারই থাকবে না। মেম্বার না থাকলে ওরা আপনার বাড়িটা নিয়ে কী করবে? পাততাড়ি গুটিয়ে নেবে এখান থেকে।'

'এরকম আইন পাস হচ্ছে নাকি?'

'হল বলে। এরকম অশ্লীল ব্যাপার সমাজের বুকে গবমেন্ট চলতে দেবে না। এই পাড়াটা কিছুদিনের মধ্যে একেবারে ভদ্রলোকের পাড়া হয়ে যাবে।' সরকার মাথা নাড়লেন, 'দুর্বারের কথা ভুলে যান। বাড়িটার জন্যে কত টাকা চান, বলুন!'

'আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি এই বাড়ি বিক্রি করব না।' শেফালি-মা বললেন, 'আপনারা এখন আসতে পারেন।'

হঠাৎ সরকারের সঙ্গী বলে উঠল, 'কেন নকশা করছেন দিদি? বাবু যখন ইচ্ছে করেছেন, তখন আপনাকে বাড়ি ছাড়তেই হবে। একটা রফা করে ফেলুন।'

'বাবু মানে?' শেফালি-মা-র মুখ লাল হয়ে গেল।

সরকার লোকটিকে ধমক দিল, 'অ্যাই, তোকে কে কথা বলতে বলেছে। কার সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয়, তা যখন জানিস না তখন মুখ খুলবি না।' তারপর শেফালি-মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না ওর কথায়। অশিক্ষিত মানুষ। আপনি এই কাগজটা রাখুন। আমার ফোন নম্বর আছে। ডাকলেই চলে আসব। কিন্তু যেহেতু আমিই প্রথম এসেছি তাই আমার সঙ্গে কথা না বলে আর কাউকে বাড়ি বিক্রি করবেন না।' কাগজটা ইতির হাতে ধরিয়ে দিয়ে সরকার নেমে গেলেন সঙ্গীকে নিয়ে।

শেফালি-মা দ্রুত ঘরে ঢুকে দুর্বারে ফোন করলেন। কবিতার গলা শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, সরকার কি রেডলাইট এলাকা বন্ধ করতে আইন তৈরি করছেন?'

কবিতা বলল, 'একরকম তাই। যৌনকর্মীদের বিরুদ্ধে কিছু বলছেন না। শুধু তাদের রোজগার বন্ধ করতে আর সেইসঙ্গে ঘরছাড়া করার পরিকল্পনা করছেন। কিন্তু আমরা এটা কিছুতেই মেনে নেব না।'

আটান্ন

গোটা ভারতবর্ষে যৌনকর্মীর সংখ্যা কত? কয়েক লক্ষ না কোটি, তা শেফালি-মা জানেন না। বেঁচে থাকার জন্যে এই আদিমতম পেশায় যেসব মেয়েরা আসতে বাধ্য হয়েছে তাদের পাশে কোনও সম্রাট, রাজা অথবা সরকার দাঁড়ায়নি। তথাকথিত সভ্য মানুষের একাংশের লালসার বিষ এরা বহন

করে এসেছে বাধ্য হয়ে। আজ যদি যৌনকর্মীদের বিকল্প সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হত তাহলে দেশে ধর্ষণ, বলাৎকারের সংখ্যা এমন বেড়ে যেত যে তথাকথিত সামাজিক কাঠামো ভেঙে চুরমার হয়ে যেত। মুখোশগুলো খুলে পড়ত একের-পর-এক।

নোংরা জল বার করে দেওয়ার নর্দমার মতো সভ্য মানুষ এতকাল যৌনকর্মীদের ব্যবহার করেছে। শহরের বুকে এতগুলো লালপাড়া থাকা সত্ত্বেও তারা উদাসীনতার ভান করেছে। এখন সরকার যে আইন পাশ করতে চলেছে তাতে বিস্ফোরণ অনিবার্য। বাড়িওয়ালাকে বলা হবে যৌনকর্মীকে বাড়ি ভাড়া দেওয়া যাবে না। পুলিশকে বলা হবে খদ্দের লালপাড়ায় ঢুকলেই গ্রেফতার এবং জেল-জরিমানা করা হবে।

কিন্তু যৌনকর্মীরা কী করবে, তা নিয়ে এই আইন মাথা ঘামাচ্ছে না। অর্থাৎ, তুমি যদি লুকিয়ে ব্যাবসা করো তাহলে বেঁচে থাকতে পারবে। আর লুকোনোর পদ্ধতিটা আয়ত্ব করতে গেলে তোমাকে আইনরক্ষকদের ভালোভাবে সন্তুষ্ট করতে হবে। নইলে সেই সাইলকের মতো অবস্থা হবে তোমার, মাংস কাটতে পার, কিন্তু এক ফোঁটা রক্ত পড়লেই চরম শাস্তি পাবে। আর এই আইন যদি সত্যি পাস হয় তাহলে অগুনতি যৌনকর্মী কি কর্মহীন হয়ে ঘরে-ঘরে শুকিয়ে মরবে? যারা আইন তৈরি করছেন তাঁরা কি মাটিতে হাঁটেন না?

শেফালি-মা বুঝতে পারছিলেন, তাঁর ইচ্ছেমতো কাজ এখন সম্ভব হচ্ছে না। কবিতা তাঁর কাছে সময় চাইছে। কিন্তু ওরা এখন বেশি ব্যস্ত হবে ওই আইন যাতে পাস না হয়, তার জন্যে আন্দোলন করতে। আর আইন পাস হয়ে গেলে পেটের জ্বালায় যদি যৌনকর্মীরা বিশেষ এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে জনারণ্যে মিশে যায়, তাহলে দুর্বার সমিতি কাদের জন্যে কাজ করবে? একটু-একটু করে যে সংস্থা পায়ের তলার মাটি শক্ত করেছিল তা ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যাবে। তখন তারা এই বাড়ি নেবে কেন?

যারা আজ বাড়িটা কিনতে এসেছিল, তাদের সঙ্গে কথা বলতে শেফালি-মায়ের বিন্দুমাত্র ইচ্ছে হচ্ছিল না। বস্তুত এই বাড়িটা বিক্রি করার কোনও বাসনাই তাঁর নেই। যদি আইন পাস হয়, যদি দুর্বার উঠে যায়, তাহলে এই বাড়ির একতলায় যেসব মেয়ে আছে তাদের দান করে যাবেন তিনি। তবে দুর্বার যে আন্দোলন শুরু করেছে তার ভাগ্য জানা পর্যন্ত তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে।

আবার এই অপেক্ষার সময়ে দরজায় তালা ঝুলিয়ে তিনি ভবানীপুরের বাড়িতে যেতেও পারছেন না। নবকুমার এবং মুক্তো সেখানে আছে। অসুস্থ ছেলেটাকে একা ওখানে রাখতেও মন চাইছে না। মুক্তোর ওপর তাঁর ভরসা আছে। তবু—।

তার চেয়ে একদম সুস্থ হয়ে ওঠা পর্যন্ত নবকুমার এখানে থাকলে তিনি স্বস্তি পাবেন। ওর ঘরে নিজের মতো থাকুক ও। দুপুরে মুক্তো এলে কথাটা বললেন তিনি, 'আজ আসতে হবে না। কাল ভোর-ভোর ট্যাক্সি নিয়ে এলেই হবে।'

মুক্তো হাঁ হয়ে গেল, 'ওম্মা! ও তো কাল শ্যুটিং-এ যাবে!'

হতভম্ব হয়ে গেলেন শেফালি-মা, 'শ্যুটিং-এ যাবে! তার মানে? ও কি ভালো হয়ে গিয়েছে?'

'না। মুখ হাতের দাগ কাঁচা আছে এখনও। বাথরুমে যায় কোনওরকমে। ব্যথা যায়নি।'

'তাহলে শ্যুটিং-এ যাবে কী করে?'

'জানি না। দুজন লোক এসেছিল ওই দিদির সঙ্গে। দুজনের একজন পরিচালক। তারা কথা বলে ওকে রাজি করাল।' মুক্তো জানিয়ে দিল।

'ওই দিদি মানে মন্দাক্রান্তা?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল মুক্তো।

শেফালি-মা ফোনের রিসিভার তুলে মন্দাক্রান্তার নম্বর ডায়াল করলেন। কয়েকবার রিং হওয়ার পরে কেউ একজন ফোন ধরলে বললেন, 'মন্দাক্রান্তাকে ফোনটা দিন।'

'কে বলছেন?'

'শেফালিদেবী।'

একটু বাদেই মন্দাক্রান্তার গলা পেলেন, 'কেমন আছেন?'

'আমি তো ভালোই। এইমাত্র শুনলাম, নবকুমার কাল শ্যুটিং-এ যাচ্ছে!'

'হ্যাঁ। এছাড়া উপায় নেই।' মন্দাক্রান্তা বললেন।

'কিন্তু সে তো এখনও সুস্থ হয়নি। ভালো করে হাঁটতেও পারছে না।'

'গীতিময়বাবু গল্পটা একটু বদলে নিচ্ছেন। কলকাতায় এসে ও একটা ঝামেলায় বিনা দোষে পড়ে গিয়ে আহত হয়েছিল। সেই অবস্থায় যে বাড়িতে যাওয়ার কথা, সেখানে যাবে। এর আগে যে শ্যুটিংটা ওকে নিয়ে হয়েছিল সেটা ফেলে দেবেন গীতিময়বাবু। এখন আহত অবস্থাতেই সেখানকার কাজের লোককে নিজের পরিচয় দেবে।' মন্দাক্রান্তা বললেন, 'এর ফলে ওর শরীরের দাগ, হাঁটাচলা নিয়ে কোনও প্রশ্ন উঠবে না। দর্শকরা বাস্তব বলে মনে করবে।'

'কিন্তু একজন অসুস্থ মানুষকে দিয়ে অসুস্থের অভিনয় কেউ করায়? এতে সে আরও অসুস্থ হয়ে যেতে পারে। তার চেয়ে সুস্থ হয়ে উঠে মেক-আপ নিয়ে তো ও করতে পারে। সেটাই একজন অভিনেতার কাজ।' শেফালি-মা বললেন।

'সেটা করার সুযোগ পাওয়া যেত না।' মন্দাক্রান্তা জানালেন।

'কেন?'

'শ্যুটিং বন্ধ থাকায় ক্ষতি হচ্ছে বলে এই ছবি বাতিল করে আর-একটা নতুন ছবি শুরু করতে চাইছেন বড়বাবু।'

'ও।'

'আর সেই ছবিতে নবকুমার থাকবে না।' মন্দাক্রান্তা বললেন, 'তাই আমরা চাইছি এই ছবির কাজ বন্ধ না করতে। ওর কষ্ট হবে। কিন্তু গীতিময়বাবু বলছেন ব্যাপারটা মাথায় রেখে যত কম কাজ পারেন ওকে দিয়ে করাবেন।'

'তুমিও চাইছ ও কাল শ্যুটিং করুক?'

'হ্যাঁ।' মন্দাক্রান্তা জোর দিয়ে বললেন।

ফোন রেখে দিলেন শেফালি-মা। খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিল তাঁকে। অন্যমনস্ক গলায় বললেন, 'ছেলেটার কপালে কী লেখা আছে কে জানে!'

মুক্তো বলল, 'ওসব ভেবে কী হবে! ছেলেটা অ্যাদ্দিন এখানে আছে, একটুও চালু হল না। ওর মাথায় তো সবাই কাঁঠাল ভাঙবে! যাকগে, এ-বাড়ি ছেড়ে কবে যাওয়া হবে?'

'এখনই বলতে পারছি না।'

'ওমা! আমি কতদিন ওখানে মুখ গুঁজে পড়ে থাকব?'

'মুখ গুঁজে মানে?'

'ভূতের মতো বসে থাকি। কথা বলার কোনও লোক নেই। ওই ছেলে তো সারা দিনরাত শুয়ে থাকে। কথা বলতেই চায় না। আমি ওখানে থাকতে পারব না।' মুক্তো বলল।

'তাহলে নবকুমারকে কে দেখবে? যতদিন শ্যুটিং চলবে ততদিন ওকে ওখানে থাকতেই হবে। ওর পক্ষে একা থাকা কি সম্ভব?'

'তাহলে কী করা যায়। ইতিকেও তো ওখানে পাঠানো যাচ্ছে না।'

'ঠিক আছে। আমি ইতিকে নিয়ে ওখানে গিয়ে থাকব। তুমি চলে এসো এখানে। বাড়ির দরজায় তালা পড়তে দেব না। এখানে এসে যতখুশি গল্প করো।' শেফালি-মায়ের কথা শেষ না হতেই বাইরের দরজায় শব্দ হল। মুখ ভার করে মুক্তো গেল দেখতে। ফিরে এসে বলল, 'নীচের মেয়েরা কথা বলতে চায়!'

'কেন?'

'জানি না। আমাকে বলল না।'

নীচের ভাড়াটে মেয়েরা কখনওই শেফালি-মায়ের সঙ্গে কথা বলে না। সমীহ তো করেই, বেশ ভয়ও পায় ওঁকে। ওঁকে নামতে দেখলে দ্রুত সরে যায় সামনে থেকে।

শেফালি-মা দেখলেন সামনের বারান্দা সিঁড়িতেও মেয়েরা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'কী ব্যাপার?' শেফালি-মা জিজ্ঞাসা করলেন।

সামনে দাঁড়ানো মেয়েটি বলল, 'আমরা এসেছি বলে আপনি রাগ করবেন না!'

'ঠিক আছে। বলো।'

'আইন পাস হয়ে গেলে আপনি কি আমাদের তাড়িয়ে দেবেন?'

অবাক হয়ে গেলেন শেফালি-মা। তারপর বললেন, 'আমি তো এখানে আর থাকছি না। দুর্বারকে বলেছি নিতে। তারা কী করবে জানি না।'

'যদি দুর্বার না নেয়?'

'তখন ভাবব।'

'তাই বলছি, আপনি আমাদের তাড়াবেন না। আমরা আপনাকে ভাড়া দিই বললে পুলিশ যদি হয়রানি করে, তাহলে আমাদের ভাড়াটে বলার দরকার নেই। আমরা বলব পেয়িংগেস্ট হিসেবে আছি। পেয়িংগেস্টদের রাখলে আইন কিছু করতে পারবে না।' মেয়েটি বলল।

সঙ্গে-সঙ্গে তার পাশের মেয়েটি বলল, 'আমরা কিন্তু ভাড়ার টাকা আপনাদের দিয়ে যাব।' সেটা সমর্থন করল বাকি মেয়েগুলো, মাথা নেড়ে।

প্রথম মেয়েটি বলল, 'সরকার করতে চাইলে দুর্বার কি আটকাতে পারবে? তা ছাড়া—।'

শেফালি-মা জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।

'আপনার কাছে বাড়ি কিনতে লোক এসেছিল। ওরা আমাদের তাড়িয়ে দেবে।'

'কেন? ওদের বলবে পেয়িংগেস্ট হিসেবে তোমাদের রাখতে।'

মাথা নাড়ল মেয়েটি, 'ওরা নাকি এখানকার বাড়িগুলো সস্তায় কিনে নিয়ে অনেক ফ্ল্যাট বানিয়ে বেশি দামে বিক্রি করবে। এই পাড়ায় ব্যাবসা বন্ধ হলে ভদ্রলোকেরা চলে আসবে ফ্ল্যাট কিনে।'

'ঠিক আছে। আগে তো আইন পাস হোক, তারপর দেখা যাবে।'

'আপনি দয়া করে ওদের কাছে বিক্রি করবেন না।'

'শোনো। এই বাড়ি আমি কাউকেই বিক্রি করব না। যদি আইন পাস হয়, যদি দুর্বার এই বাড়ি না নিতে পারে তখনও এই বাড়িতে অন্য কোনও লোক বাড়িওয়ালা হয়ে আসবে না। তবে তোমাদের পেয়িংগেস্ট বলাটা মিথ্যে ভাষণ হবে। সেটাও আমি করতে পারব না। তোমরা কজন আছ?' শেফালি-মা জিজ্ঞাসা করলেন।

'দশজন।' প্রথম মেয়েটি বলল।

দ্বিতীয় মেয়েটি মনে করিয়ে দিল, 'আর-একজন আছে। ব্যাঙ্কের বাবু। বিকেলে আসে, রাতে চলে যায়।'

'তাঁকে আমার দরকার নেই। তোমরা দশজন মিলে যদি একটা কোঅপারেটিভ তৈরি করতে পারো, তাহলে সেই কোঅপারেটিভকে আমি বাড়িটা দিয়ে যাব।'

সঙ্গে-সঙ্গে মুখগুলোয় হাসি ছড়িয়ে পড়ল, উল্লাসের শব্দ ফুটল।

'কিন্তু মনে রেখো, আগে আইন পাস হোক, আগে দুর্বার বলুক ওরা বাড়িটা নিতে পারছে না, তারপর—!'

সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েগুলো এগিয়ে এসে শেফালি-মায়ের পায়ের পাতা স্পর্শ করতে লাগল একের-পর-এক।

'যাও তোমরা। আর এই নিয়ে কোনও কথা নয়।'

মেয়েরা চলে গেলে মুক্তো বলল, 'দুর্বারকে দেওয়ার একটা মানে ছিল। বিনি পয়সায় এদের মালিক করে দেওয়া কি ঠিক?'

'তোমার গায়ে এত লাগছে কেন?'

'এ-বাড়িতে অনেকদিন রয়েছি, লাগবে না-ই বা কেন।' মুক্তো বলল, 'চালচুলো নেই মেয়েগুলোর, হঠাৎ বাড়িওয়ালি হয়ে যাবে!'

'ওরা কেউ একা হবে না। ওদের তৈরি কোঅপারেটিভ হবে। যাক, এ নিয়ে কথা বাড়িও না। তুমি এখন ভবানীপুরে ফিরে যাও।'

'তা যাচ্ছি। কিন্তু কাজটা ভালো হল না।' মুক্তো তখনও অস্বস্তিতে।

'শোনো মুক্তো, এই বাড়ি আমি আমার টাকায় কিনিনি। যিনি কিনে আমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি সস্তায় অন্য কোথাও বাড়ি পাননি। এই বাড়ি বিক্রি করে টাকা নিলে আমি নিজের কাছেই ছোট হয়ে যাব।' শেফালি-মা দ্রুত নিজের ঘরে চলে গেলেন।

ঘরে ঢুকে বড়বাবু বললেন, 'কী ব্যাপার? এমন কী হয়েছে যাতে আমার সঙ্গে কথা না বলে তুমি থাকতে পারছ না? আমি তোমাকে প্রথম দিনেই বলে দিয়েছিলাম যে জোর-জবরদস্তি আমি পছন্দ করি না।'

মন্দাক্রান্তা বসেছিলেন সোফায়। শান্ত গলায় বললেন, 'তাহলে না এলেই পারতেন।'

'বাঃ। চমৎকার!' একেই বলে উলটো চাপ।' বড়বাবু সোফায় বসলেন, 'বলো, কী ব্যাপার?'

'কাল থেকে শ্যুটিং হচ্ছে।' মন্দাক্রান্তা বললেন।

'কাল থেকে? কী করে হবে? গীতিময় তো গল্পই বাছতে পারেনি। তারপর চিত্রনাট্য হবে, কাস্টিং, সেট—, তোমার কি মাথা ঠিক আছে?'

'আমার আছে। আপনার ঠিক নেই। যে গল্পের শ্যুটিং শুরু হয়েছিল সেটাই হবে।'

'কিন্তু কী করে? নবকুমার তো হাঁটতেই পারছে না।'

'তাঁকে হাঁটানো হবে।'

'অসম্ভব। একজন অভিনেতা মৃতের ভূমিকায় অভিনয় করতে পারে কিন্তু মৃত মানুষ অভিনয় করতে পারে না। আমি আমার টাকা আর নয়ছয় করতে চাই না।' বড়বাবু সোজা হয়ে বসলেন, 'বেশ, হোক শ্যুটিং। আমি টাকা দেব না।'

'আপনি টাকা দেবেন না?'

'নো। একটা দায়িত্বজ্ঞানহীন ছেলে, বেশ্যাপাড়ায় পুলিশের সঙ্গে ঝামেলা করে মার খেয়েছে, একবারও চিন্তা করেনি ওর ওপর কয়েক লক্ষ টাকার ভাগ্য নির্ভর করছে। রাস্তা থেকে তুলে এনে যাকে সুযোগ করে দিলাম সে যদি বেইমানি করে তাহলে আমি মেনে নেব না।' বড়বাবুর গলার স্বর চড়ায় উঠল।

'ও একটা দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। বেইমানি করার ছেলে নয়।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে তাকিয়ে থাকলেন বড়বাবু, 'তুমি জানলে কী করে?'

'ও গ্রামের ছেলে, ওর মধ্যে শহুরে প্যাঁচ নেই।'

'বাঃ! গ্রামে যেন রেপ হয় না, লম্পটরা বাস করে না?'

'করে। কিন্তু তাদের সঙ্গে শ্যুটিং-এর কোনও সম্পর্ক নেই।'

'খবর পেলাম তুমি থানায় গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। শেফালি-মা আমায় ফোন করে ঘটনাটা জানিয়েছিলেন। তখন অনেক রাত। ওই সময়

আপনি ফোন ধরেন না। তাই আমাকে যেতে হয়েছিল।'

'ভোর অবধি থেকে ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে নার্সিং হোমে ভরতি করেছ?'

'হ্যাঁ। আপনার গোয়েন্দারা অসত্য খবর দেয়নি।'

'কিন্তু কেন? হোয়াই?'

'আমি চাই ছবিটা শেষ হোক।'

'শুধু এটুকু?'

'তার মানে? কী বলতে চাইছেন আপনি?'

এবার বেশ জোরে শ্বাস ফেললেন বড়বাবু, 'আমি জানতে চাই ওই গ্রাম্য আনকালচার্ড ছোকরার সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক?'

উনষাট

মন্দাক্রান্তা হাসলেন, 'নবকুমারের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক, তা আমি জানি না।'

'কথার খেলা খেলো না মন্দা।' বড়বাবু গম্ভীর গলায় বললেন।

'মনে হচ্ছে আপনি এ-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন।'

'হ্যাঁ। তোমার কার্যকলাপই বলছে তুমি এই গ্রাম্য মফস্বলের অর্বাচীনের প্রতি অনুরক্ত। অথবা এ-ও হতে পারে, তুমি ওকে পুতুলের মতো ব্যবহার করছ। তোমার খেলার পুতুল। কিন্তু আমি যাই ভাবি না কেন, তোমাকে মুখ খুলতে হবে।'

মন্দাক্রান্তা বড়বাবুর দিকে তাকালেন, 'নবকুমারকে আমি স্নেহ করি।'

'স্নেহ!' ছিটকে বেরুল শব্দটা বড়বাবুর মুখ থেকে।

'হ্যাঁ। দুজন নারী-পুরুষ মানেই তাদের সম্পর্ক শরীরের ছাড়া আপনারা ভাবতে পারেন না। মাঠে একটি গরু শুয়ে থাকলে যেমন আকাশে ওড়া শকুন তাকে মৃত বলে ভেবে নেয়। নবকুমারকে আমি ভাই বলে কখনও ভাবিনি। কিন্তু ওর প্রতি যে টান অনুভব করি সেটা স্নেহ ছাড়া আর কিছু নয়। অন্তত এই মুহূর্ত পর্যন্ত নয়।'

'কিন্তু আমি চাই না, তুমি ওকে প্রশ্রয় দাও। এই টান বা স্নেহ প্রকাশ করা তোমাকে মানায় না। একটা চাষার ঘরের কোনওমতে বি এ পাস করা গ্রাম্য ছেলে সে, আর কোথায় তুমি! ছি-ছি-ছি!'

'আমি কোনও অন্যায় করছি না। এই বাড়ি, গাড়ি, টাকাপয়সা যা আপনি আমার নামে তৈরি করেছেন ইনকাম ট্যাক্স বাঁচাতে, তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এখন পর্যন্ত আমি করিনি। আপনি ওকে নিষেধ করেছেন আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে। আমাকে না জানিয়ে একথা ওকে বলা মানে যে আমাকে অপমান করা তা আপনার মাথায় ঢোকেনি। আমাকে ছি বলার আগে নিজেকে বলুন।' মন্দাক্রান্তা বললেন।

'তুমি, তুমি এই একটা ফালতু ছেলের জন্যে আমার সঙ্গে ঝগড়া করছ?'

'ঝগড়া করছি না। আপনার নোংরা প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে বাধ্য হচ্ছি।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকলেন বড়বাবু। তারপর বললেন, 'কিন্তু আমার এই একটা অনুরোধ রাখতে তোমার এত অসুবিধে হচ্ছে কেন?'

'কারণ এর আগে কোনও পুরুষ ওর মতো চোখে আমার দিকে তাকায়নি। আমার শরীর, আমার সৌন্দর্য মানে ভোগের জন্যে তৈরি, এই তো জেনে এসেছি এতদিন! আপনি আমার মাথার ওপর ছাতা ধরতে কেউ আর সরাসরি প্রস্তাব দেওয়ার সুযোগ পায় না কিন্তু কেনাকাটার জন্যে

যখন মঞ্চে যাই তখন আশেপাশের পুরুষের চোখের দৃষ্টি চিনতে অসুবিধে হয় না। সব এক। এই প্রথম একটি ছেলেকে দেখলাম, যে আমার শরীর সম্পর্কে আদৌ আগ্রহ দেখায়নি। আমার সৌন্দর্যে কোনও আকর্ষণ বোধ করেনি। ওর জন্যে কিছু জামাকাপড় কিনেছিলাম। সেগুলো পড়েই আছে। এখানে একবারও বলেনি ওগুলোর কথা। এখনও আমি কাউকে একবার ডাকলে সে দশবার ছুটে আসবে কিন্তু দেখুন গিয়ে, ও হয়তো আমার বাড়ির রাস্তাই ঠিকঠাক মনে রাখতে পারেনি। আপনি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছেন। এত ভয় যে শ্যুটিং বন্ধ করে ওকে সরাতে চেয়েছেন। আমার কাছে আপনি এত নীচে নেমে যাচ্ছেন কেন?'

বড়বাবু উঠে দাঁড়ালেন, 'শোনো, আমি পরিষ্কার কথা জানতে চাই!'

'বলুন।'

'তুমি কি ওর সঙ্গে শুয়েছ?'

শব্দ করে হেসে উঠলেন মন্দাক্রান্তা। তারপর বললেন, 'মিছেই এতক্ষণ এত কথা বলালেন আমাকে দিয়ে। ওকে নষ্ট করার কথা আমি চিন্তাও করতে পারি না।'

'যাক। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।' বড়বাবু বললেন, 'আসলে, কী করে বোঝাই, তোমার কোনও অ-সুখ তো আমি রাখিনি। তাই তুমি কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হলে আমি ভয় পাই।'

'ভয় কেন?'

'তোমাকে যা দিয়েছি, তা নিয়ে তুমি যে-কোনও মুহূর্তে আমাকে ত্যাগ করতে পার।'

'পাগল! যতই রোবট হয়ে থাকি, নিজের ভালোলাগাগুলো বিসর্জন দিয়ে মন্দলাগাগুলো নিয়ে এই বৈভবের মধ্যে যতই একা হয়ে থাকি কিন্তু কেউ আমার শরীরটাকে বিরক্ত করে না। আপনি না থাকলে সেইসব নোংরা কালো হাতগুলো নখ বের করে ছুটে আসবে। এই ভুল কি আমি করতে পারি?' মন্দাক্রান্তা শ্বাস ফেললেন।

'কেন? আমাকে ত্যাগ করে পছন্দসই কোনও ছেলেকে তো বিয়ে করতে পার!'

'বিয়ে! আমি? কে আমাকে বিয়ে করবে? কেন করবে? বাড়ি-গাড়ি-টাকার জন্যে যে রাজি হবে তার তো একটাই উদ্দেশ্য থাকবে, আমাকে সরিয়ে দেওয়া। আপনারা, পুরুষ মানুষরা দশটা মেয়ের সঙ্গে শুয়েও যখন বিয়ে করতে যান, তখন গঙ্গাজলের মতো পবিত্র থাকেন। আর আমার মতো মেয়েরা তো নোংরা জলের ডোবা। যে জলে হাতমুখ ধুতে ঘেন্না করে তা পান করার কথা ভাবা যায় না।'

বড়বাবু এগিয়ে এসে মন্দাক্রান্তার কাঁধে হাত রাখলেন।

মন্দাক্রান্তা বললেন, 'ভালো লাগছে না। হাতটা নামান।'

'ও। আচ্ছা, আমি চলি।' বড়বাবু হাত নামালেন।

'তাহলে কি কাল থেকে শ্যুটিং হচ্ছে?'

'নিশ্চয়ই। তোমাকে কথা দিয়েছি যখন তখন—।'

'বেশ। তাহলে আপনার আদেশ আমি মেনে নিচ্ছি।'

'আদেশ? না-না। ওটাকে আদেশ বোলো না। আমি ভুল করেছিলাম। কাউকে স্নেহ করে যদি তুমি একটু ভালো থাকো, তাহলে আমারও ভালো লাগবে। চলি, শনিবার আসব। রাতে খেয়ে যাব।' বড়বাবু চলে গেলেন।

সকাল আটটায় গাড়ি এসে গেল।

আজ ব্যথা অনেক কম। আস্তে হাঁটলে অসুবিধে হচ্ছে না। নবকুমার স্নান সেরে নিয়েছিল। মুক্তো জিজ্ঞাসা করল, 'কখন ফেরা হবে?'

'জানি না।'

'জানি না বললে তো হবে না। মা বলেছিল তোমাকে আজই সোনাগাছিতে নিয়ে যেতে। দিনে-দিনে যেতে হবে।' মুক্তো গলা তুলল।

'কখন আসতে পারব সেটা তো ওদের ওপর নির্ভর করছে।'

মুক্তো গাড়ির ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করে হতাশ হল। লোকটার কাজ নিয়ে যাওয়া। কখন শেষ হবে তা সে জানবে কী করে! কিন্তু ফিল্ম লাইনের ড্রাইভার বলে সে অনায়াসে বলে দিল, 'বন্ধ থেকে আবার শুরু হচ্ছে তো! তা ধরে নিন রাত এগারোটা তো হবেই'।

ভরসা পেল মুক্তো। সারাদিন এই বাড়িতে ভূতের মতো বসে না থেকে সে সোনাগাছি থেকে ঘুরে আসবে বলে ঠিক করল। হাজারার মোড় থেকে পাতাল রেলে চড়লে মিনিট পনেরোর মধ্যে শোভাবাজারে নেমে সোনাগাছিতে ঢোকা যায়।

সকালের কলকাতার পথঘাট বেশ নির্মল থাকে। ছুটন্ত গাড়ির পেছনের সিটে বসে নবকুমারের বেশ ভালো লাগছিল। ডানদিকে বসুশ্রী সিনেমা। তার মাথায় হিন্দি ছবির নায়ক-নায়িকার ছবি। হিন্দি ছবিতে যারা অভিনয় করে, তাদের কত কী জানতে হয়। নবকুমার একটু পাশ ফিরতেই কোমরে খচ করে লাগল। দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথাটা গিলল সে।

স্টুডিওর ভেতরে গীতিময়ের অফিসের সামনে গাড়ি না থেমে চলে এল একেবারে মেক-আপ রুমের কাছে। একজন সহকারী পরিচালক ছুটে এসে দরজা খুলে জিজ্ঞাসা করল, 'এখন কেমন আছ?'

'এখনও—।'

'যাইহোক। এমনভাবে নেমে হাঁটবে, যেন কেউ বুঝতে না পারে তুমি অসুস্থ। শালারা হেভি পেঁদিয়েছিল দেখছি। মুখের ঘা এখনও শুকোয়নি। নামো।'

প্রায় আড়াল করে নবকুমারকে নিয়ে ছোট ঘুরে ঢুকল সহকারী পরিচালক।

'হাঁটতে কষ্ট হল?'

'সামান্য।'

'বসো। এখনই মেক-আপ ম্যান এসে যাবে। চা খাবে?'

'না।'

নবকুমার একটা চেয়ারে বসতেই ছেলেটা বেরিয়ে গেল। আয়নায় নিজেকে দেখল সে। এখনও মুখ ফোলা, কপালে এবং গালে কালসিটে, কাঁচা। চোখ বন্ধ করল সে।

এই সময় গীতিময়ের গলা কানে আসতেই সে মুখ ফেরাল। চেয়ার টেনে পাশে বসে গীতিময় বললেন, 'শোনো নবকুমার, এটা আমাদের একটা চ্যালেঞ্জ। আমি তিনদিন শ্যুটিং করব তোমাকে নিয়ে। তারপর দিনসাতেক বিশ্রাম পাবে। ওই সময়ে শরীর ঠিক করে ফেলতে হবে। এখন কেমন বোধ করছ?'

'আগের থেকে ভালো।'

'দেখি মুখখানা।' গীতিময় এগিয়ে এলেন। নবকুমার মুখ তুলল।

গীতিময় বললেন, 'অনেকটাই শুকিয়েছে। কমল!' গলা তুললেন গীতিময়।

'আছি।' পেছন থেকে মেক-আপ ম্যানের সাড়া এল।

'যেমন বলেছিলাম তেমন করে দাও।' গীতিময় উঠে পড়লেন।

প্রায় দেড়ঘণ্টা লাগল মেক-আপ শেষ করতে। ছেঁড়া জামা পরতে হল। দেখলেই মনে হবে এইমাত্র খুব মারধোর খেয়ে এসেছে। মেক-আপ ম্যান জিজ্ঞাসা করল, 'কালসিটের জায়গাগুলোয় চিড়বিড় করছে না তো?' নবকুমার মাথা নেড়ে না বলল।

ঠিক বারোটার সময় নবকুমারকে স্টুডিওর ফ্লোরে নিয়ে যাওয়া হল। যাওয়া মাত্র দশ-বারোটা ক্যামেরা তার ছবি তুলতে লাগল। গীতিময় ক্যামেরাম্যানদের বললেন, 'আগে শ্যুটিং শেষ হোক। তারপর ছবি তুলবেন?'

একজন সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করল, 'দাদা, ক্ষতগুলো অরিজিন্যাল, না মেক-আপ?'

'অভিনয় মানেই মেক-আপ। ছবিতে অরিজিন্যাল দেখালেই হল।'

'ও। শুনেছিলাম ওঁকে নাকি পুলিশ খুব মারধোর করেছে?'

'কে বলল একথা? সত্যি, অ্যান্টিপার্টির বানানো কথায় আপনারা কেন যে কান দেন।'

'অ্যান্টিপার্টি মানে?'

'একটা নতুন ছেলেকে হিরো করেছি বলে অনেকেই খুশি হয়নি। ঠিক আছে, এবার আপনারা জোন থেকে সরে যান। এস নবকুমার।' ডাকলেন গীতিময়।

অত্যন্ত সতর্ক হয়ে হাঁটল নবকুমার। কোমরের ব্যথাটা যেন কেউ বুঝতে না পারে, এমনভাবে পা ফেলল।

সামনেই একটা বন্ধ দরজা। পাশেই বেল বাজাবার বোতাম। গীতিময় নবকুমারকে বুঝিয়ে দিলেন। বন্ধ দরজার সামনে এসে সে ইতস্তত করবে। একটু আগে মার খেয়েছে বলে শরীরে তীব্র ব্যথা। সেই ব্যথাটা মুখ চোখে এবং দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে বোঝাতে হবে। তারপর হাত তুলে বেলের বোতামটা টিপে এক পা সরে দাঁড়াবে। দু-দুবার বুঝিয়ে গীতিময় জিজ্ঞাসা করলেন, 'বুঝতে পেরেছ তো?'

মাথা নাড়ল নবকুমার।

'তাহলে রিহার্সাল নয়। একটা মনিটার করি?'

মনিটার শব্দটার মানে স্পষ্ট না হওয়ায় চুপ করে থাকল নবকুমার। গীতিময় চিৎকার করলেন, 'অল লাইটস। সাউন্ড রেডি? স্টার্ট ক্যামেরা। অ্যাকশন!'

সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত সেট আলোয় ভরে উঠল। গীতিময় যেমন বলেছিলেন ঠিক সেইরকম অভিনয় করল নবকুমার। ব্যথার অভিব্যক্তি ফোটানোর সময় ওর আরাম লাগল। অনেকক্ষণ পরে চেপে রাখা ব্যথাটাকে উপড়ে দিতে পারল।

'কাট।' গীতিময় চিৎকার করলেন, 'নেক্সট শট। ভেতর থেকে!'

একজন অ্যাসিস্টেন্ট পরিচালক মনে করিয়ে দিল, 'দাদা, এটা মনিটার ছিল!'

'একদম যা চেয়েছি তাই হয়েছে!' তারপর ক্যামেরাম্যানকে জিজ্ঞাসা করলেন গীতময়, 'কী? ছবি ঠিক ছিল?'

'যা বলেছিলেন তাই। দশে দশ।'

আড়াইটে নাগাদ লাঞ্চ ব্রেক। শরীর শক্ত করে হেঁটে নবকুমার মেক-আপ রুমে চলে এল। সাংবাদিকরা ঢুকতে চাইছিল। মেক-আপ ম্যান কমল বাধা দিল, 'এখন ওকে খেতে দিন। যা জিজ্ঞাসা করার শ্যুটিং শেষ হলে করবেন।' দরজা বন্ধ করে মেক-আপ ম্যান জিজ্ঞাসা করল, 'খুব খিদে পেয়েছে তো?'

'না। আমি একটু শুতে পারি? খুব কষ্ট হচ্ছে?'

'নিশ্চয়ই। ওই ইজি চেয়ারে শুয়ে পড়ো।' শরীর এলিয়ে দিতে বেশ আরাম লাগল।

'কাজ খুব ভালো করেছ ভাই। শাবাশ! চালিয়ে যাও।'

নবকুমার জবাব দিল না। সে চোখ বন্ধ করল। তাকে এই তিনদিন যেমন করে হোক, ভালোভাবে কাজটা শেষ করতেই হবে। তারপরে তো বিশ্রামের সময় দেবেন গীতিময়বাবু। নৌকো

থেকে পড়ে জলের তলায় তলিয়ে গিয়েছিল সে। মন্দাক্রান্তা আর গীতিময়বাবু তাকে আবার ওপরে টেনে তুলেছেন। আর এই সুযোগটাকে হাতছাড়া করবে না। যত ব্যথা হোক, সে সহ্য করবে। কাউকে বলবে না। এই কাজ করলে যে টাকা পাওয়া যাবে, তা থেকে শেফালি-মায়ের ঋণ শোধ করতে হবে।

নবকুমারের অভিনয় দেখে ফ্লোরের সবাই খুব খুশি। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় সে যেভাবে পড়ে গেল, গিয়ে আবার উঠে দাঁড়াল, মুখে যন্ত্রণার ছাপ ফুটিয়ে তুলল তা মুগ্ধ হয়ে দেখল দর্শকরা। খুব বড় জাতের অভিনেতা ছাড়া এরকম অভিব্যক্তি প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যে কাজের লোকটি তাকে ওপরে নিয়ে যাচ্ছিল সে হকচকিয়ে গিয়েছিল। কারণ নবকুমারের পড়ে যাওয়ার কথা চিত্রনাট্যে ছিল না। কিন্তু নবকুমার আবার উঠে এগিয়ে আসতে বেচারি জিজ্ঞাসা করে ফেলল, 'লেগেছে?' নবকুমার নিঃশব্দে মাথা নেড়ে না বলে ওপরে ওঠার জন্যে পা বাড়াল। সঙ্গে-সঙ্গে গীতিময় চিৎকার করলেন, 'কাট।'

কাজের লোকের চরিত্রে যিনি অভিনয় করছিলেন তিনি হাতজোড় করলেন, 'সরি দাদা। উনি পড়ে গিয়েছেন দেখে মুখ থেকে ফস করে প্রশ্নটা বেরিয়ে গেল।'

গীতিময় বললেন, 'সরি বলার দরকার নেই। দারুণ লেগেছে, স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার। সুনীলদা, তোমরা পুরোনো দিনের অভিনেতারাই এটা করতে পার। আমি তোমাকে বলিনি নবকুমার পড়ে যাবে। ওর মার খাওয়া শরীর তো তরতর করে উঠে যেতে পারে না। তুমি ম্যানেজ করে নিয়েছ। আজ এই পর্যন্ত থাক। প্যাক আপ ফর দি ডে।'

ক্যামেরাম্যান এগিয়ে এল গীতিময়ের কাছে, 'অসাধারণ শট দিল ছেলেটা। মুখে যে যন্ত্রণার ছাপ ফোটাল সেটা এত স্বাভাবিক, পাবলিক খেয়ে যাবে। আপনি দারুণ আবিষ্কার করেছেন দাদা।'

'নবকুমারকে মেকআপ রুমে নিয়ে যাও।' গীতিময় সহকারীকে বললেন।

ইজি চেয়ারে শোওয়া অবস্থায় মেকআপ ম্যান মেকআপ তুলে ফেলেছিল। কালসিটের জায়গাগুলো স্পিরিট দিয়ে মুছিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কষ্ট হচ্ছে নাকি?'

মাথা নাড়ল নবকুমার, 'না।'

গীতিময় ঢুকলেন, 'কী ব্যাপার বলো তো? তোমাকে তো পড়ে যেতে আমি বলিনি।'

নবকুমার উঠে বসার চেষ্টা করলে, 'কোমরের কাছে এমন যন্ত্রণা হল, সহ্য করতে পারলাম না।'

'বুঝেছি। কিন্তু মজার কথা হল, লোকে এটাকেই অভিনয় বলে ভাবছে। এর মধ্যেই তোমার সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছে সবাই। আর হ্যাঁ, বড়বাবু তোমার পারিশ্রমিকের আগাম হিসেবে ছয় হাজার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন। নিয়ে যেও। আর ওষুধটা খেও।'

রাত আটটার সময় ওরা ভবানীপুরের বাড়িতে পৌঁছে দিল নবকুমারকে। গাড়ি থেকে নেমে দরজার সামনে গিয়ে নবকুমার অবাক। দরজায় বড় তালা ঝুলছে।

ষাট

হাঁ হয়ে গেল নবকুমার। দরজা তো বন্ধই, জানলাগুলোও খোলা নেই। মুক্তো তাহলে বাড়িতে নেই। অথচ এখন তার ইচ্ছে করছিল, গা-হাত-পা ধুয়ে বিছানায় শরীরে এলিয়ে দিতে। কী করবে সে?

মুক্তো ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে তাকে। দরজার গায়ে ঠেস দিয়ে সে দেখল, যে-গাড়িটা তাকে স্টুডিও থেকে পৌঁছে দিতে এসেছিল সেটা ফিরে গেল।

এখন রাত হয়েছে। মুক্তো নিশ্চয়ই শেফালি-মায়ের কাছে গিয়েছে। কিন্তু ওর তো উচিত ছিল অনেক আগে ফিরে আসা। শেফালি-মাকে ফোন করলে জানা যাবে ও রওনা হয়েছে কি না! কিন্তু এ-পাড়ায় টেলিফোন বুথ কোথায়? এই সময় ট্যাক্সিটা এসে থামল বাড়ির সামনে। উলটোদিকের বাড়ির মেয়েটা ভাড়া মিটিয়ে নামতেই তার মোবাইল বেজে উঠল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে সে তিনবার 'সরি' বলে লাইন কেটে দিতেই নবকুমার বলে ফেলল, 'শুনছেন?'

মেয়েটি তাকাল। ট্যাক্সি চলে যেতেই ভ্রূ কুঁচকে মেয়েটি তাকাল। নবকুমার বলল, 'আমি এই বাড়িতে থাকি। এসে দেখি দরজায় তালা দেওয়া। আপনি যদি কিছু মনে না করেন তাহলে একটা ফোন করতে পারি।'

মেয়েটি কাছে এগিয়ে এল, 'নম্বর প্লিজ!'

শেফালি-মায়ের ফোন নম্বর বলল নবকুমার। মেয়েটি বোতাম টিপল। যন্ত্রটা কানে চেপে মাথা নাড়ল, 'ইটস নট ওয়ার্কিং। ফোন খারাপ আছে।'

'ফোন খারাপ?'

'ইয়েস! শুনতে চান?'

'না-না। ঠিক আছে। এখন আমি কী করি!'

মেয়েটি কাঁধ নাচিয়ে নিজের বাড়ির দরজায় চলে গিয়ে বেল বাজাল। কেউ সেটা খুলে দিলে ভেতরে ঢুকে গেল।

দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছিল। কোমরটা যেন পাথর হয়ে আছে। এই কোমরেই পুলিশের লাথিটা পড়েছিল বেশ জোরে। হঠাৎ মন্দাক্রান্তার কথা মনে এল। আশুতোষ কলেজের কাছাকাছি টেলিফোন বুথ থেকে মন্দাক্রান্তাকে ফোন করে সমস্যার কথা বলবে? প্রশ্নটা মনে আসতেই মাথা নাড়ল সে। মন্দাক্রান্তাকে সে এমনিতেই কত ঝামেলায় ফেলেছে, বড়বাবু যে তার প্রতি সদয় হয়েছেন সেটাও মন্দাক্রান্তার জন্যেই, আর নতুন করে ওঁকে বিব্রত করা উচিত হবে না।

রাত সাড়ে ন'টা বেজে গেল। পকেটে প্রোডাকশনের দেওয়া ছয় হাজার টাকা রয়েছে। কথাটা খেয়ালে আসতে কীরকম অস্বস্তি শুরু হয়ে গেল। কোনওমতে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হেঁটে বড় রাস্তায় চলে এল নবকুমার। শেষপর্যন্ত আর না পেরে সে একটা টেলিফোন বুথে ঢুকল। শেফালি-মায়ের নম্বর ডায়াল করতে একটা যান্ত্রিক আওয়াজ কানে এল। টানা। রিং হচ্ছে না। রিসিভার নামিয়ে মন্দাক্রান্তার নম্বর ডায়াল করল সে। এই নম্বর দুটো এখন সে মুখস্থ করে ফেলেছে। রিং হচ্ছে। তার পরেই মন্দাক্রান্তার গলা কানে এল, 'হ্যাঁ! বলছি।'

'আমি নবকুমার।'

'আরে! কী আশ্চর্য! কনগ্র্যাচুলেশন! আজ নাকি তুমি খুব ভালো অভিনয় করেছ। গীতিময়বাবু তো বটেই, খোদ বড়বাবুও একটু আগে তোমার প্রশংসা করলেন। কোথায় তুমি?'

'আমি রাস্তায়। অনেকক্ষণ আগে ভবানীপুরের বাড়িতে পৌঁছে দেখছি, দরজায় তালা দেওয়া। মুক্তো নেই। শেফালি-মাকে ফোন করছি। কিন্তু রিং হচ্ছে না।' নবকুমার বলল।

'সেকী! মুক্তো কোথায় গেল?'

'জানি না। আমার শরীরটা, মানে খুব টায়ার্ড লাগছে—!'

'লাগবেই তো। তুমি ওখানেই দাঁড়াও। আমি শেফালি-মাকে ফোন করে দেখি!' লাইন কেটে দিলেন মন্দাক্রান্তা। বুথের লোকটাকে টাকা দিয়ে একটু সরে দাঁড়াল নবকুমার। মিনিটখানেকের মধ্যেই বুথের ফোন বেজে উঠতেই লোকটা রিসিভার তুলে কথা বলে বেরিয়ে গেল, 'এই যে, আপনার নাম নবকুমার তো? আপনার ফোন এসেছে। রিসিভ করলে এক টাকা দেবেন।'

ভেতরে ঢুকে রিসিভার তুলল নবকুমার, 'বলুন।'

'হ্যাঁ। ফোনটা খারাপ। তুমি এক কাজ করো। আমার এখানে একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে এসো। কাল সকালে তোমার শ্যুটিং আছে। কতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে তুমি।'

'আপনার ওখানে? কিন্তু বড়বাবু—!'

'সেটা আমি বুঝব।'

'না। আমার জন্যে আপনি সমস্যায় পড়বেন। তার চেয়ে আমি ট্যাক্সি নিয়ে শেফালি-মায়ের কাছে চলে যাচ্ছি!'

'দ্যাখো, শেফালি-মাকে আমি যতটুকু বুঝেছি উনি দায়িত্বজ্ঞানহীন নন। তুমি বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে আছ জেনেও মুক্তোকে পাঠাবেন না, এটা কখনওই উনি করবেন না। আমার মনে হচ্ছে ওঁর কোনও অসুবিধে হয়েছে।' মন্দাক্রান্তা বললেন।

'তাহলে তো আমার এখনই যাওয়া উচিত।'

'দাঁড়াও। তুমি এখন কোথায় আছ?'

'আশুতোষ কলেজের উলটোদিকের গলির কাছে।'

'তুমি কলেজের গেটের কাছে চলে এস। পনেরো মিনিটের মধ্যে আমি আসছি।' লাইন কেটে দিলেন মন্দাক্রান্তা। একটা টাকা লোকটাকে দিয়ে বাইরে চলে এল নবকুমার। এটা কী হল? মন্দাক্রান্তা আসছেন মানে তাকে শেফালি-মায়ের কাছে পৌঁছে দেবেন। এত রাতে সোনাগাছিতে ওঁকে নিয়ে যাওয়া যায় না। বড়বাবু জানতে পারলে তাকে শেষ করে দেবেন। তা ছাড়া, ওখানকার খারাপ লোকগুলো কীরকম ব্যবহার করবে তা কেউ জানে না। সে হাত তুলে একটা ট্যাক্সি থামাল। উঠে বসে বলল, 'সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যু-গ্রে স্ট্রিট।' ট্যাক্সি চলতে শুরু করলে একটু স্বস্তি হল দুটো কারণে। বসতে পেরে এতক্ষণ বাদে শরীর একটু আরাম পেল আর মন্দাক্রান্তার যাওয়া বন্ধ করতে পারল। গাড়ি নিয়ে আশুতোষ কলেজের সামনে পৌঁছে তাকে দেখতে না পেলে মন্দাক্রান্তা নিশ্চয়ই তাঁর বাড়িতে ফিরে যাবেন।

সিনেমা হলগুলো সরে-সরে যাচ্ছে। এই শহরে প্রথম যেদিন পা দিয়েছিল সে, সঙ্গে মাস্টারদা ছিল। লোকটা দুম করে মরে গেল। মাস্টারদা বলত, কর্পোরেশনের জল পেটে পড়লে মানুষ বদলে যায়। কথাটা বোধহয় ঠিক। প্রথম শহরের পথে হাঁটতে ভয় লাগত। যদি রাস্তা গুলিয়ে ফেলে, যদি বাড়ি ফেরার পথ খুঁজে না পায়। ট্যাক্সিতে একা ওঠার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারত না। এখন পারছে সে। কর্পোরেশনের জলে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে বলেই হাসপাতাল থেকে মাকে বাবা গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছে কি না তা জানতে ইচ্ছে করলেও জানা হয়নি। এই শহর তাকে শেখাতে চাইছে কী করে শুধু নিজের জন্যে বাঁচতে হয়। তাই গোলমাল হয়ে যায় শেফালি-মা বা মন্দাক্রান্তাকে দেখে। সারা শহর জুড়ে যখন লোহায় জং পড়ছে তখন কেউ-কেউ ইস্পাত হয়ে দারুণভাবে বেঁচে আছে।

ক্লান্তিতে এবং ব্যথায় ঘুম আসছিল। শরীরটাকে আরও একটু আরামের জন্যে ট্যাক্সির সিটে ছড়িয়ে দিতেই অন্ধকারে কিছুর স্পর্শ পেল নবকুমার। হাতড়ে-হাতড়ে যেটা তুলে নিল সেটা একটা বই। ট্যাক্সিটা তখন একটা রেড লাইটে দাঁড়িয়ে। বাইরের আলোয় সে বইটাকে দেখল। একলা নদীর সঙ্গে। এটা নিশ্চয়ই কবিতার বই। পাতা ওলটাতে কবিতার চেহারা দেখতে পেল সে। কবিতার ব্যাপারে তার কোনও আগ্রহ নেই। সে ট্যাক্সিওয়ালাকে বইটার কথা বলল। অবাঙালি ড্রাইভার বলল, আগে যে মেয়েটা উঠেছিল, সম্ভবত সে ফেলে গিয়েছে। তার দরকার নেই, বাবু ইচ্ছে করলে নিয়ে যেতে পারেন।

বিন্দুমাত্র আগ্রহ হচ্ছিল না বইটা নিয়ে যেতে। অন্ধকারে কিছুই পড়া যাচ্ছে না। এসপ্ল্যানেডে ট্যাক্সি দাঁড়াতেই যে পাতাটা খুলে চোখের সামনে ধরল সে, তার লাইনগুলো পড়তে বাধ্য হল নবকুমার, 'আমার বুকের ভিতর একটা গভীর ক্ষত আছে। সেখানে/একসঙ্গে বাস করে অগ্নি, জল

আর বায়ু/এরা রোজ দাবা খেলে, চাল দেয়, কিস্তিমাত করে/এদের নিয়েই আমি বেঁচে আছি/এরাই আমার পরমায়ু...

দাবা খেলা অনেক দেখেছে নবকুমার। গ্রামের বটতলার বাঁধানো চাতালে কৃষ্ণজ্যেঠু আর বলরাম কাকা দাবা খেলতেন। মাঝে-মাঝে রাতদুপুর পর্যন্ত। অনেকেই ভিড় করে ওঁদের খেলা দেখত। কৃষ্ণজ্যেঠুর বউ জেঠিমা বলতেন, 'আহা খেলুক। ওই নিয়েই তো বেঁচে আছে।' আজ মনে হল, জীবনটা বোধহয় ওই দাবা খেলার মতো। যতক্ষণ চাল দেওয়া যায় ততক্ষণ পরমায়ু থাকে। বইটার নাম আবার দেখল সে। একলা নদীর সঙ্গে। রচয়িতার নাম সুশান্ত গঙ্গোপাধ্যায়।

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে কিছুটা পেছনে হেঁটে এসে নবকুমার দেখতে পেল পেট্রল পাম্পের সামনে তিন-তিনটে পুলিশের জিপ আর ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। ওখান থেকেই বুঝতে পারল রাস্তা জনশূন্য। সে সোনাগাছিতে ঢোকার আগের গলিতে ঢুকে পড়ল। এদিক দিয়ে একটু ঘোরা হলেও শেফালি-মায়ের বাড়ির সামনে যাওয়া যায়। চৌমাথার কাছে এসে দেখল, রাস্তার দোকানপাটগুলো বন্ধ। আলো নিভে গিয়েছে। সোনাগাছিতে এই সময় দিনের আলোর মতো চারধার উজ্জ্বল থাকে। পান-সিগারেটের দোকানটা আধা বন্ধ। তার সামনে গিয়ে নবকুমার জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে?' উড়িষ্যাবাসী দোকানদার ভেতর থেকে বলল, 'আপনি কি কাস্টমার?'

'না। আমি এখানেই থাকতাম।'

'তাড়াতাড়ি বাড়িতে ঢুকে পড়ুন। বহুত হামলা হয়েছে আজ।'

'কারা হামলা করল?'

প্রশ্ন করা মাত্রই দূরে 'মার-মার-মার শালাকে' চিৎকার করল কয়েকজন। দোকানদার বাকিটা বন্ধ করে দিল। ফুটপাত ধরে এগিয়ে গেল নবকুমার। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল খুব। শেফালি-মায়ের বাড়ির দরজা হাট করে খোলা। সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই মেয়েগুলোকে দেখতে পেল। সাজগোজ নেই, মুখে রং নেই, মেয়েগুলো মাটিতে বসে আছে চুপচাপ, পাথরের মতো। ওদের একজন নবকুমারকে দেখতে পেয়েই চিৎকার করে কেঁদে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে কান্নাটা ছড়িয়ে গেল অন্যদের মধ্যে। হতভম্ব নবকুমার জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে?'

যে মেয়েটি সেদিন ওদের হয়ে শেফালি-মায়ের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিল, সে উঠে দাঁড়াল, 'সব্বোনাশ হয়ে গিয়েছে দাদাভাই।'

নবকুমার ওপরের দিকে তাকাল। দোতলা অন্ধকারে ঢাকা।

'শেফালি-মা ওপরে নেই?'

'না।' মেয়েটি চোখ মুছল।

'কী হয়েছে বলবেন?'

এবার সবাই মুখ খুলল, একসঙ্গে। প্রত্যেকের কথাগুলো থেকে যেটুকু জানা গেল তাতে নবকুমারের মনে হল পৃথিবীটা দুলছে। সে বসে পড়ল।

আজ দুপুরে সেই লোকটা দলবল নিয়ে এসেছিল। এই লোকটাই আগের দিন একজন সঙ্গী নিয়ে এসে শেফালি-মাকে বাড়ি বিক্রি করতে বলেছিল। আজ সে সরাসরি জানতে চায় শেফালি-মা তাদের কাছে বাড়িটা বিক্রি করবে কি না? তাদের কাছে খবর গিয়েছে এই বাড়ি হয় দুর্বারকে দিয়ে দেওয়া হবে, নয়তো ভাড়াটে যৌনকর্মীদের দান করা হবে। সোনাগাছি পাড়ায় এরকম কথা কেউ শোনেনি। শেফালি-মা স্পষ্ট বলে দেন, তিনি বাড়ি বিক্রি করবেন না। ঝগড়া আরম্ভ হয়। লোকটা দলবল নিয়ে ওপরতলায় ঢুকে যায়। জিনিসপত্র ভাঙে, টেলিফোনের তার ছিঁড়ে দেয়। প্রতিবাদ করায় একজন শেফালি-মাকে এত জোরে চড় মারে যে তিনি ঘুরে পড়ে যান। তখন ইতি আর স্থির থাকতে পারে না। সে সবসময় শেফালি-মায়ের পাশে থেকে ওদের চলে যেতে বলছিল। শেফালি-মা মার খেতে রান্নাঘর থেকে বঁটি এনে যে লোকটা চড় মেরেছিল, তার ঘাড়ে আঘাত করে। লোকটা

পড়ে যায়। তখন তিন-চারজন ইতিকে ধরে উলঙ্গ করে ধর্ষণ করতে শুরু করে। শেফালি-মা কোনওমতে উঠে বঁটিটা তুলে নিয়ে লোকগুলোকে আঘাত করতে যেতে ওরা সরে যায়। বঁটিটা গিয়ে আঘাত করে ইতির গলায়। সঙ্গে-সঙ্গে মারা যায় সে। লোকগুলো দুদ্দাড় করে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে। কিন্তু পাড়ার লোকজন ওদের দুজনকে ধরে ফেলে। প্রচণ্ড মার মারে ওদের। পুলিশ আসে। লোকদুটোকে হাসপাতালে পাঠায়। ইতির ডেডবডি নিয়ে যায়। আর শেফালি-মাকে খুনের দায়ে গ্রেফতার করে। কিন্তু শেফালি-মা তার আগেই পাগল হয়ে গিয়েছেন। মুক্তোও মার খেয়েছে খুব। তাকেও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পাড়ার লোকজনের ধারণা, দু-একজন গুন্ডা এখনও এখানে লুকিয়ে আছে। পুলিশ এসে আবার সব কিছু তছনছ করছে।

মাথা তুলতে পারছিল না নবকুমার। চোখের সামনে যেন নিচ্ছিদ্র অন্ধকার। ঠিক যেই কিস্তিমাত বলে বলরামকাকা সোল্লাসে চিৎকার করতেন তখন কৃষ্ণজ্যেঠুর মুখটা যেরকম ঝুলে পড়ত, নবকুমারের যেন সেরকম হয়ে গেল।

খবর পৌঁছে গিয়েছিল। খানিক বাদেই দুর্বারের মেয়েরা চলে এল এই বাড়িতে। কবিতা কথা বলতে পারছিল না। চন্দ্রিমা বললেন, 'আমরা যদি হেজিটেট না করে ওঁর কথায় রাজি হয়ে যেতাম তাহলে হয়তো এই ঘটনা ঘটত না। আমরা চেষ্টা করছি শেফালি-মাকে জামিনে ছাড়িয়ে আনতে। কিন্তু উনি তো একটাই কথা বলছেন, আমি খুনি, আমি খুনি।' নবকুমার চোখ বন্ধ করে দু-হাতে মুখ ঢেকে বসেছিল।

কবিতা বলল, 'কাল সকালেই বড় উকিলের সঙ্গে যোগাযোগ করব আমরা। শেফালি-মায়ের মাথা খারাপ ছিল বললে বেশি শাস্তি হবে না।'

সঙ্গে-সঙ্গে মুখ তুলল নবকুমার, 'মিথ্যে কথা। শেফালি-মায়ের মাথা আমাদের সবার চেয়ে অনেক ভালো ছিল, ভালো আছে।'

'তুমি জানো না ভাই, এখন উনি মানুষ চিনতে পারছেন না।'

'এত ভালো মানুষ চিনেছিলেন, তাই ইতিকে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। আমরা কেউ তো অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারি না। উনি সুস্থ বলে পেরেছিলেন।' নবকুমার জোরে-জোরে শ্বাস নিল।

চন্দ্রিমার মোবাইল বেজে উঠল। অন করে কথা শুনে চন্দ্রিমা বললেন, 'ইতির পোস্টমর্টেম হয়ে গিয়েছে। ডেডবডি নিয়ে আসা হচ্ছে। তোমরা নিশ্চয়ই ওর শেষ যাত্রায় সঙ্গী হবে?' প্রশ্নটা অন্য মেয়েদের উদ্দেশ্যে।

একসঙ্গে উত্তর ছুটে এল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

একটা ছোট ম্যাটাডর ভ্যান ফুলে-ফুলে উপচে পড়ছে। ইতি সেই ফুলের পাহাড়ের নীচে শুয়ে আছে। শুধু তার মুখখানি উন্মুক্ত। দুর্বারের কেউ হয়তো, একটা বড় ফেস্টুন ম্যাটাডরের ওপর টাঙিয়ে দিল। ইতি যুগ-যুগ জিও। তার নীচে বড় করে লেখা, শেফালি-মা জিন্দাবাদ।

মানুষে-মানুষে থিকথিক করছে সোনাগাছির রাস্তা। দরজায় না দাঁড়িয়ে আজ সব মেয়ে নেমে এসেছে পথে। রংবিহীন মুখগুলো পাথর। নবকুমার ওই বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল পথে। সে দেখল, যে ছেলেগুলো একদিন ইতির কারণে তাকে মেরেছিল আজ তারা হাউ-হাউ করে কাঁদছে।

ম্যাটাডর এগিয়ে যাচ্ছে নিমতলা শ্মশানের দিকে। ভিড়ের সঙ্গে হাঁটতে গিয়ে আবার ব্যথাটা টের পেল নবকুমার। এতক্ষণ এইসব ঘটনার মধ্যে থেকে তার শরীর যেন অসাড় হয়েছিল, এখন জানান দিল। তার পক্ষে এই শরীর নিয়ে শ্মশান অবধি হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়।

মেয়েরা কেউ কথা বলছে না। যে যেমন ছিল, নেমে এসেছে এই অন্তিম যাত্রায়। এদের কে ইতিকে কতটা চিনত তা নিয়ে কোনও কথাই ভাবছে না। ওদের একজন প্রতিবাদ করতে গিয়ে খুন হয়েছে, তাকে সম্মান জানানো কর্তব্য।

নবকুমার ধীরে-ধীরে ফুটপাতে উঠে দাঁড়াল। অসংগঠিত মিছিল তার পাশ দিয়ে নীরবে চলে যাওয়ার পর তার মনে হল, সোনাগাছি খালি হয়ে গিয়েছে।

তার উচিত ছিল ইতির সঙ্গে যাওয়া। এই ইতি তাকে জোড়াসাঁকো দেখিয়েছিল। এই ইতি তার জন্যে ব্যাবসা ছেড়ে দুর্বারে যোগ দিয়েছিল। নিজের নানান বানানো নাম ছেড়ে দিয়ে সে তাকে সত্যি নামটা বলেছিল।

'ইতি, তুমি কিছু মনে কোরো না, আমি হাঁটতে পারছি না।'

'বাবু, যাবেন?' একটা রিকশাওয়ালা সামনে এসে দাঁড়াল।

ওই রিকশায় উঠলে বিনা কষ্টে শ্মশানে যাওয়া যায়। সে শুনেছে নিমতলায় ইলেকট্রিক চুল্লি আছে। তাই কাউকে জ্বলতে দেখতে হয় না। কিন্তু ফিরতে রাত হবে। অনেক রাত। মাথা নেড়ে না বলে নবকুমার শেফালি-মায়ের বাড়িতে ফিরে এল। নীচে কোনও মেয়ে নেই। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এসে খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে আলো জ্বালল সে। বাগানে কয়েকটা গরু ঢুকে যে দশা করে এই ঘরগুলোর এখন সেই অবস্থা। দরজাটা বন্ধ করে যে ঘরে সে থাকত সেখানে চলে এল নবকুমার। আর দাঁড়াতে না পেরে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল।

ইতি আর চুপচাপ এসে সামনে দাঁড়াবে না। শেফালি-মা হয়তো কোনওদিন—। হঠাৎ বিদ্যুতের শক খেল নবকুমার। কোনওদিন কি সে শেফালি-মায়ের ঋণ শোধ করতে পারবে? সেই সুযোগ হয়তো কোনওদিনই পাবে না। কিন্তু শেফালি-মাকে সুস্থ করে সমস্ত অভিযোগ থেকে মুক্ত করে আনা কী সম্ভব নয়?

হঠাৎ কথাটা মনে হল। শেফালি-মা বলেছিলেন, 'আবেগ না থাকলে সে মানুষ নয়। কিন্তু আবেগে যে ভেসে যায় সে তলিয়ে যায়। আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রেখে যে কাজ করে যেতে পারে সে-ই ঠিকঠাক মানুষ।'

নবকুমার পাশ ফিরল। এখন তার খিদে পাচ্ছে, ব্যথাও। কিন্তু সে এখন ঘুমোতে চায়। এই শহর তাকে শিখিয়েছে সুযোগের সদব্যবহার করতে। সেটা করতে হলে কাল ভোর-ভোর উঠে ভবানীপুরের বাড়ির সামনে যাওয়া দরকার। সেখানে স্টুডিওর গাড়ি আসবে সকালে, তাকে রং মাখাতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

আগামীকালের লড়াই-এর জন্যে তার আজ ঘুম দরকার।

সমাপ্ত